লে মিজেরাব্‌ল্‌

ভিক্টর হিউগো প্রণীত

[প্রথম খণ্ড—ফ্যান্‌টাইন্‌]

শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক অনুবাদিত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়,
৪৭এ, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত—
এবং
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর,
কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
সন ১৩৩৫ সাল

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমার নিতান্ত শৈশবকালে আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি নিঃসন্দেহ আমি যাঁহার পরম স্নেহের পাত্র ছিলাম, স্বর্গগতা পরম পূজনীয়া শ্রীমতী ক্ষীরদা দেবী মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে ফ্যান্‌টাইনের অনুবাদ অর্পিত হইল।

ভূমিকা

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "A few thoughts on Education" নামক গ্রন্থে (২৮৮ পৃষ্ঠায়) পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট ৩০।৩৫ খানি পুস্তকের নাম করিতে গিয়া, কঠোপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতের কোনও কোনও অংশ, শকুন্তলা, প্লেটোর Phedo এবং Republic এর কোনও কোনও অংশ, Gospel of St. Mathew, Hamlet, Macbeth Othello প্রভৃতির, সহিত Les Miserablesএর নাম করিয়াছেন। এই পুস্তক আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা সদৃশ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী (এক্ষণে রায়বাহাদুর) মহাশয়ের কথামত প্রথম পাঠ করি ও পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করি। এ পুস্তকের ইংরাজীতে অনুবাদ আছে। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা যাহাতে এই পুস্তক পাঠের আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সেইজন্য আমি এই বিপুল গ্রন্থের (ইংরাজী অনুবাদ ১৩৭৩ পৃষ্ঠা) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং সে অনুবাদ এক্ষণে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অনুবাদে ভ্রম প্রমাদ আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকর্ত্তা যেখানে গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিয়াছেন, সেখানে গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দিষ্ট অর্থ, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই অনুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। কোনও কোনও স্থলে, হয়ত, আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা যথার্থ উদ্দিষ্ট অর্থ নহে। তথাপি, যদি বাঙ্গালী পাঠক, আমার কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া কিছুমাত্র

আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

পরিশেষে আমার বলা উচিত যে এই গ্রন্থ ছাপানর সময় আমি নিজে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলাম। আমার পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় আন্তরিক যত্ন সহকারে ও বিশেষ মনোযোগের সহিত ছাপান কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, বলিয়াই ইহা প্রকাশ করিতে পারিলাম। ঐ কার্য্যে তাঁহার মাতৃস্বসার পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এই পুস্তক ৫ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড ফ্যান্‌টাইন্‌ এক্ষণে প্রকাশ হইল। দ্বিতীয় খণ্ড কসেট এক্ষণে ছাপা হইতেছে। অন্য ৩ খণ্ড ক্রমে ছাপা হইলেই প্রকাশ হইবে।

ফ্যান্‌টাইনের

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ	ন্যায়পরব্যক্তি	১ পাত
২য় স্কন্ধ	পতন	৭৭ পাত
৩য় স্কন্ধ	১৮১৭ সালে	১৪৯ পাত
৪র্থ স্কন্ধ	কথনও কথনও বিশ্বাস স্থাপনের ফলে হস্তগত হইয়া পড়িতে হয়	১৭৯ পাত
৫ম স্কন্ধ	অবরোহণ	১৯৫ পাত
৬ষ্ট স্কন্ধ	জেভার্ট	২৫১ পাত
৭ম স্কন্ধ	চ্যাম্পম্যাথিউ ব্যাপার	২৬৭ পাত
৮ম স্কন্ধ	প্রতিঘাত	৩৬০ পাত

লে মিজেরাব্‌ল্‌

ফ্যান্‌টাইন্‌

প্রথম স্কন্ধ

ন্যায়পর ব্যক্তি

(১)—মাইরেল

১৮১৫ খৃঃ অব্দে চার্ল্‌স্‌ মাইরেল ডি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৮০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ঐ প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ডি নগরে আসিবার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল এবং যে সকল কথা তাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলিত তাহা এই খানে লিপিবদ্ধ করা হইল। ঐ সকলের সহিত এই গ্রন্থের প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত বিস্তৃত বর্ণনার অন্য কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও ইহাতে সকল বিষয়ে সমস্ত কথা বলা হইবে, অন্ততঃ এই কারণে ইহা অনাবশ্যক হইবে না। জীবনে, বিশেষতঃ ভবিষ্যতে তাহার যাহা ঘটিবে তৎসম্বন্ধে, মনুষ্য যে সকল কার্য্য করে তাহা যেরূপ গুরুতর, লোকে তাহার সম্বন্ধে যাহা বলে—তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক,—অনেক সময় তাহাও সেইরূপ গুরুতর। মাইরেলের পিতা সম্ভ্রান্ত বিচারকগণের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি এইক্স নগরের বিচারালয়ের জনৈক সদস্য ছিলেন। মাইরেল তাঁহার পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত হন, এইরূপ তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল। বিচারক

সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহার পিতা তাঁহার ১৮ কি ২০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপ অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হইলেও তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে লোকে অনেক কথা কহিত, এইরূপ শুনা যায়। তিনি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় ছিলেন, তথাপি তাঁহার দেহ সুগঠিত, কমনীয়, শিষ্টতাব্যঞ্জক এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল। ভোগাসক্তিতে ও স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ কাটিয়াছিল।

বিপ্লব উপস্থিত হইল। ঘটনার পর ঘটনা সকল ক্ষিপ্রতার সহিত উপস্থিত হইল। বিচারকসম্প্রদায়ের অনেকে নিহত হইলেন, অনেকে অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া পলায়নপর হইয়া অবশেষে নিহত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। বিপ্লবের প্রথমেই মাইরেল ইটালিতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পত্নী বহুদিন ফুসফুস্ সংক্রান্ত রোগে পীড়িত ছিলেন। ঐ রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কোনও সন্তান হয় নাই। তাহারপর মাইরেলের অদৃষ্টে কি ঘটিল? প্রাচীন সমাজের ধ্বংস, পরিবার বর্গের মৃত্যু, ৯৩ সালের যে দৃশ্য সকল বিদেশে পলায়িত ফরাসীগণ দূর হইতে দারুণ ভীতি বশতঃ ভীষণতর দেখিতে ছিলেন, সেই ভীষণ দৃশ্যসকল কি তাঁহার মনে বৈরাগ্যের এবং বিবিক্তবাসেচ্ছার বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিল? যে দেশব্যাপী বিপদে নিজের জীবন এবং সম্পত্তিনাশের সম্ভাবনা হয় তাহাতেও যিনি বিচলিত হন না, কখনও কখনও সেইরূপ লোকও দুর্ব্বোধ্য দৈবদুর্বিপাকে ভালবাসার বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হইলে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হন। পূর্ব্বকথিত বিপদরাশিমধ্যে যখন মাইরেল নিমগ্ন ছিলেন তখন কি সহসা তাঁহার ঐরূপ কোনও ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছিল? এ সকল কথা বলিবার কেহ ছিল না। এইমাত্র জানা যায়, যখন তিনি ইটালি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন তিনি ধর্ম্মযাজক হইয়াছেন।

১৮০৪ খৃঃ অব্দে তিনি ব্রিগনোলের নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তখনই তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছিল এবং তিনি নির্জ্জনে বাস করিতেন। যে সময় অভিষেক হয় প্রায় সেই সময় তিনি যে প্রদেশের ধর্ম্মযাজক ছিলেন সেই প্রদেশের কোনও কার্য্য উপলক্ষে—ঠিক কি কার্য্য তাহা জানা যায় না—তিনি প্যারিস নগরে আসিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশের অধিবাসিবর্গের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে তিনি যে সকল ক্ষমতাশালী লোকের বাড়ী গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কার্ড্রিনেল ফেস একজন। ইনি সম্রাটের মাতুল। একদা সম্রাট্ তাঁহার

মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, ঐ সময়ে যে ঘরে মাইরেল অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই ঘর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নেপোলিয়ন দেখিলেন জনৈক বৃদ্ধ কতকটা কৌতূহলের সহিত তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছেন। তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ পরুষস্বরে বলিলেন—

"আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন এই ভালমানুষ লোকটী কে?" মাইরেল বলিলেন "মহারাজ, যাহার উপর আপনার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে তিনি একজন সদাশয় ব্যক্তি। আমিও যাঁহাকে দেখিতেছি তিনি একজন মহৎ-লোক। এই সাক্ষাৎ উভয়েরই মঙ্গলকর হইতে পারে।" সেই দিনই অপরাহ্ণে সম্রাট্ কার্ডিনেলের নিকট মাইরেলের পরিচয় জানিয়া লইলেন। কিছুদিন পরে মাইরেল ডির প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন সংবাদে অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

মাইরেলের জীবনের প্রথমভাগ সম্বন্ধে যে সকল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, মোটের উপর উহা কি পরিমাণে সত্য? কেহই তাহা জানিত না। বিপ্লবের পূর্ব্বে মাইরেলপরিবারের সহিত পরিচিত লোক অতি অল্পই ছিল। ক্ষুদ্র নগরে গল্প করিবার লোক অনেক, কিন্তু চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অল্পই থাকে। এরূপ স্থলে সমস্ত নবাগত ব্যক্তির অদৃষ্টে যাহা ঘটে মাইরেল যদিও প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন এবং তিনি প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন বলিয়াই তাঁহারও তাহাই ঘটিয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গল্প চলিত ছিল তাহা লোকের কথা মাত্র।

ক্ষুদ্র নগরের সামান্য লোক প্রথমে যে সকল গল্পে আবিষ্টচিত্ত থাকিত মাইরেল ৯ বৎসর ডি নগরে বাস করিয়া ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিলে পর ঐ সকল গল্প সকলে একবারে বিস্মৃত হইল। ঐ সকল গল্প করিতে আর কেহ সাহস করিত না; ঐ সকল মনোমধ্যে চিন্তা করিতেও কেহ সাহস করিত না।

তাঁহার বর্ষীয়সী কুমারী ভগ্নী শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইন তাঁহার সহিত ডি নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি মাইরেল অপেক্ষা ১০ বৎসরের ছোট ছিলেন।

শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইনের সমবয়স্কা ম্যাগলইর নামক জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের একমাত্র পরিচারিকা ছিল। মাইরেল নিম্নপদস্থ থাকা সময়ে ম্যাগলইর সামান্যা পরিচারিকা মাত্র ছিল, এক্ষণে মাইরেল প্রধান ধর্ম্মযাজক

হইলে ম্যাগলইর শ্রীমতী বাপটিস্টাইনের সহচরী পদে উন্নীত হইলেন এবং প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহকর্ত্রী হইলেন।

শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইন দীর্ঘাকৃতি, কৃশা পাণ্ডুরবর্ণের এবং নম্র স্বভাবসম্পনা ছিলেন। "সম্মানাস্পদ" বলিলে যে আদর্শ বুঝা যায় শ্রীমতী সেই আদর্শের অনুরূপ ছিলেন। স্ত্রীলোক সন্তানের মাতা না হইলে, বোধ হয় ভক্তির উদ্রেক করিতে সমর্থ হন না। তিনি কখনই সুন্দরী ছিলেন না। তাঁহার জীবন পুণ্যকর্ম্মের পরম্পরা ছিল বলিলেই হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি আরও কৃশ হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ আরও পাণ্ডুর হইয়াছিল এবং ধার্ম্মিক লোকের যে এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে, বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীমতীর সেই সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। যৌবনেই তিনি কৃশ ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার দেহ প্রায় স্বচ্ছের ন্যায় হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার মনোভাব সকল বাহ্যাকৃতিতেই প্রকাশ পাইত। কুমারীকে দেহবিমুক্ত আত্মা বলিতে পারা যাইত। তাঁহার শরীর ছায়ার ন্যায় ছিল। তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝা যায় এ পরিমাণ মাংস ও বোধ হয় তাঁহার দেহে ছিল না। তাঁহার দেহ পাত্রমধ্যস্থিত অলোক সদৃশ ছিল। তাঁহার বৃহৎ চক্ষু সর্ব্বদা আনত থাকিত। কোনওরূপে দেহ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মা পৃথিবীতে ছিল।

শ্রীমতী ম্যাগলইর প্রৌঢ়বয়স্কা, খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায় ও শ্বেতবর্ণের ছিলেন। তাঁহার দেহে যথেষ্ট মাংস ছিল। সর্ব্বদাই তিনি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পরিশ্রম বশতঃ এবং শ্বাসরোগ থাকায় তিনি সর্ব্বদাই হাঁপাইতেন।

ডি নগরে আগমন করিলে মাইরেল প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাসাদে রাজকীয় নিয়মানুসারে উপযুক্ত সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজকীয় নিয়মানুসারে তাঁহার পদ সৈন্যাধ্যক্ষের নিম্নে ছিল। নগরাধ্যক্ষগণ প্রথমে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। অন্যপক্ষে তিনি প্রথম যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত এবং ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

অভিষেক হইয়া গেলে নগরবাসিগণ প্রধান ধর্ম্মযাজক কিরূপ কার্য্য করেন তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(২)—মাইরেল "স্বাগত" মহাশয় হইলেন।

দাতব্য ঔষধালয়ের পার্শ্বেই প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পুজেট ডি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন: অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই তিনি এই সুন্দর বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রস্তরে গঠিত এই প্রাসাদ যথার্থই সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর বাসের উপযুক্ত ছিল। প্রধান ধর্ম্মযাজকের কক্ষসকল, বসিবার ঘরসকল, শয়ন-গৃহসকল এবং ঐ প্রাসাদের অন্যান্য অংশসকল সমস্তই বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট ছিল। স্তম্ভসারির উপর খিলান করা ছাদের নিম্নে বেড়াইবার পথ বৃহৎ উঠানের চারিদিক দিয়া গিয়াছিল। রমণীয় বৃক্ষসকল অট্টালিকার সম্মুখস্থিত উদ্যানের পরম শোভা সম্পাদন করিত। বৃহৎ ভোজনকক্ষ অতি মনোহর মঞ্চে সুশোভিত ছিল। তাহার সম্মুখেই ঐ উদ্যান ছিল। এই গৃহেই ১৭১৪ খৃঃ অব্দে ২৯শে জুলাই পুজেট অতি উচ্চপদস্থ সাতজন ধর্ম্মযাজককে মহাসমারোহে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের চিত্রিতমূর্ত্তি সকল ঐ গৃহ শোভিত করিয়াছিল। শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরের উপর স্বর্ণাক্ষরে স্মরণার্থ ঐ তারিখ খোদিত ছিল।

অনুচ্চ, অপ্রশস্ত একতলা একটা বাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। উহার উদ্যানটীও ছোট ছিল।

ডি নগরে আসার তিন দিন পরে মাইরেল চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিলেন। পরিদর্শনের পর চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষকে তিনি তাঁহার বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অধ্যক্ষ তাঁহার বাড়ী আসিলে তিনি বলিলেন—অধ্যক্ষ মহাশয়, এক্ষণে চিকিৎসালয়ে কয়জন রোগী রহিয়াছে?

অধ্যক্ষ সসম্মানে উত্তর করিলেন—মহাশয়, ২৬ জন রোগী রহিয়াছে।

মাইরেল। আমিও তাহাই গণিলাম।

অধ্যক্ষ। রোগীর শয্যাসকলমধ্যে স্থান অতি অল্পই আছে।

মাইরেল। তাহাই দেখিলাম।

অধ্যক্ষ। ঘরগুলি ছোট; ঐ সকল ঘরে বায়ু পরিবর্ত্তন করা দুরূহ।

মাইরেল। আমারও তাহাই বোধ হয়।

অধ্যক্ষ। বাগানটী এত ছোট যে আকাশ নির্ম্মল থাকিলে আরোগ্যোন্মুখ রোগিগণের সকলের উহাতে স্থান সংকুলান হয় না।

মাইরেল। আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম।

অধ্যক্ষ। মারীভয় উপস্থিত হইলে—এখানে মারীভয় মধ্যে মধ্যে হইয়াও থাকে—কি করিব স্থির করিতে পারা যায় না।

মাইরেল। এ কথা আমারও মনে হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ। মহাশয়, আপনি কি করিতে বলেন? অগত্যা, দৈবের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এই কথোপকথন মঞ্চসুশোভিত ভোজনকক্ষে হইতেছিল। মাইরেল ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন কিন্তু তখনই তাঁহার মনস্থির হইল। তিনি অধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কেবল এই কক্ষে কয়জন রোগীর শয্যা হইতে পারে, আপনি বিবেচনা করেন?

ভয় ও বিস্ময় সহকারে অধ্যক্ষ বলিলেন—মহাশয়ের ভোজনগৃহে! মাইরেল ঐ কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—বোধ হইল ঐ গৃহের আয়তন কত হইবে, কয়টী শয্যা উহাতে হইতে পারে তাহাই তিনি দেখিতেছিলেন। পরে তিনি আপনমনে বলিলেন—ইহাতে ২০ জনের শয্যা হইতে পারে। তাহার পর অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখুন, বোধহয় কিছু ভ্রম হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে ৫।৬টী ক্ষুদ্র কক্ষে ২৬ জন লোক রহিয়াছে; এ বাড়ীতে আমরা মাত্র তিনজন রহিয়াছি; অথচ এখানে ৬০ জনের স্থান হইতে পারে। আমি দেখিতেছি যে ভ্রমই হইয়াছে। আপনারা আমার বাড়ীতে আসুন, আমি চিকিৎসালয়ে যাই। আমাকে আমার বাড়ী দিন, আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন।

পরদিন ২৬ জন রোগী ধর্ম্মযাজকের প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মাইরেল চিকিৎসালয়ে বাস করিতে গেলেন।

মাইরেলপরিবার বিপ্লবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় মাইরেলের কোনও সম্পত্তি ছিল না। তাঁহার ভগ্নীর বৎসরে ৫০০ ফ্রাঙ্ক (১ ফ্রাঙ্ক = ॥/১০) আয় ছিল। তাহাতেই তাঁহার নিজের খরচ নির্ব্বাহ হইত। মাইরেলের বেতন ১৫০০০ ফ্রাঙ্ক হইল। যেদিন মাইরেল চিকিৎসালয়ে বাস করিতে গেলেন সেই দিন তিনি তাঁহার বেতন খরচ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বহস্তে যে নির্ণয়পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ:—

আমার সাংসারিক খরচ সম্বন্ধে নির্ণয়পত্র

বিদ্যালয়	১৫০০	ফ্রাঙ্ক
প্রচার-সমিতি	১০০	„
ধর্ম্মসম্প্রদায়	১০০	„
বৈদেশিক প্রচার-সমিতি	২০০	„
ধর্ম্মসভা	১৫০	„
তীর্থের ধর্ম্মাচার্য্যগণ	১০০	„
নারী চিকিৎসালয়	৩০০	„
আরল্‌সের নারী চিকিৎসালয়	৫০	„
কারাগার উন্নতি জন্য	৪০০	„
কারামুক্তগণের উন্নতি জন্য	৫০০	„
যে সকল অধমর্ণ সংসারের কর্ত্তা এবং ঋণজন্য কারারুদ্ধ রহিয়াছে তাহাদিগের মুক্তিজন্য	১০০০	„
শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি	২০০০	„
ধর্ম্মগোলা	১০০	„
দরিদ্র বালিকাগণের শিক্ষা-সমিতি	১৫০০	„
দরিদ্রগণ	৬০৭০	„
নিজের	১০০০	„
মোট	১৫০০০	„

যতদিন মাইরেল ডি নগরে প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন তিনি এই নির্ণয় পত্রের পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই নির্ণয়পত্রকে তিনি আপন সাংসারিক খরচের নির্ণয় পত্র বলিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

এই ব্যবস্থায় শ্রীমতী ব্যাপটীস্‌টাইনের কোনওরূপ অসম্মতি ছিলনা। এই পুণ্যাত্মা স্ত্রীলোক মাইরেলকে যুগপৎ ভ্রাতা ও গুরুস্বরূপে দেখিতেন। তিনি জানিতেন, মাইরেল ইহলোকে তাঁহার ভ্রাতা এবং বন্ধু, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার গুরু। মাইরেলকে তিনি ভ্রাতা বলিয়া ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া ভক্তি করিতেন। মাইরেল যাহা বলিতেন তিনি তাহাতেই সম্মতি দিতেন। মাইরেল যাহা করিতেন, তিনি তাহাতে সহায়তা করিতেন। কেবল তাঁহাদের

পরিচারিকা ম্যাগলইর কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ করিত। মাইরেল বেতন মধ্যে নিজের ব্যয় জন্য যে ১০০০ ফ্রাঙ্ক রাখিয়াছিলেন উহা ও শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইনের ৫০০ ফ্রাঙ্ক এই ১৫০০ ফ্রাঙ্কে এই তিন জনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

ম্যাগলইর দ্রব্যাদি কোনওরূপ অপচয় করিত না বলিয়া এবং শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিসটাইনের সুব্যবস্থার গুণে এই অল্প আয় হইতেও মাইরেল তাঁহার অধীনস্থ ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

ডি নগরে তিন মাস অবস্থিতির পর একদিন মাইরেল বলিলেন—দেখিতেছি আমার কোনও রূপে সংকুলান হইতেছে না।

ম্যাগলইর বলিল—আমারও তাহাই বোধ হয়। গাড়ীর জন্য এবং অধীনস্থ স্থান পরিদর্শন জন্য আপনার প্রাপ্য রহিয়াছে; আপনি তাহা চাহেন নাই। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই সকল জন্য টাকা পাইতেন।

তিনি বলিলেন—তুমি উত্তম বলিয়াছ।

তিনি আপনার প্রাপ্য পাইবার জন্য আবেদন করিলেন।

তাঁহার এই আবেদন সভাতে উপস্থিত হইলে বাৎসরিক ৩০০০ ফ্রাঙ্ক তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। ঐ টাকা তাঁহার গাড়ীর জন্য ও পরিদর্শনের খরচ জন্য দিবার আদেশ হইল।

স্থানীয় মধ্যবিত্ত লোকেরা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্য অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া মন্ত্রীর নিকটে গোপনে এক পত্র লিখিলেন। এই ব্যক্তি বিপ্লবের সময় বিপ্লবের অনুকূল ছিলেন এবং এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য স্বরূপে ডি নগরের সন্নিহিত এক মনোহর অট্টালিকায় বাস করিতেন। উপরিকথিত ঐ পত্র হইতে আমরা নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"গাড়ীর জন্য ব্যয়? যে নগরে অধিবাসীর সংখ্যা ৪০০০ এর কম, সেখানে গাড়ী কি হইবে? পরিদর্শনে যাইবার ব্যয়? প্রথমতঃ, এই সকল পরিদর্শনের কি প্রয়োজন? এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘোড়ার গাড়ী চলিবে কিরূপে? এই সকল প্রদেশে রাস্তা নাই। অশ্বারোহনেই লোক এখানে যাতায়াত করে। এমন কি, পুলের উপর দিয়া গরুর গাড়ী ও যাইতে পারা সন্দেহের কথা।

ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই লোভী ও উদরপরায়ণ। এই লোকটী যখন এখানে আসেন, তখন ভালই বোধ হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে অন্যান্য সকলেও যেমন ইনিও সেইরূপ। এখন তিনি গাড়ী চড়িতেছেন এবং পূর্ব্বকালের যাজকগণ যেরূপ বিলাসী ছিলেন তিনিও সেইরূপ হইতেছেন। এই শ্রেণীর লোকগণকে ধিক্‌। এই সকল দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে সম্রাট আমাদিগের উদ্ধার না করিলে আর মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজকগণের কর্ত্তা উৎসন্ন যাউক! (এই সময় রোমের সহিত বিবাদ বাধিয়া আসিতেছিল) আমি সর্ব্বদাই সম্রাটের পক্ষে জানিবেন।"

এদিকে এই টাকা পাইবার আদেশ হওয়ায় ম্যাগলইর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সে শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইনকে বলিল—বেশ হইয়াছে, আমার প্রভু প্রথমে অপরের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিশেষে তাঁহাকে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছে। সকল দাতব্য সমিতিতেই তিনি যাহা দিবার দিয়াছেন; যাহা হউক, এক্ষণে এই ৩০০০ ফ্রাঙ্ক আমাদিগের জন্য থাকিবে।

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে মাইরেল নিম্নলিখিতরূপ নির্ণয়পত্র লিখিয়া তাঁহার ভগ্নীর হস্তে দিলেন।

গাড়ীর ও পরিদর্শনের খরচ—

রোগিগণের জন্য মাংসের ক্বাথ	...	...	...	১৫০০ ফ্রাঙ্ক
বিভিন্ন স্থানের নারী চিকিৎসালয়...		...	...	৫০০ "
অনাথাশ্রম...	...	...	...	৫০০ "
পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের জন্য		...	...	৫০০ "
মোট...		...	...	৩০০০ "

মাইরেলের নির্ণয়পত্র এইরূপ—

প্রধান ধর্ম্মযাজকস্বরূপে তাঁহার নানাপ্রকার পাওনা ছিল। তিনি ধনীদিগের নিকট ঐ সকল প্রাপ্য সমস্ত আদায় করিয়া লইতেন, কিছুই ছাড়িতেন না এবং ঐ টাকা দরিদ্রগণকে দিতেন। কিছুদিন পরে সকল দিক হইতে তাঁহার নিকট টাকা আসিতে লাগিল। ধনী দাতব্যের টাকা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে ও দরিদ্র সাহায্য লইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত। এক বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সকল দানশীল লোকই দাতব্যের টাকা তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে লাগিল এবং সকল দরিদ্রই আবশ্যকমত তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতে লাগিল। এইরূপে বহু টাকা তাঁহার হাত দিয়া খরচ হইতে লাগিল।

কিন্তু তাঁহার নিজের খরচ সম্বন্ধে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন করিতে তিনি কদাপি সম্মত হন নাই এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহার করিতেন না।

অনাবশ্যক দ্রব্য ব্যবহার করা দূরে থাকুক, অনেক সময় তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যও জুটিত না। দানশীল লোকে যাহা দিতে পারেন, দরিদ্র লোকের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। যেমন শুষ্ক মৃত্তিকায় জল পড়া মাত্র তাহা মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ তিনি টাকা পাইবার পূর্ব্বেই যেন উহা খরচ হইয়া থাকিত। তিনি যতই টাকা পাইতেন তাঁহার কিছুই থাকিত না।

যজমানদিগের সম্মুখে এবং ধর্ম্মযাজকস্বরূপে যে সকল পত্রাদি লিখিতে হয় তাহাতে ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইবার সময় নিজের যে নামকরণ হইয়াছিল সেই নাম ধর্ম্মযাজককে বলিতে হইত। সেই প্রদেশের দরিদ্রেরা, মাইরেলের বিভিন্ন নামের মধ্যে যে নাম স্বতঃই তাহাদিগের নিকট সার্থক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই নাম গ্রহণ করিয়া তাহারা মাইরেলের প্রতি প্রীতির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা তাঁহার বাইনভেনু (স্বাগত) মহোদয় ভিন্ন অন্য নাম বলিত না। তাঁহার নাম করা আবশ্যক হইলে তাঁহার ঐ নামই উল্লেখ করিত। লোকে তাঁহার এই নাম বলায় তিনি আহ্লাদিত হইতেন।

তিনি বলিতেন "এই নাম আমি ভালবাসি, 'মহোদয় শব্দের দোষ 'বাইনভেনু' শব্দদ্বারা খণ্ডিত হইতেছে।"

এইখানে যে চিত্র দেওয়া হইল তাহা সম্ভব বলিয়া আমরা বলিতেছি না। এইমাত্র বলিতেছি যে এই চিত্র মাইরেলের অনুরূপ।

(৩)—সদাশয় প্রধান ধর্ম্মযাজকের কার্য্য আয়াসসাধ্য।

পরিদর্শনের জন্য বৃত্তি দাতব্য নিয়োজিত হইলেও প্রধান ধর্ম্মযাজকের যে সকল স্থান পরিদর্শন করা প্রয়োজন সে সকল স্থান পরিদর্শন করিতে তিনি ত্রুটী করিতেন না। তিনি যে প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন সেই প্রদেশে ভ্রমণ বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। ঐ প্রদেশে সমতল ভূমি অল্পই ছিল। অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উহাতে ভাল রাস্তা ছিল না।

তাঁহার অধীনে ৩৫৮টী বিভিন্ন প্রকার উপাসনা মন্দির ছিল। ঐ সকল স্থান পরিদর্শন কার্য্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইলেও তিনি উহা পরিদর্শন করিতেন। নিকটবর্ত্তী স্থানে পদব্রজে, সমতল প্রদেশে সামান্য গাড়ীতে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে গর্দ্দভপৃষ্ঠে যাইতেন। শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিসটাইন ও ম্যাগলইর তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। পথ বড় দুর্গম হইলে তিনি একাই যাইতেন।

একদিন তিনি গর্দ্দভপৃষ্ঠে সেনেজ নামক প্রাচীন নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার নিকট এমন অর্থ ছিল না যে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যানে যাইতে পারেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য নগরদ্বারে নগরাধ্যক্ষ উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভ-পৃষ্ঠ হইতে তাঁহাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া তিনি অতিশয় লজ্জিত ও বিরক্ত হইলেন। নগরবাসী কয়েকজন নগরাধ্যক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। তিনি বলিলেন—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয় ও নগরবাসিগণ, আমি বুঝিতে পারিতেছি আপনারা বিরক্ত হইয়াছেন। যে জন্তু খৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই জাতীয় জন্তুপৃষ্ঠে একজন সামান্য ধর্ম্মযাজক আরোহণ করিয়াছেন ইহা আপনারা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মনে করিতেছেন। আপনাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে আমি নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃই ইহাতে আরোহণ করিয়াছি—গর্ব্ববশতঃ নহে।"

পরিদর্শন উপলক্ষে ভ্রমণ করিবার সময় তিনি সর্ব্বদাই দয়া এবং ক্ষমার পরিচয় দিতেন। বক্তৃতা না করিয়া কথোপকথনচ্ছলে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। যুক্তি ও উদাহরণ জন্য তাঁহাকে দূরে যাইতে হইত না। তিনি এক অঞ্চলের লোকের নিকট নিকটবর্ত্তী অন্য অঞ্চলের লোকের উদাহরণ দিতেন। যে অঞ্চলের লোক দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিত না তাহা-দিগকে তিনি বলিতেন—"ব্রিয়ানসনের লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহা-দিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে অন্য সকলে ফসল কাটিবার তিন দিন পূর্ব্বে দরিদ্র, বিধবা ও অনাথগণের জমীর ফসল কাটা হইবে। উহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে অধিবাসিগণ নিজব্যয়ে তাহাদিগের ঘর তুলিয়া দেয়। সেই জন্যই ভগবান ইহাদের প্রতি অনুকূল রহিয়াছেন। শতবৎসর মধ্যে কেহ ঐ দেশে নরহত্যা করে নাই।"

যে সকল দেশে অধিবাসিগণ আপন আপন ফসল কাটিয়া নিজে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইত তাহাদিগকে তিনি বলিতেন—"এম্ব্রানের লোকদিগের

প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ফসল কাটিবার সময় যদি তাহারা দেখে যে কোন পরিবারের পুরুষেরা যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা নগরে কার্য্য করিতেছে এবং গৃহকর্ত্তা নিজে পীড়িত ও অক্ষম, তাহা হইলে ধর্ম্মযাজক উপাসনার পর সমবেত অধিবাসিগণের নিকট তাহার সম্বন্ধে অনুরোধ করেন এবং রবিবার উপাসনার পর গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, বালক সকলে সেই দরিদ্রের ফসল কাটিয়া খড় ও শস্য তাহার বাড়ীতে মজুদ করিয়া দিয়া যায়।" যে পরিবারে টাকা ও বিষয়ের অংশ লইয়া বিবাদ হইতেছে তাহাদিগকে তিনি বলেন—"ডিভলুনীর পার্ব্বত্য জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দেশ এরূপ দুর্গম যে ৫০ বৎসরেও একবার বুলবুল পক্ষীর স্বর সে দেশে শ্রুত হয় না। এ দেশে পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রেরা কন্যাগণকে বিষয় দিয়া অর্থোপার্জ্জন জন্য বিদেশে চলিয়া যায়। কন্যাগণ বিষয় পাইয়া বিবাহ করিতে পারে।" যেখানে লোকেরা মোকদ্দমা করিতে ভালবাসে এবং কৃষকেরা দলিলের কাগজ কিনিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহাদিগকে তিনি বলেন—

"কিরাসের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ঐ স্থানে ৩০০০ অধিবাসীর বাস। ঐ দেশ একটী সাধারণ তন্ত্রের দেশ বলিলেই হয়। সেখানে হাকিমও নাই, পেয়াদাও নাই। নগরাধ্যক্ষই সকল কার্য্য করেন। রাজকর মধ্যে যাহার যাহা দেয়, তাহা তিনিই ন্যায়ানুসারে স্থির করিয়া দেন, বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনিই বিচার করেন, সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন এবং অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তিনি কোনও বেতন গ্রহণ করেন না এবং কাহারও কিছু ব্যয় হয় না। সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করেন কারণ অধিবাসিগণ সরল প্রকৃতির লোক এবং তিনিও ন্যায়পর।" যেখানে শিক্ষক নাই সেখানেও তিনি কিরাসের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন—"তাহারা কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করে জান? যেখানে ১২ কি ১৫ ঘর লোকের বাস, তাহারা অবশ্য বারমাস শিক্ষক রাখিতে পারে না। সেই জন্য ঐ প্রদেশের সকল লোকে মিলিয়া শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ সকল শিক্ষকেরা গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দিয়া বেড়ায়। তাহারা কোনও গ্রামে এক সপ্তাহ, কোনও গ্রামে দশ দিন থাকিয়া শিক্ষা দেয়। তাহারা হাটে যায়। আমি তাহাদিগকে হাটে দেখিয়াছি, তাহাদিগের পাগড়ীতে কলম থাকে। তাহা হইতে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। যাহারা কেবল পড়িতে শিখায়

তাহাদিগের পাগড়ীতে একটী কলম থাকে। যাহারা পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখায় তাহাদের পাগড়ীতে দুইটী কলম থাকে। যাহারা পড়িতে, অঙ্ক কষিতে ও ল্যাটিন পড়িতে শিখায় তাহাদিগের তিনটী কলম থাকে। হায়! মূর্খতা কি লজ্জার বিষয়! কিয়াসের লোকেরা যেরূপ করে, তোমরাও সেইরূপ কর।"

পিতা পুত্রকে যেরূপ উপদেশ দেন, তিনি গম্ভীরভাবে সেইরূপ উপদেশ দিতেন। যেখানে উদাহরণ পাইতেন না, সেখানে গল্পের সৃষ্টি করিতেন। যে বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে, ভূমিকা ত্যাগ করিয়া একবারে অল্পকথায় উপমাপূর্ণ ভাষায় সেই বিষয় বলিতেন। যে গুণ থাকায় খৃষ্টের উপদেশাবলী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাঁহার কথোপকথনে সেই গুণ ছিল, তিনি যাহা বলিতেন তাহা নিজে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া অপরে তাঁহার কথা অনুসারে কার্য্য করিত।

(৪)—কার্য্য কথার অনুরূপ।

তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং প্রফুল্লতার সহিত আলাপ করিতেন। যে দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট থাকিয়া জীবন যাপন করিয়াছে, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনকালে তিনি যে তাঁহাদিগের সমকক্ষ এইরূপ ভাবে কথা কহিতেন। বালকে যেরূপ হাসে, তিনিও সেইরূপ হাসিতেন। ম্যাগলইর তাঁহার উচ্চপদহেতু তাঁহাকে "মহান্" বলিয়া সম্বোধন করিতে ভালবাসিত। একদিন তিনি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া পুস্তকাগারে একখানি পুস্তকের সন্ধানে গিয়াছিলেন। ঐ বহিখানি আলমারির সর্ব্ব উচ্চ তাকে ছিল। তিনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন বলিয়া ঐ বহিতে তাঁহার হাত পাইতেছিল না। তিনি তখন ম্যাগেলইরকে বলিলেন "আমাকে একখানি চৌকী আনিয়া দাও, আমি মহান্ হইলেও ঐ বহিখানিতে হাত পায় এরূপ মহৎ নহি।"

তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার তিনটী পুত্র ছিল। ঐ মহিলা প্রায় সকল সময়ই তাঁহার নিকট আপন তিন পুত্রের যে যে সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা জানাইতেন। তিনি বলিতেন "আমার অনেকগুলি অধিক বয়স্ক

আত্মীয় রহিয়াছেন; সম্ভব তাঁহারা সকলে অল্পকাল মধ্যে পরলোক গমন করিবেন। আমার পুত্রেরা তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী হইবেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র একজনের উত্তরাধিকারী স্বরূপে লক্ষ ফ্রাঙ্ক আয়ের সম্পত্তি পাইবেন; দ্বিতীয় পুত্র তাহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী স্বরূপে উচ্চ উপাধির অধিকারী হইবেন। জ্যেষ্ঠও তাঁহার পিতামহের উত্তরাধিকারী স্বরূপে উচ্চ উপাধি পাইবেন। মাতার পক্ষে এই সকল চিন্তা মার্জ্জনীয় এবং ইহাতে কোনও ক্ষতি নাই। যখন তিনি ঐরূপ বলিতেন মাইরেল তাঁহার কথা নীরবে শুনিয়া যাইতেন। একদিন ঐ আত্মীয়া যখন উক্তরূপ সম্ভাবনা সকল পুনরায় সবিস্তারে বলিতে ছিলেন ঐ সময় মাইরেল যেন কিছু ভাবিতেছেন এইরূপ বোধ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া উক্ত আত্মীয়া ঐ কথা ত্যাগ করিয়া কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন "ভ্রাতঃ, আপনি কি ভাবিতেছেন?" মাইরেল বলিলেন—"একটি বেশ উক্তি আমার মনে উদয় হইতেছে। বোধ হয়, উহা মহাত্মা অগষ্টাইনের পুস্তকে আছে—"যাহার তুমি উত্তরাধিকারী নও কেবল তাহার নিকটই কিছু আশা রাখিও।"

এই প্রদেশের এক ব্যক্তির মৃত্যুর বিজ্ঞাপনে মৃত ব্যক্তির যে সকল উপাধি ছিল তাহা এবং তাঁহার আত্মীয়গণের যে সকল উচ্চ উপাধি ছিল তাহাও বিবৃত হইয়াছে দেখিয়া, আর এক সময় মাইরেল বলিয়া উঠিয়াছিলেন "মৃত্যু পৃষ্ঠে অনেক বোঝা বহিতে পারে। উপাধির বোঝা কতই আনন্দের সহিত পৃষ্ঠে চাপাইয়াছে। অনেক বুদ্ধি থাকিলে তবে কবরকেও অহঙ্কারের তৃপ্তির উপায়ে পরিণত করা যায়।"

সময়ে মৃদু পরিহাস করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। ঐ সকল পরিহাস মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকিত। একদা এক যুবক যাজক ডি নগরে আসিয়াছিলেন এবং উপাসনা গৃহে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু বক্তৃতা শক্তিও ছিল। তিনি দান সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। তিনি নরককে ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং স্বর্গকে মনোহর এবং প্রার্থনীয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এবং স্বর্গলাভের জন্য ধনীদিগের দরিদ্রকে দান করা কর্ত্তব্য, এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃগণ মধ্যে একজন ধনী বণিক্ ছিলেন। তিনি কুসীদজীবী ছিলেন এবং বাণিজ্য দ্বারা কুড়ি লক্ষ ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনে

কোনও দরিদ্রকে কখনও কিছু দেন নাই। ঐ বক্তৃতার পর দেখা গেল তিনি প্রতি রবিবার উপাসনা মন্দিরের দ্বারে ভিখারিণী স্ত্রীলোকগণকে দুই পয়সা দান করিতে লাগিলেন। ছয়জন ভিখারিণী উহা ভাগ করিয়া লইত। একদিন তিনি ঐ দুই পয়সা দিতেছিলেন, মাইরেল দেখিতে পাইলেন এবং স্মিতমুখে আপন ভগ্নীকে বলিলেন—"দেখ, ঐ ব্যক্তি দুই পয়সায় স্বর্গসুখ কিনিতেছেন।"

কেহ দান করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি অপ্রতিভ হইতেন না। ঐরূপ ক্ষেত্রে তিনি এমন কথা বলিতেন যে তাহাতে ভাবিবার বিষয় থাকিত। একদিন তিনি এক ধনীর বৈঠকখানায় দরিদ্রগণের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতেছিলেন। একজন ধনী, বৃদ্ধ কিন্তু কৃপণ, ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন রাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন, অন্য দিকে তিনি ভলটেয়ারের মতাবলম্বিগণেরও অগ্রগামী ছিলেন। প্রকৃতই এরূপ লোক ছিল। মাইরেল তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনাকে কিছু দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি তাঁহার দিকে ফিরিয়া নীরস বাক্যে বলিলেন "মহাশয়, আমার নিজেরই দরিদ্র লোক সকল রহিয়াছে" মাইরেল বলিলেন "তবে তাহাদিগকেই আমাকে দিন।"

একদিন তিনি উপাসনা গৃহে এইরূপ বক্তৃতা করিলেন—"ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, এ দেশে তের লক্ষ কুড়ি হাজার গৃহের জানালা ও দরজা লইয়া তিনটী বায়ু প্রবেশের দ্বার আছে। আঠার লক্ষ সতের হাজার গৃহে একটী দ্বার ও একটি জানালা এবং তিন লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার গৃহে কেবল দরজা আছে। এইরূপ হইবার কারণ জানালা এবং দরজা হিসাবে কর ধার্য্য হয়। হায়! এই সকল গৃহে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা থাকিলে তাহাদিগের কিরূপ পীড়া হয়! ভগবান্ মনুষ্যকে বায়ু দান করিয়াছেন, রাজপুরুষেরা তাহা বিক্রয় করিতেছেন। আমি রাজপুরুষগণকে দোষ দিই না কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। অনেক স্থানে কৃষকগণের এমন সঙ্গতি নাই যে তাহারা সামান্য গাড়ী রাখে। তাহারা জমীতে সার নিজে বহন করে: তাহাদিগের বাতি নাই। তাহারা কাটিতে দড়ি জড়াইয়া তাহা আলকাতরায় ডুবাইয়া তাহাই জ্বালায়। ডফিনের পার্ব্বত্য প্রদেশের সকল স্থানে এইরূপ অবস্থা। তাহারা একেবারে ছয় মাসের জন্য রুটি প্রস্তুত করে ও উহা ঘুঁটের জ্বালে সেকিয়া লয়। শীতকালে এই রুটি তাহারা কুঠার দ্বারা কাটে। ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে তবে উহা খাইতে

পারা যায়। ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের চতুর্দ্দিকে কত দারিদ্র্য ও কষ্ট রহিয়াছে, দেখ।"

তিনি প্রোভেন্স প্রদেশে জন্মগ্রহণ করায় সহজেই দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা সকল তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যেখানে যেরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল সেইখানে সেইভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহাতে জনসাধারণ বড়ই প্রীত হইত। ইহাতে তাঁহার সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিবার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি সমতল দেশে কুটীরে ও পার্ব্বত্য প্রদেশের গৃহে সমান স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক মধ্যে যেরূপ ভাষা চলিত ছিল সেই ভাষায় তিনি উচ্চ ভাবের কথা বলিতে পারিতেন। তিনি সকল প্রকার ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার কথা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইত।

সকল শ্রেণীর লোক প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। সমুদয় অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন—"যে অবস্থায় ঐ অপরাধের কার্য্য হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর।"

তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিতেন—"আমি অনেক পাপ করিয়াছি।" তিনি নিষ্ঠাবান হইয়া কর্কশ হন নাই। নিজে ধর্ম্মাচরণ করিতেন বলিয়া অধার্ম্মিক-গণের প্রতি তাঁহার কঠোরতা ছিল না। তিনি নিম্নলিখিতরূপ মত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেন——

"রক্ত মাংসের শরীর বলিয়া মনুষ্য নানা প্রলোভনে পড়ে। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাহার গতি স্খলিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের প্রতি দৃষ্টি রাখা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহাদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। যখন কোনওরূপে দমন করিতে পারিবে না তখন তাহাদিগের বশ হইতে পার। ইন্দ্রিয়ের বশ হওয়া দোষের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় দোষ মার্জ্জনীয়। ইহা পতন বটে, তবে এরূপ পতন হইতে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব।"

"সাধুতা অসাধারণ বস্তু। ন্যায়পর হওয়া সকলের কর্ত্তব্যের মধ্যে। ভ্রম হয়, পতন হয়, হউক; এমন কি পাপও করিতে পার, কিন্তু ন্যায়পর হইও।" "যতদূর সম্ভব, কম পাপ করিবে ইহাই নিয়ম। কোনওরূপ পাপাচরণ না করা স্বর্গবাসীর পক্ষেও স্বপ্নেই সম্ভব। পৃথিবীর সকলেই পাপাচরণ করে। বহির্জ্জগতে মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ, অন্তর্জ্জগতে পাপ সেইরূপ।" কোনও কার্য্যকে

অন্যায় বলিয়া যখন সকলে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে এবং অন্যায়কারীর প্রতি কোপ প্রদর্শন করে, তখন তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিতেন "যতদূর বুঝা যায় এই বিষম পাপ সকলেই করিয়া থাকে। কপট ব্যক্তিগণ এই কার্য্য অন্যায় বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রচার না করিলে নিজেরা এইরূপ পাপ করে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় এত চীৎকার করিতেছে।"

স্ত্রীলোক এবং দরিদ্রগণ সমাজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে বলিয়া তিনি তাহাদিগের দোষ অনেক পরিমাণে মার্জ্জনা করিতেন। তিনি বলিতেন "স্ত্রীলোক, বালক বালিকাগণ, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ, অজ্ঞ ও অভাব নিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করে, তাহার জন্য পিতামাতা, প্রভুরা, বলশালী লোকগণ, ধনীগণ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দায়ী।"

তিনি আরও বলিতেন "যত বিষয় শিখাইতে পার অজ্ঞদিগকে শিখাও। বিনাব্যয়ে লোকগণ শিক্ষা পাইবে এরূপ ব্যবস্থা না করার জন্য সমাজ দোষী। লোকগণ অশিক্ষিত থাকার জন্য সমাজ অপরাধী। লোকগণকে মূর্খ করিয়া রাখার জন্য সমাজ দায়ী। মনুষ্যের মনোমধ্যে অনেক অন্ধকারপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। তজ্জন্যই পাপ অনুষ্ঠিত হয়। যে পাপ করে তাহার দোষ নাই। যে ঐ অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে সেই দোষী।" দেখা যাইতেছে যে দোষগুণ বিচারের তাঁহার প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। আমার বোধ হয় তিনি এই প্রণালী বাইবেল হইতে পাইয়াছেন।

কোনও ধনীর বৈঠকখানায় একটি অভিযোগ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। শুনিলেন, এ অভিযোগের শীঘ্রই বিচার হইবে। বিচার জন্য সমস্ত প্রস্তুত হইতেছিল। এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে ভালবাসিত এবং ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে তাহার একটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদিগের ভরণপোষণের কোনও উপায় না থাকায় ঐ হতভাগ্য কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ সময় কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিলে প্রাণদণ্ড হইত। স্ত্রীলোকটি প্রথম মুদ্রা চালাইতে গিয়া ধরা পড়িল। ঐ স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কাহারও বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছিল না। ইচ্ছা করিলে ঐ স্ত্রীলোকটিই ঐ লোকটির দোষ প্রমাণ করিতে পারিত কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি তাহা করিল না। রাজপুরুষেরা তাহাকে ছাড়িতেছিল না। সেও কাহারও দোষ বলিল না। সরকার পক্ষে উকীল মহাশয় তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ঐ স্ত্রীলোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে ঐ লোকটি

অন্ত স্ত্রীলোককে ভালবাসে। বিভিন্ন পত্রের বিভিন্ন অংশ কৌশলে যোড়া দিয়া অবশেষে তিনি ঐ স্ত্রীলোককে বুঝাইলেন, যে যথার্থ ই ঐ লোকটি অন্য স্ত্রীলোককে ভালবাসে। ঐ স্ত্রীলোক বুঝিল যে ঐ লোকটি তাহাকে প্রতারণা করিতেছে, ইহাতে ঐ স্ত্রীলোক ঈর্ষাপরবশ হইয়া ঐ লোকটির দোষ প্রমাণ করিয়াছিল। ঐ লোকটির সর্ব্বনাশ হইল। শীঘ্রই তাহার সহায়কারীর সহিত তাহার বিচার হইবে। তাহারা ঐ কথা বলিতেছিল এবং সকলেই ঐ উকীলের চাতুর্য্য সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেছিল। ঈর্ষার সহায়তায় তিনি সত্যের ভীষণ মূর্ত্তি ঐ লোকটির নিকট প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন এবং যাহাতে অন্যায়কারীর শাস্তি হয় তাহার উপায় করিতে পারিয়াছেন। মাইরেল নীরবে ঐ কথা শুনিলেন। তাহাদিগের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন—

"ঐ স্ত্রীলোকটির কোথায় বিচার হইবে ?"

"দায়রার আদালতে।"

"ঐ উকীলটির কোথায় বিচার হইবে ?"

ডি নগরে একটি ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোনও ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ঐ লোকটি বেশ শিক্ষিতও নহে, একবারে অজ্ঞও নহে। সে মেলাতে কোনওরূপে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিত এবং সময়ে সময়ে সংবাদ-পত্রে লিখিত। তাহার বিচারসময়ে নগরবাসিগণ আগ্রহসহকারে বিচারকার্য্য অবলোকন করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তির যেদিন প্রাণদণ্ড হইবে, সেইদিন কারাগারের ধর্ম্মযাজক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু সময়ে কোনও ধর্ম্মযাজকের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ স্থানের একজন যাজককে আহ্বান করিলেন। তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "আমার উহা কার্য্য নহে। এই অপ্রীতিকর কার্য্যে আমি লিপ্ত থাকিতে চাহি না। আমারও অসুখ করিয়াছে। বিশেষতঃ আমার ইহা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।" মাইরেলের নিকট এই উত্তর জানান হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "ঐ যাজক ঠিকই বলিয়াছেন। ঐ কার্য্য তাঁহার নহে—আমার।"

তিনি তৎক্ষণাৎ কারাগারে গমন করিয়া যে কক্ষে ঐ লোক অবরুদ্ধ ছিল তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, তাহার হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া সমস্ত দিন তাহার সহিত কাটাইলেন, তাহার পারলৌকিক মঙ্গল জন্য

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ লোককে নিজের পারলৌকিক মঙ্গল জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাইলেন। উৎকৃষ্ট তত্ত্বসকল স্বভাবতঃ অতি সরল। তিনি তাহাকে সেই সকল বুঝাইলেন। পিতার ন্যায়, ভ্রাতার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় তিনি কার্য্য করিলেন, কেবল আশীর্ব্বাদ করার জন্যই তিনি তাহার নিকট প্রধান ধর্ম্মযাজক রহিলেন। তাহাকে তিনি সমস্ত শিখাইলেন। তাহাকে সাহস দিলেন, সান্ত্বনা দিলেন। ঐ লোক সর্ব্বপ্রকার আশাশূন্য হইয়া মরিতে যাইতেছিল মৃত্যু তাহার নিকট অতলস্পর্শ গর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতেছিল। শোকাকুল-চিত্তে ইহার তীরে দাঁড়াইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, এই ভীষণ বস্তু হইতে সে অপসৃত হইতে চাহিতেছিল। সে এরূপ অজ্ঞ ছিল না যে মৃত্যু সম্ভাবনায় বিচলিত হইবে না। মৃত্যুদণ্ডের আদেশে সে গভীর বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহলোক ও পরলোক মধ্যে যে ব্যবধান, যাহাকে আমরা জীবন নামে অভিহিত করি ও যাহার জন্য বস্তুর অনির্ব্বচনীয়তা আমাদিগের উপলব্ধি হয় না, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সেই ব্যবধান কতক সরাইয়া দিয়াছিল। সেই সাংঘাতিক ছিদ্র দিয়া সে পরলোকের দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া দেখিতেছিল এবং দেখিতেছিল কেবল নিবিড় অন্ধকার—মাইরেল সেইস্থানে আলোক দেখাইলেন।

পরদিন যখন রক্ষিগণ ঐ হতভাগ্যকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে আসিল তখন ও মাইরেল সেইস্থানে ছিলেন। তিনি তাহার সঙ্গে যাইলেন। রজ্জুবদ্ধ অপরাধীর সহিত প্রধান ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদে মাইরেল জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী আসিল। তিনি তাহার সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, তাহার সহিত বধ্যমঞ্চে উঠিলেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বদিন বিষাদগ্রস্ত ও হতাশ ছিল আজ তাহাতে আশার আলোক লক্ষিত হইল। সে বুঝিল যে ভগবান তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন। সে ভগবানের নিকট দয়া পাইবার আশা করিল। তাহার গলদেশে ছুরিকা আঘাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মাইরেল তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—মনুষ্য যাহাকে দণ্ডিত করে ভগবান তাহাকে উদ্ধার করেন, যাহাকে মনুষ্যে ত্যাগ করিয়াছে সে জগৎপিতাকে আবার প্রাপ্ত হয়। ভগবানে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপাসনা কর, নবজীবন প্রাপ্ত হও—দেখ ভগবান রহিয়াছেন।" যখন তিনি মঞ্চ হইতে অবতরণ

করিলেন, তখন তাঁহার আকৃতিতে এমন কিছু ছিল, যেজন্য লোকে তাঁহাকে পথ দিতে সরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পাংশু বর্ণ এবং তাঁহার আকৃতিতে যে শান্তির পরিচয় দিতেছিল তাহা, এই উভয় মধ্যে কোনটী অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা লোকে স্থির করিতে পারে নাই। আপনার সামান্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন ভগ্নীকে বলিলেন "আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজকের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিলাম।" অনেক সময় অতি মহৎ কার্য্যই লোকে কম বুঝিতে পারে। মাইরেলের ঐ কার্য্য সমালোচনা করিয়া অনেকে বলিত "ইহা লোক দেখান কার্য্য মাত্র।"

এইরূপ কথা কেবল ধনীর বৈঠকখানাতেই শ্রুত হইত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য, জনসাধারণ পরিহাসের বিষয় নহে মনে করিত। মাইরেলের ঐ কার্য্য তাহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি তাহাদিগের অতিশয় ভক্তি হইয়াছিল।

বধ্যমঞ্চ দর্শনে মাইরেল মনে যে দারুণ ব্যথা পাইলেন তাহা বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

বলিতে কি, যখন বধ্যমঞ্চ প্রস্তুত হয় এবং প্রাণদণ্ডের সমস্ত আয়োজন হয় তখন উহা মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। যতক্ষণ আপন চক্ষুতে বধ্যমঞ্চ না দেখা যায় ততক্ষণ বধদণ্ডের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে মনঃসংযোগ হয় না। ততক্ষণ বধদণ্ড সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করিয়া চলিতে পারে। কিন্তু বধ্যমঞ্চ দর্শনের পর এরূপ অমনোযোগিতা থাকিতে পারে না। তখন এ বিষয়ে মতিস্থির করিতে মানুষ বাধ্য হয়। কেহ ইহাকে উপকারী বিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে। কেহ ইহাকে নিতান্ত অপকারী বিবেচনায় ইহার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রদর্শন করে। বধ্যমঞ্চ মূর্ত্তিমান রাজদণ্ড। প্রতিশোধ ইহার নাম। ইহাতে ঔদাসিন্য নাই। তোমাকে ইহা উদাসীন থাকিতে দিবে না। ইহাকে দেখিলেই অনির্ব্বচনীয় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বধ্যমঞ্চস্থিত ছুরিকা সকল সামাজিক সমস্যার কেন্দ্র স্থানীয়। বধ্যমঞ্চ সূত্রধার নির্ম্মিত সামান্য যন্ত্রমাত্র নহে। ইহা অপার্থিব। ইহা কাষ্ঠ-লৌহ-রজ্জু নির্ম্মিত অচেতন যন্ত্রমাত্র নহে।

মনে হয় উহার প্রাণ আছে; যেন উহা নিরানন্দতার জনক। সূত্রধার নির্ম্মিত এই যন্ত্রের যেন দৃষ্টিশক্তি আছে, শ্রবণশক্তি আছে; উহা বুঝিতে পারে; যেন এই কাষ্ঠ, এই লৌহ, এই রজ্জুর ইচ্ছাশক্তি আছে। ইহা দেখিলে মনে দারুণ

চিন্তার উদয় হয়। বধ্যমঞ্চ তখন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে, যেন উহা বধকার্য্যের সহায়তা করিতেছে, মনে হয় উহা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোজন করে। মাংস ইহার অশন, শোনিত ইহার পানীয়। বিচারক ও সূত্রধার উভয়ে এই উৎকট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে। এই পিশাচ বহুলোক হত্যা করিয়া নিজে উৎকট সজীবতা লাভ করিয়াছে।

অতএব ইহার কার্য্য মাইরেলের মনে দারুণরূপে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। পরদিন এবং পরে আরও কয়েকদিন মাইরেল গভীর দুঃখে আছন্ন হইয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডের সময় তিনি নিতান্ত বলপ্রয়োগদ্বারা বাহ্যাকৃতিতে যে শান্তি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা চলিয়া গিয়াছিল। সামাজিক দণ্ডনীতি তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল। যাঁহার আকৃতি সকল সময় সন্তোষের আলোকে উজ্জ্বল দেখা যাইত; তাঁহার যেন অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল। কখনও কখনও মৃদুস্বরে অস্পষ্টভাবে শোকাকুল চিত্তে আপনাআপনি তিনি কথা বলিতেন। তাঁহার ভগ্নী একদিন তাঁহাকে নিম্নলিখিত কথা বলিতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ কবিয়াছিলেন। "আমি জানিতাম না যে ইহা এরূপ পৈশাচিক কার্য্য। পরমেশ্বরের নিয়মাবলীতে মনঃসংযোগ করিতে যাইয়া সামাজিক নিয়ম ভুলিয়া যাওয়া ভাল নহে। পরমেশ্বরই মৃত্যুর বিধান করিতে পারেন। সেই অপরিজ্ঞাত বস্তু স্পর্শ করার মনুষ্যের কি অধিকার?"

কালক্রমে মনের এই ভাব ক্ষীণ হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তথাচ দেখা গিয়াছিল যে সেই অবধি মাইরেল বধ্যভূমির নিকট দিয়া যাইতেন না।

পীড়িত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাকে সকল সময়েই আহ্বান করা যাইতে পারিত। তিনি জানিতেন তাঁহার করণীয় সেই স্থানেই অধিক; সেই স্থানের কার্য্যই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কার্য্য। বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনকে তাঁহাকে ডাকিতে হইত না। সেখানে তিনি আপনিই আসিতেন। যে আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়াছে, যে মাতা আপন সন্তান হারাইয়াছে, তাহার নিকট তিনি নির্ব্বাক হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে জানিতেন। যেমন তিনি কথা না কহিয়া থাকিতে জানিতেন সেইরূপ সান্ত্বনা দিবার সময়ও তিনি জানিতেন। শোকাকুলকে সান্ত্বনা দিবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার ছিল! তিনি স্মৃতি হইতে ভালবাসার-পাত্রকে সরাইয়া দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন না। বরং তিনি মৃত-

ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ আশা করিতে উপদেশ দিতেন তাহাতে মৃতব্যক্তি মহত্তর ও উন্নততর বলিয়া বোধ হইত। তিনি বলিতেন——

মৃতের সম্বন্ধে কি ভাবে চিন্তা করিবে তাহা প্রণিধান করিও। যাহা ধ্বংশশীল, তাহার কথা ভাবিও না। মনোযোগ করিয়া প্রণিধান কর, দেখিবে তোমার প্রীতির পাত্র স্বর্গে রহিয়াছেন। তিনি জানিতেন বিশ্বাস পরম উপকারী বস্তু। যে ব্যক্তি শোক-সময়ে ভগবানের উপর নির্ভরশীল, এমন লোকের কথা বলিয়া তিনি শোকমুগ্ধ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন। যে ব্যক্তি শোকমুগ্ধ হইয়া মৃতব্যক্তির দেহ যে কবরে অর্পিত হইয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাঁহাকে তিনি দেখাইতেন যে অপরে শোককালে প্রীতিপাত্রকে স্বর্গে অবস্থিত বিশ্বাসে স্বর্গের দিকে চাহিয়া আছেন।

(৫)—পরিচ্ছদ নিতান্ত জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত "স্বাগত" মহাশয় উহাতে চালাইতেন।

যে সকল ভাবে প্রণোদিত হইয়া মাইরেল প্রধান ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিতেন তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনও সেই সকল ভাব দ্বারা নিয়মিত হইত। ইনি স্বেচ্ছায় যে দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন তাহা যদি কেহ সবিশেষ অবগত থাকিতেন তবে তাহা তাঁহার নিকট পবিত্র ও মনোহর বলিয়া বোধ হইত।

বৃদ্ধগণ ও ভাবুক ব্যক্তিগণের অনেকেই অল্পক্ষণ নিদ্রা যান। মাইরেলও অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু ঐ অল্পক্ষণ তাঁহার গাঢ় নিদ্রা হইত। প্রাতঃকালে একঘণ্টা কাল তিনি ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন; পরে নিজগৃহে বা উপাসনা মন্দিরে আহ্নিক সম্পাদন করিতেন। তদনন্তর গৃহস্থিত গাভীর দুগ্ধে রুটী ভিজাইয়া তাঁহার প্রথম ভোজন হইত। পরে আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

প্রধান ধর্ম্মযাজকের অনেক কার্য্য থাকে। প্রধান কর্ম্মচারী জনৈক ধর্ম্ম-যাজক প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ও প্রায় প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে হয়। অপরাধীকে দোষ বুঝাইয়া দিতে হয়। কোনও বিশেষ অধিকার কাহাকেও দিতে হইলে তিনিই তাহা দিয়া থাকেন। তাঁহাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত বহু পুস্তক পরীক্ষা করিতে

হয়। আপন বক্তৃতা লিখিতে হয়; অপর ধর্ম্মযাজকেরা যে বক্তৃতা দিবেন তাহাতে তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন। স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃগণের সহিত ধর্ম্মযাজকগণের বিরোধ হইলে তাহার মীমাংসা তাঁহাকেই করিতে হয়। একদিকে রাজপুরুষগণ, অন্যদিকে ধর্ম্মযাজকগণের প্রধান নেতা, উভয়ের নিকট উপদেশ লইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ জানাইতে হয়। ধর্ম্মযাজকগণের এইরূপ নানাপ্রকার কার্য্য থাকে।

এই সকল কার্য্য সম্পাদন ও উপাসনা প্রভৃতির পর তাঁহার যে সময় অবশিষ্ট থাকিত সেই সময়ে তিনি পীড়িত ও আর্ত্ত এবং দরিদ্রের সাহায্য করিতেন। তাহার পর যে সময় পাইতেন তখন কার্য্য করিতেন। তিনি কখনও উদ্যানে মৃত্তিকা খনন করিতেন, কখনও লেখাপড়া করিতেন। উভয় প্রকার কার্য্যকেই তিনি উদ্যানের কার্য্য এই নামে অভিহিত করিতেন। তিনি বলিতেন মন একপ্রকার উদ্যান।

মধ্যাহ্নে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, তিনি ময়দান বা নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন এবং অনেক সময় দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিতেন। ভ্রমণ সময় তিনি আপন ভাবসাগরে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার চক্ষু ভূমির দিকে নিপতিত থাকিত। দীর্ঘ যষ্ঠির উপর ভর দিয়া তিনি চলিতেন। তিনি লোহিত বর্ণের পোযাক পরিধান করিতেন। উহাতে শরীরের তাপ রক্ষা করিত। তিনি লোহিত বর্ণের মোজা পরিয়া তাহার উপর সামান্য জুতা পরিতেন। তাঁহার টুপির উপরিভাগ সমতল ছিল এবং উহা হইতে স্বর্ণতারে নির্ম্মিত তিনটী গুচ্ছ ঝুলিত।

তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানেই আনন্দের উৎসব হইত। তিনি আসিলে যেন সেই স্থান আলোকিত হইত, যেন সকলের শরীরের জড়তা দূর হইত। তিনি দারুণ শীত সময়ে সূর্য্যকিরণের ন্যায় লোকের প্রীতিপ্রদ ছিলেন। তিনি আসিতেছেন জানিতে পারিলে বালক ও বৃদ্ধ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত। তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহারাও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিত। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহারা তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিত।

মধ্যে মধ্যে তিনি দাঁড়াইতেন এবং বালকবালিকাগণের সহিত আলাপ করিতেন, প্রসূতিগণের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। যতক্ষণ তাঁহার অর্থ থাকিত ততক্ষণ দরিদ্রগণের গৃহে যাইতেন; অর্থ না থাকিলে তিনি ধনীদিগের গৃহে গমন করিতেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ জীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তিনি উপরি কথিত রক্তবর্ণের জামাটি পরিধান করিতেন। ইহাতে গ্রীষ্মকালে তাঁহার কিছু কষ্ট হইত।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভোজন করিতেন। এ সময় তাঁহার খাদ্যদ্রব্য প্রাতঃকালের খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় ছিল।

রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় তিনি ও তাঁহার ভগ্নী আহার করিতে বসিতেন। ম্যাগলইর তাঁহাদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পরিবেষন করিতেন। তাঁহাদিগের খাদ্যদ্রব্য অতি অল্প ব্যয়েই হইত। যদি কোনও ধর্ম্মযাজক নিমন্ত্রিত হইতেন, তাহা হইলে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য বা পর্ব্বত হইতে কিছু শীকার করিয়া আনা হইত। ম্যাগলইর এই সুযোগে মাইরেলকে কিছু মৎস্য বা মাংস খাওয়াইতেন। কেহ নিমন্ত্রিত থাকিলে খাওয়া কিছু ভাল হইত। মাইরেল আপত্তি করিতেন না। অন্য সময় উদ্ভিজ্জই তাঁহার খাদ্য ছিল। লোকে বলিত মাইরেলের বাড়ী কাহারও নিমন্ত্রণ না থাকিলে মাইরেলের ভোজনই হয় না।

ভোজনের পর, মাইরেল আধ ঘণ্টা তাঁহার ভগ্নী ও ম্যাগলইরের সহিত কথোপকথন করিতেন; পরে নিজগৃহে যাইয়া কখনও পৃথক কাগজে, কখনও কখনও পুস্তকের পার্শ্বে লিখিতেন। তিনি উত্তমরূপ লেখা পড়া জানিতেন—এমন কি তাঁহকে পণ্ডিত বলা যাইত। তিনি ৫।৬ খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহার বিষয় কৌতুহল-জনক। বাইবেলে লিখিত আছে আদিতে পরমাত্মা জলের উপর ভাসমান ছিলেন। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ উক্তির সহিত তিনি আর তিনটী উক্তির তুলনা করিয়াছিলেন। একটী আরবি ভাষায় লিখিত। তাহা এই—"ভগবানের বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল।" অপর একটি এই—"উপর হইতে বায়ু পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।" অপরটী এই—"ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বায়ু জলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল।" অপর একখানি পুস্তকে এই গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষ হুগো ধর্ম্মসংক্রান্ত যে পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং বারলিকোট নাম দিয়া যে সকল ক্ষুদ্র পুস্তক গত শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা যে হুগোর লিখিত তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কখনও কখনও কোন পুস্তক পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। যখন সেই অবস্থা চলিয়া যাইত তখন বহির পার্শ্বে কয়েক ছত্র লিখিতেন।

অনেক সময়, বহির যে স্থান পড়িতেছিলেন, তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিত না। "সেনাপতি ক্লিন্টন ও কর্ণওয়ালিস এবং আমেরিকার সমুদ্রস্থিত নৌসেনাপতিগণের নিকট লর্ড জারমেনের পত্র" নামক গ্রন্থের এক স্থানে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন "হে সত্যস্বরূপ, তোমাকে কেহ সর্ব্বশক্তিমান, কেহ স্রষ্টা, কেহ স্বাধীনতা, কেহ অনন্ত, কেহ জ্ঞানস্বরূপ, কেহ আলোকস্বরূপ, কেহ প্রভু, কেহ বিধাতা, কেহ পবিত্রতা, কেহ ন্যায়স্বরূপ, কেহ পিতা বলিয়া বর্ণনা করেন। সলোমন তোমাকে দয়াস্বরূপ বলিয়াছেন। তোমার সকল নাম অপেক্ষা এই নামই সুন্দর।

রাত্রি ৯টার সময় স্ত্রীলোকেরা দ্বিতলে আপন আপন গৃহে যাইতেন। তিনি একাকী নিম্নতলে রাত্রি যাপন করিতেন।

মাইরেলের গৃহ ঠিক কিরূপ, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক হইতেছে।

(৬)—তাঁহার গৃহ কে প্রহরী হইয়া রক্ষা করিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বাড়ীতে মাইরেল বাস করিতেন উহা দ্বিতল। একতলায় ৩টি ও দ্বিতলে ৩টি কক্ষ ছিল। ছাদের উপরে ১টি কুঠারি ছিল। গৃহের পশ্চাৎভাগে পনের কাঠা পরিমাণ একটি উদ্যান ছিল। স্ত্রীলোক দুইজন দ্বিতলে থাকিতেন। মাইরেল একতলায় থাকিতেন। পথের পার্শ্বেই যে কক্ষ, উহাতে ভোজন হইত। দ্বিতীয়টি তাঁহার শয়ন গৃহ ছিল এবং তৃতীয়টিতে তিনি উপাসনা করিতেন। প্রথমটির ভিতর দিয়া দ্বিতীয়টিতে, দ্বিতীয়টির ভিতর দিয়া তৃতীয়টিতে যাইতে হইত। অন্যপথ ছিল না। তৃতীয় গৃহটির এক অংশ পৃথক করা ছিল। ঐ অংশে একটি শয্যা ছিল, কোনও অতিথি আগমন করিলে ঐ স্থানে শয়ন করিতেন। যে সকল ধর্ম্মযাজক কার্য্য উপলক্ষে বা তাঁহাদিগের গ্রামের কোনও প্রয়োজনে ডি নগরে আসিতেন, তাঁহারা ঐ স্থানে শয়ন করিতেন।

চিকিৎসালয়ের যে গৃহে ঔষধ প্রস্তুত হইত, তাহা একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। উহা উদ্যানের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। উহা এক্ষণে পাকশালা ও ভাণ্ডার গৃহ হইয়াছিল। বাগানে একটি আস্তাবল ছিল; উহা চিকিৎসালয় থাকা সময়ে পাকশালা ছিল। মাইরেল ঐখানে একটি গাভী রাখিতেন। যতটুকু দুগ্ধ

হইত তাহার অর্দ্ধেক প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তিনি চিকিৎসালয়ে পাঠাইতেন। তিনি বলিতেন, ইহা আমি কর দিতেছি।

তাঁহার শয়নগৃহটিকে বড় বলা যাইতে পারে। শীতকালে এই ঘর তাপ-বিশিষ্ট করা কঠিন ছিল। ডি নগরে কাষ্ঠ দুর্মূল্য ছিল। তিনি গোহাল ঘরের এক অংশ কাষ্ঠ দিয়া পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। শীতকালে সন্ধ্যার পর কতক্ষণ তিনি এইখানে থাকিতেন—বলিতেন, ইহা আমার বৈঠকখানা।

এই শীতকালের বৈঠকখানায় এবং ভোজন কক্ষে, ৪খানি করিয়া চেয়ার এবং সাদা কাঠের একটি করিয়া চৌকোণা টেবিল মাত্র ছিল। ভোজনগৃহে একটি পুরাতন টেবিল ছিল। ইহা পাটল বর্ণে রঞ্জিত ছিল। উপাসনাগৃহে ঐরূপ আর একটি টেবিল শ্বেতবস্ত্রে ও জরিতে সাজাইয়া তাহাই মাইরেলের উপাসনার সময় ব্যবহৃত হইত।

প্রধান ধর্ম্মযাজকের উপাসনাগৃহে, উপাসনার স্থান সাজাইবার জন্য, তাঁহার ধনী যজমানগণ ও ধর্ম্মকার্য্যে দানশীলা স্ত্রীলোকেরা কয়েকবার অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। মাইরেল প্রতিবার ঐ টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা দরিদ্রগণকে দান করিয়াছিলেন। অসুখী মানবের কষ্টদূর হইলে সে ভগবানকে ধন্যবাদ করে। তিনি বলিতেন, উহাই উপাসনার উৎকৃষ্ট মন্দির।

তাঁহার উপাসনাগৃহে দুইখানি কাষ্ঠাসন ছিল এবং শয়নগৃহে একখানি বৃহৎ চেয়ার ছিল। দৈবক্রমে নগরাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারিগণ ৭।৮ জন একত্রে দেখা করিতে আসিলে কিম্বা বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি ছাত্র একসঙ্গে আসিলে, গোশালার বৈঠকখানা হইতে, উপাসনাগৃহ হইতে, শয়নগৃহ হইতে সমুদয় চেয়ার আনিতে হইত। এইরূপে অভ্যাগতজনের জন্য ১১ খানি চেয়ার সংগৃহীত হইতে পারিত। যেমন লোক আসিত, অমনি এক এক গৃহের চেয়ার সকল আনা হইত। কখনও ১১ জন লোক আসিত; তখন ১ জনের বসিবার স্থান না থাকায়, শীতের সময় হইলে, মাইরেল অগ্ন্যাধারের নিকট দাঁড়াইতেন। গ্রীষ্মের সময় হইলে, বাগানে বেড়াইতেন। এইরূপে অভ্যাগত-গণের অস্বাচ্ছন্দ্য অপসারিত করা হইত।

যে ঘরে অতিথিকে শুইতে দেওয়া হইত, ঐখানে আর একখানি চেয়ার থাকিত। ইহার ১টা পায়া ছিল না সুতরাং ইহা দেওয়ালের গায়ে ঠেসাইয়া দিলে তবে ব্যবহার করিতে পারা যাইত। শ্রীমতী ব্যাপটিসটাইন যে ঘরে

থাকিতেন, তাহাতে একখানি বৃহদাকার চেয়ার ছিল। ইহাতে পূর্ব্বে সোনালির কাজ ছিল ও ইহা চীনদেশীয় ফুলতোলা কাপড়ে মোড়া ছিল। কিন্তু দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি এরূপ অপ্রশস্ত ছিল যে উহা জানালা দিয়া গলাইয়া উপরে তুলিতে হইয়াছিল; সুতরাং চেয়ারের প্রয়োজন হইলে, ইহা আনিবার উপায় ছিল না।

শ্রীমতী ব্যাপটিসটাইনের সাধ ছিল, যে তিনি বৈঠকখানার উপযোগী, পীত-বর্ণের মকমল মণ্ডিত মেহগিনি কাষ্ঠের একপ্রস্থ বসিবার আসন ও একখানি সোফা খরিদ করেন; কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ ৫০০ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইত। তিনি ৫ বৎসরে এইজন্য ৪২ ফ্রাঙ্ক মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া, এই আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাহার আশা কবে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে?

মাইরেলের শয়ন কক্ষ কল্পনা করা অতি সহজ। ঐ কক্ষের বাগানের দিকে একটি কাচের দরজা ছিল। তাহার ঠিক অপর দিকে, একখানি খাট ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেরূপ লৌহ-নির্ম্মিত খাট ব্যবহৃত হয়, উহা সেইরূপ একখানি খাট। উহার উপর সবুজ বর্ণের চন্দ্রাতপ ছিল। শয্যার পার্শ্বে পরদার আড়ালে বেশভূষা সমাধানের দ্রব্যাদি থাকিত। ঐ দ্রব্যগুলি পরিচয় দিতেছিল যে এক সময়, মাইরেল সৌখিন পুরুষ ছিলেন। একদিকে একটি দ্বার দিয়া ভোজনগৃহে যাওয়া যাইত। ইহার নিকটেই পুস্তকের আলমারী ছিল। অগ্ন্যাধারের পার্শ্বে আর একটি দ্বার দিয়া উপাসনাগৃহে যাওয়া যাইত, পুস্তকের আলমারির সম্মুখটি কাচ নির্ম্মিত ছিল। ইহা বহি পরিপূর্ণ থাকিত। যে স্থানে অগ্নি রাখা হইত, তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। ঐ কাষ্ঠ এরূপ চিত্রিত হইয়াছিল যে উহা দেখিতে মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় হইয়াছিল। অগ্ন্যাধারে সাধারণতঃ অগ্নি থাকিত না। উহাতে কাষ্ঠ রাখিবার দুইটি লৌহদণ্ড ছিল। উহার উপরি-ভাগ মালাসুশোভিত পাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাহার দ্বারা কাষ্ঠ সরান হইত, তাহা পূর্ব্বে রূপার পাতে মোড়া ছিল। যাজক মহাশয়ের ঐটুকু বাবুয়ানী বলিতে পারা যায়। যে স্থানে অগ্নি থাকিত, তাহার উপরে একটি তাম্র নির্ম্মিত ক্রুশ ঝুলান ছিল। ইহা যে রূপার পাতে মোড়া ছিল, তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। কাঠের ফ্রেমে আঁটা কৃষ্ণবর্ণ মকমলের উপর ঐ ক্রুস লাগান ছিল। কাচের দরজার নিকট, একটি বড় টেবেলের উপর একটি কলমদানি ছিল। টেবেলের উপর কাগজ ছড়ান ছিল এবং বড় বড় বহি সকল ছিল। বিছানার সম্মুখে উপাসনাগৃহ হইতে গৃহীত একখানি কাষ্ঠাসন ছিল।

তাঁহার শয্যার দুই পার্শ্বের দুই দেওয়ালে গোল ফ্রেমে দুইখানি ছবি ঝুলান ছিল। যাহার ছবি, তাহা ছবির পার্শ্বে সোণার জলে লেখা ছিল। যখন মাইরেল ঐ গৃহ অধিকার করিলেন, তখন ঐ ছবি দুইটি ঐখানে ছিল। মাইরেল ঐ ছবি দুইটি সরান নাই। যাহাদের ছবি, তাঁহারা ধর্ম্মযাজক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ চিকিৎসালয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ ছবি না সরান পক্ষে দুইটিই কারণ ছিল। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তিনি এই মাত্র জানিতেন যে রাজা তাঁহাদিগকে ১৭৮৫ খৃঃঅব্দে ২৭শে এপ্রিল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ম্যাগলইর ধূলা ঝাড়িবার জন্য, ঐ ছবিগুলি নামাইয়াছিল, তাহাতেই মাইরেল দেখিয়াছিলেন যে একখানি সম চতুষ্কোণ কাগজে ঐ কথা লেখা আছে। ঐ কাগজখানি এত পুরাতন হইয়াছিল যে তাহা পীতবর্ণের হইয়াগিয়াছিল। ঐ কাগজ একখানি ছবির পশ্চাতে আটা দিয়া আঁটা ছিল।

তাঁহার জানালায় একটি পশমের মোটা পরদা ছিল; উহা এত পুরাতন হইয়াছিল যে ম্যাগলইরকে বাধ্য হইয়া উহার মধ্যস্থলে সেলাই করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে আর একটি ঐরূপ পরদা কিনিতে হইত। ঐ সেলাই ক্রসের মত দেখিতে হইয়াছিল। অনেক সময় মাইরেল উহা দেখাইয়া বলিতেন, কেমন সুন্দর হইয়াছে! সৈন্যাবাস ও চিকিৎসালয়ের ঘরগুলির ন্যায় একতলা ও দ্বিতলের সমুদয় কক্ষগুলি চুণকাম করা ছিল।

শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের দেওয়াল চিত্রিত ছিল। এই বাড়ীতে কিছুদিন বাস করার পর, কাগজ জলে ধুইয়া গেলে, ম্যাগলইর দেওয়াল চিত্রিত থাকা দেখিয়াছিল। এই গৃহে চিকিৎসালয় হইবার পূর্ব্বে, ইহা ঐ প্রদেশের বিচারালয় ছিল। সেই জন্যই ঐ গৃহের দেওয়াল চিত্রিত ছিল। হর্ম্ম্যতল রক্তবর্ণ ইষ্টক-নির্ম্মিত। ঘরগুলি প্রতি সপ্তাহে ধোয়া হইত। প্রত্যেক শয্যার সম্মুখে একখানি করিয়া মাদুর পাতা ছিল। ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে গৃহের সমস্ত অংশ অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। এইটুকু সৌখিনতা মাইরেল করিতে দিতেন—বলিতেন এই সৌখিনতাতে দরিদ্রের কোনও ক্ষতি নাই।

পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল দ্রব্য ছিল তাহার মধ্যে ছয়খানি রূপার ছুরি ও একখানি রূপার চামচ এখনও তাঁহার ছিল। ঐগুলি একখানি মোটা কাপড়ের উপর বসান থাকিত। ঐ উজ্জ্বল দ্রব্যগুলি দেখিতে ম্যাগলইরের বড়ই আনন্দ

হইত। আমরা মাইরেল যেমন ছিলেন, ঠিক তাহাই বর্ণনা করিতেছি। সুতরাং আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, মাইরেল অনেক সময় বলিতেন—দেখিতেছি রূপার বাসনে খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন।

এই রূপার বাসনগুলি ছাড়া, রূপার দুইটি গুরুভার বাতিদান ছিল। উহা তিনি তাঁহার এক খুল্ল পিতামহীর উত্তরাধিকারী স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ দুইটি বাতিদানে দুইটি বাতি দেওয়া ছিল, এবং সচরাচর যে স্থানে অগ্নি রাখা হইত তাহার উপরে থাকিত। যখন কোনও অভ্যাগত ভোজন করিতেন ম্যাগলইর ঐ দুইটি বাতিদানে বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর দিত।

মাইরেলের শয়ন কক্ষে, খাটের নিকট, একটি আলমারীতে রূপার বাসনগুলি প্রতিদিন রাত্রিকালে ম্যাগলইর চাবি দিয়া রাখিত। এইস্থানে বলা আবশ্যক যে চাবিটি লাগানই থাকিত।

ঐ অশোভন অট্টালিকায় উদ্যানের শোভা অনেকটা নষ্ট করিয়াছিল। একটি পুষ্করিণী হইতে চারি দিকে চারিটি রাস্তা গিয়াছিল; আর একটি রাস্তা চারিদিক বেড়িয়া চুণকাম করা দেওয়ালের গায়ে গায়ে গিয়াছিল। প্রথমোক্ত চারিটি রাস্তাতে বাগানটি চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার তিনটিতে ম্যাগলইর শাকসবজি লাগাইত। চতুর্থটিতে মাইরেল ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলেন। কয়েকটি ফলের গাছও মাঝে মাঝে ছিল। একদা ম্যাগলইর কতকটা পরিহাস-চ্ছলে বলিয়াছিলেন—"আপনি সকল দ্রব্যই কোনও না কোনও কাজে লাগান; আপনি কিন্তু একখণ্ড জমি বৃথা ফেলিয়া রাখিয়াছেন। ফুলগাছ অপেক্ষা ঐস্থানে শাক লাগাইলে অধিক উপকার হইত। মাইরেল বলিলেন—ওটা তোমার ভ্রম। প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন প্রয়োজন, সুন্দর দ্রব্যও সেইরূপ প্রয়োজন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন—বোধ হয় অধিক প্রয়োজন।

যে খণ্ডটি পুষ্পোদ্যান হইয়াছিল উহা ৩৪টি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। মাইরেল পড়াশুনায় যে সময় ক্ষেপণ করিতেন, প্রায় ততক্ষণ সময় উদ্যানটিতে দিতেন। তিনি প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা ঐ খানে কাটাইতেন। গাছের পাতা ছাঁটিতেন, মাটী খুঁড়িতেন, বীজ ফেলিতেন। উদ্যানপালক যেরূপ পোকা মারিয়া ফেলে, তিনি সে বিষয়ে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। নিজে উদ্ভিদ-বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। যেরূপ ভাবে গাছ সাজাইতে হয়, সে দিকে আদৌ তাঁহার মনোযোগ ছিল না। তিনি সকল স্থানে এক নিয়ম পালন করিতেন না।

স্বাভাবিক প্রথা ও টুরণে কোর্ট প্রবর্ত্তিত প্রথামধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহা বিবেচনা করিবার চেষ্টা করিতেন না। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহার মত উৎকৃষ্ট, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং উদ্ভিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন না। তিনি ফুল ভাল বাসিতেন ; পণ্ডিতগণকে সম্মান করিতেন ; অজ্ঞ লোকদিগকে অধিকতর সম্মান করিতেন ; এ বিষয়ে কোনও ক্রটী না করিয়া, গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন অপরাহ্ণে একটী সবুজবর্ণের পাত্র লইয়া ফুলগাছে জল দিতেন।

কোনও গৃহের কোনও দরজায় চাবি দিবার উপায় ছিল না। ভোজন কক্ষের দ্বার খুলিলেই গির্জার মাঠে পড়া যায়। কারাগারের দরজার ন্যায় পূর্ব্বে ঐ দরজার খিল ও চাবি দিবার বন্দোবস্ত ছিল। মাইরেল সেই সকল খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দিবারাত্রির কোনও সময় ঐ দরজা ছিকল ছাড়া আর কিছু দ্বারা বদ্ধ থাকিত না। যে কেহ, যখন ইচ্ছা, কপাট ঠেলিলে কপাট খুলিয়া যাইত। দরজাটি এরূপে খোলা যাইত বলিয়া, প্রথমে স্ত্রীলোক দুইটি ভীতি অনুভব করিত। মাইরেল বলিতেন—যদি ইচ্ছা হয়, তোমরা আপন আপন গৃহে খিল দিতে পার। অবশেষে তাঁহারাও তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্তচিত্ত হইয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাদিগের কোনও ভয় নাই, তাঁহারা এইরূপ দেখাইতেন। একখানি বাইবেলের পাতার ধারে যে তিনটি ছত্র লিখিয়াছিলেন তাহা দ্বারাই তাঁহার মনোভাব অনুমিত হইতে পারে। "প্রভেদ এই, চিকিৎসকের দ্বার কখনও রুদ্ধ থাকা উচিত নহে ; ধর্ম্মযাজকের দ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকা উচিত।"

চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের পাতার এক পার্শ্বে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমিও কি চিকিৎসক নহি ? আমারও রোগী রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, অনেক হতভাগ্য ব্যক্তিরও তত্ত্বাবধান আমাকে করিতে হয়।"

আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"যে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছে, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিও না। যে নিজ নাম প্রকাশ করিতে অসুবিধা বোধ করিতেছে, তাহারই আশ্রয় অধিক প্রয়োজন।"

জনৈক ধর্ম্মযাজক বোধ হয় ম্যাগলাইরের কথামত মাইরেলকে বলিয়াছিলেন —"আপনি কি ঠিক বলিতে পারেন, দিবারাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখা কতকটা অবিবেচনার কার্য্য হইতেছে না ? যে কেহ ইচ্ছা করিলেই গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিতে পারিলে এরূপ গৃহে কোনও বিপদ হওয়া কি সম্ভব নহে, মনে করেন।" মাইরেল তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া গম্ভীর অথচ কোমল স্বরে বলিলেন—"ভগবান্ রক্ষা না করিলে বাড়ীর প্রহরায় নিযুক্ত লোকের সাধ্য কি যে রক্ষা করে।"

তৎপরে তিনি অন্য কথা কহিলেন।

তিনি বলিতে ভালবাসিতেন—"যেমন অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতির সাহস থাকা উচিত, সেইরূপ ধর্ম্মযাজকেরও সাহস থাকা উচিত। কেবল আমাদিগের সাহস ধীরতাপূর্ণ হইবে।"

---

(৭)—ক্রেভাট্টি—

এই স্থলে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখের উপযুক্ত সময়। উহা আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না। কারণ যে সকল কার্য্য দ্বারা মাইরেলের প্রকৃতি বুঝা যায়, ইহা সেইরূপ একটি কার্য্য।

গেস্পার্ড নামক ডাকাতের দল বিধ্বস্ত হইয়া গেলে তাহার অধীনস্থ ক্রেভাট্টি নামে একজন দলপতি পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে তাহার দলের লোকজন লইয়া কিছুদিন নাইসে লুকাইয়াছিল। তাহার পর সে পিডমণ্ট দিয়া হঠাৎ ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। সে প্রথমে পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া থাকিত। পরে ঐ প্রদেশের পর্ব্বত-মধ্যস্থিত পল্লীগ্রামসমূহে ডাকাতি করিতে আরম্ভ করিল।

এমন কি, একদা সে এম্ব্রান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সেখানে সে এক গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে ডাকাতি করিয়া সেই প্রদেশ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিসে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিত না। সে প্রতিবারই পলায়ন করিয়াছিল। কখনও কখনও সে পুলিসকেই আক্রমণ করিত। সেই হতভাগা বিলক্ষণ সাহসী ছিল। ঐ কারণে যখন সকলে ভয়ে কাল কাটাইতেছিল, মাইরেল সেই সময়ে সেই প্রদেশে আসিলেন। তিনি তখন ঐ প্রদেশ পরিদর্শন করিতেছিলেন। নগরাধ্যক্ষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে ঐ স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেঅনুরোধ করিলেন। ঐ সময় ক্রেভাট্টি পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। সঙ্গে

তিন চারিজন পুলিসের লোক লইয়া গেলে, ঐ কয়টি পুলিসের লোকই হত হইবার সম্ভাবনা। তাহাদিগের দ্বারা আর কিছুর সম্ভাবনা ছিল না।

মাইরেল বলিলেন—"আমি স্থির করিতেছি, আমি একাকী যাইব। পুলিসের কোনও লোক লইব না।"

নগরাধ্যক্ষ। "আপনার এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা কিছুতেই হইবেনা।"

মাইরেল। "আমি কিন্তু সেইরূপই করিব। আমি কোন লোক লইব না এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি যাত্রা করিব।"

"যাত্রা করিবেন?"

"যাত্রা করিব।"

"একা?"

"একা।"

"মহাশয়, আপনি ঐরূপ কার্য্য করিবেন না।"

"ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশে কয়েকজন লোক বাস করে। আমি তিন বৎসর ঐ গ্রামে যাই নাই। ঐ লোকগুলি আমার যজমান। তাহারা যে সকল মেষ পালন করে তাহার প্রতি ত্রিশটার মধ্যে একটি আমাকে বৃত্তিস্বরূপ দেয়। উহারা পশমের নানা বর্ণের দড়ি প্রস্তুত করে এবং বাঁশী বাজাইয়া আনন্দে দিন যাপন করে। সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ভগবানের কথা শুনান প্রয়োজন। ধর্ম্মযাজক ভীরু হইলে তাহারা কি বলিবে? আমি যদি না যাই, তবে তাহারা কি মনে করিবে?"

"মহাশয়—কিন্তু ডাকাতগণ?"

"অপেক্ষা করুন, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। তাহাদিগের সম্মুখে পড়িতে পারি। তাহাদিগকেও ভগবানের কথা শুনান প্রয়োজন।"

"কিন্তু মহাশয়, তাহারা একদল লোক যেন একদল বাঘ।"

"হইতে পারে, যিশু আমাকে ঐ বাঘগুলির তত্ত্বাবধান জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে জানে।"

"মহাশয়, তাহারা আপনার দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইবে।"

"আমার কিছুই নাই।"

"মহাশয়, তাহারা আপনাকে মারিয়া ফেলিবে।"

"একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক রাস্তা দিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে তাহারা মারিয়া ফেলিবে? বাঃ! কেন মারিবে?"

"হায়! যদি আপনি তাহাদিগের সম্মুখে পড়েন?"

"আমি দরিদ্রগণের জন্য তাহাদিগের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব।"

"মহাশয়! আপনি যাইবেন না। আপনি আপনার জীবনকে শঙ্কটাপন্ন করিবেন।"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি সমস্ত বলিলেন ত? এই সংসারে নিজ জীবন রক্ষাই আমার কার্য্য নহে। যাহাতে লোকের পারলৌকিক মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টাই আমার কার্য্য।"

অগত্যা তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিতে হইল। তিনি পথ প্রদর্শন জন্য একটি বালককে মাত্র সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সকলে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল। সকলেই ভীত হইল।

তিনি তাঁহার ভগ্নী বা ম্যাগলইরকে সঙ্গে লইলেন না। তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠে পর্ব্বত মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিল না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার যজমানদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি এক পক্ষকাল সেখানে থাকিলেন। তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, শিক্ষা দিলেন, ধর্ম্ম পথে চলিতে উৎসাহ দিলেন। যখন ঐ স্থান ত্যাগ করার সময় হইল, তখন তিনি একদিন উৎসবসহকারে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, ইচ্ছা করিলেন। ঐ কথা তিনি ঐ স্থানের ধর্ম্মযাজককে বলিলেন। ঐ উৎসব জন্য পরিচ্ছদাদি যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা ছিল না। ঐ স্থানে অতি পুরাতন ও সামান্য পরিচ্ছদ মাত্র পাওয়া গেল।

মাইরেল বলিলেন—"উপাসনার সময় উৎসবের কথা প্রকাশ করা যাইবে: যাহা হয়, এক রকম হইয়া যাইবে।"

নিকটবর্ত্তী গির্জ্জাসকল খুঁজিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাতে গির্জ্জার এক অংশও উত্তমরূপে সাজান হয় না।

তাহারা উপযুক্ত পরিচ্ছদ প্রভৃতির অভাবজন্য উদ্বেগ অনুভব করিতেছিল। ঐ সময়, একদিন, দুইজন অপরিচিত অশ্বারোহী একটি সিন্দুক গির্জ্জায় নামাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। ঐ সিন্দুক খুলিলে দেখা গেল, উহাতে সুবর্ণ ও

হীরক খচিত প্রধান যাজকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ রহিয়াছে। ঐ গুলিই একমাস পূর্ব্বে এম্ব্রাণ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। ঐ সিন্দুক মধ্যে একখানি কাগজে লিখিত ছিল "ক্রেভাট্টির নিকট হইতে মাইরেলের নিকট।"

মাইরেল বলিলেন—"আমি কি বলি নাই, যে কোনও রকমে হইয়া যাইবে।" পরে স্মিতমুখে বলিলেন—

"যে ব্যক্তি সামান্য ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট, ভগবান্ তাহাকে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পাঠান।"

স্থানীয় ধর্ম্মযাজক মৃদুহাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"মহাশয়! ভগবান্ না সয়তান?"

মাইরেল উক্ত ধর্ম্মযাজকের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"ভগবান্।"

তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পথে লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন অদ্ভুত বলিয়া মনে করিল। যে বাড়ীতে তাঁহার ভগ্নী ও ম্যাগলইর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া তিনি তাঁহার ভগ্নীকে বলিলেন—"আমি কি ভাল করি নাই? দরিদ্র যাজক পার্ব্বত্য প্রদেশের যজমানদিগের নিকট রিক্ত হস্তে গিয়াছিলেন, তিনি বহু সম্পত্তি লইয়া ফিরিলেন। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম; আমি একটি উচ্চশ্রেণীর গির্জ্জার উপযোগী মহার্ঘ দ্রব্যজাত লইয়া ফিরিলাম।"

রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন "দস্যু বা হত্যাকারীকে ভয় করিতে হয় না। তাহারা বাহিরের শত্রু—সামান্য জিনিষ—আমাদিগের নিজেকেই ভয়। বিদ্বেষই প্রকৃত দস্যু। পাপই যথার্থ হত্যাকারী। বিষম বিপদের কারণ, আমাদিগের আপনার মধ্যেই রহিয়াছে। অপর দস্যু বা হত্যাকারীর সম্বন্ধে ভাবিয়া কি হইবে"।

পরে তাঁহার ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মযাজকের, অপর লোক সম্বন্ধে, সাবধান হওয়ার কখনই প্রয়োজন হয় না। মানুষ যাহা করে; ভগবান তাহা করিতে দেন, বলিয়াই করে। বিপদ নিকটবর্ত্তী বিবেচনা হইলে, ভগবানের উপাসনা ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না। ঐ উপাসনায়, নিজের জন্য প্রার্থনা না করিয়া, আমাদিগের এই প্রার্থনা করা উচিত যে, আমার ভ্রাতা আমার দ্রব্য অপহরণ করিতে গিয়া বা আমার অনিষ্ট করিতে গিয়া যেন পাপে পতিত না হয়।"

এইরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে সচরাচর ঘটিত না। আমরা যাহা জানি, তাহাই বর্ণনা করিলাম। সাধারণতঃ, এক সময়ে, তিনি প্রতিদিন একই কার্য্য করিতেন। তাঁহার এক ঘণ্টার কার্য্য এক মাসের কার্য্যের অনুরূপ।

যে মহামূল্য দ্রব্য তিনি আনিয়াছিলেন, তাহার কি হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেওয়া, আমাদিগের পক্ষে, কঠিন হইবে। ঐ পরমসুন্দর লোভের দ্রব্য-গুলি দুঃখিগণের উপকারার্থ অপহরণের বড়ই উপযোগী। ঐগুলি ত পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছে। অর্দ্ধেক কার্য্য পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এখন ঐ অপহৃত দ্রব্যগুলি নূতন দিকে চালাইয়া দরিদ্রের কার্য্যে লাগান বাকী ছিল। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে কিছু বলিতেছি না। মাইরেলের কাগজ পত্র মধ্যে একটি মন্তব্য লেখা ছিল, দেখা যায়। উহার অর্থ কিছু বুঝা না গেলেও উহা এই সম্পর্কে হইতে পারে। ঐ মন্তব্য এইরূপ—"এক্ষণে বিবেচনার বিষয়, এই দ্রব্যগুলি গির্জ্জায় দেওয়া যাইবে, কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেওয়া যাইবে।"

(৮)—মদ্যপানের পর দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা।

ব্যবস্থাপক সভার যে সদস্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন চতুর ব্যক্তি। কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি যাহা থাকিলে, সাংসারিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে, মনুষ্য বাধা প্রাপ্ত হয়, ঐ সদস্যের নিকট সে সকল আদৌ গণনীয় ছিল না। তিনি যে পথে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে, সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন ; একবারও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি একজন প্রাচীন এটর্ণি। আপন কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মন কিয়ৎপরিমাণে কোমল হইয়াছিল। তাঁহাকে কোনরূপে মন্দলোক বলা যায় না। সাধ্যানুসারে, তিনি তাঁহার পুত্র, জামাতা, আত্মীয়, এমনকি, বন্ধুবর্গেরও উপকার করিয়াছেন। যে পক্ষ অবলম্বন করিলে, সুবিধা হওয়া সম্ভব, অতি সুবিবেচনার সহিত, তিনি সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। যখন যে সুবিধা ঘটিয়াছে, যে আশাতীত সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহা নিজ কার্য্যে লাগাইয়াছেন। অন্য কোন বিষয়ে মন দেওয়া, তাঁহার বিবেচনায় নির্ব্বোধের কার্য্য। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এতটুকু শিক্ষা

ছিল, যে তিনি আপনাকে এপিকুটেটাসের মতাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনন্ত, অবিনশ্বর বস্তুর কথায় হাস্য করিতেন, বৃদ্ধ যাজকের অদ্ভুত ধারণা সকল লইয়া পরিহাস করিতেন, এমন কি, কখনও কখনও, মাইরেলের সম্মুখেও তিনি তাঁহাকে পরিহাস করিতেন। মাইরেল তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেন।

একটা কোনও রাজকীয় কার্য্য উপলক্ষে, ঠিক মনে নাই কি কার্য্য, উক্ত সদস্য ও মাইরেল শাসন-কর্ত্তার বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারান্তে মদ্যপান জন্য উক্ত সদস্যের কতকটা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র মত্ত হন নাই। তিনি বলিলেন—

"আসুন, একটু আলোচনা করা যাক। সদস্য ও ধর্ম্মযাজক যেন দুইজন দৈবজ্ঞ। দুইজনে সাক্ষাৎ হইলে, একটু ইঙ্গিতে কথা না কহিলে চলে না। আমাকে আপনার নিকট স্বীকার করিতে হইতেছে, আমার নিজের একটি সিদ্ধান্ত আছে।"

মাইরেল বলিলেন—"উত্তম, যিনি যেমন সিদ্ধান্ত করিবেন, তিনি সেইরূপ ভোগ করিবেন। দেখা যাইতেছে, 'আপনি খুব সুখেই আছেন।"

সদস্য মহাশয় কিছু উৎসাহিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আসুন, অকপটচিত্তে একটু আলাপ করা যাক—"

"বেশ, বেশ, দুটা মন্দ কথাতে ও আপত্তি নাই।"

"দেখুন, হবস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ দুর্ব্বৃত্ত নহেন। আমার পুস্তকালয়ে সমস্ত দার্শনিকগণের গ্রন্থ বাঁধাইয়া রাখিয়াছি, সোণার জলে বহিগুলি ঝকমক করিতেছে।"

"যেমন আপনি, বহিগুলিও সেইরূপ।"

"ডিডিরোটকে আমি ঘৃণা করি। তিনি কেবল অলীক তত্ত্ব লইয়াই আছেন। কেবল বড় বড় কথা লিখিতে পারেন। তিনি বিপ্লবের পক্ষপাতী—ভিতরে ভিতরে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। অকারণ বিশ্বাস করা বিষয়ে তিনি ভল্‌টেয়ারের অধম। ভল্‌টেয়ার নীডহ্যামকে বিদ্রূপ করিয়াছেন; তাহা তিনি ভাল করেন নাই। নীডহ্যাম তাঁহার মৎস্য বিশেষ হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক চামচ ময়দাতে এক বিন্দু সিকা মিশাইলে "আলোক হউক" এই আদেশের স্থল পূর্ণ হয়। মনে করুন, এক চামচ বহুপরিমাণ ও বিন্দু বৃহৎ; ইহাতেই

ব্রহ্মাণ্ড পাওয়া যাইবে। মানুষ মংস্য বিশেষ ; তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা অনাবশ্যক। অনন্ত পরম পিতা পরমেশ্বর কল্পনার কি প্রয়োজন। দেখুন, ঐরূপ কল্পনা কেবল ক্লান্তিজনক। যাহারা ঐরূপ কল্পনা করে, তাহারা বস্তুর উপরিভাগ মাত্র দর্শন করে, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদিগের যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। সর্ব্বময় ভগবানের কল্পনা উঠাইয়া দেওয়া যাক। ঐরূপ কল্পনায় আমার কষ্ট হয় ; নাস্তিকতার জয় হউক, উহাতে আমি সুখে থাকি। এখন মদ্যপান করা যাইতেছে ; আপনি ধর্ম্মযাজক, আপনার নিকট সকল কথা স্বীকার করিতে হয় ; সেইজন্য আপনাকেই বলিতেছি—আপনার যিশুর প্রতি আমার ভক্তি নাই। তিনি ত্যাগশিক্ষা দেন, তিনি আত্মোৎসর্গের শেষ সীমা দেখাইতে উপদেশ দেন। লোভী ব্যক্তি ভিক্ষুককে যেরূপ উপদেশ দেয় ইহা সেইরূপ। ত্যাগ কেন ? আত্মোৎসর্গ কেন করিব ? একটি বাঘ আর একটি বাঘের উপকার করিতে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতেছে, তাহা দেখিতে পাই না। তবে আসুন, আমরা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হই। আমরা সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমাদিগের সিদ্ধান্তও সেইরূপ উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। যদি ভিতরের কথা বুঝিতে না পারি, তবে উচ্চ হইয়া সুবিধা হইল কি ? আসুন, সুখে কাল কাটান যাক্। এই জীবনের পর কিছু নাই। মানুষের মৃত্যুর পর, সে উপরে, নীচে, কোন স্থানে থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ইহার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ, আমাকে শিখান হইতেছে। আমাকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, বলা হইতেছে। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, ন্যায় কি, অন্যায় কি এই সমস্ত লইয়া মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিতে হইবে। কেন ? আমাকে আমার কর্ম্মের কৈফিয়ত দিতে হইবে। কখন ? মৃত্যুর পর। কি সুন্দর স্বপ্ন ! আমার মৃত্যুর পর যে আমাকে ধরিবে তাহার অতি চতুর হওয়া আবশ্যক। ছায়ার হাতে দিয়া এক মুষ্টি ধূলি ধরিতে পারেন, ধরুন। আমি সত্যই বলিব। বস্তুর তত্ত্ব আমরা সবিশেষ অবগত আছি। পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদিগের নাই। ভাল মন্দ বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল জীবন। বস্তুর সার অন্বেষণ করিতে হইবে। তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। তাহার সমগ্র সার সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে ; আমাদিগকে তলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি তজ্জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। সত্যের

উপলব্ধি হইলে আনন্দ উপস্থিত হইবে, বল হইবে এবং তখন হাসিতে পারা যাইবে। আমি সমস্ত বুঝি, ইহা আপনি বেশ জানিবেন—দেখুন অনশ্বরত্ব কেবল কথার কথা। মৃতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশা বৃথা। ইচ্ছা হয়, এই সকল মনভুলান কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন। আমাদের কি সৌভাগ্য। আমাদিগের আত্মা আছে। মরণের পর উহা স্বর্গে যাইবে। উহার স্কন্ধদেশে নীলবর্ণের পাখা বাহির হইবে। মহাশয়! আমাকে বলিয়া দিন ত, টার্টুলিয়ানই না বলিয়াছেন, আমরা নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে উড়িয়া বেড়াইব। বেশ! আমরা নক্ষত্রলোকবাসী পতঙ্গ হইব। অধিকন্তু আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইব। হাঃ! হাঃ! হাঃ! স্বর্গ নির্ব্বোধের অলীক গল্প মাত্র। ভগবান্ অর্থশূন্য অসম্ভব প্রকারের জীব। অবশ্য, একথা আমি সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতে যাইতেছি না তবে বন্ধুগণমধ্যে চুপে চুপে একথা বলিতে পারা যায়। স্বর্গের আশায় ইহলোকের সুখ ত্যাগ করা ও ছায়ার লোভে হস্তগত শীকার ত্যাগ করা, একই কথা। অনন্তের জন্য বর্ত্তমানের সুখ ত্যাগ করিতে হয়, করুন, আমি সেরূপ নির্ব্বোধ নহি। 'আমি' বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। আমি আপনাকে "নাস্তিক মহাশয়" বলিয়া থাকি। জন্মের পূর্ব্বে আমার অস্তিত্ব ছিল? না। মৃত্যুর পর আমার অস্তিত্ব থাকিবে? না। আমি কি? ধূলায় গঠিত যন্ত্র বিশেষ। পৃথিবীতে আমি কি করিব? সেটা আমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হয়, কষ্ট স্বীকার করিব; ইচ্ছাহয়, সুখভোগ করিব। কষ্টভোগ করিলে কি হইবে? কিছুইনা; তবে কষ্টভোগ হইবে। সুখ ভোগ করিলে কি হইবে? কিছুই না; তবে অন্ততঃ সুখভোগ হইবে। কি করিব, স্থির করিয়াছি। আমি খাইব; নতুবা অন্যে আমাকে খাইবে। আমিই খাইব। তৃণ হওয়া অপেক্ষা, দন্ত হওয়া ভাল। আমার এইরূপ মত। তারপর, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া; তাহা হইলেই শেষ, সম্পূর্ণ পরিশোধ। মৃত্যুর পর, আর কিছুই থাকে না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। এবিষয়ে কাহারও কিছু শিখাইবার আছে, ইহা অতি উপহাসের কথা। যে সকল কথা চলিত আছে, তাহা ছেলে ভুলান কথা। ছেলেদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য জুজুর সৃষ্ট হইয়াছে। মৃত্যুই আমাদিগের পরিণাম। মৃত্যুর পর সকলেই সমান। তুমি সার্ডেনাপেলাস্ হও বা পল হও, মরণের পর কিছুই প্রভেদ থাকিবেনা। ইহাই সত্য। তবে জীবনে সুখভোগ করিয়া লওয়া যাউক। যতক্ষণ জীবন আছে, ভোগের সুযোগ ছাড়া হইবে না। সত্য

বলিতে কি, ইহাই আমার মত। আমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের নাম করিতে পারি, যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন। অন্য দার্শনিক দিগের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আমি মুগ্ধ হই না। যাহারা নিম্ন শ্রেণীর লোক, যেমন ভিক্ষুক, মজুর, এবং অন্যান্য দীন, দুঃখী লোক, তাহাদিগের জন্য অন্য ব্যবস্থা আবশ্যক। গল্প, অসম্ভব প্রকারের বর্ণনা, আত্মা, অবিনশ্বরত্ব, স্বর্গলোক, নক্ষত্রলোক এই সকল তাহা-দিগের সান্ত্বনার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা এই সকল বিশ্বাস করে। যখন অকিঞ্চিৎকর খাদ্য ভোজন করে, তখন এই সকল কল্পনায় তাহারা সেই খাদ্যেই সন্তোষ প্রাপ্ত হয়। যাহার কিছুই নাই, সেই দয়াময় ভগবানের কল্পনা করে। অবশ্য, এইরূপ কল্পনা করাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। সাধারণ লোকের পক্ষে, দয়াময় ভগবানের কল্পনা মন্দ নহে।"

মাইরেল করতালি দিলেন।

তিনি বলিলেন—"ইহারই নাম কথা। জড়বাদ কি উৎকৃষ্ট। ইহা প্রকৃতই অদ্ভুত বস্তু। যে কেহ, ইচ্ছা করিলেই, ইহা অবলম্বন করিতে পারে না। যে পারে, সে অন্য কিছুতে ভুলে না। সে এরূপ নির্ব্বোধ নহে, যে তাহাকে কেটোর ন্যায় নির্ব্বাসিত হইতে হইবে; বা ষ্টিফেনের ন্যায় প্রস্তরাঘাতে মরিতে হইবে; বা জিন ডি আর্কের মত পুড়িয়া মরিতে হইবে। যাঁহারা এই উৎকৃষ্ট জড়বাদ অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের কাহারও নিকট দায়িত্ব নাই, এই অনুভবজনিত আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। উচ্চপদ, সম্মান, রাজ-ক্ষমতা লাভ জন্য, তাহাদিগকে ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিতে হয় না। কোনও কার্য্য না করিয়া, বেতন লইতে তাঁহাদিগের কোনও বাধা হয় না। তাঁহারা, সুবিধা হইলে, বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন। মত পরিবর্ত্তন দ্বারা অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলে অক্লেশে মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। সুবিধা হইলে, বিবেককে জলাঞ্জলি দিতে পারে; তাহাতে তাহাদিগের কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইবে না। তাহারা স্বচ্ছন্দে ঐ সকল জীর্ণ করিয়া কবরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কি আনন্দের কথা। মহাশয়! এই সকল আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। তথাপি আপনকে অভিনন্দন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনি বলিতেছেন, আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ ধনিগণের জন্য সুন্দর ধনিজনোচিত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত আছে। উহা কেবল ধনিগণ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য এবং বিলাসিতার অনুকূল। এই তত্ত্ব গভীরতম প্রদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ

পণ্ডিত দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন দরিদ্রের অপকৃষ্ট খাদ্য ধনীর উৎকৃষ্ট খাদ্যের স্থান গ্রহণ করে, সেইরূপ ধনিজনোচিত উক্ত তত্ত্বের স্থলে জনসাধারণের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মন্দ নহে। আপনারা ভদ্রলোক বলিয়াই, এইরূপ মনে করেন।"

(৯) ভগ্নী ভাইকে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইন্‌ তাঁহার বাল্য বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে তুলিয়া দিব। ইহা হইতে মাইরেলের গৃহস্থালীর কতকটা বুঝা যাইবে। মাইরেলের যেরূপ ভাবে কার্য্য করা অভ্যাস ছিল, তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা এই সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক দুইটিকে বুঝাইয়া না বলিলেও তাঁহারা কায়মনোবাক্যে কিরূপে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তাহা এই পত্র হইতে বুঝা যাইবে। এমন কি, মাইরেলের অনুবর্ত্তী হইতে গিয়া, তাহারা স্ত্রীজাতি সুলভ ভয়প্রবণতা পরিহার করিয়াছিলেন। ঐ পত্র, আমাদিগের নিকট রহিয়াছে।

"ভগ্নি, এমন দিন নাই যেদিন তোমার কথা হয় না। এটা আমাদিগের নিয়ম হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। ঘরের ভিতর দেওয়াল ও ছাদ হইতে ধূলি ঝাড়িয়া ধুইতে গিয়া ম্যাগলইর দেখিতে পায়, যে পূর্ব্বে উহা চিত্রিত ছিল। আমাদিগের দুইটি কক্ষের দেওয়াল ও ছাদে কাগজ বসান ছিল। তাহার উপর চুণকাম করা ছিল। তোমার দেশের বাড়ীতে এরূপ কক্ষ অমানান হইত না। ম্যাগলইর কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে তাহার নিম্নে চিত্রগুলি দেখা গেল। আমাদিগের বসিবার ঘরে আস্‌বাবপত্র নাই। ঐ ঘরে আমরা কাচা কাপড় শুকাইতে দিই। ঐ ঘর ১৫ ফিট উচ্চ ও দীর্ঘ ও প্রস্থ ১৮ ফিট করিয়া। ইহার ছাদ পূর্ব্বে চিত্রিত ছিল এবং গিল্‌ট করা ছিল। ইহার কড়ি তোমার গৃহের কড়ির ন্যায়। যখন ঐ বাড়ীতে দাতব্য ঔষধালয় ছিল তখন ছাদ কাপড় দিয়া আবৃত ছিল। ইহার কাঠের কাজ আমাদিগের পিতামহীর আমলের। আমার ঘরখানি তোমার একবার দেখা উচিত।

দশ প্রস্থ কাগজ উঠাইবার পর, ম্যাগ্‌লইর দেখে যে দেওয়ালে চিত্র সকল রহিয়াছে। ঐ চিত্রগুলি উত্তম না হইলেও মন্দ নয়। একটি বাগানে টেলিমেকাস্‌কে মিনার্ভা দেবী-যোদ্ধ্‌পদে বরণ করিতেছেন. ইহাই চিত্রিত হইয়াছে। ঐ বাগানের নাম আমার মনে পড়িতেছে না। ঐস্থানে রোমীয় মহিলাগণ কেবল একরাত্রি গিয়াছিলেন। তোমাকে কি বলিব? রোমীয় পুরুষ ও মহিলাগণ চিত্রিত রহিয়াছে। ম্যাগলইর সমস্ত পরিষ্কৃত করিয়াছে। কয়েকস্থানে সামান্য যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহা ম্যাগলইর আগামী গ্রীষ্মকালে মেরামত করাইয়া লইবে এবং সমস্তটি একবার বার্ণিস্‌ করাইয়া লওয়া হইবে। তাহা হইলে আমার কক্ষটি যাদুঘরের কক্ষের মত হইবে। ম্যাগলইর চিলের ছাদের ঘরে পুরাতন ধরনের দুইটি কাঠের টেবেল পাইয়াছে। প্রত্যেকটি নূতন করিয়া গিল্‌টী করিতে ১২ ক্রাউন চাহে। তাহা অপেক্ষা ঐ টাকা দরিদ্রকে দেওয়া ভাল। ঐ টেবেলগুলি দেখিতেও কুশ্রী। আমার পছন্দ মেহগিনি কাঠের একটি গোল টেবেল।

আমরা সুখে আছি। আমার ভ্রাতা অতি সজ্জন। তাঁহার যাহা আছে, সমস্ত তিনি দরিদ্র ও আর্ত্তকে দেন। আমাদিগের খরচপত্রের কিছু অনটন হয়। এ প্রদেশে শীত প্রকৃতই কষ্টকর। অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে আমাদিগের সাহায্য করাই উচিত। ঘরে যে পরিমাণ আগুন ও আলোক আছে, তাহাতে আমাদিগের এক প্রকার স্বচ্ছন্দে চলে। ইহাই যথেষ্ট।

আমার ভ্রাতার কার্য্যপ্রণালীই স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, প্রধান ধর্ম্মযাজকের এইরূপ হওয়াই উচিত। আমাদিগের বাড়ীর দরজা কখনও বন্ধ থাকে না। যাহার ইচ্ছা, সেই একবারে আমার ভ্রাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি কিছুই ভয় করেন না। রাত্রিকালেও না। তাঁহার সাহস এইরূপ, তিনি বলেন।

আমি বা ম্যাগলইর তাঁহার জন্য ভীত অনুভব করি তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি এমন সকল কাজ করেন, যে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছা নহে, আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, এমন প্রকাশ পায়। কিরূপে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যায়, তাহা শিখিতে হয়।

তিনি বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী হইতে বাহির হন। জলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান। তিনি শীতকালে ভ্রমণ করেন। তিনি বিপজ্জনক রাস্তাতেও ভয়

করেন না। দস্যু হস্তে পতিত হইবারও আশঙ্কা করেন না। রাত্রিকেও ভয় করেন না।

গত বৎসর, তিনি একাকী, দস্যু পরিপূর্ণ এক প্রদেশে গিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি পনের দিন অনুপস্থিত থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। সকলে ভাবিয়াছিল, তিনি মারা পড়িয়াছেন। তিনি সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তাহারা কেমন আমার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে।" তাহার পর তিনি একটি সিন্দুক খুলিলেন। ঐ সিন্দুক রত্নালঙ্কার পূর্ণ ছিল। ঐ সকল এম্ব্রাণ গির্জ্জার দ্রব্য। চোরেরা তাঁহাকে দিয়াছে।

তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আমি তাঁহাকে কিছু তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গাড়ী চলিবার সময় যখন শব্দ হইতেছিল, আমি সেই সময় বলিয়াছিলাম, যেন আর কেহ শুনিতে না পায়।

পূর্ব্বে আমার মনে হইত, তিনি কোনও বিপদই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার সাহস ভয়ানক। এখন আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমি ম্যাগলইরকে ইঙ্গিত করিয়া বলি, তোমার আপত্তি করিয়া কাজ নাই। তাঁহার যেমন উচিত বোধ হয়, বিপদ সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি সেইরূপ করেন। আমি ম্যাগলইরের সহিত নিজ কক্ষে প্রবেশ করি এবং তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া নিদ্রা যাই। আমার উদ্বেগ নাই। আমি জানি, যদি তাঁহার অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে আমি জীবিত থাকিব না। যিনি আমার ভ্রাতা এবং গুরু, তাঁহার সহিত আমি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইব। যে সকল কার্য্য ম্যাগলইর অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া মনে করে, তাহাতে অভ্যস্ত হইতে, আমার অপেক্ষা ম্যাগলইরের অধিক কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারও অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমরা একত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া নিদ্রা যাই। যে কোনও দুষ্ট লোক ইচ্ছা করিলেই, তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে ভীত হইবার কিছু নাই। যিনি আমাদিগের অপেক্ষা বলবান, তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগের সহিত রহিয়াছেন। স্বয়ং সয়তান আসিতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌ও সেখানে রহিয়াছেন।

ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার ভ্রাতার আর আমাকে কিছু বলিবার আবশ্যক হয় না। তিনি কিছু না বলিলেও আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে

পারি। বিধাতার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হউক, এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। মহাত্মাগণের সহিত ব্যবহারের ইহাই পন্থা।

যে পরিবার সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ, তাহাদিগের কথা, আমার ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি জান, তিনি সমস্ত জানেন। তাঁহার, সকল মনেও আছে। কারণ তিনি এখনও অন্তরে প্রাচীন রাজবংশের পক্ষাবলম্বী। তাঁহারা অতি প্রাচীন বংশ সম্ভূত। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বংশের তিনজনের নাম শুনা যায় এবং একজন ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ বংশের শেষ ব্যক্তি একজন সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহার কন্যা এক সম্ভ্রান্ত সেনাপতির পুত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তোমার আত্মীয়, প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে আমাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে বলিও। সিলভেনি তোমার নিকট যে অল্পদিন রহিয়াছে, তাহার কতকটা আমাকে পত্র লিখিয়া নষ্ট না করিয়া ভালই করিয়াছে। সে কুশলে আছে ও তুমি যেরূপ ভালবাস, সেইরূপ কার্য্য করিতেছে ও আমাকে ভালবাসে, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু চাহি না। সে যে আমাকে প্রীতি-উপহার প্রেরণ করিয়াছে, তাহা নিরাপদে পৌঁছিয়াছে। উহা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। আমার শরীর মন্দ নাই, তথাচ আমি দিন দিন কৃশ হইতেছি। আমার কাগজ ফুরাইল, কাজেই আমিও এইখানে বন্ধ করিতেছি। সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছি। ইতি ব্যাপটিস্টাইন।”

পুঃ—“তোমার নাতি বেশ ছেলে। শীঘ্রই তাহার বয়স পাঁচ বৎসর হইবে, জান? গতকল্য একজন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল, তাহার হাঁটুতে হাঁটুর টুপি পরা ছিল। দেখিয়া তোমার নাতি জিজ্ঞাসা করিল ‘উহার হাঁটুর উপর কি?’ বড় সুন্দর ছেলে! তাহার ভাই ঘরের ভিতর একগাছি ঝাঁটা টানিয়া বেড়াইতেছে। উহা তাহার গাড়ী হইয়াছে। সে হেট্ হেট্ করিয়া ঘোড়া তাড়াইতেছে।”

মানুষ আপনাকে আপনি যেরূপ বুঝে, স্ত্রীলোক, স্বাভাবিক শক্তিতে, মানুষকে তাহা অপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারে। স্ত্রীলোক দুইটি মাইরেলের রীতি, নীতি বেশ বুঝিয়াছিল এবং তদনুসারে আপনারাও কার্য্য করিত। ইহা এই পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। সত্য বটে মাইরেল সরল ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার আকৃতিতে সর্ব্বদা সরলতা লক্ষিত হইত; কিন্তু কখনও কখনও তিনি অতি মহৎকার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্য অতি উচ্চশ্রেণীর সাহসের

পরিচয় প্রদান করিত এবং তিনি যে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব অনুভব করিতেছেন, এরূপ বুঝা যাইত না। স্ত্রীলোক দুইটি ভয়ে কাঁপিত, কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিত না। কখনও কখনও, ম্যাগলইর পূর্ব্বাহ্নে কতকটা আপত্তি করিত, কিন্তু কখনও কার্য্যকালে বা পরে কিছু বলিত না। তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য একটি কথাও কহিত না; এমন কি ইঙ্গিতেও কিছু বলিত না। কখনও কখনও তিনি এমন ভাবে কার্য্য করিতেন যে তিনি যে প্রধান ধর্ম্মযাজক, তাহা তিনি না বলিলেও স্ত্রীলোক দুইটির মনে তাহা অপরিস্ফুটভাবে উদিত হইত। তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে হয়ত তিনি নিজেও ইহা বুঝিতে পারিতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে, স্ত্রীলোক দুইটির অস্তিত্ব ছায়ায় পর্য্যবসিত হইত। তাহারা কিছু না বলিয়া, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত, প্রয়োজন হইলে সরিয়া যাইত। তাহাদিগের সংস্কার এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইত না। তাহারা তাঁহার মনোভাব না জানিলেও, তাঁহার প্রকৃতি এত উত্তম জানিত, যে তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা মনোমধ্যে উদিত হইলেও, তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য উদ্যুক্ত থাকিত না এবং তাঁহার রক্ষার ভার, ভগবানের উপর ন্যস্ত করিত।

অধিকন্তু, আমরা এখনই পড়িলাম, বাপ্‌টিস্‌টাইন্‌ বলিতেছেন যে তাঁহার ভ্রাতার অনিষ্ট হইলে, তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না; ম্যাগলইর ইহা বলে নাই, তবে সে ইহা জানিত।

(১০)—প্রধান ধর্ম্মযাজক, অপরিচিত আলোক সম্মুখে।

যে সময় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত পত্র লেখা হয়, তাহার কিছু পরে, তিনি এমন একটি কার্য্য করিলেন, যাহা নগরবাসিগণের বিবেচনায় দস্যুসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক।

ডি নগরের নিকটে একব্যক্তি নির্জ্জনে বাস করিতেন। পূর্ব্বেই বলিতেছি, ইনি কন্‌ভেন্‌সন সভার সভ্য ছিলেন। ইঁহার নাম "জ"।

ডি নগরের লোকগণ মনে করিত "জ" একজন ভয়ানক লোক। তাহারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা করিত। কন্‌ভেন্‌সন সভার সদস্য!

এমন জীব কল্পনা করিতে পার? এমন জীব ছিল, যখন জনসাধারণ পরস্পরের প্রতি কোনও রূপ সম্মান প্রদর্শন করিত না। যখন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকেও "নগরবাসী" এইরূপ বলিয়া সম্বোধন করা হইত—অন্য কোনও সম্মানসূচক সম্বোধনের ব্যবহার ছিল না। লোকে মনে করিত "জ" একটি প্রায় অস্বাভাবিক জীব। তিনি রাজার প্রাণদণ্ডের অনুকূলে মত দেন নাই সত্য, কিন্তু তাহা ছাড়া আর সব করিয়াছেন। কতক পরিমাণে, তাঁহাকে রাজার হত্যাকারী বলা যায়। ডি নগরের অধিবাসিগণ মনে করিত, "জ" অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক। প্রাচীন রাজবংশের রাজকুমার যখন রাজা হইলেন, তখন "জ" অভিযুক্ত হন নাই কেন? যদি কেহ বলিতে চাহে যে তাঁহার প্রাণবধের প্রয়োজন ছিল না, অন্য পক্ষে দয়া প্রদর্শনও প্রয়োজন, তবে ডির অধিবাসিগণ তাহা অস্বীকার করিত না, তবে তাহারা ভাবিত, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারা যাইত এবং তাঁহাকে এমন কিছু শাস্তি দিলে হইত, যাহাতে অপরে তাঁহার দণ্ড দেখিয়া অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। তাহারা বলিত, "জ" ঐরূপ অন্যান্য লোকের ন্যায় নাস্তিক। হাঁস, শকুনি সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করা সম্ভব, "ডি"র অধিবাসিগণ ও "জ"র সম্বন্ধে সেইরূপ আলোচনা করিত।

সত্যই কি "জ" শকুনির মত ছিলেন? হাঁ—তিনি যেরূপ বিষম নির্জ্জনে থাকিতেন, তাহা মনে করিয়া যদি বলিতে হয়। "জ" রাজার প্রাণদণ্ড জন্য মত দেন নাই, সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হয় নাই এবং তিনি ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন।

নগর হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে পৌনে এক ঘণ্টা সময় লাগিত। তাঁহার বাড়ীর নিকট কোনও লোকের বাস ছিল না। উহার নিকট দিয়া কোনও রাস্তা ছিল না। তিনি একটি নির্জ্জন উপত্যকায় বাস করিতেন। লোকে ঠিক জানিত না, ঐ বাসস্থান কোথায়। লোকে বলিত, তাঁহার ঐখানে কিছু জমী আছে এবং হিংস্র জন্তু গর্ত্তে যেরূপ বাস করে, তিনিও সেইরূপ তাঁহার গৃহে একা অবস্থান করেন। তাঁহার কোনও প্রতিবাসী নাই; ঐ স্থানের নিকট দিয়া কেহ পথ চলে না। তিনি ঐস্থানে আসার পর পথে এরূপ ঘাস জন্মিয়াছে যে পথ দেখা যাইত না। ঘাতকের বাসস্থান সম্বন্ধে লোকে যেভাবে কথা কহে, তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে সেইরূপ ভাবে বলিত।

তথাচ মাইরেল তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেন। যে স্থানে কয়েকটি বৃক্ষ "জ"র

বাসস্থানের পরিচয় দিত সেইদিকে তিনি কখনও কখনও চাহিয়া থাকিতেন—তাঁহার মনে হইত, ঐস্থানে একব্যক্তি বাস করিতেছেন ; তাঁহার প্রতি কেহ সহানুভূতি দেখান না। মনের ভিতর উদয় হইত "আমার তাঁহার নিকট যাওয়া উচিত।"

এরূপ মনোভাব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর, এরূপ ইচ্ছা মাইরেলের নিকট আশ্চর্য্যকর, অসম্ভব, এমন কি, প্রায় ঘৃণার যোগ্য বলিয়া বোধ হইত। ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা তাঁহার মন হইতে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। তিনি ঠিক বুঝিতে না পারিলেও "জ"র প্রতি তাঁহার মনোভাব বিদ্বেষের নিকটবর্ত্তী ছিল। তাঁহার প্রতি সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, বলিলে বোধ হয়, ঐ ভাব ঠিক ব্যক্ত করা হয়।

তথাচ মেষের গাত্রে ঘা হইলে, মেষপালক কি সরিয়া দাঁড়াইবে ? না, তবে তাহার অবশ্যই মনে হইবে—এ কি মেষ !

সদাশয় মাইরেল ঐ লোকটিকে লইয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। কখনও, তিনি দেখা করিতে যাইবার জন্য বাহির হইতেন, আবার ফিরিয়া আসিতেন।

অবশেষে একদিন শুনা গেল, ঐ বৃদ্ধের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ; তাঁহার বাতব্যাধি প্রবল হইতেছে এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু সম্ভব। তাঁহার পরিচারক, একটি রাখাল বালক, একজন চিকিৎসকের সন্ধানে আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু নিকট বলিয়া কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করিল।

মাইরেল একগাছি লাঠি লইলেন। তাঁহার জামাটি অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ও সন্ধ্যাকালে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার বৃহৎ জামাটি গায়ে দিলেন এবং বাহির হইলেন।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল এবং প্রায় অদৃশ্য হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় মাইরেল ঐ সমাজচ্যুত ব্যক্তির আবাস স্থানে পৌছিলেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি দুর্বৃত্তের বাসস্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি একটি নালা পার হইলেন ; একটি বেড়া ডিঙ্গাইয়া পার হইলেন। কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি বেড়া পার হইয়া একটি অযত্ন-রক্ষিত, ময়দানে প্রবেশ করিলেন। পরে সাহস করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন।

তখন পতিত যায়গার পরে, একটি ঝোঁপের আড়ালে, আবাসগৃহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

উহা অনুন্নত ও ক্ষুদ্র। দরিদ্রের বাসযোগ্য হইলেও উহা পরিচ্ছন্ন। একটি দ্রাক্ষালতা বাহিরে দেওয়ালে উঠিয়াছিল।

দ্বার-সন্নিধানে, কৃষকের উপযোগী একখানি চেয়ারে, একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে মৃদু হাসি দেখা যাইতেছিল। তাঁহার নিকট তাঁহার পরিচারক রাখাল বালক দাঁড়াইয়াছিল। সে বৃদ্ধকে একটি পাত্রে করিয়া দুগ্ধ দিতে চাহিতেছিল।

মাইরেল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় বৃদ্ধ কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন—আমার কিছু প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া সূর্য্যের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বালকের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।

মাইরেল অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পদক্ষেপ শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ ফিরিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে যতটুকু আশ্চর্য্য হওয়া সম্ভব, মাইরেলকে দেখিয়া বৃদ্ধের মুখে সেই পরিমাণ আশ্চর্য্যের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল।

তিনি বলিলেন—"এখানে আসার পর, আপনি এই গৃহে প্রথম প্রবেশ করিলেন। আপনি কে, মহাশয়?"

মাইরেল আপন নাম বলিলেন।

"মাইরেল? আমি ও নাম শুনিয়াছি। লোকে কি আপনাকেই "স্বাগত মহাশয়" বলিয়া থাকে?"

"আমিই সেই ব্যক্তি।"

বৃদ্ধ মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন—"তবে আপনি আমার প্রধান ধর্ম্ম-যাজক।"

"তাহাই বটে।"

"আসুন।"

বৃদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিলেন। মাইরেল সেই হস্ত গ্রহণ করিলেন না। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন——

"দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা প্রকৃত নহে। আপনি পীড়িত বলিয়া বোধ হয় না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"মহাশয়, আমার পীড়া শীঘ্র যাইবে।" তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তিন ঘণ্টা পরে আমার মৃত্যু হইবে।"

পরে তিনি বলিলেন—"আমার চিকিৎসা শাস্ত্রে কিছু জ্ঞান আছে। শেষ সময় কিরূপভাবে আসে, তাহা আমি জানি। কল্য আমার পা দুইটি শীতল হইয়া গিয়াছিল। অদ্য জানু পর্যান্ত শীতল হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার কটিদেশ পর্য্যন্ত শীতল হইয়া আসিতেছে। যখন বক্ষঃস্থল পর্যান্ত শীতল হইবে, তখন আমার প্রাণত্যাগ হইবে। সূর্য্য কি সুন্দর দেখাইতেছে! আমার চেয়ার এইখানে আনাইয়াছি, সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া লইব বলিয়া। আপনি আমার সহিত কথা কহিতে পারেন, তাহাতে আমার কষ্ট হইবে না। আমার মরণ সময়ে, এখানে আসিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে কেহ উপস্থিত থাকেন, ইহা প্রার্থনীয়। সকল মানুষেরই কোনও না কোনও বিষয়ে সাধ থাকে। আমার ইচ্ছা হয়, আমি প্রাতঃকাল পর্যান্ত জীবিত থাকি। কিন্তু আমি জানি, আমার মরণের আর তিন ঘণ্টাও বিলম্ব নাই। তখন রাত্রি হইবে, তবে তাহাতে ক্ষতি নাই; মরণ সহজ। তাহার জন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না। আমি নক্ষত্রের আলোকমধ্যে মরিব।"

বৃদ্ধ বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি শয়ন কর। গতরাত্রি সমস্তক্ষণ জাগরণ করিয়া তুমি ক্লান্ত হইয়াছ।"

বালক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালকের গৃহ-প্রবেশ-কালে, বৃদ্ধ সেইদিকে চাহিয়াছিলেন এবং আপনা আপনি বলিলেন—"বালক নিদ্রিত থাকা সময়ে আমার মৃত্যু হইবে; হইতে পারে উভয় নিদ্রার নিবাস এক স্থানে।"

বোধ হয়, বৃদ্ধের আলাপ, মাইরেলের হৃদয় যেরূপভাবে স্পর্শ করা উচিত, সেরূপভাবে স্পর্শ করে নাই; তাঁহার মনে হইয়াছিল বৃদ্ধের মন মরণ কালেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হওয়া বুঝা যাইতেছে না। আমরা সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বলিব। অনেক সময় দেখা যায়, যে ব্যক্তির কার্য্য সাধারণতঃ অতি মহৎ, তিনিও কোনও কোনও সামান্য বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব প্রদর্শন করেন। ম্যাগলাইর মাইরেলের পদ মর্য্যাদা অনুসারে সম্মান-সূচক শব্দে সম্ভাষণ করিলে, যিনি উপহাস করিতেন, তিনিই বৃদ্ধ তাঁহার পদমর্য্যাদার অনুরূপ শব্দে সম্বোধন না করায় অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল প্রত্যুত্তরে

তিনিও বৃদ্ধকে কেবল "নগরবাসি" এইরূপ বলিয়া সম্বোধন করেন; অনেক সময় দেখা যায়, চিকিৎসক এবং ধর্ম্মযাজকেরা এরূপভাবে আলাপ করেন, যাহা শিষ্টাচার সঙ্গত নহে। এই দোষ মাইরেলের ছিল না। এক্ষণে তাঁহার এরূপভাবে কথা কহিবার ইচ্ছা হইতেছিল। এই বৃদ্ধ কন্‌ভেনসন্ সভার সদস্য ছিলেন। তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপে পৃথিবীতে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। জীবনে, বোধ হয়, এই প্রথম বার, মাইরেলের হৃদয়ে কঠোরতার অবির্ভাব হইল।

এদিকে বৃদ্ধ বিনয় ও সৌজন্যের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। মৃত্তিকার দেহ, মৃত্তিকায় মিশিবার প্রাক্কালে, যে নিরহঙ্কারিতা অতি উপযোগী তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে লক্ষিত হইতেছিল।

মাইরেল মনে করিতেন, যে অপরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দোষের বিষয়। সাধারণতঃ তিনি এই প্রবৃত্তি দমন করিতেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধকে তিনি মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধের সহিত তাঁহার আদৌ সহানুভূতি ছিল না। এরূপ অবস্থায়, অন্য কোনও ব্যক্তিকে ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তিনি দোষ করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু কন্‌ভেনসনের সদস্য সম্বন্ধে, কোনও নৈতিক নিয়ম বাধ্যকর বলিয়া মাইরেলের মনে হইত না। এমন কি, উহারা কোনও রূপ দয়ার পাত্র বলিয়াও তাঁহার মনে হইত না। "জ"র বয়ঃক্রম অশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল। তথাচ এখনও তাঁহার শরীর ঋজু, কণ্ঠস্বর মধুর এবং মন প্রশান্ত ছিল। দেহতত্ত্ববিদগণ এরূপ লোক দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। বিপ্লব সময় এরূপ অনেক লোক ছিলেন। এই বৃদ্ধকে দেখিলে বুঝা যাইত, যে ইনি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার উপযুক্ত লোক। যদিও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তথাচ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ লোকের ন্যায় ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দৃঢ়-স্বর, স্বচ্ছন্দ-গ্রীবাসঞ্চালন দেখিলে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া কোনও রূপে বুঝা যায় না। যমদূত তাঁহাকে দেখিলে মনে করিত, যে ভ্রমক্রমে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হইতেছিল, যে "জ" স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন। যন্ত্রণায় তাঁহার স্বচ্ছন্দতা লোপ করিতে পারে নাই। কেবল তাঁহার পা দুইখানি স্পন্দহীন হইয়াছিল। মৃত্যু পা দুখানি কবলিত করিয়াছিল। পা দুখানি শীতল হইয়া গিয়াছিল ও তাহাতে আর জীবনীশক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্কে কোনও রূপ ব্যত্যয়

হয় নাই। তাঁহার মানসিক বৃত্তি পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ ছিল ও উহাতে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। উপন্যাসে কথিত আছে যে, কোনও রাজার দেহের উপরিভাগ স্বাভাবিক ছিল কিন্তু নিম্নার্দ্ধ মর্ম্মরপ্রস্তর হইয়া গিয়াছিল। "ড"র অবস্থা, উপন্যাসে বর্ণিত সেই রাজার ন্যায় হইয়াছিল।

নিকটে একটি প্রস্তর ছিল। তাহার উপর মাইরেল উপবেশন করিলেন। কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়া তিনি নিম্নলিখিত মত কথা উত্থাপন করিলেন। তিরস্কার করিতে হইলে যে স্বরে মানুষ কথা কহে, সেই স্বরে মাইরেল বলিলেন—"যাহা হউক, আপনি রাজার প্রাণবধের অনুকূলে মত দেন নাই, ইহাই আহ্লাদের বিষয়।"

"যাহা হউক" এই শব্দে যে তিরস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল, বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি উত্তর দিলেন। তাঁহার মুখ হইতে হাসি অদৃশ্য হইয়াছিল।

"মহাশয়, সবিশেষ না জানিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করা ঠিক নহে। আমি অত্যাচারীর বিনাশ জন্য মত দিয়াছিলাম।"

মাইরেল যে তিরস্কারের স্বরে কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, বৃদ্ধের উত্তর তদুপযুক্ত কঠোর স্বরে হইয়াছিল।

মাইরেল বলিলেন—"আপনি কি বলিতেছেন ?

আমি বলিতেছি, "মানুষের একজন অত্যাচারী আছে। তাহা অজ্ঞতা। আমি সেই অজ্ঞতা দূরীকরণ জন্য মত দিয়াছিলাম। অজ্ঞতা হইতেই রাজপদ সৃষ্টি হইয়াছে। ভ্রমের বশেই লোকে কোন এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। বস্তুতঃ জ্ঞানই যথার্থ রাজা। জ্ঞানই মনুষ্যের শাসনকর্ত্তা হইবার উপযুক্ত।"

মাইরেল বলিলেন—"এবং বিবেক।"

"একই কথা। মনুষ্য হৃদয়ে সংস্কার অবস্থায় অবস্থিত জ্ঞান-সমষ্টিই 'বিবেক নামে' পরিচিত হয়।"

মাইরেল বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি নূতন কথা শুনিলেন।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন।

ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ডে আমি সম্মত হই নাই। আমার বিবেচনায়, কোন

ও মানুষের প্রাণবধে আমার অধিকার নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছিলাম, অমঙ্গলের ধ্বংসসাধন আমার কর্ত্তব্য। যে কারণে স্ত্রীলোক অসতী হয়, মানুষ দাস হয়, বালক অজ্ঞ হয়, সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপন জন্য মত দিয়া, আমি তাহারই বিনাশ-সাধন জন্য মত দিয়াছি। ভ্রাতৃভাব, মৈত্রী-স্থাপন ও শিক্ষা-বিস্তার জন্য আমি মত দিয়াছিলাম। কুসংস্কার ও ভ্রান্তির ধ্বংসে আমি সাহায্য করিয়াছি। কুসংস্কার ও ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে জ্ঞানের আলোক প্রকাশ পাইবে। আমরা প্রাচীন প্রথার ধ্বংস-সাধন করিয়াছি। দুঃখের কলস উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়ায় মনুষ্য সমাজ আনন্দময় হইয়াছে।"

মাইরেল বলিলেন—"দুঃখ মিশ্রিত আনন্দ"

"আপনি বলিতে পারেন, কষ্ট-পূর্ণ আনন্দ। ১৮১৪ খৃ অব্দে, পুরাতন প্রথা পুনঃ স্থাপিত হইবার পর, সে আনন্দও গিয়াছে। হায়! আমরা কার্য্য সম্পূর্ণ করি নাই। আমরা পুরাতন প্রথার ধ্বংস-সাধন করিয়াছিলাম কিন্তু সেই প্রথার মূল যে প্রবৃত্তি, তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারি নাই। কেবল অত্যাচার নিবারণ যথেষ্ট নহে। রীতি নীতির সংস্কারও প্রয়োজন। প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলে, প্রথা পুনঃ স্থাপিত হইতে পারে।"

"আপনারা ধ্বংস-সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু যে ধ্বংস-সাধন ক্রোধমূলক, তাহার উপকারিতা সন্দেহের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।"

"মহাশয়। এমন ক্রোধ আছে যাহার মূল ন্যায়। মনুষ্য সমাজের উন্নতি পক্ষে, এরূপ ক্রোধ প্রয়োজনীয়।' যে ভাবেই ধরা যাক, ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক, খৃষ্টের জন্মের পর, মনুষ্য সমাজ, ফরাসী বিপ্লবে যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও মহান্‌। অসংখ্য জীব, ইহা হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা লোকের মন কোমল করিয়াছিল। মন শান্ত হইয়াছিল, লোক সান্ত্বনা পাইয়াছিল। মন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সভ্যতার তরঙ্গ পৃথিবীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। ইহা মঙ্গলময়। মানবকে ইহা পবিত্র করিয়াছিল।"

মাইরেল ইহার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"বটে? '৯৩?"

বৃদ্ধ তাঁহার চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার গম্ভীর আকৃতিতে, দুঃখের ছায়া পড়িল। মুমূর্ষুর যে পরিমাণ উচ্চস্বর সম্ভব, সেইরূপ স্বরে বলিলেন—"আপনারা এইরূপ মনে করেন। আপনি ঐরূপ বলিবেন ইহা আমার মনে হইতেছিল। ১৫০০ বৎসর ধরিয়া নিবিড় নীল কাদম্বিনী আকাশ মসীময় করিতেছিল। ১৫০০ বৎসর পরে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রধাবিত হইল। আপনি বলিতেছেন—"বজ্র দোষী।"

মাইরেল বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে কিছু ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল, কিন্তু, বোধ হয়, তাহা স্বীকার করিলেন না। যাহা হউক, তিনি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"বিচারক যাহা বলেন, তাহা ন্যায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপে। ধর্ম্মোপদেষ্টা যাহা বলেন, তাহা দয়ার দিক হইতে। তবে দয়া অতি উচ্চশ্রেণীর ন্যায় ব্যতীত আর কিছু নহে। নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বধ করা বজ্রের উচিত নহে।" পরে স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—

"সপ্তদশ লুই?"

বৃদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিয়া মাইরেলের হস্তধারণ করিলেন, বলিলেন—"সপ্তদশ লুই?" দেখা যাক, কাহার জন্য আপনি দুঃখিত হইতে বলেন? নিরপরাধ বালকটির জন্য? উত্তম। আপনার ন্যায়, আমিও তাহার জন্য দুঃখ অনুভব করি। সপ্তদশ লুই রাজকুমার বলিয়া? তাহা হইলে এ বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য সময় প্রয়োজন। কারটুসের ভ্রাতা ও নিরপরাধ বালক। সে কারটুসের ভ্রাতা বলিয়া, বাহুমূলে ঝুলাইয়া তাহার প্রাণবধ করা হইয়াছিল। পঞ্চদশ লুইর পৌত্র, রাজকুমার বলিয়াই যে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও যেরূপ শোককর কারটুসের ভ্রাতার প্রাণবধ ও তাহা অপেক্ষা কম শোকাবহ নহে।"

মাইরেল বলিলেন—"মহাশয়, আপনি ঐ দুই নাম একত্রে উল্লেখ করেন, ইহা আমার ভাল লাগে না।"

"কাহার নাম করিতে আপনার আপত্তি হইতেছে—কারটুসের না পঞ্চদশ লুইর?"

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব রহিলেন। মাইরেলের মনে হইতেছিল, তিনি আসিয়া ভাল করেন নাই। কিন্তু তিনি বুঝিতেছিলেন, যে অনেক বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসের মূল শিথিলীকৃত হইয়াছে।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়! সত্য অপ্রিয় হইলে আপনার ভাল লাগে

না। খৃষ্ট তাহা ভালবাসিতেন। তিনি একটি লাঠি লইয়া, মন্দির হইতে সকলকে তাড়াইয়াছিলেন। তিনি বালকদিগের মধ্যে কোনও প্রভেদ করেন নাই এবং দরিদ্র সন্তান ও রাজকুমারকে একত্র স্থাপন করিতে তাঁহার কোনও অসুবিধা বোধ হইত না। যাহার কোনও অপরাধ নাই সে রাজার ন্যায় আদরণীয়। নির্দ্দোষ বালক রাজপরিচ্ছদে যেরূপ শোভা পায়, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট জীর্ণ বস্ত্রেও সেইরূপ।"

মাইরেল মৃদুস্বরে বলিলেন—"তাহা সত্য"

"আপনি সপ্তদশ লুইর নাম করিয়াছেন। আসুন, আমরা একটি নিয়ম করি। যে সকল নির্দ্দোষ ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন, যাঁহারা ন্যায়ের জন্য জীবন দিয়াছেন, যে সকল বালক নিহত হইয়াছে, তাহারা ধনী হউক বা নির্ধন হউক সকলের জন্য দুঃখ অনুভব করিব। এইরূপ নিয়মে আমি সম্মত আছি। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পূর্ব্বের সময়ও ধরিতে হইবে। আমি রাজকুমারগণের জন্য অশ্রুমোচন করিব। কিন্তু আপনাকেও দরিদ্র সন্তানগণ জন্য, বাষ্প বিমোচন করিতে হইবে।"

মাইরেল বলিলেন—"আমি সকলের জন্যই কাঁদিয়া থাকি।"

"সমানভাবে! যদি ইতর বিশেষ করিতে হয়, তবে দরিদ্র সন্তানের জন্য অধিক দুঃখিত হইতে হইবে। তাহারা অধিককাল কষ্ট পাইয়াছে।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। পরে বৃদ্ধ কথা কহিলেন। তিনি আপন হস্তের উপর ভর দিয়া উঠিলেন। কোনও বিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কোনও কোনও ব্যক্তি যেরূপ করেন, বৃদ্ধ সেইরূপ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গণ্ডদেশের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন এবং মাইরেলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে আসন্ন মৃত্যুর যাতনা পরিব্যক্ত হইতেছিল। তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে অকস্মাৎ তীব্রতা লক্ষিত হইল।

"মহাশয়, যথার্থই জনসাধারণ বহুকাল দুঃখ পাইয়াছিল। সে কথা থাকুক। আপনি আমাকে এ সকল কথা বলিতেছেন কেন? আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই। এই প্রদেশে বাস করিতে আসিয়া অবধি, আমি একাকী এই গৃহে রহিয়াছি। আমি কখনও এই স্থান হইতে বাহির হই নাই। যে বালকটি আমার শুশ্রূষা করে, সে ব্যতীত আর কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনার নাম আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, কিন্তু আমি কোনও কথা পরিষ্কাররূপে

শুনি নাই। চতুর লোকে জনসাধারণকে এরূপ প্রতারিত করিয়া থাকে যে, লোকে যে আপনার সুখ্যাতি করে, তাহাতে কিছু স্থির বুঝা যায় না। যাক্‌, আমি আপনার গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাই নাই। যে স্থানে রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে, সেইস্থানে, ঝোপের অন্তরালে, বোধ হয়, আপনি গাড়ী রাখিয়া আসিয়াছেন। আমার কথা—আমি আপনার পরিচয় পাই নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি প্রধান ধর্ম্মযাজক। কিন্তু আপনি কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহা আপনার ঐ পরিচয় হইতে বুঝিতে পারা যায় না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে? আপনি প্রধান ধর্ম্মযাজক, অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকগণ মধ্যে আপনার পদ অতি উচ্চ। যাঁহাদিগের পরিচ্ছদ মহার্ঘ, যাহাদিগের কুলমর্য্যাদা আছে, যাঁহারা ধনী, যাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত জন্য অনেক পাকশালা আছে, যাঁহাদিগের ভৃত্যগণ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করে, যাঁহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা উৎকৃষ্ট যানে ভ্রমণ করেন, যাহাদিগের গমন সময় সম্মুখে ও পশ্চাতে ভৃত্যগণ যাইয়া থাকে, প্রাসাদ যাঁহাদিগের বাসস্থান এবং যে খৃষ্ট নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার পরিচারক হইয়া, যাঁহারা উৎকৃষ্ট যানে ভ্রমণ করেন, আপনি তাঁহাদিগের একজন। আপনি ডি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক; আপনার বাৎসরিক আয় ২৫০০০ ফ্রাঙ্ক—১৫০০০ ফ্রাঙ্ক বেতন এবং ১০০০০ ফ্রাঙ্ক অন্য প্রকারে আয়। আপনি যে গৃহে বাস করেন, তাহা প্রাসাদ সদৃশ। আপনার অনেক অশ্ব আছে, অনেক ভৃত্য আছে; আপনি উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করেন; আপনার বিলাসিতার সমস্ত উপকরণ রহিয়াছে: এই সকল যেমন অপর সকলের আছে, সেইরূপ আপনারও আছে। অপরে যেরূপ তাহা সম্ভোগ করে, আপনিও সেইরূপ করেন। উত্তম, কিন্তু এই সকল হইতে, হয় অনেক বেশী কথা প্রকাশ পায়, অথবা কিছুই প্রকাশ পায় না। আমাকে জ্ঞান উপদেশ দেওয়া সম্ভবতঃ যাহার অভিপ্রায়, সে ব্যক্তির নিজের যথার্থ মূল্য কি তাহা আমি উহা হইতে বুঝিতে পারি না। আমি কাহার সহিত কথা কহিতেছি? আপনি কে?"

মাইরেল অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন "আমি একটি সামান্য কীট।"

বৃদ্ধ রুক্ষস্বরে কহিলেন—"সামান্য কীট গাড়ীতে?"

বৃদ্ধই এখন তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন। মাইরেল বিনীতভাবে তাহা শুনিতেছিলেন।

মাইরেল, পরে বিনয়ের সহিত বলিলেন—"মহাশয়, আমি স্বীকার করিতেছি, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। মনে করুন, যথার্থই আমি গাড়ীতে আসিয়াছি ও গাড়ী আমি ঐ বৃক্ষের অন্তরালে রাখিয়া আসিয়াছি। যথার্থই আমি উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করি। যথার্থই, আমার ২৫০০০ ফ্রাঙ্ক আয়, আমি প্রাসাদে বাস করি এবং আমার অনেক ভৃত্য আছে; কিন্তু ইহা হইতে কি প্রকারে সিদ্ধান্ত হয়, যে দয়া প্রদর্শন মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে এবং '৯৩ সালের কার্য্যে নিষ্ঠুরতা ছিল না।"

বৃদ্ধ ললাটের একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত হাত বুলাইলেন—যেন তিনি চিন্তার ভার সরাইতেছিলেন। পরে বলিলেন—

"আমি অনুনয় করিতেছি, আপনি আমার দোষ মার্জ্জনা করুন। আমি এখনই অন্যায় করিয়াছি। আপনি আমার গৃহে আসিয়াছেন। আপনি আমার অতিথি। আপনার নিকট বিনীত ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার মতের সমালোচনা করিতেছেন; আপনার যুক্তি সম্বন্ধে, আমার যাহা বলিবার আছে, কেবল তাহাই বলা আমার উচিত। আপনার ধন সম্পত্তিতে, আপনার বিলাসিতায়, আমার তর্ক করিবার সুবিধা হইলেও সে কথার উল্লেখ না করাই ভদ্রতার কার্য্য। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমি ঐ কথার আর উল্লেখ করিব না।"

মাইরেল বলিলেন "আমি অনুগৃহীত হইলাম।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন "আপনি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তৎসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আমি তাহাই বলিতেছি। কি কথা হইতেছিল? আপনি কি বলিতেছিলেন? '৯৩ সালের নির্দ্দয়তার কথা হইতেছিল—

মাইরেল বলিলেন—"হাঁ—লোকের প্রাণদণ্ডের সময় ম্যারাট যে করতালি দিয়াছিল, আপনি তাহার কি বলেন?"

"প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বিগণের হত্যাকাণ্ড জন্য বোসুয়ে যে উপাসনা গৃহে, উল্লাসের সহিত ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

এই কঠোর প্রত্যুত্তর সূক্ষ্মাগ্রভাগ তরবারির ন্যায় মাইরেলের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। তিনি এই উত্তরে যাতনা পাইলেন, কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। বোসুয়ের নাম এইরূপে উল্লিখিত হওয়ায়, মাইরেল

অসন্তুষ্ট হইলেন। অতি উত্তম ব্যক্তিরও, কাহারও কাহারও সম্বন্ধে, এরূপ অসঙ্গত ভক্তি থাকে যে, পক্ষপাত শূন্য, ন্যায্য কথাতে তাঁহার দোষের উল্লেখ করিলেও তাঁহার ভক্ত মনে করেন যে, আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার হইল।

বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল ও কথা আটকাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বুঝা যাইতেছিল, যে জ্ঞানের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই।

তিনি বলিতে লাগিলেন "কোনও কোনও বিষয় সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিব; আমার বলিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। বিপ্লবের সমগ্র অংশ প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, ইহা মনুষ্যত্বের মহান্ সংস্থাপক। হায়! বিপ্লবের পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, '৯৩ সালের ঘটনাবলী তাহারই প্রত্যুত্তর। আপনার বিবেচনায়, ঐ ঘটনা সকল নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক; কিন্তু যে সময় রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখনকার ঘটনাগুলিই কি? বিপ্লবের সময়, যেমন কেহ দস্যু, কেহ মন্দ লোক, কেহ ভয়ানক লোক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ অস্বাভাবিক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক ছিল, বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও সেইরূপ দস্যু, সেইরূপ দুষ্ট লোক, তদপেক্ষা নিষ্ঠুর, তদপেক্ষা অপকৃষ্ট লোক ছিল। মহাশয়! মহাশয়! রাজার কন্যা রাজমহিষী মেরি এনটয়নেটের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বিনী যে রমণীকে হত্যা করা হইয়াছিল, আমি তাহারও জন্য দুঃখিত। ঐ হতভাগিনীর ঐ সময় স্তন্যপায়ী সন্তান ছিল। তাহার বক্ষস্থল অনাবৃত করিয়া, তাহাকে খুঁটিতে বাধা হইয়াছিল এবং তাঁহার সন্তানটিকে কিছু দূরে রাখা হইয়াছিল। তাহার স্তনে দুগ্ধ উছলিয়া উঠিতেছিল এবং যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। সেই দুগ্ধপোষ্য, ক্ষুধার্ত্ত শিশু, দুগ্ধপূর্ণ স্তনের দিকে চাহিয়া, কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল এবং ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ হইয়া যাইতেছিল। ঘাতক সেই স্তন্যপায়ী শিশুর মাতাকে বলিল "স্বধর্ম্মত্যাগ কর, অন্যথা ক্ষুধায় তোমার সন্তান প্রাণত্যাগ করুক।" টেণ্টেলসের যন্ত্রণার ন্যায় শিশুর মাতাকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল, সে বিষয়ে আপনি কি বলেন? মহাশয়। ইহা বেশ মনে রাখিবেন। বিপ্লবের যথেষ্ট কারণ ছিল। ভবিষ্যতে, ইহার দোষ, লোকে ক্ষমা করিবে। ইহার ফলে পৃথিবী পূর্ব্বাপেক্ষা সুখের হইয়াছে। যেমন মাতা সন্তানকে প্রহার করেন, কিন্তু আদরও করেন, ইহা সেইরূপ মনুষ্যকে কষ্ট দিয়াছে কিন্তু মনুষ্যের উপকারও

করিয়াছে। আমি সংক্ষেপে কহিলাম। আমি শ্রান্ত হইতেছি। এই বিতর্কে আমার স্বপক্ষে বলিবার কথাই অধিক। বিশেষতঃ আমি মুমূর্ষু।

বৃদ্ধ মাইরেলের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন এবং নিম্নলিখিত শান্তিময় বাক্যে, তাঁহার মনোভাব প্রকাশ সমাপ্ত করিলেন।

"উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে যে নিষ্ঠুরতা আচরিত হয়, তাহাকেই বিপ্লব বলে। বিপ্লব সমাপ্তির পর, লোকে স্বীকার করে, মনুষ্য অনেক কষ্ট পাইয়াছে কিন্তু উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

বৃদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি মাইরেলের সকল বিদ্বেষ দূরীভূত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার এক বিষয়ে বিদ্বেষ ছিল; নিম্নলিখিত উত্তরে সেই বিদ্বেষ ব্যক্ত হইল। কথোপকথনের প্রারম্ভে, তাঁহার বাক্যে যে রূঢ়তা ছিল, এই উত্তরে প্রায় সেইরূপ রূঢ়তা প্রকাশ পাইল—

"উন্নতির মূলে ভগবদ্বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। ভগবদ্বিশ্বাস বিহীন ব্যক্তি, মঙ্গলের মূল হইতে পারে না। নাস্তিক, মনুষ্যসমাজের নায়ক হইবার যোগ্য নহে।"

দেশবাসিগণের ভূতপূর্ব্ব সেই প্রতিনিধি কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি কাঁপিতে ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ক্রমে অশ্রু তাঁহার পাংশুবর্ণ গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িল। তাঁহার দৃষ্টি অনন্ত আকাশে নিবদ্ধ রহিল এবং তিনি অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে আপনা-আপনি বলিলেন—

"হে কল্পনার ধন! কেবল তুমিই আছ"!

মাইরেল অনির্ব্বচনীয় যাতনা অনুভব করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"অনন্ত রহিয়াছেন। তিনি ঐখানে রহিয়াছেন। যদি অনন্তের অবলম্বন কেহ না থাকিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য অনন্তের সীমা বহির্ভূত হইত। তাহা হইলে অনন্তের অনন্তত্ব থাকিত না—অর্থাৎ অনন্ত থাকিত না। যেমন মনুষ্য দেহ, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে, সেইরূপ অনন্তের অবলম্বন কিছু আছেন। তিনিই পরমেশ্বর।"

মুমূর্ষু বৃদ্ধ শেষোক্ত কথাগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন। তিনি ভাবাবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। মনে হইল তিনি কিছু দেখিতেছেন। তাঁহার

কথা সমাপ্ত হইলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কথোপকথনের পরিশ্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার জীবনের যে কয় ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই এক মুহূর্ত্তেই ফুরাইল। যিনি মৃত্যুর মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহার বাক্য সমূহ যেন তাঁহাকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিল। তাঁহার দেহত্যাগ সময় সন্নিহিত হইল:

মাইরেল তাহা বুঝিলেন। আর সময় ছিল না। তিনি ধর্ম্মযাজক বলিয়া সেখানে আসিয়াছেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সেই মুদ্রিত চক্ষুর দিকে তিনি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের লোলচর্ম্ম ও বরফের ন্যায় শীতল হস্ত, আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং সেই মুমূর্ষুর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন—"এখন ভগবানকে স্মরণ করিবার সময়। যদি আমার আগমন বিফল হয়, তবে কি তাহা অনুতাপের কথা হইবে না, মনে করেন?"

বৃদ্ধ চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তাঁহার আকৃতিতে গাম্ভীর্য্যের সহিত অপ্রসন্নতা মিশ্রিত হইয়া লক্ষিত হইল। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মহানুভাবতা বশতঃ ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি অধ্যয়ন, মনন ও নিদিধ্যাসনে আমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। যখন আমার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন মাতৃভূমি আমাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে আদেশ করিলেন। দেশে যে দুর্নীতি প্রচলিত ছিল, আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি, যে অরাজকতা ছিল, তাহার উন্মূলন করিয়াছি। ন্যায় ও নিয়মের রাজত্ব ঘোষণা করিয়াছি; দেশ আক্রান্ত হইলে, দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি। বিপদের সময়, আমি আমার বক্ষঃস্থল পাতিয়া দিয়াছি। আমি ধনী ছিলাম না, এখনও আমি দরিদ্রই রহিয়াছি। আমি রাজশক্তিপরিচালকগণের মধ্যে একজন ছিলাম। যখন রাজকোষ সুবর্ণে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল, যে কোষাগারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সেজন্য প্রাচীর সুদৃঢ় করিতে হইয়াছিল, তখনও আমি অতি সামান্য ব্যয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছি। আমি অত্যাচার প্রপীড়িতকে সাহায্য করিয়াছি। দুঃস্থকে সান্ত্বনা দিয়াছি। আমি যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য। আমি মনুষ্য সমাজের উন্নতির সহায়তা করিয়াছি। যাহাতে জ্ঞানালোক মনুষ্য সমাজ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার জন্য

যত্ন করিয়াছি। যে উন্নতি নির্দ্দয়তা ব্যতীত লব্ধ হইতে পারে না, কখনও কখনও তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। ধর্ম্মযাজকগণ আমার বিপক্ষ হইলেও, আমি তাহাদিগকে বিপদ সময় রক্ষা করিয়াছি। ফ্লাণ্ডার্স প্রদেশের অন্তঃপাতী পেটিথেম নামক স্থানে যেখানে পূর্ব্বকালীন রাজাগণের গ্রীষ্মাবাস ছিল, সেই স্থানে এক সম্প্রদায় ধর্ম্মযাজকগণের মঠ রহিয়াছে। উহা আমি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রক্ষা করিয়াছি। আমি যথাশক্তি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি ও লোকের উপকার করিয়াছি। তাহারপর, আমার ধ্বংস চেষ্টা করা হইয়াছে, আমার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, আমাকে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, লোকে আমাকে উপহাস করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, গালি দিয়াছে এবং আমার সহিত সামাজিক সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। যখন বৃদ্ধ হইলাম, আমার কেশ শুভ্র হইল, আমি দেখিলাম, লোকে আমাকে ঘৃণার যোগ্য বোধ করে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, আমি নরকে বাসের যোগ্য। লোকে ঘৃণা করিয়া আমার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিল বলিয়া আমি কাহাকেও ঘৃণা করি নাই। এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম ষড়শীতি বৎসর। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখন আপনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন?”

মাইরেল বলিলেন “আপনার আশীর্ব্বাদ।”

মাইরেল জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তক অবনত করিলেন। যখন মাইরেল পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিলেন তখন বৃদ্ধের মুখকান্তি মহামহিমান্বিত দেখা গিয়াছিল; তখনই প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

মাইরেল গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি সমস্ত রাত্রি ভগবানের উপাসনায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে, কেহ কেহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, “জ”র সম্বন্ধে সাহস করিয়া কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি কেবল আকাশের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে, তিনি সকল বালক, সকল দুঃস্থের প্রতি সমধিক কারুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কেহ “জ” কে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিলে তিনি যেন অতিশয় অন্যমনস্ক রহিয়াছেন, এইরূপ দেখা যাইত। বৃদ্ধের সহিত সংস্রবে আসিয়া ও তাঁহার মানসিক ভাব সকলের জ্যোতিঃ মাইরেলের মনে প্রতিফলিত হওয়ায়, তাঁহার

মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সহায়তা করে নাই, কে বলিতে পারে ?

তিনি যে বৃদ্ধের মৃত্যুকালে, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, ইহা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার সমালোচনা করিলেন।

কেহ বলিলেন—"ঐরূপ লোকের মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্ব কি প্রধান ধর্ম্মযাজকের উপযুক্ত স্থান ? ইহা বুঝাই যাইতেছিল, যে তাহার খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের কোনও সম্ভাবনা নাই। বিপ্লবকারিগণ সকলেই স্বধর্ম্মত্যাগী। তবে আর সেখানে গিয়া কি হইবে ? যাইয়া কি দেখিবে ? যমদূত তাহার আত্মাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহা দেখিবার জন্য কৌতূহল কেন ?"

পরচর্চ্চাপ্রিয় জনৈক বিধবা, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি একদিন মাইরেলকে বলিলেন, "মহাশয়, লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে আপনি কবে বিপ্লবকারিগণের পরিচ্ছদ, লোহিত বর্ণের টুপি পরিবেন।" মাইরেল বলিলেন—"বটে! বটে! লোহিত বর্ণ ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে বটে। তবে উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ ও ঐ বর্ণের; ধর্ম্মযাজক উহা পরিধান করিলে, লোকের অধিক ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন।"

(১১)—একদিকে সঙ্কীর্ণতা

আমরা যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করি, যে মাইরেল দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন বা দেশবৎসল ধর্ম্মযাজক ছিলেন, তাহা হইলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব। তাঁহার "জ"র সহিত ঐ সাক্ষাৎকে "জ"র সহিত একপ্রকার মিলন বলা যায়। উহাতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং উহার ফলে তাঁহার স্বভাব অধিকতর কোমল হইয়াছিল, এইমাত্র।

মাইরেল রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যে মিশিতেন না। তাঁহার তৎকালের ঘটনা সকল সম্বন্ধে, কোনও মত থাকিলে, তাহা কি, তাহা এইস্থানে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা হইতে আরম্ভ করা যাউক। মাইরেল প্রধান ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইবার কিছু পরে, সম্রাট্ অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহাকেও উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই

রাত্রিতে পোপকে বন্দী করা হয়। এই উপলক্ষে, প্যারিসে, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের এক সভা আহূত হয়। মাইরেল ঐ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন নোটরডেমের প্রাসাদে ঐ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। কার্ডিনেল ফেস্ ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। যে ৯৫ জন প্রধান ধর্ম্মযাজক উপস্থিত ছিলেন, মাইরেল তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তিনি একদিন মাত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন ও মন্ত্রণাগৃহে ৩।৪ দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। দরিদ্র কৃষকগণ মধ্যে, যেখানে তিনি বাস করিতেন, সেখানে বিলাসিতার কিছুই ছিল না। অন্যান্য বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকগণের মতের সহিত তাঁহার মত মিলিল না। তিনি শীঘ্রই ডি নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সত্বর প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার জন্য তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিলেন। দ্বার খোলা থাকিলে, শীতল বায়ু প্রবেশ জন্য, লোকে যেরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আমি থাকায় তাঁহাদের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল"। অন্য এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন "আপনারা কি করিতে বলেন? অপর সভ্যগণ সকলেই ধন-সম্পত্তিশালী, আমি দরিদ্র কৃষকগণের দরিদ্র ধর্ম্মযাজক মাত্র।"

একদা তিনি জনৈক বিখ্যাত প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিম্নলিখিতরূপ কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। "কি সুন্দর বড়ী! কি সুন্দর গালিচা! ভৃত্যগণের কি সুন্দর পরিচ্ছদ! এ সকল নিশ্চয়ই অতিশয় কষ্টদায়ক। এই সকল অনাবশ্যক দ্রব্য ব্যবহার করিবার সময়, সর্ব্বদাই মনে হইবে, এমন লোক আছে, যাহাদের ক্ষুধার সময় আহার জুটে না, যাহাদিগের শীত নিবারণ জন্য বস্ত্র নাই। সংসারে বহু দরিদ্র রহিয়াছে, এইরূপ মনে পড়িয়া মন অনুতাপে পীড়িত হইবে। আমার এইরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন নাই।" এই কথায় ও অন্যান্য কারণে, অপর সভ্যেরা তাঁহাকে অসামাজিক বিবেচনায়, তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এইস্থানে, আমরা বলিতে চাহি, যে বিলাসিতার প্রতি বিদ্বেষ, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এইরূপ বিদ্বেষ হইতে, কলাবিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। তথাপি যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষে বিলাসিতা, কোনও উৎসব বা উপলক্ষ ব্যতীত অন্যত্র, দোষাবহ। ধর্ম্মযাজক বিলাসি হইলে বুঝা যায়, তাঁহার মন দয়া দাক্ষিণ্য বিষয়ে হীন। ধর্ম্মযাজকের ধনী হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার দারিদ্র্যই শোভা পায়।

যেমন, যে ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, তাঁহার গায়ে ধূলা লাগিবেই, সেইরূপ, যিনি দিবারাত্র সর্ব্বদা দরিদ্রের সংস্রবে আসিতেছেন, তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের, তাহাদিগের ক্লেশের, পরিচয় পাইতেছেন, তিনি কি এই অসীম দুঃখরাশি অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন? যে কর্ম্মকার অনন্ত অগ্নির নিকট আপন কার্য্য করিতেছে, তাহাকে আগুণের তাপ লাগিবে না, তাহার এক গাছি কেশও পুড়িবে না, অঙ্গুলির কোন স্থানে তাপ লাগিবেনা, একবিন্দু ঘর্ম্ম দেখা যাইবে না, তাহার মুখে একটুও ছাই লাগিবে না, এমন কি কল্পনা করিতে পারেন? যাজক, বিশেষতঃ প্রধান ধর্ম্মযাজকের দয়ার প্রথম পরিচয়, তাঁহার দারিদ্র্য।

মাইরেল এইরূপ ভাবিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ বিষয়ে, তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত মত অনুমোদন করিতেন, এরূপ অনুমান করা যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল বিবাদ তৎকালে উপস্থিত ছিল, তাহাতে তিনি লিপ্ত হইতেন না। যে সকল বিষয়ে, ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের সহিত শাসন কর্ত্তাদিগের মতভেদ ছিল, তিনি তৎসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। যদি তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বাধ্য করা হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, তিনি বলিতেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, পোপের আদেশ, রাজার আদেশ অপেক্ষা বলবত্তর হইবে। আমরা কোনও কথা গোপন করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা মাইরেলের যথার্থ চিত্র প্রদর্শন করিতেছি। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে নেপোলিয়নের দুঃসময়ে, তাঁহার প্রতি মাইরেলের সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে, তিনি কখনও নেপোলিয়নের বিপক্ষগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কখনও তাহাদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। এলবা দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, মাইরেল, নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন নাই। প্রত্যাবর্ত্তনের পর, যে একশত দিন নেপোলিয়ন পুনরায় সম্রাট্ ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, মাইরেল আপন অধীনস্থ উপাসনাগৃহসকলে সম্রাটের মঙ্গল কামনা জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার আদেশ দেন নাই।

তাঁহার দুইটি ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। অপর ভ্রাতা এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রায় তাঁহাদিগকে পত্র

লিখিতেন। নেপোলিয়ান এল্‌বা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, যখন কেনিসে পৌছান, তখন, তাঁহার যে ভ্রাতা সেনাপতি ছিলেন, তিনি ১২০০ সৈন্য লইয়া এরূপভাবে নেপোলিয়নের অনুসরণ করিয়াছিলেন, যে সম্রাট্ ধরা না পড়েন, ইহাই যেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এইজন্য, মাইরেল তাঁহার ভ্রাতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে, তাঁহার অপর ভ্রাতা, শাসনকর্ত্তার পদ হইতে অবসর লইয়া প্যারিসে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ ছিল।

দেখা যাইতেছে, মাইরেলেরও মন, এক সময় রাগদ্বেষ শূন্য ছিল না। এক সময়, তাঁহার মনও, বিদ্বেষজনিত ক্লেশে পূর্ণ ছিল এবং তাঁহার শান্তি ছিল না। নিত্য বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সেই মহদন্তঃকরণ, সদাশয় ব্যক্তির মনের উপর বিদ্বেষের ছায়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি, রাজনৈতিক বিবাদে, পক্ষাবলম্বন না করিলেই ভাল হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যাহা বলিলাম, তাহার অর্থসম্বন্ধে লোকে যেন ভুল না করেন: বর্ত্তমান কালে সকল মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরই মনুষ্য সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত এবং পরিণামে, স্বদেশপ্রীতি, লোকপ্রীতি ও দয়ার জয় হইবে এই উচ্চ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। ইহা ও উপরে উল্লিখিত রাজনীতিকে আমরা এক বস্তু মনে করি না। এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহার প্রয়োজন নাই, সেরূপ কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিয়া, আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাহি, যে মাইরেল রাজবংশের পক্ষাবলম্বন না করিলে ভাল হইত। সংসারের অসত্য, বিদ্বেষ ও মনুষ্যের ঐহিক ভাগ্যচক্রের প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া, সত্য, ন্যায় ও দয়ার পবিত্র জ্যোতিঃ যে নিদিধ্যাসনে পরিস্ফুরিত হয়, শান্তিময় সেই নিদিধ্যাসন হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি মাইরেলের দৃষ্টি স্খলিত না হইত, তাহা হইলে ভাল হইত।

আমরা স্বীকার করি, মাইরেল রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই; তথাচ, যদি তিনি স্বাধীনতা, লোকের যথার্থ অধিকার রক্ষা জন্য, অসীম ক্ষমতাশালী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন ও নিজ বিপদ তুচ্ছ করিয়া, নেপোলিয়নের কার্য্যের ন্যায্য প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিলে, আমরা প্রশংসা করি, সেই কার্য্য সেই

ব্যক্তির দুঃসময়ে অনুষ্ঠিত হইলে, প্রশংসার যোগ্য থাকে না। যে কার্য্যে বিপদ আছে, আমরা সেইরূপ কার্য্যই ভালবাসি। অন্ততঃ, ইহা বলা যাইতে পারে, যিনি ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে সম্পদ সময়ে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তিনিই দুঃসময়ে, তাঁহার ধ্বংস সাধন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সুসময়ে যিনি তাঁহার অপকর্ম্মের দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করেন নাই দুঃসময়ে তাঁহার নীরব থাকাই উচিত। যিনি সুসময়ে তাঁহার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পতনে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন। যখন দৈব প্রতিকূল হন, আমরা দৈবের কার্য্য দেখিয়া যাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আমরা নেপোলিয়নের বিপক্ষতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে ব্যবস্থাপক সভা নেপোলিয়নের সুসময়ে নীরব ছিল, সেই সভার কাপুরুষ সদস্যগণ, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিপদরাশি অবলোকনে, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল দেখিয়া, আমাদিগের হৃদয় যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, যখন প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে লাগিল, যখন ব্যবস্থাপক সভা, পূর্ব্বে যাহাকে দেবতা বলিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার অপমান করিতে লাগিল, যখন, পৌত্তলিক পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিকে পূজা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই মূর্ত্তির উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং ব্যবস্থাপক সভা একপ্রকার অপবিত্রতা ত্যাগ করিয়া অন্যপ্রকার অপবিত্রতা দোষে দুষ্ট হইল, তখন ঐ সকল কার্য্যের অনুমোদন, অপরাধ বলিয়া নিঃসন্দেহ পরিগণিত হইবে; তখন ঐ সকলে অসম্মতি জ্ঞাপন, যে কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভাবী সর্ব্বনাশের দুর্নিমিত্ত সকল পরিলক্ষিত হইতেছিল, যখন জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে, শরীরে যেমন কম্প উপস্থিত হয়, ফ্রান্স সেইরূপ কাঁপিতেছিল, যখন ওয়াটারলুর বিপদরাশি দূরে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছিল, তখন ভাগ্য লক্ষ্মী যাঁহার প্রতিকূল হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ, সৈনিকগণ ও জনসাধারণ বিষাদের সহিত যে উল্লাসধ্বনি করিয়াছিল, তাহাতে হাসিবার কিছু ছিল না। সত্য বটে, নেপোলিয়ন দেশের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন, তথাচ সেই নিদারুণ সর্ব্বনাশ ঘটিবার পূর্ব্বক্ষণে, সেই মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তির ও সেই বলবীর্য্যশালী জাতির পরস্পর অবলম্বনে যে হৃদয়-দ্রবকারী পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ছিল, মাইয়েলের ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির তাহা বুঝিতে অক্ষম হওয়া অন্যায় হইয়াছে।

উহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়, বুদ্ধিমান, শিষ্ট,

বিনীত, সহৃদয়, দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট, ঋষিতুল্য ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। আমরা তাঁহার দোষ, কঠোরতার সহিত উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম, কিন্তু বোধ হয়, আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহার অসহিষ্ণুতা কম ছিল। শরীররক্ষক সেনাদলের জনৈক বৃদ্ধ সৈনিককে নেপালিয়ন টাউনহলের দ্বারবানের কার্য্য যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি অষ্টারলিজের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল ও তথায় সম্মানে ভূষিত হইয়াছিল। সে নেপোলিয়নের একজন পরমভক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনও কখনও এমন কথা বলিয়া ফেলিত, যাহা তৎকালে রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইত। সে যে সম্মানে ভূষিত হইয়াছিল, তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদে একটি পদক ছিল। ঐ পদক হইতে নেপোলিয়নের মুখ উঠাইয়া দিবার আদেশ হইলে সে আর সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিত না। সে আপনি, ঐ পদক হইতে নেপোলিয়নের মুখ, সসম্ভ্রমে তুলিয়াছিল। উহা তুলিয়া ফেলিলে, ঐ স্থানে একটি ছিদ্র হয়। সে ঐ ছিদ্র অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করিতে সম্মত হয় নাই। সে বলিয়াছিল, "আমি মরি, তাহাও স্বীকার, তথাচ আমার বক্ষঃস্থলের উপর আর কোনও মূর্ত্তি রাখিব না।" সে অষ্টাদশ লুইকে বিদ্রূপ করিতে ভালবাসিত—বলিত "বাতে পঙ্গু, বুড়া, ইংরাজী পোষাক পরিয়া থাকে, সে তাহার টিকি লইয়া প্রুসিয়া যাউক না।" তাহার প্রুসিয়া ও ইংলণ্ডের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ছিল। ঐ দুইটিকে একত্র গালি দিয়া, সে সুখী হইত। সে এতবার এইরূপ বলিয়াছিল, যে সে কর্ম্মচ্যুত হইল। কর্ম্মচ্যুত হইলে, সপরিবারে তাহার অন্নাভাব ঘটিল। মাইরেল তাহাকে ডাকিলেন, কিছু মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে উপাসনা গৃহের দ্বারবান নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে মাইরেল নয় বৎসর ডি নগরে অতিবাহিত করিলেন। ডির অধিবাসিগণ তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অসদ্ব্যবহার লোকে মার্জ্জনা করিল। দুর্ব্বলচিত্ত অধিবাসিগণ নেপোলিয়নকে পূজা করিত এবং মাইরেলকে ভাল বাসিত।

---

(১২) স্বাগত মহাশয়ের নির্জ্জনে বাস—

প্রধান সেনাপতির নিকট সৈনিক কর্ম্মচারিগণের ন্যায় প্রধান ধর্ম্মযাজকের

নিকট নিম্নশ্রেণীর অনেক যাজক সচরাচর যাতায়াত করিয়া থাকেন। সকল বিভাগেই উচ্চস্থান অধিকার জন্য অনেকে ব্যগ্র থাকেন। ইঁহারা স্ব স্ব বিভাগে উচ্চপদাধিরূঢ় ব্যক্তিগণের সহচরস্বরূপে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকেন। যিনি যেরূপ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার যেরূপ সম্পত্তি, তদনুরূপ তাঁহার অনুচর থাকে। যাঁহারা ভবিষ্যতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহেন, তাঁহারা, বর্ত্তমানে যাঁহারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন। যাঁহারা রাজধানীর প্রধান ধর্ম্মযাজক, তাঁহাদিগের সকলেরই ঐরূপ অনুচর আছে। যে প্রধান ধর্ম্মযাজকের কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকে, যাজকপদ প্রার্থিগণ তাঁহাকেই অবলম্বন করেন; তাঁহার প্রাসাদে নানাপ্রকার সুব্যবস্থায় ব্যাপৃত হন এবং তাঁহার মৃদু হাস্যের প্রহরায় নিযুক্ত হন। তিনি সন্তুষ্ট হইলেই, যাজকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশা হয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে, অধ্যবসায়তা প্রয়োজন। যিনি সর্ব্বোচ্চপদে অধিরূঢ় হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বনিম্ন পদ পাইতে অবহেলা করেন না।

অন্য বিভাগের ন্যায় যাজক সম্প্রদায় মধ্যেও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছেন। ইঁহারা রাজার প্রিয়পাত্র ও ধনী। ইঁহারা যে মঠের অধিকারী, তাহার প্রচুর ভূসম্পত্তি থাকে। ইঁহারা কর্ম্মকুশল। জনসমাজ ইঁহাদিগকে মহৎ লোক বলিয়া বিবেচনা করে। ইঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করেন এবং আপনাদিগের বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও যত্নশীল। ইঁহারা অপরের অসুবিধায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইঁহারাই উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইঁহাদিগকে যাজক না বলিয়া মহাত্মা বলা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইতে পারেন, তাঁহারা কত সুখী। তাঁহারা প্রতিপত্তিশালী লোক বলিয়া, তাঁহাদিগের যে সকল প্রিয়পাত্র প্রণয়শীল, তাঁহাদিগের অর্থোপার্জ্জনে অনেক সুবিধা হয়। যে সকল যুবক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে জানেন, তাঁহারা কোনও না কোনও প্রকার যাজকের পদ প্রাপ্ত হন। যেমন গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে এবং সূর্য্য সমগ্র সৌরজগৎ লইয়া অগ্রসর হয়, সেইরূপ যেমন তাঁহাদিগের নিজের উন্নতি হয়, সেই সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণও উন্নতির পথে অগ্রসর হন। যেমন সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা গ্রহগণ আলোকিত হয় সেইরূপ তাঁহাদিগের উন্নতিরূপ আলোক অনুচরবর্গকে রঞ্জিত করে। তাঁহাদিগের সমৃদ্ধিতে অনুচরবর্গ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন, তাঁহার অধিকার যেরূপ বিস্তৃত, তাঁহার অনুচরবর্গের লাভের পথ সেই পরিমাণে

প্রশস্ত। তাহার পর পোপ হইতে পারিলে ত কথাই নাই। যিনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করিতে জানেন, তাঁহার প্রিয় সহচর কালক্রমে পোপ হইবার আশা করিতে পারেন। যে কোনও ধর্ম্মযাজক, পোপ হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন। এখনকার দিনে, নিয়মানুবর্ত্তী থাকিয়া, কেবল ধর্ম্মযাজকই রাজপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তিনি যে রাজপদে অধিরোহণ করিতে পারেন, তাহার সম্মান সকল রাজার অপেক্ষা অধিক। যাজকের পাঠশালা কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তিস্থল। কত অল্পবয়স্ক যাজক আকাশকুসুম কল্পনায় নিযুক্ত আছেন, কত যাজক হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হয়ত, তাঁহারা স্বয়ং আপনার দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় জানেন না এবং সরলভাবে মনে করেন, যে তাঁহাদিগের কার্য্য দুরাকাঙ্ক্ষামূলক নহে।

দরিদ্র মাইরেল নির্জ্জনে বাস করিতেন। তাঁহার কোনও প্রতিপত্তি থাকা কেহ বলিত না। কেহ তাঁহার সহচর হইত না। প্যারিসে তাঁহার সুবিধা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ ভাবী উন্নতির আশায়, তাঁহাকে অবলম্বন করিবার কল্পনা করেন নাই। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইবার আশা করিয়া নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার অধীনস্থ ধর্ম্মযাজকগণ সকলেই সদাশয় ও বৃদ্ধ। তাঁহারা তাঁহারই মত সৌখিনতাশূন্য। তাঁহারই মত তাঁহারা আপন অধিকার মধ্যে নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারই মত তাঁহাদিগের উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা ছিল না। তবে মাইরেল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা ছিল না, এইমাত্র বিশেষ। মাইরেলের নিকট থাকিলে উন্নতির কোনও আশা নাই ইহা সকলে বেশ বুঝিতেন, সুতরাং যাজকের কার্য্যের যোগ্য হইলেই, সকলে অন্যত্র যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। সকলেই, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন, এরূপ লোকের অন্বেষণ করে। ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট বাস করায় বিপদ আছে। তাঁহার নিকট থাকিলে দারিদ্র্যরূপ অসাধ্য ব্যাধি তোমাতে সংক্রামিত হইবে। যেমন সন্ধিস্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য চলিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যে সকল গুণের প্রয়োজন, তোমার সে সকল গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার এ পরিম্লান বৈরাগ্য জন্মিবে যাহা তুমি কখনই চাহ নাই। যে ব্যক্তির এই সংক্রামক

সদ্‌গুণ আছে লোকে তাঁহার নিকট থাকিতে চাহে না। সুতরাং মাইরেলের নিকট কেহ থাকিতেন না। আমরা সাধাহ্লাদ বিহীন সংসারে বাস করি। সাফল্য; পাপরূপক্রমনিম্নস্থান হইতে ঐ শিক্ষাই বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সাফল্য অনেক সময় আমাদিগের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ভীতির উদ্রেক করে। যে ব্যক্তি আপন কর্ম্মে সফলতা লাভ করে, তাহাকে প্রকৃত গুণশালী বলিয়া অনেক সময় ভ্রম হয়। সাধারণ লোকে, ঐরূপ ব্যক্তিকে মহৎ বলিয়া মনে করে। ঐতিহাসিকগণ সচরাচর এই ভ্রমে পতিত হন। কেবল জুভেনাল ও টাসিটাস, কেহ আপন কর্ম্মে সফলতা লাভ করিলে, তাঁহাকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। আধুনা এক প্রকার দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার লেখকগণকে শাসন-কর্ত্তৃগণের কর্ম্মচারী বলিলেই হয়। ইঁহারা কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির দাসত্বে নিযুক্ত আছেন। কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির মহত্ত্ব এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, যিনি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন, তাঁহারই দক্ষতা আছে। যদি দৈবক্রমে কেহ জয়লাভ করিতে পারেন, ইঁহারা তাঁহাকে কার্য্যকুশল বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে ভক্তিরযোগ্য বিবেচনা করেন। যদি তুমি ধনীর গৃহে জন্মিতে পার, যদি তুমি সৌভাগ্যশালী হও, তাহা হইলে আর কোনও চিন্তা নাই; তুমি যদি সুখে কাল কাটাইতে পার, লোকে তোমাকে মহৎ বলিবে। এক শতাব্দীর মধ্যে ৫।৬টি যথার্থ মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই সেই শতাব্দীকে উজ্জ্বল করেন। অদূরদর্শিতাবশতঃই অপর সকলকে লোকে মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা কাচকে কাঞ্চন মনে করেন। দৈবক্রমে হও, তাহাতে ক্ষতি নাই, প্রথম হইলেই হইল। গ্রীকপুরাণ-বর্ণিত নার্সিসাস যেমন আপন রূপে মুগ্ধ ছিলেন, জনসাধারণ সেইরূপ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং আপনা-দিগেরই মত লোকের গৌরব ঘোষণা করে। যে কেহ যে কোনওরূপে স্বীয় কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে, জনসাধারণ তৎক্ষণাৎ তারস্বরে ঘোষণা করে যে সেই কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি মোসেস, এস্‌কাইলাস্‌, দান্তে, মাইকেল এঞ্জিলো কিম্বা নেপোলিয়নের ন্যায় অসীম শক্তিসম্পন্ন। যদি কোনও ব্যবহারাজীব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারেন, যদি কোনও সামান্য কবি জনসাধারণের প্রীতিপ্রদ কোনও কবিতা লিখিতে পারেন, যদি কোনও তুচ্ছ ব্যক্তি সম্পত্তিশালী হইতে পারে, যদি কোনও সেনানী দৈবক্রমে কোনও ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ

পারেন, যদি কেহ যুদ্ধকালে, সেনাদিগের জন্য কাগজের জুতা প্রস্তুত করিয়া তাহা চর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা বলিয়া বিক্রয় দ্বারা, অসীম সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, যদি কেহ কুসীদ গ্রহণ ব্যবসার পাণিগ্রহণ দ্বারা, ঐ ব্যবসা হইতে বহু অর্থের উদ্ভব করিতে সক্ষম হন, যদি কোনও যাজক সুর করিয়া বক্তৃতা দ্বারা প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত হইতে পারেন, যদি কেহ ধনীগৃহে কার্য্য করিয়া এত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, যে কর্ম্মত্যাগের পর রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে জনসাধারণ তাঁহাকে প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিবেন। গোষ্পদে প্রতিফলিত তারাকে, তাহারা আকাশের গ্রহ বলিয়া ভ্রম করে।

(১৩)—তিমি কি বিশ্বাস করিতেন

শাস্ত্রে মাইরেলের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ন্যায় লোকের প্রতি, আমাদিগের স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি কিছু বলিলে, তিনি তাঁহার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং আমাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল না হইলেও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণ সমূহ তাঁহাতে সম্যক স্ফুর্ত্তি-প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

মানুষের মন আমাদিগের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং শাস্ত্রের কোনও অনু-শাসন সম্বন্ধে বা কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয় সম্বন্ধে কাহার কি মত, তাহা আমরা জানিতে পারি না। মনুষ্য যখন 'কবরে শায়িত হয়, যখন তাহার মনোভাব গোপনের উপায় থাকে না, তখন অন্তঃকরণের সুগুপ্ত ভাব সকলও কবরের অগোচর থাকে না। আমরা এইমাত্র নিশ্চিত জানি, শাস্ত্রের কোন অনুশাসন দুর্ব্বোধ্য হইলে, মাইরেল কাপট্য অবলম্বন করিতেন না। হীরক ক্ষয় হইয়া যায় না। তিনি যথাসাধ্য বিশ্বাস করিতেন। পরন্তু, তিনি সৎকার্য্য হইতে এরূপ সন্তোষ লাভ করিতেন, যে তাঁহার অন্তঃকরণে কোনও ক্ষোভ থাকিত না। এরূপ সন্তোষ মনুষ্যকে কাণে কাণে বলে—"তুমি ভগবানের সন্নিহিত রহিয়াছ।"

মাইরেলের হৃদয় প্রীতিতে পরিপূর্ণ ছিল। শাস্ত্রের অনুশাসন হইতে যে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নহে। যে সকল পণ্ডিতম্মন্য অহঙ্কারী ব্যক্তি

আপনাদিগকে গম্ভীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা মাইরেলের এই অলৌকিক প্রীতিকে, তাঁহার দোষ বলিয়া মনে করিত। ঐ প্রীতির প্রকৃতি কি? উহা শান্তিপূর্ণ উপচিকীর্ষা। সমগ্র মানব সমাজ ইহার পাত্র। কখনও কখনও বস্তু সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ দেখা যাইত। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। তিনি জীব সকলের দোষভাগ গ্রহণ করিতেন না। দেখা যায়, অতি উত্তম লোকেও প্রাণিগণ প্রতি অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন। অনেক যাজকে এই দোষ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই দোষ মাইরেলের ছিল না। জন্তুগণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ মনে করেন, মাইরেল তাহা না করিলেও ধর্ম্মগ্রন্থের এই বাক্যটি সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। "জন্তুর আত্মা কোথায় যায় কে জানে?" দুষ্টবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা যাহার কুৎসিত আকৃতি, তাহার পাপের পরিচয় দিতেছে, এরূপ লোক দেখিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ায় পূর্ণ হইত। এরূপ মনোবৃত্তি বা বাহ্যাকৃতির কারণ অনুসন্ধান জন্য, তাঁহার চিন্তা, ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত বলিয়া, মনে হইত। ইহজীবনের যে কার্য্য সকল প্রায় জানা থাকে, তাহার মধ্যে তাঁহার চিন্তা পর্য্যবসিত হইত না। কখনও কখনও তিনি ভগবানের নিকট উহাদিগের শাস্তিখণ্ডন জন্য প্রার্থনা করিতেন। যে তাম্র ফলকের লেখা পুঁছিয়া তাহার উপর নূতন করিয়া কিছু লেখা হইয়াছে, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ তাহা যে ভাবে পড়েন, মাইরেল সেইরূপ নির্ব্বিকার চিত্তে, প্রকৃতির যে অংশ এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই, তাহা প্রণিধান করিতে চেষ্টা করিতেন। ঐরূপ চিন্তাকালে, কখনও কখনও তাঁহার মুখ হইতে অদ্ভুত কথা বাহির হইত। একদা প্রাতঃকালে তিনি আপন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি একাই সেখানে আছেন। তাঁহার ভগ্নী যে তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তাহা তিনি দেখেন নাই। তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া, কিছু দেখিতে লাগিলেন। ইহা একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত কুৎসিৎ মাকড়সা। তাঁহার ভগ্নী শুনিলেন, মাইরেল বলিতেছেন—"হতভাগ্য জীব! ইহার দোষ নাই।"

পাপলেশশূন্য বালক যেরূপ কথা কহে, মাইরেলের এই সকল উক্তি তদ্রূপ। ইহারা তাঁহার দয়ার পরিচায়ক। এই সকল কথা তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ তুচ্ছ কথা হইতেই, পুণ্যাত্মা ফ্রান্সিস অথবা মার্কাস অরেলিয়াসের মহত্বের

পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি পাছে একটি পিপীলিকাকে মাড়াইয়া ফেলেন, সেইজন্য পা সরাইতে গিয়া, পা মোচড়াইয়াছিলেন। এই মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি এইরূপে জীবন কাটাইতেছিলেন। কখনও কখনও তিনি বাগানে ঘুমাইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার আকৃতিতে যেরূপ ভক্তির উদ্রেক করিত, অন্য কিছুতে তাহা অপেক্ষা অধিক করিত না।

মাইরেলের যৌবনকাল সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনা যায়, তাহা সত্য হইলে, তিনি কোপন স্বভাবের ছিলেন এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, এইরূপ বোধ হয়। পরবর্ত্তী কালের মধুর স্বভাব, তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার হইতে উদ্ভূত হয় নাই। ইহা সমস্ত জীবনব্যাপী আত্মোৎকর্ষ সাধন চেষ্টার ফল। ইহা বস্তুতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে, তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল। যেমন প্রস্তরের উপর ক্রমাগত জলবিন্দু পতনে তাহাতে ছিদ্র হয়, সেইরূপ বারম্বার চেষ্টা দ্বারা, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। প্রস্তরের ঐ ছিদ্রের আর লোপ হয় না। চরিত্র ঐরূপে গঠিত হইলে তাহা আর অন্যরূপ হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক অনুমান হইত না। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন না, তাঁহাকে বরং স্থূলকায় বলা যাইতে পারে। পাছে আরও অধিক স্থূলকায় হন, সেই জন্য পদব্রজে অনেক ভ্রমণ করিতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ করিতেন। তাঁহার শরীর প্রায় ঋজু ছিল। অবশ্য, ইহা হইতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ষোড়শ গ্রেগরীর দেহ ৮০ বৎসর বয়সে ঋজু ছিল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্তে আলাপ করিতেন; তথাচ তিনি ভাল লোক ছিলেন না। মাইরেলের মস্তকের গঠন অতি সুন্দর ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এত মধুর ছিল, যে তাঁহার মস্তকের গঠনের দিকে কেহ লক্ষ্য করিত না।

তিনি বালকের ন্যায় প্রফুল্লতার সহিত আলাপ করিতেন। ইহা যে তাঁহার মনোহারিত্বের একটি কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোকে তাঁহার সম্মুখে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত। তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে যেন আনন্দ ক্ষরিত হইত। তাঁহার একটিও দাঁত পড়ে নাই। অতিশুভ্র দন্তগুলি, মৃদুহাস্য সময়ে দেখা যাইত। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল ও লোহিতাভ ছিল। তাঁহার আকৃতি দেখিলেই, তিনি যে অকপট প্রশান্তচিত্ত লোক, তাহা বুঝা যাইত। এইরূপ

লোক দেখিলেই বলা যায়, ইনি অতি সুন্দর লোক। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, তাঁহাকে দেখিয়া নেপোলিয়নের মনে ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতে, তিনি একজন সুন্দর লোক, এইমাত্র ধারণা হয়। কয়েক ঘণ্টা তাঁহার নিকট অবস্থান করিলে এবং তাঁহাকে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে দেখিলে, তাঁহার আকৃতি অন্যরূপ প্রতিভাত হইত। উহা এরূপ গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক হইত, যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে পরিব্যক্ত হইত। তাঁহার শুভ্রকেশ ভক্তির উদ্দীপক ছিল। যখন তিনি তত্ত্বান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রশস্ত ললাট দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হইত। তখন সেই সাধু পুরুষের আকৃতি মহামহিমাময় হইলেও আনন্দপ্রদত্বে ন্যূন হইত না। বোধ হয় যেন স্বর্গের দেবতা স্মিতমুখে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন। তখন হৃদয় ক্রমশঃ অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত এবং মনে হইত যে দর্শক এখন লোকের সম্মুখে রহিয়াছেন, যিনি প্রলোভন মধ্যে স্বয়ং অস্খলিতপদ হইয়াও পরের দুর্ব্বলতা প্রতি নিষ্করুণ নহেন এবং যাঁহার চিন্তাশক্তি এরূপ উচ্চ বিষয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে যে ইঁহার অবিনয় অসম্ভব।

উপাসনা, ধর্ম্মচর্য্যা, দান, দুঃস্থকে সান্ত্বনা প্রদান, উদ্যান কর্ষণ, অতিথি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যাপৃত থাকিত। তিনি মিতব্যয়ী, ত্যাগী, শ্রদ্ধবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ভগ্নী ও ম্যাগলইর শয়ন করিতে গেলে, আপনি শয়ন করিবার পূর্ব্বে, তিনি ১।১ ঘণ্টাকাল উদ্যানে কাটাইতেন। অতিশয় শীত পড়িলে বা বৃষ্টি হইলে, তাহা হইত না। তখন সমস্ত দিবাভাগ মধুর বচনে ও মঙ্গলময় কার্য্যে অতিবাহিত হইলেও, যেন তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। শয়ন করিবার পূর্ব্বে, তিনি রাত্রিকালের আশ্চর্য্য, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, অনন্ত, আকাশতলে তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। যেন ইহা তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যার অংশ ছিল। স্ত্রীলোক দুইটি নিদ্রিত না হইলে, গভীর রাত্রিতে, তিনি মৃদুপদক্ষেপে ভ্রমণ করিতেছেন, শুনিতে পাইতেন। তিনি একাকী আপনার মনের সহিত নীরবে কথোপকথন করিতেন। তখন হৃদয় শান্তিপূর্ণ ও ভক্তিরসে নিমগ্ন থাকিত। নক্ষত্ররাজীর দ্যুতিতে আলোকিত অন্ধকার মধ্যে, চক্ষুর অগোচর, ভগবানের দ্যুতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইত এবং অপরিজ্ঞাত, অনন্তের নিকট হইতে আগত ভাব রাশি গ্রহণে, তাঁহার হৃদয় উন্মুখ হইত।

নক্ষত্রখচিত আকাশতলে যখন কুসুমসমূহ সুগন্ধ বিতরণ করিত এবং তিনি সৃষ্টির সমগ্র সমুজ্জ্বলতার মধ্যে বিপুল আনন্দে পূর্ণ, আলোকে উদ্ভাসিত, আপন হৃদয় গদ্‌গদ কণ্ঠে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিতেন, তখন তাঁহার ভাবরাশির স্বরূপ, তাঁহার নিজেরই উপলব্ধি হইত না। তিনি অনুভব করিতেন, তাঁহার ভিতর হইতে কিছু বাহির হইয়া গেল এবং উপর হইতে তাঁহার মধ্যে কিছু প্রবেশ করিল। অতলস্পর্শ হৃদয়ের অন্তস্তলস্থিত ভাবরাশির সহিত ব্রহ্মাণ্ডের অপরিজ্ঞেয় সমস্যার বিনিময় কি অনির্ব্বচনীয়!

তিনি সৃষ্টির বিপুলতা ও ঈশ্বরের সত্তা সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতেন; সুদূর ভবিষ্যতে অনন্তকালের অনির্ব্বচনীয়ত্ব ও তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যকর, সুদূর অতীতে অনন্তকালের সত্তা, উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করিয়া, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যে অনন্ত বস্তুসমূহ প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিতেন। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর এই সকলকে বা ভগবানকে বুঝিবার উদ্যম না করিয়া, কেবল মুগ্ধচিত্তে চাহিয়া থাকিতেন। পরমেশ্বরের চিন্তায়, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিরূপে পরমাণুসমূহ একত্রিত হইয়া বিপুল সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের মিশ্রণে কিরূপে বস্তুর গুণের উদ্ভব হইয়াছে, কিরূপে মিশ্রণ কার্য্যদ্বারা আপন শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে, বস্তুতঃ এক হইয়াও কিরূপে ইহা বিচিত্রতার বিধান করিতেছে, বিপুল সৃষ্টির মধ্যে কিরূপে ইহা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, কিরূপে ইহা অনন্তের মধ্যে অসংখ্যতা ও আলোক সৃষ্টিদ্বারা সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি বিধান করিতেছে; পরমাণুসমূহ কিরূপে সর্ব্বদা মিলিত হইতেছে ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে ও তদ্দ্বারা জন্মমৃত্যু হইতেছে, এই সকল মনোমধ্যে আলোচনা করিতেন।

তিনি একখানি বেঞ্চে জীর্ণ দ্রাক্ষামূলে উপবেশন করিতেন। সম্মুখে তাঁহার উদ্যানের ক্ষুদ্র নিস্তেজ বৃক্ষসকলের অন্ধকারে যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া দূরে নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এই সামান্য উদ্যানে বৃক্ষসকল উত্তমরূপ না জন্মিলেও, ইহার চতুঃপার্শ্বস্থিত গৃহগুলি সামান্য হইলেও, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত অভাব পূরণ হইত।

তাঁহার সামান্যক্ষণই অবসর ছিল। তাঁহার দিবাভাগ উদ্যানের কার্য্যে ও রাত্রি তত্ত্বচিন্তায় কাটিয়া যাইত। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টির একটির পর আর একটির স্বরূপ উপলব্ধিরূপ পূজার পক্ষে, আকাশ চন্দ্রাতপতলে, এই সামান্য ভূখণ্ড

কি যথেষ্ট নহে? প্রকৃতই কি সমস্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে? ইহার অতিরিক্ত কামনার যোগ্য কি আছে? তাঁহার পদতলে যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, তাহা তিনি কর্ষণ করিতে পারেন ও পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে পারেন। তাঁহার মস্তকোপরি যাহা রহিয়াছে, তাহার তত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। পৃথিবীতে কিছু পুষ্প ও আকাশের সমস্ত নক্ষত্র তাঁহার নিকট যখন উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন এই বৃদ্ধের অপর কিছুতে আর প্রয়োজনই বা কি?

(১৪) তিনি কি ভাবিতেন—

আর দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই স্কন্ধ সমাপ্ত করিব।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান কালে পাঠকের মনে ধারণা হইতে পারে, যে মাইরেল কিয়ৎ পরিমাণে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই, কাহারও মনে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয় এবং কালে ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। পাঠক মনে করিতে পারেন, মাইরেলেরও সেইরূপ হইয়াছিল এবং ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ তাঁহার প্রশংসা করিবেন, কেহ নিন্দা করিবেন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, যাঁহারা মাইরেলকে জানিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও এই ধারণা ন্যায্য বলিয়া মনে করিবেন না। মাইরেল সহৃদয়তা বশতঃই মহৎ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান, হৃদয়স্থিত আলোক হইতে উদ্ভূত।

তিনি অনেক কার্য্য করিতেন, কিন্তু ঐ সকল কার্য্য কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত-মূলক ছিল না। দুরূহ সমস্যাপূরণ চেষ্টায়, কেবল মস্তিষ্ক পীড়িত হয়। মাইরেল, কোনও অশাস্ত্রীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেন নাই। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের যে সাহস সম্ভব, কোনও ধর্ম্মযাজকের তাহা সম্ভব নহে। এমন অনেক সমস্যা আছে, যাহার আলোচনা অসাধারণ ধীশক্তিবিশিষ্ট লোকই করিতে পারেন। সেই সকল তত্ত্বের অসময়ে অবতারণা করিতে, মাইরেল সাহস করেন নাই; অতি দুরূহ ও জটিল সমস্যার মুক্তদ্বার দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। ঐ পবিত্র মুক্তদ্বারে স্বয়ং বিভীষিকা দণ্ডায়মান আছে এবং বলিতেছে, "পথিক! তুমি সামান্য লোক; জীবনপথে

অগ্রসর হইতেছ: সাবধান, এই স্থানে প্রবেশ করিও না। যিনি প্রবেশ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ।"

শাস্ত্রোক্তি পরিত্যাগ করতঃ অবোধ্য তত্ত্বের বিচারে ব্যাপৃত হইয়া, প্রতিভা-শালী ব্যক্তি, ভগবানের নিকট, আপন মনোভাব ব্যক্ত করেন; দুঃসাহসপূর্ণ হৃদয়ে উপাসনায় তর্ক উত্থাপন করেন এবং পরমেশ্বরের পূজা করিতে গিয়া তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মে কেহ মধ্যবর্ত্তী উপদেষ্টা নাই। ধর্ম্মের দুরারোহ চূড়ায় আরোহণ উদ্বেগ-বহুল ও সঙ্কট-সঙ্কুল।

মনুষ্যের চিন্তার যোগ্য বিষয়ের অন্ত নাই। যে বিষয় চিন্তা করিলে, মন একবারে বিমুগ্ধ হইয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে কেহ কেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখেন। এইরূপ বিচারে যে বিপদ সম্ভব, তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না। একদিকে যেমন এই অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তির মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করে, অন্যদিকে প্রায় ইহাও বলা যায়, যে যেন আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়ার ফলে, এরূপ ব্যক্তির চিন্তাশক্তি প্রকৃতিকেও বিস্ময়ে পূর্ণ করে। যে পূজা প্রকৃতি তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হন, প্রকৃতি তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন এবং সম্ভবতঃ সবিস্ময়ে সেই চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেন। চিন্তালভ্যের প্রান্তে, অনন্তের অসীম উচ্চচূড়া, ভীষণ স্বপ্নের ন্যায়, যাহাদিগের স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যেরূপেই হউক, এমন মনুষ্য সংসারে আছেন। তাঁহারা কি মানুষ? মাইরেল এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তি নহেন। সুইডেনবর্গ ও প্যাস্কেলের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিও যে উচ্চ বিষয়ে ধারণা করিতে গিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, মাইরেল তাহা চিন্তা করিতে ভীত হইতেন। ঐ সকল শক্তিশালী ব্যক্তি, যে সকল উচ্চ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে, তাহার প্রয়োজন আছে। এই দুর্গম পথেই সম্পূর্ণতার আদর্শে উপনীত হওয়া যায়। মাইরেল বাইবেলে নির্দ্দিষ্ট সুগম পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঋষিপ্রবর এলিজার পরিচ্ছদে যে অসাধারণ গুণ নিহিত ছিল, মাইরেল আপন পরিচ্ছদে সেরূপ কোনও গুণ রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। ঘটনাবলীর ভীষণ উত্তালতরঙ্গমালার পরিণতি কোথায়, তাহা দেখাইবার জন্য আলোক-রশ্মি তাঁহার নিকট হইতে আসে নাই। বস্তুতত্ত্বের উপলব্ধি জন্য যে আলোক রহিয়াছে, তাহাকে তিনি প্রোজ্জ্বল করেন নাই। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বা

ঐন্দ্রজালিকের কিছু তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, তবে তাঁহার হৃদয় প্রীতিতে পূর্ণ ছিল, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

ইহা অসম্ভব নহে, যে তিনি যেরূপ সার্ব্বজনীন সুখসমৃদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, মনুষ্যগণ মধ্যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তবে যেরূপ প্রীতিবৃত্তির স্ফুর্ত্তির চরম সীমা নাই, সেইরূপ ভগবানের নিকট অপরের জন্য কোনও প্রার্থনা, অতিরিক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনায়, প্রচলিত প্রথার অতিক্রম করিলে যদি দোষ হইত, তাহা হইলে দেবতুল্য থেরেসা ও জেরোমের ও সে দোষ ছিল।

যে কেহ সংসারে কষ্টভোগ দ্বারা নিজ দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, মাইরেল তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হইতেন। বিশ্ব তাঁহার নিকট বিপুল ব্যাধি পীড়িত বলিয়া বোধ হইত। তিনি দেখিতেন, ইহার সর্ব্বত্র জ্বরগ্রস্ত; সর্ব্বত্রই হাহাকার ধ্বনি হইতেছে। এই প্রহেলিকার অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া, তিনি ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিতেন। সৃষ্ট জীবের সুদারুণ অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। এই দুঃখ বিমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনে, নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন ও অপরকে ব্যাপৃত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই অসাধারণ ধর্ম্মযাজকের মনে হইত, সৃষ্টি সর্ব্বত্রই দুঃখে পূর্ণ এবং সকলেই সান্ত্বনা-প্রার্থী।

লোকে যেরূপ যত্নসহকারে খনি হইতে স্বর্ণ বাহির করার জন্য পরিশ্রম করে, তিনি জগদ্ব্যাপী দুঃখরাশি মধ্যে, দয়াবৃত্তির পরিচালনে সেইরূপ পরিশ্রম করিতেন। এই শ্রম হইতে তাঁহার কখনও বিরতি ছিল না। সর্ব্বত্রব্যাপী দুঃখরাশি তাঁহার দয়াবৃত্তির অনুশীলনের উপলক্ষ মাত্র ছিল। তিনি বলিতেন—"পরস্পরকে ভাল বাসিও" ইহাই সার কথা। তিনি ইহার অধিক আর কিছু চাহিতেন না। ইহাই তাঁহার সমগ্র ধর্ম্মমত ছিল। যে সদস্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তিনি আপনাকে দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি একদিন মাইরেলকে বলিলেন—"পৃথিবীতে চাহিয়া দেখুন, সকলে সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আপনার 'পরস্পরকে ভাল বাসিও' ইহা অতি নির্ব্বোধের কথা।" মাইরেল ইহার প্রতিবাদ করিলেন না—বলিলেন "বেশ, ইহা যদি নির্ব্বুদ্ধিতা হয়, তাহা হইলে যেমন শুক্তির মধ্যে মুক্তা অবস্থান করে, তদ্রূপ মানুষের আত্মা এই নির্ব্বুদ্ধিতার

মধ্যে অবস্থান করুক।" ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল। ইহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ মাত্রায় সন্তোষ হইত। যে বিপুল সমস্যায় মানুষ আকৃষ্ট হয় ও যাহাতে মানুষ ভয় পায়; যে গভীর তত্ত্বচিন্তা, অতলস্পর্শ মনস্তত্ত্বের যে সকল দুরারোহ শৃঙ্গ ধ্যান করিতে গিয়া, ধর্ম্মসংস্থাপক ঋষি ভগবানের সন্নিধি প্রাপ্ত হন এবং তার্কিক শূন্যবাদে উপস্থিত হয়; অদৃষ্ট, মঙ্গল, অমঙ্গল, প্রাণিগণের পরস্পরের সহিত সংগ্রাম, মনুষ্যের বিবেক, জীবগণের নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় অথচ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কার্য্যাবলী, মৃত্যুজনিত পরিবর্ত্তন; ভূগর্ভনিহিত কঙ্কালরাশি হইতে অসংখ্য জীবদেহের পৃথিবী হইতে লোপের যে পরিচয় পাওয়া যায়; কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবে, সতত জাগরূক অহং বুদ্ধির উপর, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে, অনুরাগ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়; বস্তুর যাহা সার, যাহার অধিষ্ঠান হেতু কোনও বস্তু সেই বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এবং যাহা কেবল গুণ মাত্র নহে; আত্মা, প্রকৃতি, স্বতন্ত্রতা, অস্বতন্ত্রতা, সংসারের জটিল সমস্যাসমূহ; ঘটনাবলীর যে দুর্ব্বোধ্যতায় মনুষ্যের মন সন্দেহে পূর্ণ হয়, যে ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্নতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকালে, লিউক্রিসীয়াস, মনু, দেবতুল্য পল ও দান্তের নয়ন হইতে বিদ্যুতের আলোক বিচ্ছুরিত হইত; যে অনন্তের দিকে একাগ্রমনে দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহারা সেই অন্ধকার, তারকার আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন সেই সকলের ব্যাখ্যার চেষ্টায় তিনি আপনাকে ব্যাপৃত করিতেন না।

তিনি ঐ সকল দুর্ব্বোধ্য সমস্যার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি সসম্ভ্রমে এই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় নিরাকরণের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতেন।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

পতন

(১) সমস্ত দিন পদব্রজে ভ্রমণের পর সন্ধ্যাকাল

১৮১৫। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে, সূর্য্যাস্তের প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে, জনৈক পথিক পদব্রজে ডি নগরে প্রবেশ করিল। ঐ নগরের অধিবাসিগণের যে কয়েকজন জানালার নিকট বা দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা কতকটা

উদ্বেগের সহিত ঐ পথিকের দিকে চাহিয়া রহিল। পথিকের পরিচ্ছদ যেরূপ দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিল, সেরূপ দরিদ্র পথিক, সচরাচর দেখা যায় না। পথিকের দেহ অনতিদীর্ঘ, মাংসল ও বলিষ্ঠ। পথিক প্রৌঢ় বয়সে উপনীত মাত্র হইয়াছে। বয়ঃক্রম ৪৬ কি ৪৮ বৎসর। তাহার টুপির নিম্নভাগে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত মুখাবরণ ঝুলিতে থাকায়, তাহার মুখের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল না। সূর্য্যের কিরণে ও বায়ুর সংস্পর্শে উহার অনাবৃত অংশ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ছিল। তাহার মুখে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছিল; তাহার ভিতরের জামা মোটা পীতবর্ণের কাপড়ের। উহা গলদেশে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য নির্ম্মিত বোতাম দিয়া আটকান ছিল; তাহাতে তাহার লোমে আবৃত বক্ষঃস্থলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। গলদেশের আবরণ বস্ত্র দড়ির ন্যায় পাকান ছিল, পাজামা নীলবর্ণের ড্রিল কাপড় নির্ম্মিত। উহা পুরাতন ও জীর্ণ। উহার একটি হাঁটুর স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অপর হাঁটুর স্থান সাদা হইয়া গিয়াছে। উপরের জামাটি পাংশুবর্ণের। উহাও পুরাতন ও জীর্ণ। উহার একটি কনুইর স্থানে সবুজ কাপড়ের তালি মোটা দড়ি দিয়া সেলাই করা হইয়াছে। সৈন্যগণের কাপড়ের ব্যাগের মত একটি নূতন ব্যাগ তাহার পৃষ্ঠদেশে আঁটিয়া বাঁধা ছিল। উহা দ্রব্যাদিতে পূর্ণ ছিল। তাহার হাতে অনেক গাঁইট বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড লাঠি ছিল। পায়ে ষ্টকিং ছিল না। জুতাতে লোহের পেরেক মারা; মাথার চুল খাট করিয়া কাটা কিন্তু তাহার শ্মশ্রু দীর্ঘ।'

সূর্য্যের উত্তপ্ত-কিরণে পদব্রজে ভ্রমণ করায়, ধূলিতে ও ঘর্ম্মে এই জীর্ণ ও ছিন্ন পরিচ্ছদধারী ব্যক্তিকে কিরূপ অপরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। তাহার চুল খাট করিয়া কাটা হইলেও যে টুকু বাড়িয়াছিল, তাহা খোঁচার মত দেখা যাইতেছিল এবং কিছুদিন যে চুল কাটে নাই বুঝা যাইতেছিল।

কেহই তাহাকে চিনিত না। পথিক ঐস্থান দিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হইয়াছিল। সে কোথা হইতে আসিল? দক্ষিণ হইতে—সম্ভবতঃ সমুদ্রতীর হইতে। কারণ, সাত মাস পূর্ব্বে, সম্রাট নেপোলিয়ান, কেনিস হইতে প্যারিস যাইবার সময় যে পথ দিয়া ডি নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পথিক সেই পথ দিয়া আসিয়াছিলেন। লোকটি সারাদিন হাঁটিয়া থাকিবে। তাহাকে নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হইয়াছিল। পথে কয়েকটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে, যে পথিক একবার জলপান করিল। বোধ হয়, সে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল।

কারণ, যে সকল বালকেরা তাহার পশ্চাতে চলিয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছে, ঐ লোকটী ২০০ হাত অগ্রসর হইয়া, পুনরায় বাজারের নিকট জলপান করিল।

নগরে প্রবেশ করিয়া সে টাউনহলের দিকে গেল এবং টাউনহল হইতে পনের মিনিট পরে বাহির হইল। একজন পাহারাওয়ালা দ্বারের নিকট একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেঞ্চে বসিয়াছিল। সম্রাট জুয়ান উপসাগরে যে ঘোষণা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেনাপতি ড্রুয়েট, ঐ বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, তাহা সমবেত ভীত নাগরিকগণকে, ৪ঠা মার্চ্চ, পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। লোকটি টুপী খুলিয়া, বিনীত ভাবে, পাহারাওয়ালাকে নমস্কার করিল।

পাহারাওয়ালা প্রতিনমস্কার করিল না এবং মনোযোগ সহকারে লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে কতকদূর অগ্রসর হইলে, পাহারাওয়ালা টাউনহলে প্রবেশ করিল।

ঐ সময় ডি নগরে একটি সুন্দর পান্থনিবাস ছিল। ল্যাবার নামক এক ব্যক্তি উহার অধিকারী। ঐ নামের আর একটি ব্যক্তির, গ্রেনোবল সহরে, আর একটি পান্থনিবাস ছিল। সে পূর্ব্বে গাইড নামক সৈন্যদলে কার্য্য করিত। সম্রাট ফ্রান্সে অবতরণ করিবার সময়, ঐ পান্থনিবাস সম্বন্ধে, অনেক কথা শুনা গিয়াছিল। অনেকে বলিত, সেনাপতি বারট্রেণ্ড শকটচালকের ছদ্মবেশে, জানুয়ারী, মাসে অনেকবার, সেখানে আসিয়াছিলেন এবং সৈনিকগণকে সম্মানসূচক ক্রস এবং নগরবাসিগণকে প্রচুর পরিমানে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই—সম্রাট গ্রেনোবলে প্রবেশ করিয়া নগরাধ্যক্ষকে বলিলেন—"আমি আমার পরিচিত জনৈক বীর পুরুষের গৃহে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া ল্যাবারের পান্থনিবাসে গিয়াছিলেন। ডি নগরের ল্যাবারের সহিত গ্রেনোবলের ল্যাবারের কুটুম্বিতা থাকায়, শেষোক্তের গৌরবের কিয়দংশ, ৮০ মাইল দূরস্থিত ডি নগরের ল্যাবারে, সংক্রামিত হইয়াছিল। লোকে বলিত—"ইনি গ্রেনোবলের ল্যাবারের ভ্রাতা।"

পথিক, ঐ উৎকৃষ্ট পান্থনিবাসের দিকে অগ্রসর হইয়া, পাকশালায় প্রবেশ করিল। ঐ পাকশালার দরজা রাস্তার উপরই অবস্থিত। সকল উনানগুলিতে আগুন জ্বলিতেছিল। অগ্ন্যাধারে উজ্জ্বল অগ্নি জ্বলিতেছিল। ল্যাবার নিজেই প্রধান পাচক। ভিন্ন ভিন্ন উনানে শকটচালকগণের নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ল্যাবার ব্যস্ততার সহিত ঐ সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া

বেড়াইতেছিল। শকটচালকগণ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছিল। তাহাদিগের কথোপকথন ও হাস্যধ্বনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে শুনা যাইতেছিল। পর্য্যটকগণ জানেন, যে শকটচালকগণ উত্তম খাদ্য খাইয়া থাকে। তাহাদিগের জন্য প্রচুর মৎস্য ও মাংস পাক করা হইতেছিল।

ল্যাবার রন্ধন দেখিতেছিল। দ্বার খুলিবার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, একজন আগন্তুক প্রবেশ করিল। সে সেদিকে না চাহিয়া বলিল—"তোমার কি প্রয়োজন?"

পথিক বলিল—"আহার ও থাকিবার স্থান।"

ল্যাবার বলিল—"তাহার চিন্তা নাই।" এই সময় ল্যাবার ফিরিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পথিকের আকৃতি দেখিয়া লইল এবং বলিল—"অবশ্য মূল্য দিয়া"

পথিক পকেট হইতে চর্ম্মনির্ম্মিত টাকার থলি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—"আমার টাকা আছে।"

ল্যাবার বলিল—"তাহা হইলে তুমি যেমন বলিবে, সেইরূপ পাইবে"

পথিক টাকার থলি পকেটে রাখিল। পৃষ্ঠদেশ হইতে ব্যাগটি নামাইয়া দরজার নিকট ভূমিতে রাখিল। লাঠিটি তাহার হাতেই রহিল। সে আগুনের নিকট একটি নিম্নটুলে বসিল। ডি নগর পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিত। অক্টোবর মাসের সন্ধ্যাকালে সেখানে শীত করে।

অধিকারী রন্ধন তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইবার সময় পথিককে মনোযোগ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

পথিক বলিল—"খাবার কি শীঘ্রই দেওয়া হইবে?"

অধিকারী—"এখনই"

যে সময় পথিক অধিকারীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া আগুন পোহাইতেছিল, সেই সময় ল্যাবার পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিল। জানালার নিকটে একটি ছোট টেবিলের উপর, একখানি পুরাতন খবরের কাগজ ছিল। উহার এক প্রান্ত হইতে ল্যাবার একটু সাদা কাগজ ছিঁড়িয়া লইল। তাহাতে দুই এক ছত্র লিখিয়া উহা ভাঁজ করিল। একটি বালক আবশ্যকমত, কখনও রন্ধন কার্য্যে সাহায্য করিত, কখনও পত্রাদি লইয়া যাইত। ঐ বালকের হাতে ঐ কাগজখানি দিয়া, ল্যাবার তাহার কানে কানে কিছু বলিল। বালক টাউন-হলের দিকে দৌড়াইয়া গেল।

পথিক ইহার কিছুই দেখিল না।

বালক ফিরিয়া আসিল। সে কাগজটি ফিরিয়া আনিয়াছিল। অধিকারী ব্যস্ত হইয়া উহা খুলিল, যেন সে কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বোধ হইল, সে উহা মনোযোগের সহিত পড়িল। তাহার পর মাথা নাড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তাহার পর পথিকের দিকে এক পা অগ্রসর হইল।

পথিক তখন যে চিন্তায় মগ্ন ছিল তাহা শান্তিপূর্ণ ছিল না।

অধিকারী বলিল—"আমি তোমাকে এখানে থাকিতে দিতে পারি না।"

পথিক একটু উঠিয়া বসিল—বলিল—"কেন? তুমি ভয় করিতেছ আমি মূল্য দিব না? আমায় কি আগাম দিতে বল? আমার টাকা আছে, বলিলাম।"

"তাহা নহে"

"তবে কি"

"তোমার টাকা আছে—"

"হাঁ"

"আমার যায়গা নাই"

পথিক ধীরভাবে বলিল—"আমাকে আস্তাবলে জায়গা দিও।"

"তাহা হইবে না"

"কেন?"

"ঘোড়া রাখিতেই সমস্ত যায়গা ফুরাইবে"

"বেশ! মাচার এক কোণে কিছু ঘাস বিছাইয়া দিও—খাইবার পর দেখা যাইবে।"

"আমি তোমাকে খাবারও দিতে পারিব না।"

অধিকারী ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে এই কথা বলিলে পথিক অধিক উদ্বিগ্ন হইল; সে উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল—"বাঃ! আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি প্রাতঃকাল হইতে চলিতেছি। আমি ৩৬ মাইল হাঁটিয়াছি। আমি টাকা দিব। আমি কিছু খাইতে চাহি"

অধিকারী বলিল—"আমার কিছুই নাই।

পথিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল এবং উনানে যে সকল খাদ্য

প্রস্তুত হইতেছিল সেই দিকে ফিরিয়া বলিল—"কিছুই নাই? ঐ যে, সকল রহিয়াছে।"

"ঐ সকল বিক্রয় করা হইয়াছে।"

"কাহাদিগকে?

"শকটচালকদিগকে"

"তাহারা কয়জন আছে?"

"বার জন"

"যে খাবার প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে কুড়িজনের যথেষ্ট খাওয়া হইতে পারে।"

"তাহারা সমস্ত কিনিয়া লইয়াছে এবং অগ্রিম মূল্য দিয়াছে।" এবার পথিক সহজস্বরে বলিল—"আমি পান্থশালায় রহিয়াছি। আমি ক্ষুধার্ত্ত। আমি এখানে থাকিব।"

তখন অধিকারী পথিকের কানের নিকট মস্তক নত করিল এবং বলিল "দূর হও।" যে স্বরে সে এই কথা বলিল, তাহাতে পথিক চমকিয়া উঠিল।

ঐ সময় পথিক সম্মুখে ঝুঁকিয়া, তাহার লাঠির লৌহমণ্ডিত অগ্রভাগ দ্বারা কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ আগুণে ঠেলিয়া দিতেছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিল এবং উত্তর দিবার জন্ম উপক্রম করিল। তখন অধিকারী দৃঢ়তার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"হাঁ, যথেষ্ট শুনিয়াছি। আমি তোমার নাম বলিব? তোমার নাম জিন্ ভ্যালজিন্। তুমি কে বলিব? তুমি প্রবেশ করিবামাত্র আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি টাউনহলে লোক পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা এই উত্তর পাঠাইয়াছে। তুমি পড়িতে জান?"

এই বলিয়া সে যে কাগজখানিতে লিখিয়া টাউনহলে পাঠাইয়াছিল ও যাহাতে উত্তর লিখিত হইয়া টাউনহল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই কাগজখানি বেশ করিয়া খুলিয়া ধরিল। পথিক তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। একটু থামিয়া অধিকারী বলিল—"আমি সকলের সহিত ভদ্রভাবে ব্যবহার করি। চলিয়া যাও।"

পথিক মস্তক অবনত করিল। তাহার ব্যাগটি ভূমি হইতে তুলিয়া লইল এবং প্রস্থান করিল।

সে বড় রাস্তা ধরিয়া চলিল। অপমানিত পথিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে

ঘরগুলির নিকট দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বরাবর চলিতে লাগিল। একবারও ফিরিয়া দেখিল না। ফিরিলে, দেখিতে পাইত, পান্থশালার অধিকারী তাহার দরজার নিকট খরিদদারগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহারা রাস্তা দিয়া ঐ সময় চলিয়া যাইতেছিল, তাহারাও সেইখানে দাঁড়াইয়াছে। পান্থশালার অধিকারী সোৎসাহে কথা কহিতেছিল এবং পথিকের দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেখাইতেছিল। ঐ লোকগুলির দৃষ্টিতে, যে ভয় ও অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে পথিক বুঝিতে পারিত যে তাহার আগমন নগরের সমস্ত স্থানে বিশেষ ঘটনা বলিয়া শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

পথিক কিন্তু ইহার কিছুই দেখিল না। ভাগ্যচক্রে পেষিত ব্যক্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে না। তাহারা বিলক্ষণ জানে, যে দুর্ভাগ্য তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে পথিক কতক্ষণ চলিতে লাগিল। সে একবারও দাঁড়াইল না। সে অনেক অজানা পথ অন্যমনস্কভাবে অতিক্রম করিয়া চলিল। দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত ব্যক্তির অনেক সময় ক্লেশের অনুভূতি থাকে না। ঐ পথিকেরও শ্রান্তির স্মৃতি ছিল না। সহসা, ক্ষুধার দারুণ জ্বালা অনুভূত হইল। রাত্রি আগত প্রায়। আশ্রয় সন্ধানে সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল।

যে পান্থশালাটি উৎকৃষ্ট, তাহাতে তাহার স্থান নাই। এখন কোনও নিকৃষ্ট-শ্রেণীর আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোনও সামান্য কুটীর পাইলেই হয়।

এই সময় রাস্তার প্রান্তভাগে একটি আলোক জ্বলিল। সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে, একটি গৃহের সম্মুখে লৌহদণ্ডে দেবদারু শাখা ঝুলিতেছে, অস্পষ্ট দেখা গেল। পথিক সেই দিকে অগ্রসর হইল। প্রকৃতই ইহা একটি সরাই।

পথিক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল এবং জানালা দিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহা একটি অনুচ্চ গৃহ। টেবিলের উপর একটি ছোট আলো জ্বলিতেছিল এবং অগ্ন্যাধারে উজ্জ্বল অগ্নি জ্বলিতেছিল। কয়েকজন লোক মদ্যপান করিতেছিল। অধিকারী আগুন পোহাইতেছিল। একটি লৌহপাত্রে খাদ্য প্রস্তুত হইতেছিল।

ঐ ঘরের দুইটি দরজা। একটি দরজা রাস্তার উপর। আর একটি, পশ্চাতে, উঠানের দিকে। উঠানটিতে সারকুড় ছিল। পথিক রাস্তার দিকের

দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। সে উঠানে গিয়া একবার দাঁড়াইল। পরে সভয়ে দরজা খুলিল।

অধিকারী বলিল "কে ও ?"

"আমি কিছু খাদ্য চাহি ও রাত্রিতে থাকিতে চাহি।"

"উত্তম। তুমি খাইতে পাইবে ও থাকিতে পারিবে।"

পথিক প্রবেশ করিল। যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা ফিরিয়া দেখিল। তাহার একদিকে প্রদীপের আলোক ও অপর দিকে অগ্নির রশ্মি পড়িতেছিল। পথিক যখন ব্যাগ নামাইয়া রাখিতেছিল, সেই সময় তাহারা পথিককে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

অধিকারী বলিল—"আগুন জ্বলিতেছে। খাবার প্রস্তুত হইতেছে। এস ভাই! আগুন পোহাও।"

পথিক আগুনের নিকট গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত পা দুখানি আগুনের দিকে বাড়াইয়া দিল। রন্ধনপাত্র হইতে খাবারের সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। পথিক টুপিটি নামাইয়া পরিয়াছিল। তাহার মুখের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। ক্রমাগত কষ্টভোগ জন্য, মুখে বিষাদ কালিমা পড়িয়াছিল। তাহার উপর স্বচ্ছন্দতার ভাব মিশিয়া গেল।

মুখের আকৃতি দেখিলে বুঝা যায়, পথিক দৃঢ়চিত্ত, উৎসাহশালী এবং বিষাদ-পূর্ণ। উহাতে আর একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম দেখিলে পথিককে নম্র-স্বভাব বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে বুঝা যায় যে, পথিক কঠোর-প্রকৃতির। পথিকের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল।

যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহাদিগের একজন মৎস্য-বিক্রেতা। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বে ল্যাবারের আস্তাবলে ঘোড়া রাখিতে গিয়াছিল। সেইদিন প্রাতঃকালে এই জীর্ণ ও ছিন্ন পরিচ্ছদধারী অপরিষ্কার পথিকের সহিত ঐ ব্যক্তির রাস্তায় দেখা হইয়াছিল। তখনই ঐ পথিক অতিশয় শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং সে উহাকে তাহার ঘোড়ার উপর উঠাইয়া লইবার জন্য বলিয়াছিল। মৎস্য-বিক্রেতা তাহার কোনও উত্তর না দিয়া তাহার ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে, ল্যাবারের নিকট যে সকল লোক দাঁড়াইয়াছিল, ঐ মৎস্যবিক্রেতা তাহাদের মধ্যে একজন এবং সে প্রাতঃকালে পথিকের সহিত তাহার অপ্রীতিকর সাক্ষাতের গল্প সেখানে করিয়াছিল। ঐ

লোকটি সাইয়ের অধিকারীকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। অন্যে তাহা দেখিতে পাইল না। তাহারা চুপি চুপি কথা কহিল। পথিক তখন পুনরায় চিন্তামগ্ন হইয়াছিল।

সরাইয়ের অধিকারী অগ্ন্যাধারের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং কিছু না বলিয়া একেবারে পথিকের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—

"তুমি এখানে হইতে দূর হইয়া যাও।"

পথিক ফিরিল এবং নম্রতার সহিত বলিল—

"তবে তুমি জান?"

"হাঁ।"

"আমাকে অপর সরাই হইতেও তাড়াইয়া দিয়াছে।"

"তোমাকে এখান হইতেও যাইতে হইবে।"

"আমাকে কোথায় যাইতে বল?"

"আর কোথাও।"

পথিক তাহার লাঠি ও ব্যাগ লইল এবং চলিয়া গেল।

যে সকল বালকেরা পূর্ব্বে সরাই হইতে আসিবার সময় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, তাহারা এই সরাইয়ের বাহিরে যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। পথিক বাহির হইলে তাহারা তাহার দিকে ঢিল ছুঁড়িল। ক্রোধে পথিক তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে মারিতে গেল। বালকগুলি পলাইয়া গেল।

পথিক কারাগারের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। দরজার সম্মুখে একটি ঘণ্টা ছিল। পথিক ঘণ্টা বাজাইল।

কারাগারের একটি ক্ষুদ্র দ্বার খোলা হইল।

পথিক দ্বারবানকে নম্রভাবে অভিবাদন করিয়া বলিল—"ভাই দ্বারবান! আমাকে দয়া করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে ও রাত্রিতে থাকিতে দিবে?"

দ্বারবান বলিল—"কারাগার সারাইখানা নহে। কোনও দোষ কর ও তোমাকে গ্রেপ্তার করুক, তখন তোমাকে লওয়া যাইবে।" দ্বার বন্ধ হইল।

সে একটি ছোট রাস্তায় প্রবেশ করিল। উহার দুইধারে অনেক বাগান ছিল। কোনও কোনও বাগান বেড়া দেওয়া ছিল এবং রাস্তাটি দেখিতে

প্রীতিপদ ছিল। একটি বাগানের মধ্যে, একটি ছোট একতলা বাড়ী দেখিতে পাইয়া পথিক সেই দিকে অগ্রসর হইল। গৃহমধ্যে আলোক জ্বলিতেছিল। এখানেও জানালার কাচ দিয়া, সে ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহা একটি বড় চুণকাম করা কুঠরী। বিছানাটি ছিটের কাপড়ে মণ্ডিত। একস্থানে একটি দোলনা ছিল। ঘরে কয়েকখানি চেয়ার ছিল। দেওয়ালে একটি দুনলা বন্দুক ঝুলিতেছিল। গৃহের মধ্যস্থলে একটি ছোট টেবিলের উপর খাদ্যদ্রব্য ছিল। পিতলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। টেবিলের উপর একটি মোটা সাদা চাদর বিস্তৃত ছিল। দস্তা-নির্ম্মিত মদ্যপানের পাত্র রৌপ্য নির্ম্মিতের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। একটি বৃহৎ পাত্রস্থিত খাদ্য হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। একটি লোক ঐ টেবিলে আহারের জন্য বসিয়াছিল। তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। তাহার আকৃতি দেখিলে তাহাকে প্রফুল্লচিত্ত এবং সরল অন্তঃকরণের লোক বলিয়া বোধ হয়। সে একটি ছেলেকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। তাহার নিকটে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক একটি ছেলেকে স্তন্যপান করাইতেছিল। বাবা হাসিতেছিল। ছেলে হাসিতেছিল। মা হাসিতেছিল।

এই মধুর ও শান্তিপ্রদ দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া পথিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে কি হইতেছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। বোধ হয় সে ভাবিতেছিল, যে এই আনন্দপূর্ণ গৃহে আতিথেয়তার অভাব হইবে না। যে পরিবারে এত সুখ রহিয়াছে, সেখানে দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অতি ধীরে পথিক কাচের উপর ঘা দিল। তাহারা শুনিল না।

পথিক পুনরায় আঘাত করিল।

পথিক শুনিল, স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীকে বলিতেছে—"দেখ, কেহ দ্বারে ঘা দিতেছে।"

তাহার স্বামী বলিল—"না।"

পথিক তৃতীয়বার দ্বারে আঘাত করিল।

গৃহস্বামী উঠিল। আলোক লইয়া এবং দরজার নিকট গিয়া দরজা খুলিল। গৃহস্বামী দীর্ঘকায় পুরুষ—সে কৃষকের ও কারিকরের কাজ করিত। তাহার পরিচ্ছদের সম্মুখদেশে একটি বৃহৎ চর্ম্মনির্ম্মিত আচ্ছাদন ছিল। উহার মধ্য হইতে হাতুড়ী, লাল রুমাল, বারুদ রাখিবার কৌটা ও নানাপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া পড়ায় দেখা যাইতেছিল। তাহার মস্তক পশ্চাৎ ভাগে ঝুঁকিয়া রহিয়াছিল।

তাহার সার্টের বোতাম খোলা থাকায় তাহার মুখের ন্যায় শ্বেত স্কন্ধ দেখা যাইতেছিল। তাহার চক্ষুর পাতা ঘন। গোঁপ বৃহৎ। চক্ষু উজ্জ্বল। মুখের নিম্নভাগ যেন ফাঁপা। বিশেষতঃ, আপন গৃহে থাকার জন্য, তাহার আকৃতিতে অনির্ব্বচনীয় তেজ দেখা যাইতেছিল।

পথিক বলিল "মহাশয়! মাপ করিবেন। আমি মূল্য দিব—আপনি কি আমাকে কিছু খাদ্য দিবেন এবং বাগানে যে একটি চালা রহিয়াছে, ঐখানে রাত্রির মত থাকিতে দিবেন? বলুন—দিতে পারিবেন কি? আমি মূল্য দিব।"

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

পথিক বলিল—"আমি পথিক। বহুদূর হইতে আসিয়াছি—আমি সমস্ত দিন হাঁটিয়াছি। আমি ছত্রিশ মাইল রাস্তা হাঁটিয়াছি। আমি মূল্য দিলে আপনি কি দিতে পারিবেন?"

"যদি খরচ দেন, কোন ভাল লোককে আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিব না। তবে তুমি সরাই-এ গেলে না কেন?"

"তাহাদিগের স্থান নাই।"

"বাঃ। অসম্ভব কোন মেলাও বসে নাই। হাটবারও নহে। তুমি ল্যাবারের সরাইএ গিয়াছিলে?"

"গিয়াছিলাম।"

"তবে?"

পথিক কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"সে আমাকে স্থান দিল না। কেন বলিতে পারি না।"

"তুমি অপর সরাইটিতে গিয়াছিলে?"

পথিক অধিক কুণ্ঠিতভাবে অস্ফুট স্বরে বলিল—"সেও আমাকে যায়গা দিল না।"

কৃষকের মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখা গেল। সে আগন্তুকের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিল। হঠাৎ অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিল—"তুমি কি সেই লোক?"

কৃষক আগন্তুকের দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং তিন পা পিছাইয়া গেল। সে টেবিলের উপর আলোক রাখিল এবং দেওয়াল হইতে বন্দুক লইল।

এদিকে স্ত্রীলোকটি "তুমি কি সেই লোক?" এই কথা শুনিয়া উঠিয়া

পড়িল ও তাহার দুইটি ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাহার স্বামীর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখান হইতে ভয়চকিতনেত্রে অনাবৃতবক্ষে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং বিষম ভয় পাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"ডাকাত!" সমস্তটা মনে ধারণা করিতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকল ঘটিয়া গেল। সর্পের দিকে যেরূপ ভাবে চাহে, সেইরূপ পথিকের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া গৃহস্বামী দরজার নিকট আসিল এবং বলিল "দূর হও।"

পথিক বলিল—"দয়া করিয়া এক গ্লাশ জল খাইতে দিন।"

কৃষক বলিল—"দিব—বন্দুকের গুলি।"

তাহার পর সজোরে কপাট বন্ধ করিল। পথিক বাহির হইতে শুনিল দুইটি বড় বড় হুড়কা লাগাইয়া দিল। পরক্ষণে জানালার কপাট বন্ধ করিল। লৌহদণ্ড লাগাইয়া দেওয়ার শব্দ বাহির হইতে শুনা গেল।

রাত্রি আসিয়া পড়িতেছিল। আল্পস পর্ব্বত হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। দিবা-অন্তকালীন ক্ষীণালোকে পথিক দেখিল একটি পথি পার্শ্বস্থিত বাগানের মধ্যে একটি কুটীরের মত রহিয়াছে। বোধ হইল, উহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। সে সোৎসাহে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল ও কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইল। একটি নিম্ন ও অপ্রশস্ত স্থান দিয়া ঐ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। রাস্তায় যে সকল লোক কাজ করে তাহারা রাস্তার ধারে আশ্রয় স্বরূপ এইরূপ ঘর তৈয়ারী করে। তাহার মনে হইল যে ইহাও সেইরূপ কাহারও ঘর। পথিক শীতে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল। এই ঘরে অন্ততঃ শীতনিবারণ হইতে পারে। এইরূপ ঘরে রাত্রিতে কেহ থাকে না। সে শুইয়া পড়িয়া হামাগুড়ি দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে শীতনিবারণ হইল। খড়বিছান বিছানা ছিল। পথিক হাত পা ছড়াইয়া কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল। সে এত শ্রান্ত হইয়াছিল যে তাহার নড়িবার শক্তি ছিল না। পৃষ্ঠে যে ব্যাগ ছিল তাহাতে শুইবার অসুবিধা হইতেছিল। বিশেষতঃ ইহা খুলিয়া লইলে বালিশের কার্য্য হইতে পারে। পথিক তাহার ব্যাগটি পৃষ্ঠ হইতে খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ক্রুদ্ধ কুকুরের গর্জ্জন শুনা গেল। পথিক চাহিয়া দেখিল; অন্ধকারে একটি প্রকাণ্ড কুকুরের মাথা দেখা গেল।

ঐ ঘর কুকুরের।

পথিকও প্রচণ্ড বলশালী ব্যক্তি। সে হাতে লাঠি লইয়া, ব্যাগটি সম্মুখে ধরিয়া, কোনওরূপে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার ছিন্ন পরিচ্ছদ আরও ছিঁড়িয়া গেল।

সে পিছু হঠিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে কিছু হঠিতে হইল, কারণ, কুকুরটির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাকে লাঠি চালনা করিতে হইতেছিল।

পথিক কষ্টে প্রাচীর পার হইয়া রাস্তায় পড়িল। পুনরায় সে একা ও আশ্রয়বিহীন হইল। সেই কুকুরের গৃহ হইতে, কুকুরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, পুনরায় অনাবৃত স্থানে আসিয়া, একটি প্রস্তরের উপর সে বসিয়া পড়িল। জনৈক লোক ঐ সময় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; সে শুনিয়াছিল, পথিক বলিল—"আমি কুকুরও নহি।"

সে শীঘ্রই উঠিল এবং চলিতে লাগিল। সে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মনে করিল, মাঠের মধ্যে কোনও বৃক্ষ বা কোনও প্রস্তর-তলে হিম নিবারণ করিতে পারিবে।

এইরূপে পথিক অধোমুখে কতক্ষণ চলিল। যখন বুঝিল, মনুষ্যের আবাস হইতে দূরে আসিয়াছে, তখন মস্তক উত্তোলন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সে একটি প্রান্তর মধ্যে আসিয়াছে। সম্মুখে ক্ষুদ্র পাহাড়সকল রহিয়াছে। উহা হইতে শস্য কাটিয়া লওয়ায়, উহা মুণ্ডিত মস্তকের মত দেখাইতেছে।

আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অন্ধকার কেবল রাত্রির জন্য নহে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া ঐরূপ অন্ধকার হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, মেঘগুলি পাহাড়ে লাগিয়া রহিয়াছে। ক্রমে মেঘ আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছিল। এদিকে চন্দ্র উঠিবার সময় হইয়াছিল এবং এখনও সন্ধ্যাকালীন আলোক ও রহিয়াছিল। তাহাতে মেঘের উপরি ভাগ শ্বেতবর্ণ দেখাইতেছিল এবং সেখান হইতে আলোক রশ্মি ভূমির উপর আসিয়া পড়িতেছিল।

সেইজন্য আকাশ অপেক্ষা ভূমিতে অন্ধকার কম ছিল। এরূপ অবস্থায় প্রাকৃতিক দৃশ্যে মানুষের মন বিষাদপূর্ণ হয়। সৌন্দর্য্যলেশশূন্য, পাণ্ডুবর্ণ পাহাড়ের আকৃতি, অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের গাত্রে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছিল।

ফলতঃ, সেই দৃশ্য ভয়ানক শোচনীয়; উহাতে মন ছোট হইয়া যায় ও সঙ্কোচপূর্ণ হয়।

যেখানে পথিক পৌঁছিয়াছিল, তাহার কয়েকপদ দূরে একটি মাত্র কদাকৃতি বৃক্ষ, ঐ প্রান্তর মধ্যে শীতল বায়ুতে কম্পিত হইতেছিল, যেন উহা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল।

বাহ্যদৃশ্যের সহিত মানব মনের যে গুঢ়ের সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রণিধান করিতে হইলে, চিত্তবৃত্তির যে অবস্থা প্রয়োজন, যে সূক্ষ্ম দীর্শক্তি পুনঃ পুনঃ পরিচালনা দ্বারা লব্ধ হয়, তাহা, সম্ভবতঃ, এই পথিকের ছিল না। তথাচ সেই আকাশে, সেই পাহাড়ে, সেই প্রান্তরে, সেই বৃক্ষে, এমন কিছু গভীর শোচনীয়তা ছিল, যাহার জন্য পথিক, মুহূর্ত্তকাল চিন্তাকুল চিত্তে স্থির হইয়া দাড়াইয়া, হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কখনও কখনও প্রকৃতি প্রতিকূল বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

পথিক ফিরিল। ডি নগরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল। যে ডি নগর ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ হইয়াছিল, ১৮১৫ সালেও তাহা চতুর্দ্দিকে পুরাতন প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পথিক প্রাচীরের কোনও ভগ্নস্থান দিয়া নগর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল।

তখন রাত্রি ৮ ঘটিকা। পথিক রাস্তা চিনিত না। সুতরাং যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে সে নগরাধ্যক্ষের বাড়ী, বিদ্যালয় গৃহ, গির্জ্জা পার হইয়া চলিল। গির্জ্জার নিকট দিয়া যাইবার সময়, সে গির্জ্জার দিকে ঘুসি দেখাইল।

ঐ স্থানের নিকটে একটি ছাপাখানা ছিল। সম্রাট ও সম্রাটের শরীর রক্ষক সেনাদলের যে ঘোষণাসকল নেপোলিয়ন স্বয়ং বলিয়া দিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, এইখানেই তাহা প্রথম ছাপা হইয়াছিল।

পথিকের আর কোনও আশা ছিল না। সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ছাপাখানার দরজার নিকট প্রস্তর-নির্ম্মিত বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

এই সময় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইল। সে দেখিল, একটি লোক অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধা বলিল "বাপু, তুমি ওখানে কি করিতেছ?"

কঠোরস্বরে রুক্ষভাবে পথিক বলিল—"তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? আমি ঘুমাইতেছি।"

ঐ স্ত্রীলোক যথার্থই সদয়-হৃদয় ছিল।

বৃদ্ধা বলিল—"ঐ বেঞ্চের উপর?"

পথিক বলিল—"আমি ১৯ বৎসর কাঠের উপর শুইয়া কাটাইয়াছি, অদ্য প্রস্তরের উপরে কাটিবে।"

"তুমি সৈনিক?"

"হাঁ, তাই।"

"তুমি সরাইয়ে গেলে না কেন?"

"আমার পয়সা নাই।"

"হায়, আমার নিকট একটি চুয়ানি মাত্র আছে।"

"তাহাই আমাকে দাও।"

পথিক ঐ চুয়ানি লইল। বৃদ্ধা বলিল এই চুয়ানি দিয়া তুমি সরাইয়ে স্থান পাইবে না। তুমি কি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ? এইখানে রাত্রি কাটান অসম্ভব। তোমার ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে ও নিশ্চয়ই তোমার শীত করিতেছে। কেহ দয়া করিয়া, তোমায় থাকিতে দিতে পারিত?"

"আমি সকলের বাড়ীই গিয়াছি।"

"তবে?"

"আমাকে সকলেই তাড়াইয়া দিয়াছে।"

বৃদ্ধা পথিকের গায়ে হাত দিয়া রাস্তার অপর দিকে প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাসাদের পার্শ্বে, একটি ছোট অনুচ্চ বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল

"তুমি সকল বাড়ীতে গিয়াছ?"

"হাঁ।"

"তুমি ঐ বাড়ীতে গিয়াছিলে?"

"না।"

"ঐখানে যাও।"

---

(২) বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সাবধান ব্যক্তির পরামর্শ দান।

ঐ দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ডি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক নগর পরিভ্রমণ

করিবার পর, নীচের ঘরে অনেকক্ষণ ছিলেন। তিনি "কর্ত্তব্য পালন" সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ঐ বহি সমাপ্ত হয় নাই। এই গুরুতর বিষয়ে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহার পুস্তক দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ, সকলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। দ্বিতীয় ভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেকের, আপন শ্রেণী অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। মহৎ কর্ত্তব্যগুলি সকলের কর্ত্তব্য। ইহা চারি প্রকার। সেণ্ট মেথিউ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা— প্রথম "ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য" (মেথিউ—৬), দ্বিতীয় "আপনার প্রতি কর্ত্তব্য" (মেথিউ ৫।২৯, ৩০), তৃতীয় "প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য" (মেথিউ ৭।১২) চতুর্থ "প্রাণিগণের প্রতি কর্ত্তব্য" (মেথিউ ৬।২০, ২৫)। অন্যান্য কর্ত্তব্য, মাইরেলের বিবেচনায়, বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা ও প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য "রোমকদিগের প্রতি পত্র" নামক বহিতে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পিটার শাসন কর্ত্তৃগণ প্রতি, আত্মীয় প্রতি, মাতার প্রতি, যুবকগণ প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য দুই গ্রন্থে "ধার্ম্মিকগণ প্রতি কর্ত্তব্য" ও "কুমারীগণের প্রতি কর্ত্তব্য" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপদেশ সমন্বয় করিয়া, তিনি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে, একখানি গ্রন্থ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রণয়ন করিতেছিলেন।

তিনি ছোট ছোট কাগজে লিখিতেছিলেন ও একখানি প্রকাণ্ড বহি তাঁহার কোলে ছিল। ইহাতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। যখন রাত্রি ৮টা বাজিল, তখনও তিনি ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছিলেন। ৮টা বাজিলে, যথারীতি, ম্যাগলাইর শয্যার পার্শ্বস্থ আলমারি হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রসকল লইবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে, মাইরেলের মনে হইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে ও সম্ভবতঃ তাঁহার ভগ্নী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি পুস্তক বন্ধ করিলেন এবং খাইবার গৃহে যাইলেন।

খাইবার ঘরটি যত দীর্ঘ, তত প্রশস্ত নহে। ইহাতে একটি অগ্ন্যাধার আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার একটি দ্বার সদর রাস্তার উপরেই। বাগানের দিকে একটি জানালা আছে।

মাইরেল যখন ভোজন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখনই খাবার সাজান শেষ হইতেছে।

ম্যাগলইর খাবার সাজাইয়া দিতে দিতে শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইনের সহিত কথা কহিতেছিল।

টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। টেবিলটি অগ্ন্যাধারের নিকট ছিল। অগ্ন্যাধারে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল।

পাঠক সহজেই এই দুইটি স্ত্রীলোকের ছবি কল্পনা করিয়া লইতে পারেন। উভয়েরই বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরের উপর। ম্যাগলইর খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায় ও প্রফুল্লচিত্ত। শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইন ক্ষীণকায় ও নম্রপ্রকৃতি। তিনি তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা ও দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ গোলাপী রংএর রেশম-নির্ম্মিত। ১৮০৬ সালে ইহাই লোকে পছন্দ করিত এবং সেই বৎসরেই শ্রীমতী, প্যারিসে ইহা খরিদ করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই পরিচ্ছদেই চলিয়াছে। চলিত ভাষায়, এক কথায় বলিতে গেলে, ম্যাগলইরকে দেখিতে কৃষকের গৃহের স্ত্রীলোক ও শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইনকে সম্ভ্রান্ত ঘরের বলিয়া বুঝা যায়। এক পাতা লিখিয়া যাহা বুঝান যাইতে পারে, এক কথায় তাহা প্রকাশ পায়, চলিত ভাষার এই একটি গুণ আছে। ম্যাগলইর একটি শ্বেতবর্ণের টুপি পরিয়াছিল। তাহার গলদেশে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত ক্রস্ মকমলের ফিতায় ঝুলিতেছিল। ঐ গৃহে কেবল ইহাই একমাত্র অলঙ্কার ছিল। মোটা, কাল পশম-নির্ম্মিত গাউনের ভিতর হইতে ত্রিকোণ মস্লিন্-নির্ম্মিত স্কন্ধাবরণ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ গাউনের হাতা ছোট ছিল। লাল ও সবুজ ছিটের আবরণ, সবুজ ফিতা দিয়া কোমরে বাঁধা ছিল। বক্ষদেশে, ঐ কাপড়েরই আবরণ, উপরে দুইটি পিন দিয়া আঁটা ছিল। পায়ে মোটা জুতা ও হরিদ্রা রংএর মোজা ছিল। শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইনের গাউনের কাট্ ১৮০৬ সালের রুচি অনুযায়ী ছিল। উহার উপরিভাগ কোমরের উপর পর্য্যন্ত আসে নাই। নিম্নভাগের কাপড় অল্প পরিসরের। হাতা ফাঁপান ও বোতাম দেওয়া। কোঁকড়ান পরচুল দ্বারা মস্তকের শ্বেত কেশ লুক্কায়িত ছিল। ম্যাগলইরের আকৃতিতে বুদ্ধিমত্তা দয়া-প্রবণতার ও প্রফুল্লচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মুখের দুই প্রান্ত সমোন্নত না থাকায় ও ওষ্ঠ অধর অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া, তাহার আকৃতিতে কর্কশের ও গর্ব্বিতের ভাব লক্ষিত হইত। মাইরেল চুপ করিয়া থাকিলে, ম্যাগলইর খুব কথা কহিয়া যাইত। তাহার কথায় যেমন একদিকে মাইরেলের প্রতি সম্ভ্রম লক্ষিত হইত, অন্যদিকে সেইরূপ অসঙ্কোচও লক্ষিত হইত। কিন্তু

মাইরেল কথা কহিলে, ম্যাগলইর ও ব্যাপটিস্‌টাইনের মত, নীরবে আদেশ পালন করিয়া যাইত। শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইন কথাও কহিতেন না। যাহাতে মাইরেল সন্তুষ্ট হন, তিনি তাহাই করিতেন ও মাইরেলের উপদেশ অনুসরণ করিয়া যাইতেন। তিনি যৌবনেও সুশ্রী ছিলেন না। তাঁহার চক্ষু, বৃহৎ, উজ্জ্বল ও নীলিমা-বিশিষ্ট ছিল। নাসিকা বৃহৎ ও শুকপক্ষীর নাসিকার ন্যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সমুদয় আকৃতিতে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। তাঁহার নম্রতা নৈসর্গিক। ধর্ম্মে বিশ্বাস, দয়া ও শ্রদ্ধা মানুষকে সহৃদয় করে। ঐ সকলে নম্র-স্বভাবা শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইনকে পবিত্র করিয়াছিল। স্বভাব তাঁহাকে নিরপরাধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্ম তাঁহাকে দেবতায় পরিণত করিয়াছিল। হায়! এই দেবী সদৃশা কুমারীর মধুর স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে।

এই দিন সন্ধ্যাকালে মাইরেলের গৃহে যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন্‌ তাহা এতবার বর্ণনা করিয়াছেন যে, এখনও এমন লোক জীবিত আছে, যাহাদিগের সমুদয় বৃত্তান্ত আমূল মনে আছে।

যখন মাইরেল প্রবেশ করিলেন, তখন ম্যাগলইর একটু উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছিল। যে বিষয় সে শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইনকে বলিতেছিল, তাহা মাইরেল ও তাঁহার ভগ্নী উভয়েই অনেকবার শুনিয়াছেন। উহা প্রবেশদ্বারে চাবি সম্বন্ধে।

ম্যাগলইর, সান্ধ্য-ভোজনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে ভ্রমণ করিয়া, অনেক স্থানে নানা কথা শুনিয়াছিল। লোকে বলিতেছিল যে একজন কদাকৃতি লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ লোকটিকে দেখিলে, চোর বলিয়া সন্দেহ হয় ও সে ঐ নগর মধ্যে কোন ও স্থানে রহিয়াছে। যাহাদিগের বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইবে, তাহাদিগের সহিত ঐ লোকটির সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহা অপ্রীতিকর হইতে পারে। অধিকন্তু, শাসন-কর্ত্তা ও নগরাধ্যক্ষের মধ্যে অসদ্ভাব জন্য পুলিসের কার্য্য রীতিমত হইতেছিল না। লোকে বলিতেছিল, যে উভয়েরই ইচ্ছা যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে! উভয়েই মনে করিতেছিল, যে তাহা হইলে অপরের অনিষ্ট হইবে। কাজেই, নগরবাসিগণের প্রত্যেকের আত্মরক্ষার চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়াছে। সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এবং যত্নপূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিয়া হুড়কা লাগাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ও যাহাতে কেহ প্রবেশ

করিতে না পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দরজা উত্তম করিয়া আটকান উচিত।"

ম্যাগলইর শেষোক্ত কথাটির উপর জোর দিয়া বলিলেন। কিন্তু সেই মাত্র মাইরেল আপন ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে শীত বোধ হইতেছিল। তিনি আগুনের সম্মুখে বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিলেন এবং অন্য বিষয়ের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ম্যাগলইর ইচ্ছা করিয়া যে কথাটির উপর জোর দিয়াছিল, মাইরেল সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তখন শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন, তাঁহার দাদাকে অসন্তুষ্ট না করিয়া, অথচ ম্যাগলইরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মৃদুস্বরে বলিলেন—"দাদা, ম্যাগলইর কি বলিতেছে, শুনিলেন ?"

মাইরেল বলিলেন—"তত ভাল করিয়া শুনি নাই।" তাহার পর তিনি চেয়ারে ঘুরিয়া বসিলেন, হাত দু'খানি জানুর উপর রাখিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ সহজেই আনন্দিতের ভাব ধারণ করিত। উহা এখন অগ্নির রশ্মিতে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি ম্যাগলইরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বল, কি হইয়াছে ? আমাদের কি কোন বিষম বিপদ উপস্থিত ?"

তখন ম্যাগলইর তাহার গল্প পুনরায় বলিতে লাগিল। কোনও কোনও স্থলে সে বাড়াইয়া বলিতেছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে বলিল—"একজন নিষ্কর্মা ব্যক্তি খালি গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই ভীষণ-আকৃতির ভিক্ষুক, সেই নগরেই রহিয়াছে। সে ল্যাবারের সরাইয়ে থাকিবার জন্য গিয়াছিল। ল্যাবার তাহাকে স্থান দেয় নাই। সে সন্ধ্যাকালে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার যেরূপ ভীষণ আকৃতি, তাহাতে সে যে প্রাণ-দণ্ডের যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মাইরেল বলিলেন—"বটে!"

মাইরেল প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক, দেখিয়া, ম্যাগলইরের আশা হইল। তাহার মনে হইল, ক্রমে মাইরেলের ভয় হইবে। তখন উল্লাসের সহিত বলিতে লাগিল—"যথার্থই! ঠিক তাই; অদ্য রাত্রিতে নগরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিবে, সকলেই বলিতেছে—বিশেষতঃ পুলিশ যেরূপ অকর্মণ্য। ভাবুন, পাহাড়ের নিকট এই নগর অবস্থিত, অথচ রাত্রিতে রাস্তায় আলোক নাই। রাস্তায় অন্ধকার ঘুটঘুট করিতেছে। রাস্তায় বাহির হইলেই আর কিছুই দেখা যায় না। আমার মনে হয়—শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইনও তাহাই বলিতেছেন—"

শ্রীমতী বলিলেন—"আমি কিছুই বলিতেছি না। দাদা যাহা করেন, তাহা ঠিকই করেন।"

ম্যাগলইর, শ্রীমতীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল—"আমাদের মনে হয়, এই গৃহ একেবারেই নিরাপদ নহে। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে আমি কামারকে ডাকিয়া আনি। সে আসিয়া দরজার তালাগুলি ঠিক করিয়া দিয়া যাউক। সবই ঠিক আছে। এখনই হইয়া যাইবে। যে কেহ বাহির হইতে যদি দরজা ঠেলিলেই খুলিতে পারে, তাহা হইলে, তাহা অপেক্ষা আর অধিক ভয়ানক কি হইতে পারে? আমি বলি, অন্ততঃ অন্ধকার রাত্রির জন্য, দরজায় হুড়কা লাগান হউক। বিশেষতঃ যে কেহ দরজা ঠেলিলেই, আপনি বলিবেন—"এস।" রাত্রিকালে ত' গৃহে প্রবেশ জন্য অনুমতি লওয়ারও প্রয়োজন নাই।"

এই সময় দ্বারে কে ঘা দিতে লাগিল।

মাইরেল বলিলেন—"ভিতরে এস।"

(৩) বিনা আপত্তিতে আদেশ পালনের বীরত্ব

দরজা খুলিল।

জোরে ধাক্কা দিলে দরজা যেরূপ ফাঁক হইয়া খুলে, সেইরূপ খুলিয়া গেল।

একজন লোক প্রবেশ করিল।

ঐ লোক আমাদিগের পরিচিত। যে পথিক আশ্রয় অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ঐ লোক সে।

সে প্রবেশ করিল। একপদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। দরজা খোলাই রহিল। তাহার পৃষ্ঠে ব্যাগ, হাতে লাঠি ছিল। তাহার চক্ষুতে কঠোরতা, শ্রান্তি, দুঃসাহস ও উত্তেজিতের ভাব দেখা যাইতেছিল। অগ্ন্যাধারের অগ্নি হইতে রশ্মি আসিয়া তাহার শরীর আলোকিত করিতেছিল। মূর্তিমান অমঙ্গলের ন্যায়, তাহার আকৃতি অশুভ সূচক।

ম্যাগ্‌লইরের চীৎকার করিবারও সামর্থ্য ছিল না। সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ও কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিসটাইন্‌ মুখ ফিরিয়া লোকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিলেন ও

ভয়ে প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে, অগ্ন্যাধারের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিলেন এবং তাঁহার আকৃতি পুনরায় গভীর শান্তিপূর্ণ হইল।

মাইরেল পথিকের দিকে শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। পথিকের দুই হস্ত লাঠির উপর ছিল। সে ক্রমে ক্রমে মাইরেল ও দুইটি স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। মাইরেল, আগন্তুক কি চাহে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মুখব্যাদন করিলেন; এমন সময়, পথিক তাঁহাকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া নিজেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

"দেখুন, আমার নাম জিন্‌ভ্যাল্‌জিন। আমি কারাগারে ছিলাম। সেখানে ১৯ বৎসর কাটাইয়াছি। চারিদিন পূর্ব্বে আমি কারামুক্ত হইয়াছি। আমি পণ্টারলিয়র যাইব। আমি টুলন্ ছাড়িয়া চারিদিন রাস্তা হাঁটিয়াছি। অদ্যই ছত্রিশ মাইল হাঁটিয়াছি। অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি এই স্থানে আসিয়া একটি সরাইয়ে গিয়াছিলাম। আমার "ছাড়পত্র" হরিদ্রাবর্ণের বলিয়া, তাহারা আমাকে স্থান দিল না। আমাকে ঐ "ছাড়পত্র" টাউনহলে দেখাইতে হইয়াছিল। আমি অপর একটি সরাইয়ে গিয়াছিলাম। সেখান হইতেও তাড়াইয়া দিল। কেহই আমাকে জায়গা দিল না। আমি কারাগারে যাইলাম। কারারক্ষক আমাকে লইল না। আমি কুকুর থাকিবার ঘরে যাইলাম। মানুষ যেরূপ আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কুকুর মানুষের মতই আমাকে কামড়াইতে আসিল ও তাড়াইয়া দিল, যেন আমি কে, সে তাহা বুঝিয়াছিল। অনাবৃত স্থানে তারকাময় আকাশতলে নিদ্রা যাইবার জন্য প্রান্তরে গিয়াছিলাম। কিন্তু আকাশে তারকা ছিল না; বোধ হইল বৃষ্টি হইবে। আমি নগরে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। আশা—যদি কোন দরজার নিম্নভাগে দেওয়ালের আশ্রয়ে রাত্রি কাটাইতে পারি। ঐ মাঠে প্রস্তরের বেঞ্চের উপর আমি ঘুমাইব মনে করিয়াছিলাম। একটি সহৃদয় স্ত্রীলোক আপনার বাড়ী দেখাইয়া দিল এবং এখানে আসিতে বলিল। আমি আসিয়াছি। এ কি জায়গা? আপনি কি সরাইয়ের অধিকারী? আমার টাকা আছে; উহা আমি জমাইতে পারিয়াছি। আমার প্রায় ৬২৲ টাকা আছে। কারাগারে উনিশ বৎসর খাটিয়া, আমি ইহা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি খরচ দিব। তাহাতে আমি অসম্মত নহি। আমার ত টাকা রহিয়াছে। আমি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি। ছত্রিশ মাইল হাঁটিয়াছি; বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দিবেন?"

মাইরেল বলিলেন—"ম্যাগ্‌লইর! আর এক জনের খাইবার যায়গা করিয়া দাও।"

আগন্তুক তিন পা অগ্রসর হইয়া, টেবেলের নিকটে যে আলোক ছিল, তাহার নিকট গেল। যেন সে বেশ বুঝিতে পারে নাই, এই জন্য বলিতে লাগিল—"অপেক্ষা করুন। ইহা ঠিক হইল না। আমি যাহা বলিলাম—তাহা শুনিয়াছেন কি? আমি কারারুদ্ধ ছিলাম। আমি কারাগার হইতে আসিয়াছি।" সে পকেট হইতে একটি বৃহৎ হরিদ্রাবর্ণের কাগজ বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিল। বলিল—"এই আমার 'ছাড়পত্র'; দেখিতেছেন—ইহা হরিদ্রাবর্ণের। ইহারই জন্য, আমি যেখানে যাইতেছি, সেইখান হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। আপনি ইহা পড়িবেন? আমি পড়িতে জানি। আমি কারাগারে পড়িতে শিখিয়াছি। যাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদিগের শিক্ষার জন্য সেখানে বিদ্যালয় আছে। তাহারা এই 'ছাড়পত্রে' এই কথা লিখিয়াছে—"জিন্‌ভ্যালজিন্ কারামুক্ত হইল—ইহার বাড়ী—'তাহাতে আপনার প্রয়োজন নাই—"এ ১৯ বৎসর কারাগারে ছিল রাত্রিতে অনধিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া চুরি করায় পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। চারিবার পলাইবার চেষ্টা করায় আরও ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই লোক অতি ভীষণ প্রকৃতির।" শুনিলেন—সকলেই আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনি আমাকে থাকিতে দিবেন? ইহা কি সরাই? আমাকে কিছু খাইতে দিবেন ও একটু শুইবার স্থান দিবেন? আপনার কি আস্তাবল আছে?"

মাইরেল বলিলেন—"ম্যাগ্‌লইর! অতিথির শুইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয্যায় পরিষ্কার চাদর পাতিয়া দিও।" দুইটি স্ত্রীলোক, যেরূপ নীরবে, মাইরেলের আদেশ প্রতিপালন করিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ম্যাগ্‌লইর আদেশ প্রতিপালন করিতে গেল।

মাইরেল আগন্তুকের দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন—"মহাশয়! বসুন, আগুন পোহান। এখনই আমরা সকলে ভোজন করিব। আপনি খাইতে খাইতেই শয্যা প্রস্তুত হইবে।"

এতক্ষণে আগন্তুক যেন হঠাৎ বুঝিতে পারিল। এতক্ষণ তাহার আকৃতি কঠোর ও ম্লান ছিল। সে একবারে অবাক্ হইয়া গেল এবং সন্দেহ ও আনন্দে তাহার আকৃতিকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিল। সে পাগলের মত বলিতে লাগিল—

"সত্য কি আমাকে থাকিতে দিবেন? আমাকে তাড়াইয়া দিবেন না? আমি কারাগারে ছিলাম, আমাকে 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? আমাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিলেন না? লোকে সচরাচর আমাকে বলে—'কুকুর দূর হ।' আমি নিশ্চয়ই জানিতাম, আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। সেই জন্য আমি আপনাকে সমস্ত বলিলাম। হায়! যে স্ত্রীলোকটি আমাকে এখানে পাঠাইল, সে যথার্থই সহৃদয়! আমি খাইতে পাইব! পৃথিবীর সকল লোক যেরূপ শয্যায় শয়ন করে, আমি সেইরূপ চাদর পাতা বিছানার উপর শুইব! বিছানা পাইব! গত ১৯ বৎসরের মধ্যে আমি বিছানায় শুই নাই! সত্যই আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছেন না! আপনারা ভাল লোক। যাহা হউক, আমার টাকা আছে। আমি টাকা দিব। আমাকে মাপ করিবেন—অধিকারী মহাশয়, আপনার নাম কি? আপনি যাহা চাহিবেন, আমি তাহাই দিব। আপনি খাসা লোক। আপনি এই সরাইর অধিকারী? নহে কি?

মাইরেল বলিলেন—"আমি একজন ধর্ম্মযাজক। এই স্থানে থাকি।"

আগন্তুক বলিল—"আপনি ধর্ম্মযাজক! কি সুন্দর ধর্ম্মযাজক! তাহা হইলে আপনি আমার কাছে টাকা লইবেন না? আপনি ছোট ধর্ম্মযাজক? নহে কি? এই বৃহৎ গির্জ্জার আপনি ছোট ধর্ম্মযাজক! ঠিক্, আমি কি নির্ব্বোধ! আপনার টুপির দিকে লক্ষ্য করি নাই।"

তখন সেই আগন্তুক তাহার ব্যাগ নামাইল। লাঠিটি এক কোণে রাখিল, 'ছাড়পত্র' পকেটে রাখিল এবং বসিল। শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন্‌ নম্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পথিক বলিতে লাগল—

"মহাশয়! আপনি দয়ালু। আপনি আমাকে ঘৃণা করেন নাই। ধর্ম্মযাজক ভাল হইলে, বড় ভাল জিনিষ। আপনি আমার নিকট টাকা চাহেন না?"

মাইরেল বলিলেন—"না, আপনার টাকা রাখুন। কত টাকা আপনার আছে? আপনি বলিলেন না যে, আপনার ৬২৲ টাকা আছে?"

পথিক বলিল—"আরও কয়েক আনা আছে।"

"কতদিনে আপনি উহা উপার্জ্জন করিয়াছেন?"

"১৯ বৎসরে"

"১৯ বৎসরে!"

মাইরেল গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আগন্তুক বলিতে লাগিল—"আমার সমস্ত টাকাই রহিয়াছে। চারিদিনে আমি বার আনা খরচ করিয়াছি। উহা আমি গাড়ী হইতে মাল নামাইয়া পাইয়াছিলাম। আপনি ধর্ম্মযাজক, সেইজন্য বলিতেছি; কারাগারে, আমাদিগের একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। সেখানে আমি একদিন প্রধান ধর্ম্মযাজককে দেখিয়াছি। তাহারা তাঁহাকে অতি সসম্মানে সম্বোধন করে। তিনি মার্সেল্‌স্‌ এর প্রধান ধর্ম্মযাজক। তিনি অন্য ধর্ম্মযাজকগণের উপরে—বুঝিলেন। মাপ করিবেন, আমি ভাল বলিতে পারিতেছি না—আমি তাঁহাকে এতদূর হইতে দেখিয়াছি—আমরা কি, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন—চারিদিকে কয়েদি-দিগের নৌকার মধ্যে, তিনি উপাসনা করিলেন। তাঁহার মস্তকে সুবর্ণের কিরীট, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোকে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল। আমরা তিন দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইলাম। অপর দিকে কামান সাজান রহিল ও গোলন্দাজ জ্বলন্ত পলিতা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা ভাল দেখিতে পাইলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি অনেক দূরে ছিলেন, আমরা ভাল শুনিতে পাইলাম না। প্রধান ধর্ম্মযাজক এইরূপ।"

সে যখন কথা কহিতেছিল, সেই সময় মাইরেল উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহা খোলা রহিয়াছিল।

ম্যাগ্‌লইর ফিরিয়া আসিল। সে রৌপ্য-নির্ম্মিত কাঁটা ও চামচ আনিয়া টেবেলে রাখিল।

মাইরেল বলিলেন—"ম্যাগ্‌লইর, ঐ সকল আগুনের খুব নিকটে দাও।" তিনি তাঁহার অতিথির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে রাত্রিতে অতি শীতল বাতাস বহে। মহাশয়ের নিশ্চয় খুব শীত করিতেছে।"

মাইরেলের স্বর মধুর, গম্ভীর ও সম্ভ্রান্ত-জনোচিত ছিল। তাঁহার সেই স্বরে যখনই তিনি আগন্তুককে "মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, তখনই তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইতেছিল। দারুণ তৃষ্ণার্ত্ত সুশীতল জলপান করিলে যেরূপ তৃপ্ত হয়, কারামুক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'মহাশয়' সম্বোধন ও সেইরূপ প্রীতিপ্রদ। অপমানিত ব্যক্তি সম্মানের জন্য লালায়িত হয়।

মাইরেল বলিলেন—"ভাল আলো হইতেছে না।"

ম্যাগ্‌লইর বুঝিল। মাইরেলের শয্যাগৃহ হইতে যে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদান আনিল এবং তাহাতে আলো জ্বালাইয়া টেবিলের উপর স্থাপন করিল।

আগন্তুক বলিল—"দেখুন, ছোট ধর্ম্মযাজক মহাশয়! আপনি অতি উত্তম লোক। আপনি আমাকে ঘৃণা করিলেন না। আমাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন। আমার জন্য বাতি জ্বালাইলেন, যদিও আমি কোথা হইতে আসিয়াছি তাহা গোপন করি নাই। আমি যে হতভাগ্য, তাহা আপনাকে বলিয়াছি।"

মাইরেল তাহার কাছেই বসিয়াছিলেন। তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন—"তুমি বলিয়া ভালই করিয়াছ। ইহা আমার বাড়ী নহে। ইহা যীশুখৃষ্টের। এখানে আগন্তুককে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, তুমি অসঙ্কোচে আপন নাম ব্যক্ত করিতে পার কি না। এখানে আগন্তুকের কি অভাব, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয়। তুমি কষ্টে পড়িয়াছ। তুমি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত। তুমি স্বচ্ছন্দে থাক। আমার সুখ্যাতি করিও না। বলিও না আমি আমার গৃহে তোমাকে আশ্রয় দিলাম। এ গৃহ তাহার, যে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছে। আমি তোমাকে বলিতেছি—যদিও তুমি পথিক মাত্র, তথাপি আমার অপেক্ষা তোমার এই গৃহে অধিকার অধিক। এখানে যাহা আছে, সমস্তই তোমার। তোমার নাম জানিবার আমার কি প্রয়োজন? তুমি বলিবার পূর্ব্বেই, তোমার একটি নাম আমি জানিতাম।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পথিক বলিল—

"সত্য? আপনি আমার নাম জানিতেন?"

মাইরেল বলিলেন—"হাঁ, তোমার নাম 'ভাই'।"

আগন্তুক বলিল—দাঁড়ান মহাশয়, যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম। আপনি এত ভাল যে আমার কি হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মাইরেল তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছ?"

"হায়, কয়েদীর পরিচ্ছদ, পায়ে লৌহ-পিণ্ড, কাঠের উপর শয়ন, গ্রীষ্ম, শীত, পরিশ্রম, কয়েদিগণসহ বাস, প্রহার, অতি সামান্য অপরাধে দ্বিগুণ লৌহ-শৃঙ্খল,

একটি কথা কহিলে নির্জ্জন-গৃহে বাস, পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলে তখনও শৃঙ্খল-বন্ধন! কুকুরও অধিক সুখী! উনিশ বৎসর এইরূপ কাটিয়াছে, আমার এখন বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর। আমি হরিদ্রা-বর্ণের 'ছাড়পত্র' লইয়া বাহির হইয়াছি। আমার জীবন এই প্রকার।"

মাইরেল বলিলেন—"দেখিতেছি, তুমি অতি দুঃখের স্থান হইতে আসিয়াছ। শুন—দুষ্কর্ম্মকারীর হৃদয়ে অনুতাপ জন্মিলে সেই অশ্রুসিক্ত ব্যক্তি স্বর্গে যেরূপ আদর পাইবে, শত ন্যায়পর ব্যক্তিও তাহা পাইবে না। যদি মানবের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লইয়া, তুমি সেই ভীষণ স্থান হইতে বাহির হও, তাহা হইলে, তোমার অবস্থা যথার্থই শোচনীয়। যদি সেই স্থান হইতে আসিয়াও, তোমার হৃদয়ে শান্তি থাকে ও তুমি পরের মঙ্গল কামনা কর, তবে তুমি আমাদিগের সকলের অপেক্ষা পবিত্র।"

ম্যাগ্‌লইরের খাবার দেওয়া সাঙ্গ হইল। কিছু মাংস, কিছু ফল ও রুটি দেওয়া হইল। মাইরেল সচরাচর যাহা ভোজন করিতেন, তাহা ছাড়া ম্যাগ্‌লইর আপনা হইতে এক বোতল উৎকৃষ্ট মদ দিয়াছিল।

মাইরেল লোকজন খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। খাবার দেওয়া হইলে, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি উৎফুল্লভাবে আহারে বসিবার জন্য বলিলেন। ভোজন সময়, অপরিচিত ব্যক্তিকে মাইরেল দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইতেন। আগন্তুককে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। শ্রীমতী ব্যাপটিস্‌টাইন স্বাভাবিকভাবে, শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে, তাঁহার বামপার্শ্বে বসিলেন।

মাইরেল উপাসনা করিলেন। তাহার পর ভোজন করিতে বসিলেন। আগন্তুক অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিল।

হঠাৎ মাইরেল বলিলেন—"আমার মনে হয়, টেবিলে সব দেওয়া হয় নাই।"

ম্যাগ্‌লইর, যে তিন প্রস্থ কাঁটা চামচের একান্ত প্রয়োজন, তাহাই টেবিলের উপর রাখিয়াছিল। মাইরেলের নিয়ম ছিল, যখন বাহিরের লোক কেহ ভোজন করিত, তখন ছয় প্রস্থ রৌপ্য বাসন সমস্ত বাহির করিয়া টেবিলে রাখা হইত। ইহা অবশ্য জাঁকজমক দেখান বটে, তবে ইহাতে কোনও দোষ ছিল না। সেই মিতব্যয়ী পরিবারে, দারিদ্র্য, সম্মানের পদে উন্নীত হইয়াছিল। ঐ পরিবারে, এই বিলাসিতা প্রদর্শন, বালকের ক্রীড়ার ন্যায় মাত্র ও ইহাতে মাধুর্য্যও ছিল।

ম্যাগ্‌লুইর মাইরেলের অভিপ্রায় বুঝিল এবং কোনও কথা না বলিয়া সে অবশিষ্ট তিন প্রস্থ রৌপ্য বাসন আনিয়া টেবিলের উপর তিন জনের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। ঐ সকল টেবিলের উপর ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল।

---

(৫) পনটারলিয়ারে পনির প্রস্তুত করিবার সম্বন্ধে নানা কথা—

শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন্‌, এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে খাইবার সময় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। পথিক ও মাইরেলের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা ইহাতে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

"ঐ লোক কাহারও দিকে চাহিল না। অনেক দিন খাইতে না পাইলে, মানুষ যেরূপ আগ্রহে ও অধিক পরিমাণে খায়, সে সেইরূপ খাইল। ভোজনান্তে সে বলিল—"দেখুন মহাশয়! এই খাদ্য আমার ন্যায় লোকের আশার অতিরিক্ত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে শকট-চালকগণ আমাকে তাহাদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিতে দিল না, তাহারা আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করে।"

"তোমাকে বলিয়াই বলিতেছি—পথিকের ঐ কথায়, আমার অতিশয় বিরক্তি হইল। দাদা বলিলেন—"আমার অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়।"

"লোকটি বলিল—তাহা নহে। তাহাদিগের অধিক টাকা আছে। আপনি দরিদ্র, তাহা আমি স্পষ্টই দেখিতেছি। বোধ হয়, আপনি নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মযাজকও নহেন। আপনি কি যথার্থই একজন ধর্ম্মযাজক? হায়! ভগবানের যদি ন্যায় বিচার থাকিত, তাহা হইলে, আপনার অন্ততঃ নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মযাজক হওয়া উচিত ছিল।"

"দাদা বলিলেন—ন্যায়মত আমি যাহা পাইতে পারি, ভগবান্‌ আমাকে তদপেক্ষা অধিক দিয়াছেন।"

"ক্ষণকাল পরে বলিলেন—তুমি কি পন্টারলিয়ার যাইতেছ?"

"আমি যে পথে যাইব, তাহা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।"

"আমার বোধ হয়, লোকটি ইহাই বলিল। তাহার পর বলিল—"আমাকে

প্রাতঃকালেই রওনা হইতে হইবে। হাঁটার কষ্ট আছে। রাত্রি যেমন শীতল দিবাভাগেও সেইরূপ দারুণ রৌদ্র।"

"দাদা বলিলেন—তুমি ভাল যায়গায় যাইতেছ। বিপ্লব সময়ে, আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ঐ প্রদেশের আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং ঐ সময় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতাম। কোনও কার্য্যে, আমার অনিচ্ছা ছিল না। আমি যথেষ্ট কাজ পাইতাম। কি করিবে, তাহা ঠিক হইলেই হয়। ঐ প্রদেশে কাগজের কল, চামড়ার কারখানা, মদ প্রস্তুতের ভাঁটি, তেলের কল, ঘড়ির কল, ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানা, তাম্রের কারখানা, অন্ততঃ কুড়িটি লোহার কারখানা আছে। ঐ কুড়িটির মধ্যে চারিটি বেশ বড়।"

"দাদা ঐ কথা বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমাকে বলিলেন ভগ্নি! ঐ প্রদেশে কি আমাদিগের কোন আত্মীয় নাই?"

"আমি বলিলাম—"ছিল—বিপ্লবের পূর্ব্বে, নগরদ্বারের অধ্যক্ষই আমাদিগের আত্মীয় ছিলেন।"

"দাদা বলিলেন—হাঁ, কিন্তু '৯৩ সালে কেহ কাহারও আত্মীয়তা স্বীকার করিত না। সকলে, পরিশ্রম দ্বারা, আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন করিত। আমি খাটিতে লাগিলাম। যেখানে তুমি যাইতেছ, ঐ প্রদেশে একটি সুন্দর কারবার চলিতেছে। ইহা পনির প্রস্তুতের কারবার।"

"দাদা ঐ লোকটিকে আরও খাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন ও বিস্তৃত-ভাবে ঐ কারবারের কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ঐ কারবার দুই প্রকারের। একপ্রকার কারবার ধনীব্যক্তিদিগের। তাহারা ৪০।৫০টি গাভী রাখে ও সাত আট হাজার খণ্ড পনির গ্রীষ্মকালে প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় প্রকার কারবার কৃষকগণ মিলিত হইয়া করে। তাহারা সকলে মিলিয়া গাভী রাখে ও উৎপন্ন পনির ভাগ করিয়া লয়। তাহারা মিলিত হইয়া, একজন পনির প্রস্তুত কারক নিযুক্ত করে। সে দিবসে তিনবার করিয়া দুগ্ধ লয় এবং যত দুগ্ধ লয় তাহা একটি যোড়া কঞ্চিতে দাগ দিয়া ঠিক রাখে। এপ্রিল মাসে পনির প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হয় ও জুন মাসের মধ্যভাগে তাহারা গাভীগুলিকে পর্ব্বতে চরিতে পাঠাইয়া দেয়।

"মনুষ্যটি খাইয়া সুস্থ হইল। দাদা তাহাকে উৎকৃষ্ট মদ্যপান করাইলেন। তিনি ঐ মদ্যের মূল্য অধিক বলিয়া, নিজে তাহা পান করেন না। দাদা কেমন

সহজভাবে স্ফূর্ত্তির সহিত আলাপ করেন, তাহা তুমি জান। তিনি সেইরূপ ভাবে ঐ কারবারের কথা লোকটিকে বুঝাইয়া বলিলেন : মধ্যে মধ্যে তিনি আমাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিতেছিলেন। তিনি বারংবার পনির প্রস্তুত কারবারের কার্য্যের কথা উল্লেখ করিলেন ; যেন তাঁহার অভিপ্রায়, এ লোকটি বুঝিতে পারে, যে ঐ কার্য্যদ্বারা সে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, অথচ তিনি প্রকাশ্যভাবে বা কঠোরতার সহিত তাহাকে কোন পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। একটি বিষয় আমার মনে হইল। লোকটি কি, তাহা বলিয়াছি। লোকটি যখন প্রবেশ করিল, তখনই দাদা যীশুর নাম দুই একবার যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন ; তাহা ছাড়া ভোজন সময় বা ভোজনের পর দাদা এমন কোনও কথা বলেন নাই, যাহাতে দাদা কি কার্য্য করেন তাহা জানিতে পারা যায়, বা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ঐ লোকটির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। যতদূর বুঝা যায়, ইহা ধর্ম্মোপদেশ দিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং ঐ কারামুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের এমনভাবে উপদেশ দিবার কথা, যাহাতে ঐ ব্যক্তির প্রধান ধর্ম্মযাজকের কথা স্মরণ থাকে। ঐ লোকটিকে পাইলে, আর কেহ হয়ত মনে করিতেন, যে যেমন তাহাকে খাইতে দিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করা হইল, সেইরূপ সদুপদেশদ্বারা, তাহার আত্মার উন্নতি সাধন করা উচিত এবং তাহাকে কিছু তিরস্কার করিয়া নীতি বিষয়ক সদুপদেশ দেওয়া ও তাহার জন্য কিছু দুঃখ প্রকাশ করিয়া, তাহাকে ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া প্রয়োজনীয় ; কিন্তু সে কোথা হইতে আসিতেছে ও সে কি করিয়াছিল, দাদা তাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। সে যে দোষ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে তাহা তাহার মনে পড়ে, দাদার এমন কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। এমন কি, দাদা পণ্টারলিয়ারের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণের কথা বলিতে গিয়া যখন বলিয়া ফেলিলেন, যে তাহারা ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কাজ করিয়া যায় এবং তাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া সুখে কাল কাটায়, তখনই থামিয়া গেলেন। তাঁহার ভয় হইল, যে তাঁহার এই উক্তিতে, ঐ লোকটির মনে কষ্ট হইবে। আমি বারংবার চিন্তা করিয়া, দাদা কি ভাবিতেছিলেন, তাহা বুঝিতেছি। আমার মনে হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই লোকটির মনে আপন দুর্ভাগ্য সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে। তাহার মন যাহাতে অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাই করা উচিত। অন্য লোকের ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করিলে, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও তাহার মনে হইতে পারে যে,

সে জনসাধারণের ন্যায়ই একজন। ইহা কি জীবে প্রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ নহে? তিনি যে কোনও উপদেশ দিলেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও বক্তৃতা করিলেন না, তাহার জীবনী সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করিলেন না, ইহা কি খৃষ্টের যথার্থ ভক্তের মত কার্য্য নহে? যখন মনুষ্যের কোনও স্থানে বেদনা থাকে, সেই স্থানে আঘাত না দেওয়া কি দয়ার কার্য্য নহে? আমার মনে হইল, দাদা ইহাই ভাবিতেছিলেন। যাহা হউক, যদি তাঁহার মনে এইরূপ হইয়াও থাকে, তাহার কোনও চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। যেমন ভাবে অন্যদিন সন্ধ্যাকালে কাটাইতেন, ঐদিনও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেইরূপ কাটাইলেন। এমন কি, আমিও তাঁহার কোনও বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলাম না। ছোট ধর্ম্মযাজকের সহিত অথবা শাসন কর্ত্তার সহিত ভোজনকালে যেভাবে থাকেন, এই জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের সহিত ভোজনকালেও সেইরূপ ভাবে কাটাইলেন।"

"ভোজনের শেষভাগে যখন আমরা ফল খাইতেছিলাম, সেই সময় জনৈক স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তান লইয়া উপস্থিত হইল। দাদা শিশুটিকে চুম্বন করিলেন এবং আমার নিকট একটি আধুলি হাওলাত লইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে দিলেন। লোকটি এ সকলের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল না। সে এখন কথা কহিতেছিল না। বোধ হইল, সে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেলে, দাদা ভোজনান্তে প্রার্থনা করিলেন এবং লোকটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার নিশ্চয়ই শুইবার ইচ্ছা হইয়াছে; ম্যাগ্‌লইর শীঘ্রই টেবিলটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। আমরা বুঝিলাম, দাদার ইচ্ছা, পথিক শীঘ্রই শয়ন করে এবং আমরা নিজ কক্ষে যাই। আমরা উপরে চলিয়া গেলাম। ক্ষণকাল পরে ম্যাগ্‌লইরকে দিয়া পথিকের বিছানায় পাতিবার জন্য একটি ছাগলের চামড়া আমার কক্ষ হইতে পাঠাইয়া দিলাম। রাত্রিতে খুব শীত করে, ঐ চামড়াটিতে বেশ গরম রাখে। দুঃখের বিষয়, উহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। লোম সকল খসিয়া পড়িয়াছে। ঐখানি ও আমি খাইবার সময় যে ছুরি ব্যবহার করি, উহা দাদা জার্ম্মাণিতে থাকার সময় কিনিয়াছিলেন।"

"ম্যাগ্‌লইর তখনই ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আমরা ভগবানের উপাসনা করিয়া বসিবার ঘরে কাপড় প্রভৃতি রাখিয়া নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলাম ও পরস্পরে আর কোনও কথা কহিলাম না।"

——:*:——

(৫)—শান্তি

ভগ্নীকে বিদায় দিয়া মাইরেল একটি বাতিদান নিজে লইলেন ও অপরটি পথিকের হাতে দিয়া বলিলেন—"চল, তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।"

পথিক তাঁহার সঙ্গে আসিল।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইবে যে, যে গৃহে পথিক শুইবে, সেই ঘরে যাইতে হইলে বা সেই গৃহ হইতে বাহির হইতে হইলে মাইরেলের শয্যাগৃহ দিয়া যাইতে হইবে।

যখন তাঁহারা মাইরেলের শয্যাগৃহ দিয়া যাইতে ছিলেন, ঐ সময় ম্যাগ্‌লইর মাইরেলের শয্যার সন্নিকটে আলমারিতে রৌপ্যনির্ম্মিত বাসন সকল রাখিতেছিল। সে শুইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ ঐস্থানে রাখিয়া যাইত।

মাইরেল পথিককে তাহার শয্যায় পৌঁছাইয়া দিলেন। সেইগৃহে একটি নূতন পরিষ্কার বিছানা দেওয়া হইয়াছিল। লোকটি একটি ছোট টেবিলের উপর বাতিদান রাখিল।

মাইরেল বলিলেন—"শয়ন কর, যেন রাত্রে তোমার সুনিদ্রা হয়। কল্য প্রাতে যাইবার পূর্ব্বে, তোমাকে আমাদিগের টাট্‌কা দুধ কিছু খাইতে হইবে।

লোকটি বলিল—"ধর্ম্মযাজক মহাশয়! আপনি বিশেষ দয়া করিলেন।"

এই শান্তিপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিবার পরক্ষণেই সহসা সে এরূপ অঙ্গভঙ্গী করিল যে স্ত্রীলোক দুইটি তাহা দেখিলে স্পন্দহীন হইয়া যাইত। সেই মুহূর্ত্তে তাহার কি মনে হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। সে কি সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, না, ভয় দেখাইল? সে কি কিছু না বুঝিয়াই আপন সুনিশ্চলা প্রকৃতি বশে ঐরূপ করিয়া ফেলিল? সে সহসা বৃদ্ধ মাইরেলের দিকে ফিরিল, দুই হাত একত্র করিল এবং কর্কশ দৃষ্টিতে মাইরেলের দিকে চাহিয়া কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল——

"দেখিতেছি, আপনার শয্যার এতকাছে আমার শুইবার জায়গা করিয়া দিয়াছেন?"

সে এইকথা বলিয়া চুপ করিল ও অদ্ভুত রকমের হাস্য করিয়া বলিল,

"আপনি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন ত? আমি যে খুন করি নাই, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

মাইরেল বলিলেন—"সে ভার ভগবানের।"

তাহার পর, তিনি গম্ভীর স্বরে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুই অঙ্গুলি তুলিয়া পথিককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার ওষ্ঠ নড়িতেছিল। যেন তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন অথবা নিজ মনে কিছু বলিতেছিলেন। লোকটি নমস্কার করিল না। মাইরেল আপন শয্যাগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি মুখ ফিরাইলেন না ও পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

পথিক যেখানে শয়ন করিল, ঐ স্থানে, কোনও অতিথি আসিলে, একটি কাপড়ের পরদা দিয়া উপাসনার স্থানটি আড়াল করা হইত। মাইরেল নিজ গৃহে আসিবার সময়, সেই উপাসনার স্থানে নতজানু হইয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি উদ্যানে গেলেন। তিনি তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে অনির্ব্বচনীয় মহান্ দৃশ্য ভগবান্ রাত্রিকালে উন্মীলিত চক্ষু সম্মুখে স্থাপন করেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল এবং তিনি তাহারই অনুধ্যানে ব্যাপৃত রহিলেন।

লোকটি এতই শ্রান্ত হইয়াছিল যে সেই সুন্দর বিছানার সুখ ভোগের তাহার অবসর ছিল না। কয়েদিগণ যেরূপ নাসিকার বায়ু দ্বারা আলোক নির্ব্বাপিত করে, সে সেইরূপ বাতি নিবাইল এবং পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

দুই প্রহর রাত্রির সময় মাইরেল উদ্যান হইতে নিজ কক্ষে ফিরিলেন। কয়েক মিনিট পরেই সেই গৃহের সকলেই নিদ্রামগ্ন হইল।

(৬) জিন্‌ভ্যালজিন্—

মধ্য রাত্রিতে জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

ব্রাই প্রদেশে এক দরিদ্রের বংশে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাল্যকালে সে লেখাপড়া শিখে নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে ফেভারোলস্ প্রদেশে

গাছীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তাহার মার নাম জিন্ম্যাথিউ। পিতার নাম জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্।

স্নেহপ্রবণ প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে এরূপ প্রকৃতির লোকে চিন্তাশীল হইলেও বিষন্ন চিত্ত হন না। জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের প্রকৃতি সেইরূপ ছিল। কিন্তু মোটের উপর, অন্ততঃ তাহার আকৃতি হইতে, ইহাই মনে হইত, যে কিছুতেই তাহার উৎসাহ নাই। সে আকৃতিতে, তাহার মনের উৎকর্ষের কোনও পরিচয় পাওয়া যাইত না। অতি শৈশব কালেই তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। চিকিৎসা না হওয়ায় তাহার মাতার সামান্য জ্বরে মৃত্যু হয়। তাহার পিতাও গাছীর কর্ম্ম করিত। সে গাছ হইতে পড়িয়া মরে। সংসারে তখন তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাত্র রহিল। যতদিন তাহার স্বামী জীবিত ছিল, সে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লালন পালন করিল।

যখন তাহার স্বামী মরিল, তখন তাহার সাতটি শিশু সন্তান। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম আট বৎসর। সর্ব্ব কনিষ্ঠটি এক বৎসরের।

ঐ সময় জিন্‌ভ্যালজিনের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। সে ঐ পিতৃহীন শিশুগণের পিতৃস্থানীয় হইল। যে ভগ্নী তাহাকে পালন করিয়াছিল, এখন সেই ভগ্নী ও তাহার সন্তানগণের লালন পালনের ভার তাহার উপর পড়িল। সে ইহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে লাগিল কিন্তু কখনও কখনও সামান্য বিরক্তি প্রকাশ ও করিত। কৈশোরে তাহাকে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইল। তাহার জন্মভূমিতে কোনও স্ত্রীলোক তাহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করে নাই। প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইবার তাহার অবসর ছিল না।

কঠিন পরিশ্রমের পর, রাত্রিকালে গৃহে ফিরিয়া সে নীরবে ভোজন করিত। খাইবার সময়, তাহার ভগ্নী, আপন সন্তানগণকে দিবার জন্য, তাহার পাত্র হইতে খাদ্যের অধিকাংশ তুলিয়া লইত। খাইবার সময় সে মাথা হেঁট করিয়া খাইত। তাহার মুখ প্রায় খাদ্য দ্রব্যের পাত্রে ঠেকিত। তাহার দীর্ঘ কেশ পাত্রের নিকট পড়িত ও তাহার চক্ষুকে আবরণ করিত। তাহার ভগ্নী যখন খাবার তুলিয়া লইত, তখন সে যেন দেখিতে পাইতেছে না এইরূপ ভাব দেখাইত। সে কিছু বলিত না। রাস্তার অপর পার্শ্বে এক কৃষকের বাড়ী ছিল। শিশুগণ পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না বলিয়া কখনও কখনও তাহাদিগের মার নাম করিয়া দুগ্ধ ধার করিত। তাহারা ঐ দুগ্ধ কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে গিয়া কখনও কখনও

ফেলিয়া দিত। যদি তাহাদিগের মা ইহা টের পাইত তাহা হইলে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিত, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ তাহার ভগ্নীকে না জানাইয়া কৃষক পত্নীকে দাম দিত কিন্তু দাম দিবার সময় বিরক্তি প্রকাশ করিত। শিশুগণ আর শাস্তি পাইত না।

যে সময় গাছীর কার্য্য চলিত, তখন সে প্রত্যহ আট আনা উপার্জ্জন করিত। তাহা ছাড়া সে মজুরের কার্য্যও করিত। সে ঘাস শুকাইত, গরু চরাইত, যে কার্য্য পাইত তাহাই সে করিত। তাহার ভগ্নীও কার্য্য করিত, কিন্তু সাতটি ছেলে লইয়া আর সে কি করিতে পারে? এই বিষাদপূর্ণ দুঃখের সংসার ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। এক বৎসর দারুণ শীত হইল। জিন্ কোনও কাজ পাইল না। এ পরিবারে অনাহার ঘটিল। তাহাদিগের কিছুই খাদ্য ছিল না। পরিবারে সাতটি শিশু।

এক দিন, রবিবার, সন্ধ্যার পর, রুটি বিক্রেতা শয়ন করিতে যাইতেছে এমন সময়, তাহার দোকানের সম্মুখ ভাগের গরাদে সজোরে আঘাতের শব্দ পাইল। সেই স্থানে পৌঁছিয়া রুটি বিক্রেতা দেখিল যে গরাদ ও কাচ ভাঙ্গিয়া যে ছিদ্র হইয়াছে, সেই ছিদ্র দিয়া একটি হাত ঢুকিয়াছে। সেই হাত একখানি রুটি লইয়া, বাহির হইল। রুটি বিক্রেতা সত্বর বাহির হইয়া পড়িল। চোর ও যথাসাধ্য দৌড়াইল। রুটি বিক্রেতা তাহাকে ধরিল। চোর রুটিখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার হাত হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। ঐ চোর জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্।

এই ঘটনা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে। জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের বিচার হইল। সে রাত্রিকালে ঘর ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া চুরি করিয়াছে, তাহার এই অপরাধ। তাহার বন্দুক আছে এবং বন্দুকে তাহার লক্ষ্য এমন অভ্রান্ত যে সেরূপ অল্পের দেখা যায় না। সে কখন কখন পরের যায়গাতে লুকাইয়া শীকার করিয়াছে, প্রমাণ হইল; তাহাতে বিচারক তাহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। এইরূপ লোককে সহজেই মন্দ বলিয়া লোকে অনুমান করে। যাহারা নিয়মিত শুল্ক প্রদান না করিয়া গোপনে জিনিষের আমদানি করে তাহারা ও যাহারা লুকাইয়া পরের যায়গায় শীকার করে তাহারা উভয়েই দস্যুর সমশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া লোকে মনে করে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, নগরে যে সকল লোক নরহত্যা করে, তাহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত লোকগণের বহু প্রভেদ। কেহ বনে থাকিয়া

চুরি করিয়া শীকার করে, কেহ পর্ব্বতে বা সমুদ্রকূলে বাস করিয়া গোপনে জিনিষ আমদানি করে। ইহারা ভীষণ প্রকৃতির বটে; তাহারা যে কার্য্য করে তাহাতে তাহাদিগকে অসমসাহসিক ও নিষ্ঠুর করে কিন্তু তাহাদিগের কোমল বৃত্তিগুলি একেবারে লুপ্ত হয় না। নগরবাসী দুর্ব্বৃত্তগণের এককালে তাহা লুপ্ত হয়।

জিন্‌ভ্যালজিন্ দোষী সাব্যস্ত হইল। তাহার অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে আইনের স্পষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে জিন্‌ভ্যালজিনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইল। যে মুহূর্ত্তে, দেশের ব্যবস্থা, অপরাধীকে সমাজ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে গ্রাস করে সেই মুহূর্ত্ত অতি ভয়ানক। মানুষ যখন সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় সেই দারুণ মুহূর্ত্তে তাহার যে অনিষ্ট হয়, তাহার আর সংশোধন নাই।

ইটালিতে প্রেরিত সৈন্যের প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মন্‌টিনোটিতে যে যুদ্ধ জয় করেন তাহার সংবাদ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল শাসনকর্ত্তৃগণ প্রচার করিলেন। ঐ দিনই অনেক গুলি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া জাহাজে কাজ করিবার জন্য টুলন পাঠান হইল। জিন্‌ভ্যালজিন্ তাহাদিগের মধ্যে একজন। একজন জেলের দ্বারবানের তাহার কথা বেশ মনে আছে। ঐ দ্বারবানের বয়স এখন ৮০ বৎসর। সে বলে, জিন্‌ভ্যালজিন্ উঠানের উত্তর কোণে চতুর্থ শ্রেণীর শেষে বাধা ছিল। অপর সকলের মত সেও ভূমিতে বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার অবস্থা সম্বন্ধে সে এইমাত্র বুঝিতেছিল, যে উহা অতি শোচনীয়। সেই অজ্ঞ দরিদ্র কোনও কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু সে আপন দুর্ভাগ্যকে অত্যধিক বলিয়া মনে করিতেছিল। যখন তাহার গলদেশে লৌহের গলবন্ধ পৃষ্ঠের দিকে সজোরে হাতুড়ির ঘা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইতেছিল তখন সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে কথা বাহির হইতেছিল না। সে এইমাত্র বলিতে পারিতেছিল যে, সে ফেভারোল্‌সে গাছীর কাজ করিত। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে তাহার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ক্রমে ক্রমে সাতবার নিচু করিল। যেন সে, যে শিশুগণের বয়ঃক্রম পর পর কম হইয়া গিয়াছে এমন সাতটি শিশুর মস্তক স্পর্শ করিতেছে। উহা হইতে এই অনুমান হয় যে, সে বলিতে চাহে, সে যে কার্য্য করিয়া থাকুক না তাহা সে ঐ সাতটি শিশুর জন্য করিয়াছে।

সে টুলনে প্রেরিত হইল। একখানি শকটে সাতাশ দিনের পর সে টুলনে পৌঁছিল। তাহার গলদেশে লৌহশৃঙ্খল পরান ছিল। টুলনে তাহাকে লোহিত

বর্ণের পরিচ্ছদ দেওয়া হইল। তাহার পূর্ব্ব-জীবন হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হইল। এমন কি, তাহার নাম পর্য্যন্ত পুঁছিয়া ফেলা হইল। সে এখন আর জিনভ্যালজিন্‌ নহে, সে এখন ২৪৬০১ নম্বর। তাহার ভগ্নীর কি হইল? সেই সাতটি শিশুর কি হইল? কে তাহার খোঁজ করে? গাছটি মূলদেশে দ্বিখণ্ডিত করিলে তাহার পাতাগুলির কি হয়?

এইরূপই সর্ব্বত্র ঘটে। ভগবানের সৃষ্ট এই সাতটি জীবের আর কোনও আশ্রয় স্থান রহিল না। তাহাদিগের রক্ষক কেহ রহিল না। নিরাশ্রয়ে তাহারা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি হইল, তাহা কে জানে? হইতে পারে, যে তাহারাও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ও দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যেমন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণ কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহারাও বোধ হয় অলক্ষিতভাবে সেইরূপ পতিত হইল। সমাজ নির্ম্মমভাবে যে পথে চলিয়াছে, সেইপথে বহু হতভাগ্য ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া লোকচক্ষুর অগোচর হইতেছে। তাহারা তাহাদিগের আবাসস্থান ত্যাগ করিল। তাহাদিগের গ্রাম তাহাদিগকে ভুলিয়া গেল। তাহাদিগের আবাসস্থান তাহাদিগকে বিস্মৃত হইল। কয়েক বৎসর কারাগারে থাকার পর, জিন্‌ভ্যালজিন্‌ও তাহাদিগকে ভুলিয়া গেল। তাহার অন্তঃকরণে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সেখানে ক্ষতের দাগ রহিয়া গেল। এই পর্য্যন্ত। টুলনে থাকাকালে সে একবার মাত্র তাহার ভগ্নীর কথা শুনিয়াছিল। বোধ হয়, ইহা তাহার কারাবাসের চতুর্থ বৎসরের শেষে। সে কিরূপে সংবাদ পায় তাহা বলিতে পারি না। তাহাদিগের পরিচিত কাহারও সহিত তাহার ভগ্নীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার ভগ্নী তখন প্যারিসে ছিল। সে যে পল্লীতে বাস করিত, তাহা দরিদ্রগণের আবাসস্থান। তাহার সহিত তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি ছিল। আর ছয় জনের কি হইল? বোধ হয়, সে নিজেও তাহা জানিত না। সে একটি ছাপাখানায় কার্য্য করিত। প্রাতঃকালে ছয়টার সময় কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইতে হইত। শীতকালে তাহার বহু পরে সূর্য্য উদয় হয়। যে বাড়ীতে ছাপাখানা ছিল, সেই বাড়ীতেই একটি বিদ্যালয় ছিল। সে তাহার শিশুপুত্রটিকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। উহার বয়ঃক্রম এক্ষণে সাত বৎসর হইয়াছিল। মাকে ছয়টার সময় কর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে হইত। ছেলেটি বিদ্যালয়ে সাতটার সময় প্রবেশ করিতে পাইত। অগত্যা ছেলেটিকে একঘণ্টা উঠানে বসিয়া অপেক্ষা

করিতে হইত। শীতে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, খোলা যায়গায়, এক ঘণ্টা বসিয়া থাকা কি কষ্টকর! ছেলেটিকে ছাপাখানায় যাইতে দিত না। তাহারা বলিত, ছেলেটি কাছে থাকিলে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। যখন লোকেরা কাজ করিতে যাইত, তখন দেখিতে পাইত, যে ছেলেটি বসিয়া ঝিমাইতেছে। অনেক সময় সে অন্ধকারে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। একটি বৃদ্ধা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। তাহার থাকিবার জন্য একটি সামান্য কুটীর ছিল। বৃষ্টি হইলে, বৃদ্ধা ছেলেটিকে তাহার ঘরে লইত। ঐ ঘরে একটি কোদাল, একটি চরকা ও দুইখানি চেয়ার ছিল। বালকটি এক কোণে শুইয়া ঘুমাইত। সে বিড়ালটিকে ঘেঁসিয়া শুইত এবং তাহাতে তাহার শীত কম করিত। সাতটার সময় বিদ্যালয় খুলিলে সে প্রবেশ করিত। জিন্‌ভ্যালজিন্‌ এইরূপ শুনিল।

সে একদিন এইরূপ শুনিল, ক্ষণকালের জন্য যেন উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিল এবং যাহাদিগকে সে ভালবাসিত, তাহাদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইল। তাহার পর গবাক্ষ রুদ্ধ হইল। আর কখনও সে কিছু শুনিতে পাইল না। তাহাদিগের কোনও সংবাদ আর তাহার নিকট পৌঁছিল না। সে তাহাদিগকে আর দেখে নাই। তাহাদিগের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। এই দুঃখের ইতিহাসে আর তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

চতুর্থ বৎসরের শেষে জিন্‌ভ্যালজিনের পলায়নের চেষ্টা করিবার পালা আসিল। সেই শোচনীয় স্থানের রীতি অনুসারে অন্য কয়েদিগণ তাহাকে পলায়নের সাহায্য করিল। সে পলাইল। দুইদিন সে মাঠে বিচরণ করিল। তাহাকে ধরিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখা, সামান্য শব্দে কম্পিত হওয়া, সকল জিনিষেই ভয় পাওয়া, ইহাকে যদি স্বাধীনতা বলা যায়, তবে সে ঐ দুইদিন স্বাধীন ছিল। সে যাহা দেখিল, তাহাতেই তাহার ভয় হইতে লাগিল। যদি কোন ছাদ হইতে ধুম উদ্গত হইতেছে দেখিল, যদি কোন কুকুর ডাকিল, যদি কোন অশ্ব দৌড়াইয়া গেল, যদি ঘড়ি বাজিল, তাহা হইলেই তাহার ভয় হইত, যে কেহ হয়ত পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। দিবাভাগে তাহার ভয়, কারণ তখন সকল দেখা যায়। রাত্রিতে তাহার ভয়, কারণ তখন কিছুই দেখা যায় না। বড় রাস্তায় তাহার ভয়, অন্য পথেও তাহার ভয়।

কোনও ঝোপ দেখিলে তাহার ভয় হইত। নিদ্রা যাইতে তাহার ভয় হইত। ৩৬ ঘণ্টাকাল সে কিছু খাইতে পাইল না ও নিদ্রা গেল না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে সে ধৃত হইল। বিচারে, পলায়ন করা অপরাধে, তাহার তিন বৎসর জেল হইল। এইরূপে আট বৎসর হইল। ষষ্ঠ বৎসরে, পুনরায় তাহার পলায়নের চেষ্টার পালা আসিল। সে চেষ্টা করিল কিন্তু পলায়ন করিতে পারিল না। হাজিরা ডাকার সময় সে অনুপস্থিত প্রকাশ পাইল। কামানের আওয়াজ করা হইল। রাত্রিকালে প্রহরিগণ দেখিতে পাইল, একখানি জাহাজ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার তলদেশে সে লুকাইয়া রহিয়াছে। প্রহরিগণ ধরিতে যাইলে, সে বাধা দিল। পলায়ন ও বাধা দেওয়া, দুইটি অপরাধ হইল। আইন অনুসারে তাহার আর পাঁচ বৎসর জেল হইল। ইহার মধ্যে দুই বৎসর, সে দুইটি শৃঙ্খল ধারণ করিবে, আদেশ হইল। এইরূপে ১৩ বৎসর হইল। দশম বৎসরে পুনরায় তাহার পলায়নের চেষ্টার পালা আসিল। সে আবার চেষ্টা করিল। এবারও সফলতা লাভ হইল না। পুনরায় তিন বৎসর জেল হইল। এইরূপে ১৬ বৎসর হইল। ত্রয়োদশ বৎসরে সে শেষ চেষ্টা করিল, এবং চারি ঘণ্টা অনুপস্থিতির পর ধৃত হইল। এই চারি ঘণ্টা অনুপস্থিতির জন্য আরও তিন বৎসর জেল হইল। এইরূপে তাহার ১৯ বৎসর কারাদণ্ড হইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সে কারামুক্ত হইল। একটি কাচ ভাঙ্গিয়া একখানি রুটী লওয়ায় সে ১৭৯৬ সালে কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল।

এইখানে সংক্ষেপে আমরা একটি অবান্তর কথা বলিব। গ্রন্থকর্ত্তা দণ্ডবিধি আইনের পর্য্যালোচনা কালে, এই দ্বিতীয়বার দেখিলেন, মানুষ রুটী চুরি করায় যে শাস্তি পাইল, তাহাতে তাহার ভাবী জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। ক্লড নামক এক ব্যক্তি রুটী চুরি করিয়াছিল। জিন্‌ভ্যালজিন্ রুটী চুরি করিয়াছিল। সরকারী কাগজ পত্র হইতে দেখা যায়, লণ্ডনে যে চুরি হয়, তাহার পাঁচটির মধ্যে চারিটির কারণ অনাহার।

জিন্‌ভ্যালজিন কাঁদিতে কাঁদিতে ও কম্পিত হৃদয়ে কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। যখন সে কারামুক্ত হইল, তখন সে কিছুই গ্রাহ্য করিল না। সে নিরাশ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিরক্তিপূর্ণ বিষণ্ণ হৃদয় লইয়া বাহির হইল।

তাহার মনে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল ?

(৭) নৈরাশ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা।—

আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

সমাজের এই সকল দেখা প্রয়োজন, কারণ ইহা সমাজেরই সৃষ্টি। আমরা বলিয়াছি, সে অজ্ঞ ছিল কিন্তু সে নির্ব্বোধ ছিল না। তাহার মন নৈসর্গিক আলোকে আলোকিত ছিল। মানুষ দুঃখে পড়িলে, আপনা হইতেই অনেক বিষয়, অপর অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারে। জিন্‌ভ্যালজিনের নৈসর্গিক বুদ্ধি, অভাবে পড়িয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন সে প্রহারিত হইয়া, শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিয়া, সূর্য্যের প্রখর কিরণে, জাহাজের কার্য্যে দিবা ভাগ কাটাইয়া, রাত্রিকালে অনাবৃত কাষ্ঠে শয়ন করিয়া, সময় কাটাইতেছিল, তখন সে মনোমধ্যে চিন্তা করিত।

সে আপনি আপনার বিচার করিত। সে আপনি অপরাধীর বেশে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইত।

সে স্বীকার করিত, যে সে নির্দ্দোষ নহে ও অন্যায় করিয়া তাহাকে শাস্তি দেয় নাই। সে স্বীকার করিত যে, সে অতিশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। তাহার মনে হইত, হয়ত আমি চাহিলে আমাকে রুটীখানি দিতে অসম্মত হইত না। অন্ততঃপক্ষে, আমার অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত ছিল, যে আমাকে দয়া করিয়া রুটীখানি দেয় কি না; অথবা আমি মজুরী করিয়া উহা খরিদ করিতে পারি কি না। যদি বলি, ক্ষুধার্ত্ত কি অপেক্ষা করিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর নাই, তাহা নহে। প্রথমতঃ, ঠিক অনাহারে মৃত্যু কদাচিৎ দেখা যায়; দ্বিতীয়তঃ, মানুষ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ইহা সৌভাগ্যই হউক বা দুর্ভাগ্যই হউক, সে বহুকাল অনেক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে, এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটে না। অতএব মানুষের ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। এমন কি, সেই শিশুগুলির মঙ্গল নিমিত্তই, আমার, ধৈর্য্য সহকারে, অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আমার ন্যায় হতভাগা দরিদ্রের পক্ষে, সমাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, বা চুরি দ্বারা দুঃখ এড়াইতে পারিবে, এইরূপ মনে করা পাগলের কার্য্য হইয়াছে। যে দ্বার দিয়া বাহির হইলে, অখ্যাতি-সাগরে মগ্ন হইতে হইবে, সেই দ্বার দিয়া

দুঃখ হইতে পলায়নের চেষ্টা করা দোষ হইয়াছে। অতএব সাব্যস্ত হইতেছে যে আমি দোষী।

তখন তাহার মনে প্রশ্ন হইল—

এই দারুণ দুর্ঘটনার জন্য আমি একা দোষী? আমি যে কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও কাজ পাইলাম না, ইহা কি বিষম কথা নহে? আমি দোষী, ইহা স্বীকার করিলেও আমার শাস্তি কি নিষ্ঠুর ও অত্যধিক হয় নাই? অপরাধের সহিত কি শাস্তির সামঞ্জস্য আছে? অপরাধী যে দোষ করে ও আইন যে শাস্তি নির্দ্দেশ করে, এই দুইটি তুলনা করিলে কি, আইনের দোষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইবে না? তুলাদণ্ডে ওজন করিলে কি, শাস্তির দিক অধিক ভারী দেখা যাইবে না? শাস্তি কি এত অধিক নহে, যে অপরাধীর অপরাধ আর গণনীয় থাকে না? তাহার মনে হইত, শাস্তির আতিশয্য হেতু অবস্থার বৈপরীত্য ঘটিতেছে ও অধমর্ণ উত্তমর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, অপরাধীর প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা করা উচিত। যে দোষ করিয়াছে, সমাজ-বিধি মানে নাই, সেই সহানুভূতির যোগ্য, ইহাই স্থির।

তাহার মনে হইত, যে তাহার পাঁচ বৎসর কারাবাস আজ্ঞা অন্যায় হইয়াছে। সে পলায়নের চেষ্টা করায় যে তাহার পুনঃ পুনঃ দণ্ড বাড়িয়াছে, তাহা অন্যায় হইয়াছে। ফলে, ইহা দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহা, ব্যক্তি বিশেষের উপর, সমাজের অত্যাচার। এই অপরাধ ১৯ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ সমাজ তাহার বিরুদ্ধে করিয়াছে।

শ্রমশীল মানুষ, যখন কার্য্য অভাবে, অন্নের সংস্থান করিতে অপারগ হয়, তখন তাহাতে সমাজের অসঙ্গত অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার, যখন সমাজ শাস্তি বিধান দ্বারা, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, তখন সমাজ, যে বিবেচনা শক্তির পরিচয় প্রদান করে, তাহা অতি নিষ্ঠুর। দরিদ্র অন্ন সংস্থান করিতে না পারিয়া, অপরাধ করিলে, সমাজের শাস্তি দেওয়ার কি অধিকার আছে?

কেহ ভাগ্যক্রমে ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করে, কেহ দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইল, তাহারা সবিশেষ দয়ার পাত্র। সমাজ যে তাহাদিগের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, তাহা কি দারুণ অত্যাচার নহে?

এই সকল প্রশ্ন তাহার মনোমধ্যে উদিত হইত। যে উত্তর তাহার মনে আসিত, তাহাতে তাহার বিচারে সমাজ দোষী সাব্যস্ত হইত।

সমাজ প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিবে, সমাজের এই শাস্তি সে স্থির করিল।

সে স্থির করিল, যে দুর্ভাগ্যক্রমে সে যে কষ্টভোগ করিতেছে, সমাজ তাহার জন্য দায়ী। সে আপনা আপনি বলিত, একদিন সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। সে সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছে ও সমাজ তাহার যে অনিষ্ট করিতেছে, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। পরিশেষে, সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, যে তাহার দণ্ড, একেবারে অকারণ না হইলেও, নিতান্ত কঠোর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রোধ, অসঙ্গত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইতে পারে। বিরক্তি, অকারণে হইতে পারে। কখনও কখনও মনে হয়, ন্যায় আমার দিকে, অপরে আমার প্রতি অন্যায় করিতেছে। তখন অন্যায়কারীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। জিন্‌ভ্যালজিনের সমাজের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল।

পরন্তু, সমাজ তাহার অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে নাই। সমাজ, দণ্ডবিধান সময়ে, যে ক্রোধের মূর্ত্তি ধারণ করে, যাহা ন্যায় নামে পরিচিত, জিন্‌ভ্যালজিন্ সমাজের সেই মূর্ত্তিমাত্র দেখিয়াছিল। মানুষ, তাহার সংস্রবে আসিলেই, তাহাকে আঘাত করিয়াছে, তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। শৈশবে, যখন তাহাকে তাহার মাতা ও ভগ্নী লালনপালন করিয়াছিল, তাহার পর, তাহার সহিত, কেহ সদয় ভাবে কথা কহে নাই, কেহ তাহার উপর সদয় দৃষ্টিপাত করে নাই। দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া, তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, যে জীবন, সংগ্রাম বিশেষ এবং এই সংগ্রামে, সে পরাজিত হইয়াছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যতীত তাহার অন্য অস্ত্র ছিল না। সে কারাগারে থাকা কালে, সেই অস্ত্র শাণিত করিবে ও যখন কারামুক্ত হইবে, তখন সেই অস্ত্র লইয়া বাহির হইবে, স্থির করিল।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য, টুলনে একটি বিদ্যালয় ছিল। ঐ বিদ্যালয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহারা ইচ্ছা করিত, তাহারা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। জিন্‌ভ্যালজিনের শিখিবার ইচ্ছা ছিল। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল এবং শিখিতে,

পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিল। সে মনে করিল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিতে পারিলে, সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে সুবিধা হইবে। কখন কখনও শিক্ষাও অনিষ্টসাধনের সহায়তা করে।

বলিতে দুঃখ হয়, তাহার অসুখের মূল, সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, সে সমাজস্রষ্টা ভগবানের বিচারে প্রবৃত্ত হইল এবং ভগবান্‌কেও দোষী সাব্যস্ত করিল।

যে উনিশ বৎসর সে যন্ত্রণা ভোগ করিল ও দাসত্ব করিল, সেই সময়, যেমন একদিকে, তাহার মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইল, অন্যদিকে তাহা নাস্তিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। তাহার মন উন্নত ও অবনত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, জিন্‌ভালজিন্‌, স্বভাবতঃ, মন্দলোক ছিল না। যখন কারাগারে প্রবেশ করিল তখনও সে ভালই ছিল। কারাগারে অবস্থানকালে, সে সমাজের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইল। সে বুঝিল, সে দুষ্ট হইতেছে। সে ভগবানের প্রতি দ্বেষ-বিশিষ্ট হইল, বুঝিল, সে নাস্তিক হইতেছে। এইস্থানে একটি বিষয় বিবেচনা না করিয়া থাকা যায় না।

মনুষ্য প্রকৃতিতে কি এইরূপ আমূল পরিবর্তন ঘটে? ভগবান্‌ যে মানুষকে সৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ কি তাহাকে অসৎ করিতে পারে? যদি অদৃষ্ট মন্দ হয়, তাহা হইলে কি অদৃষ্টচক্রে মনুষ্য অসতে পরিণত হয়? অতি নিম্নগৃহে বাস করিলে, মেরুদণ্ড যেরূপ কুব্জ হইয়া যায়, বিষম ক্লেশ মধ্যে পতিত হইয়া, মনুষ্যের অন্তঃকরণ কি এমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এমন সকল দোষে দূষিত হয়, এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ও কুদৃশ্য হইয়া পড়ে, যাহার আর সংশোধন হয় না? প্রতি মনুষ্যে কি এমন কিছু দেব-অংশ নাই—এই জিন্‌ভালজিনের কি উজ্জ্বল দেবী-প্রকৃতি ছিল না, যাহাকে এই পৃথিবীর অমঙ্গল দূষিত করিতে পারে না, যাহা পরলোকে অমর, মঙ্গল যাহাকে পুষ্ট করিতে পারে, যাহার উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত, প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে এবং যাহাকে অমঙ্গল একবারে ধ্বংস করিতে পারে না?

এই সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। টুলনে থাকা কালে, অবসর পাইলে, সে নঙ্গর তুলিবার যন্ত্রের কাষ্ঠের উপর, দুই কর একত্র করিয়া রাখিত এবং লৌহ শৃঙ্খলের প্রান্তভাগ তুলিয়া পকেট মধ্যে রাখিত। তাহাতে উহা আর ঝুলিত না। তখন সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িত। অপরাধীর প্রতি

রোষ কষায়িত নেত্রে দর্শন করিতে অভ্যস্ত দণ্ডবিধি, তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তাহার হৃদয় ও ভগবানের প্রতি কঠোরতায় পূর্ণ হইয়াছে। এই নীরব, গম্ভীর, চিন্তাব্যাকুল হৃদয়, বিষাদ-গ্রস্ত মলিনমুখ লোকটিকে দেখিলে, উপরি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে, সম্ভবতঃ, সকল প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই, ইতঃস্ততঃ না করিয়া, একবারেই বলিতেন যে, তাহার মধ্যে, এরূপ দেব-অংশ কিছু ছিল না।

আমরা আদৌ গোপন করিতে চাহি না, যে দার্শনিক, মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে এমন দুর্ভাগ্যচিহ্ন দেখিতে পাইতেন, যে তাহার প্রতিবিধান কিছু ছিল না। সমাজবিধি তাহার যে মানসিক কষ্ট সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্য, সম্ভবতঃ, তিনি তাহাকে দয়ার পাত্র মনে করিতেন। তিনি তাহার চিকিৎসার কোনও চেষ্টা করিতেন না। তাহার চিত্ত মধ্যে যে অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর গুহাসকল রহিয়াছে, তিনি সে দিক হইতে নিজ দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করিতেন। ভগবান্ নিজ অঙ্গুলি দ্বারা সকল মনুষ্যের ললাটে একটি শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই শব্দ—"আশা"। নরকদ্বারে দণ্ডায়মান দান্তের ন্যায়, দার্শনিক, জিন্‌ভ্যাল-জিনের ললাট হইতে, ঐ শব্দ মুছিয়া ফেলিতেন।

তাহার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া, যেরূপ পরিষ্কার ভাবে, আমরা ইহা পাঠক-বর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সে আপনি কি তাহা সেইরূপ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়াছিল? তাহার মানসিক ব্যাধির লক্ষণ সকল যখন প্রকাশ পাইতেছিল তখন, বা সেই ব্যাধি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর, সে কি তাহার সকল কারণ স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছিল? বহু বৎসর ধরিয়া, তাহার মনোমধ্যে প্রতিভাত বিষাদপূর্ণ ছবি, যে চিন্তা পরম্পরায় গঠিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলি কি সেই অজ্ঞ, নিরক্ষর, পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিল? তাহার মনোমধ্যে যাহা ঘটিতেছিল, তাহার চিন্তা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা কি সমস্ত বুঝিয়াছিল? আমরা তাহা বলিতে চাহি না। আমরা তাহা বিশ্বাস ও করি না। তাহার দুর্ভাগ্য ঘটিবার পরেও সে এরূপ অজ্ঞ ছিল, যে অনেক বিষয়ই সে পরিষ্কাররূপে বুঝিত না। তাহার মনে কি হইতেছে, অনেক সময় সে নিজেই তাহা বুঝিত না। সে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল; বলা যাইতে পারে, যে তাহার বুঝিবার শক্তি যে পরিমাণ ছিল তাহার বিদ্বেষ তাহা অপেক্ষা অধিক ছিল। নিদ্রাতুর স্বপ্নে অথবা অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ

পথ অন্বেষণ করে, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন তাহার মন, সেইরূপ অগ্রসর হইতে চাহিত। কখনও কখনও বাহিরের ঘটনায় বা চিন্তাপ্রযুক্ত, তাহার রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, যন্ত্রণার আতিশয্য অনুভূত হইত। সেই সহসাগত প্রদীপ্ত রোষানলের তীব্র জ্যোতিঃতে তাহার মন আলোকিত হইয়া উঠিত এবং সহসা তাহার চারিদিকে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সেই রোষানলের ভয়ঙ্কর আলোকে, সে আপন অদৃষ্টের বিষাদপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি দেখিতে পাইত।

সেই আলোক নির্ব্বাপিত হইলে, আবার তাহার মন অন্ধকারে মগ্ন হইত। তখন তাহার মনের কি অবস্থা, তাহা সে নিজেই জানিত না। সে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, নির্দ্দয়তাই, প্রচুর পরিমাণে, তাহার কারণ। এইরূপ যন্ত্রণায় মানুষকে পশু করিয়া তুলে; মানুষ, ক্রমে ক্রমে, যেন মানুষের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বন্য পশুর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। কখন কখনও ভয়ঙ্কর পশু হইয়া দাঁড়ায়।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া যে বারংবার পলায়ন চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা হইতেই মনস্তত্ত্বের এই বিস্ময়কর বিধি প্রমাণীকৃত হইতেছে। তাহার পলায়ন চেষ্টা বারংবার বিফল হইলেও সে সুবিধা পাইলেই পুনরায় পলাইবার চেষ্টা করিত। চেষ্টায় কি হইবে, চেষ্টা করিয়া কি ফল হইয়াছে তাহা সে ক্ষণকাল জন্যও চিন্তা করিত না। ব্যাঘ্র পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলে যেরূপ পলায়ন করে সেও সেইরূপ পলায়ন করিত। ফল সম্বন্ধে, তাহার কিছুই মনে থাকিত না। প্রবৃত্তি বলিত—"পলাও।" বুদ্ধি বলিত—"থাক।" বিষম প্রলোভনের সমক্ষে বুদ্ধি অন্তর্হিত হইত এবং প্রবৃত্তির জয় হইত—পশুর ন্যায় সে কার্য্য করিত। পুনরায় ধৃত হইলে যখন অধিকতর শাস্তি হইত, তাহাতে সে আরও বিবেচনা-শূন্য হইত।

কারাগারে, কোনও ব্যক্তি, শারীরিক বলে তাহার নিকটবর্ত্তীও ছিল না। কাজ করিবার সময়, সে একা চারিজনের সমান কাজ করিত। অতি গুরুভার দ্রব্য সে কখনও কখনও তুলিয়া ধরিয়া থাকিত। আবশ্যক হইলে, সে ভার উত্তোলনের যন্ত্রের কাজ করিতে পারিত। সেইজন্য তাহার সঙ্গিগণ আমোদ করিয়া তাহাকে সেই যন্ত্রের নাম দিয়াছিল। একদা, তাহারা টুলনের টাউনহলের বারান্দা মেরামত করিতেছিল। যে সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি থামগুলির উপর ঐ বারান্দা অবস্থিত ছিল, তাহার একটি আলগা হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে

জিন্‌ভ্যালজিন্ আপন স্কন্ধে ঐ থাম ধরিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাতেই মজুরগণ আসিবার সময় পাইয়াছিল।

সে আপন পেশীসমূহ ইচ্ছাগত এরূপ আকুঞ্চন করিতে পারিত যে তাহার এই ক্ষমতা শারীরিক বল অপেক্ষা অধিক ছিল। যে সকল কয়েদী সর্ব্বদা পলাইবার কল্পনায় নিযুক্ত থাকে, তাহারা শারীরিক শক্তি ও কৌশল মিশ্রণে এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই ক্ষমতা পেশী সংক্রান্ত। কিরূপে পেশীসকল যে স্থানে স্থাপিত হইবে তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, তৎসংক্রান্ত দুর্ব্বোধ্য নিয়মাবলী কয়েদিগণ প্রত্যহ অভ্যাস করিত। মক্ষিকা ও পক্ষিগণের ক্ষমতাকে তাহারা হিংসার চক্ষে দৃষ্টি করিত। যে প্রাচীর সমান ভাবে সোজা উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু যেখানে অসমান স্থান দেখিতে পায় না, সেইরূপ প্রাচীরে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ অনায়াসে উঠিতে পারিত। তাহার পৃষ্ঠদেশের ও পদদ্বয়ের পেশী সমূহ এরূপ নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে প্রস্তরপৃষ্ঠে অসমতল স্থানে কনুই ও পদমূল স্থাপন করিয়া সে অক্লেশে ত্রিতলের ছাদে উঠিতে পারিত। সে কখনও কখনও এইরূপে কারাগারের ছাদে উঠিত।

সে অল্প কথা কহিত, কখনও হাস্য করিত না। অতি প্রবল ভাববশে যদি কখনও হাস্য করিত, তাহা বিষাদপূর্ণ ও তাহা রাক্ষসের হাস্যের ন্যায় ভয়ানক। তাহার আকৃতি দেখিলে মনে হইত, যেন সে সর্ব্বদাই কোনও ভয়ানক কার্য্যের সঙ্কল্পে ব্যাপৃত আছে।

যথার্থই তাহার মন চিন্তামগ্ন থাকিত।

সেই অশিক্ষিত, বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি ব্যক্তির মনে অস্পষ্টরূপে উদয় হইত, যে যেন অস্বাভাবিক কিছু তাহাকে চাপিয়া রহিয়াছে। সে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে চাপা রহিয়াছে, সেখান হইতে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু তুলিলে সে দেখিত, দণ্ডবিধি, কুসংস্কার, মানব ও তাহার আচরণ, ইহাদিগের অনির্দ্দিষ্টাবয়ব, ভীষণ সমবায় তাহার উপর অবস্থিত রহিয়াছে। সেই দৃশ্যে তাহার হৃদয় যুগপৎ ভয় ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিত। উহার সীমা তাহার দৃষ্টির বাহিরে। উহার আয়তন তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। ঐ বিপুলায়তন দ্রব্য আর কিছুই নহে, ইহাকে আমরা "সভ্যতা" বলি। এই বিপুল, আকৃতিবিহীন সমবায় মধ্যে, কোথাও কোথাও, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, কখনও অতি উচ্চে, দলবদ্ধভাবে ও পৃথকভাবে অবস্থিত ব্যক্তিকে সে পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইত। উহার কেহ লাঠি হস্তে কারারক্ষক

কেহ বা তরবারিধারী প্রহরী ; দূরে উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী প্রধান ধর্ম্ম যাজক ; বহুদূরে, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তকলেবর, রাজমুকুটভূষিত, সম্রাট্। তাহার মনে হইত, এই দূরবর্ত্তী উজ্জ্বলবস্তু সমূহ তাহার অন্ধকার বিনাশ না করিয়া, ইহাকে আরও ঘনীভূতও বিষাদপূর্ণ করিতেছে। সভাসমাজের যে গতি ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার নিয়ম জটিল, কারণ দুর্ব্বোধ্য। জিন্‌ভ্যালজিন মনে করিত এই বিধি, কুসংস্কার, কার্য্য, মনুষ্য ও বস্তুর সমবায়—তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা যখন তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত ও নিপীড়িত করিতেছে, তখনও তাহা চাঞ্চল্যশূন্য। ইহা পরদুঃখে বিচলিত হয় না ও কদাপি নিয়মের অন্যথা করে না। যে মানব দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমায় উপনীত হইয়াছে, যে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে, সমাজ যাহাকে দণ্ডিত করিয়াছে, সে বুঝিতে পারে, সমাজ কিরূপে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। যে উহার তলদেশে পতিত হয় নাই, তাহার পক্ষে, উহার শক্তি অপরিমেয় ; যে উহার তলদেশে পতিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে, দারুণ শোকাবহ।

ঈদৃশী অবস্থার মধ্যে জিন্‌ভ্যালজিন্ চিন্তা করিত। তাহার চিন্তা কিরূপ ছিল? যদি জাঁতাতে যে শস্যকণা পেষিত হইতেছে, তাহার চিন্তা সম্ভব হইত, তাহা হইলে, সে যাহা ভাবিত, জিন্‌ভ্যালজিন্ তাহাই চিন্তা করিত।

কল্পনাসৃষ্ট আকৃতি-বহুল বাস্তব পদার্থ ও বাস্তব-বহুল কাল্পনিক ছবিতে তাহার মন এরূপভাবে পূর্ণ করিয়াছিল যে, তাহার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

পূর্ব্ব অপেক্ষা তাহার বিবেচনা শক্তি বাড়িয়াছিল, কিন্তু এখন আর সে পূর্ব্বের মত নিরীহ ছিল না।

সে কখন কখনও কাজ করিতে করিতে থামিয়া যাইত ও চিন্তায় নিমগ্ন হইত। তখন তাহার মন বস্তুতা স্বীকার করিত না। তাহার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত। যে অবস্থায় সে রহিয়াছে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইত না। তখন সে আপনাআপনি বলিত—আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। সে কয়েক হস্ত দূরে দণ্ডায়মান কারারক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিত, ইহা স্বপ্নে দৃষ্টমাত্র। সহসা কাল্পনিক বলিয়া প্রতিভাত সেই কারারক্ষকমূর্ত্তি তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিত।

দৃশ্যমান প্রকৃতি তাহার পক্ষে ছিল না বলিলেই হয়। সূর্য্য, মেঘনির্ম্মুক্ত, মনোহর দিবাভাগ, উজ্জ্বল আকাশ, মধুর বসন্তের উষা, তাহার পক্ষে ছিল না বলিলে, মিথ্যা বলা হইবে না। কিসে তাহার মনে আনন্দরশ্মি বিকীরণ করিত, তাহা বলিতে পারি না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহার শেষ ফল, যতটুকু সম্ভব, সংক্ষেপে বলিয়া, আমরা এই অধ্যায় সমাপন করিব। ফেভারোলে যখন জিন্‌ভালজিন্‌ গাছের কার্য্য করিত, তখন সে বিনীত ছিল। এখন সে ভীষণ প্রকৃতির হইয়াছে। কারাগারে তাহার মন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে দুই প্রকার দুষ্কার্য্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। প্রথমতঃ, সে যে কষ্টভোগ করিতেছে, তাহার প্রতিশোধে, সে, হঠাৎ, কোনও রূপ চিন্তা না করিয়া, প্রবৃত্তিবশে, সত্বর কোনও দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, তাহার দুর্ভাগ্য মধ্যে যে সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণা তাহার মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তদনুসারে সে এমন কোনও দুষ্কার্য্য করিতে পারিত, যাহা সে আপন মনোমধ্যে তর্কবিতর্কের পর, ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে বিচার দ্বারা উহা করা স্থির করিত। উহা সমাধা করিতে তাহার শক্তির প্রয়োগ করিত ও অধ্যবসায়সহকারে তাহা সম্পন্ন করিত। সমাজের প্রতি ক্রোধ, অসীম বিরক্তি, অপমানবুদ্ধি এই সকল ঐরূপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। অত্যাচারপীড়িত হইয়া, তাহার ক্রোধ যে কেবল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা নহে; নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতিও তাহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সমাজবিধির প্রতি বিদ্বেষ হইতে তাহার সকল চিন্তা উদ্ভূত হইত ও সেইখানে তাহার চিন্তা পর্য্যবসিত হইত। যদি কোনও দৈব ঘটনায় এই বিদ্বেষ প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে, যথাকালে ইহা সমাজের প্রতি বিদ্বেষ, পরে মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ, পরে সৃষ্টজীব মাত্রের প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয় ও সহসা যে কোনও জীবিত ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনের অস্ফুট ইচ্ছায় ইহা প্রকাশ পায়। তাহার ছাড়পত্রে যে তাহাকে অতিশয় ভয়ানক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অকারণে নহে।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার হৃদয় একেবারে নীরস হইয়া গিয়াছে। হৃদয় নীরস হইলে, চক্ষুতে জল থাকে না। যখন কারামুক্ত হইল, তখন উনিশ বৎসর সে কাঁদে নাই।

(৮) তরঙ্গ ও ছায়া—

বারিধি বক্ষ বহিয়া বহু আরোহিপূর্ণ জাহাজ চলিয়া যাইতেছে। সহসা জনৈক আরোহী জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া গেল।

কাহারও ক্ষতি নাই। জাহাজ থামিল না। বায়ু বহিতেছে। নির্ম্মম জাহাজ নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য। অগ্রসর হইয়া চলিল।

সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। পুনরায় তাহাকে দেখা গেল। সে ডুবিল, পুনরায় সে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিল। সে ডাকিতে লাগিল। সে বাহু প্রসারণ করিতে লাগিল। কেহ তাহার কথা শুনিল না। ঝটিকায় কম্পমান জাহাজ আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। আরোহিগণ ও নাবিকগণ কেহই নিমজ্জমান ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না। উত্তালতরঙ্গমালায় সেই হতভাগ্যের মস্তক একটি দাগ মাত্র। সে তরঙ্গ মধ্য হইতে প্রাণপণে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। দূর হইতে দূরগত সেই জাহাজের দৃশ্য, তাহার পক্ষে কি ভীষণ! উন্মত্তের ন্যায় সে ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। ইহা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে—অস্পষ্ট হইতেছে—ইহার আকার ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছে—এখনই সে ইহার উপর ছিল। অপরাপর আরোহিগণের মত সেও একজন ছিল। অপরের ন্যায়, সেও ইহার উপর বিচরণ করিতেছিল। সকলে যেমন নিশ্বাস ফেলিতেছিল, সকলে যেমন সূর্য্যালোক উপভোগ করিতেছিল, সেও সেইরূপ করিতেছিল। তখন সে জীবিতগণের একজন ছিল। কি ঘটিল? তাহার পদস্খলন হইল, সে পড়িল। তাহার সকল ফুরাইল।

সে ভীষণ সমুদ্রবক্ষে পতিত হইল। তাহার পদতলে যাহা, তাহা তাহার ভার সহে না—তাহা সরিয়া পড়ে। ঝটিকায় তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ হইয়া, তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত; তাহারা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বারিরাশির লেলিহান জিহ্বা সবলে তাহার মস্তক উপর আপতিত হইল। তরঙ্গসকল জনসমূহের ন্যায় তাহার উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সলিলরাশি আপন বিবর মধ্যে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। যখনই সে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, তখনই তাহার অন্ধকারপূর্ণ গুহার অনুভূতি হইতে লাগিল। সমুদ্রগর্ভস্থ অপরিচিত ভীষণ গুল্মাদি তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, তাহার পা আটকাইতে লাগিল এবং তাহাকে টানিতে লাগিল। সে বুঝিল ধ্বংস তাহার

সম্মুখে। সে ফেনপুঞ্জের অংশীভূত হইয়া পড়িতেছে। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে সে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। লবণাক্ত সলিল তাহার গলাধঃকরণ হইতে লাগিল। নীচাশয় সমুদ্র তাহাকে সক্রোধে আক্রমণ করিতে লাগিল ও ডুবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অসীম শক্তি, ক্রীড়া করিতে করিতে, তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। বোধ হয়, সেই সলিলরাশি ঘৃণার প্রতিমূর্ত্তি।

তথাচ সে চেষ্টা হইতে বিরত হইল না।

সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে যাহাতে ভাসিয়া থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সন্তরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে যাহার সকল শক্তি ফুরাইয়া যায়, সে অসীম শক্তিশালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

জাহাজখানি তখন কোথায়? দূরে ক্ষীণালোকে দিকচক্রবালের শেষ সীমায় উহা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। ফেনপুঞ্জ তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। চক্ষু উত্তোলন করিয়া সে মেঘ সকলের কৃষ্ণমূর্ত্তি মাত্র দেখিল। সেই উন্মত্ততা তাহাকে বিষম পীড়িত করিতে লাগিল। মনে হইল, সে শব্দ অপার্থিব—তাহা পৃথিবীর সীমার বাহিরের প্রদেশ হইতে আসিতেছে—সে প্রদেশের ভীষণতা মনুষ্য জ্ঞানের অগোচর।

মেঘের উপর পক্ষী আছে। দেবতাগণ মনুষ্যের যন্ত্রণা দেখিতেছেন। তাঁহারা তাহার কি করিতে পারেন? তাহারা গান গাহিয়া উড়িয়া, ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে বুঝিল উপরে অনন্ত আকাশ নিম্নে অনন্ত সমুদ্র—তাহার কবর—আকাশ তাহার কবরের ছাদ। সমুদ্র তাহার আবরণ।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সে বহুক্ষণ সন্তরণ করিতেছে। তাহার শক্তি লোপ হইল। জাহাজ আরোহিগণ লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সেই ভীষণ সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে সে একাকী রহিয়াছে। সে ডুবিতেছে। সে তখনও বাঁচিবার চেষ্টায় বল প্রকাশ করিতে লাগিল। অদৃষ্টের অপার্থিব তরঙ্গে সে উপনীত হইয়াছে, অনুভব করিল। সে চীৎকার করিল। মনুষ্য সেখানে নাই। ভগবান্‌ কোথায়?

"রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া সে চীৎকার করিতে থাকিল। দৃষ্টিপথে কেহ নাই। স্বর্গে কেহ নাই।

সে অসীম সমুদ্রকে, তরঙ্গকল্লোলকে, সমুদ্রগর্ভস্থ গুল্মরাশিকে, সমুদ্রগর্ভস্থিত পর্ব্বতকে অনুনয় করিল। তাহারা বধির। সে ঝটিকাকে অনুনয় করিল। অবিচলিতহৃদয় ঝটিকা কেবল অনন্তেরই নির্দ্দেশানুবর্ত্তী। তাহার চারিদিকে অন্ধকার, কুজ্ঝটিকা ও নির্জ্জনতা, প্রাণবিহীন জড়ের গর্জ্জন ও উন্মত্ত বারি-রাশির ঝটিকাজনিত বিক্ষুব্ধতা ও অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ তরঙ্গ; তাহার মধ্যে দারুণ ভীতি ও ক্লান্তি, তাহার নিম্নে অতলস্পর্শ সমুদ্র। তাহার ভার সহে এমন কিছুই নাই। অনন্ত অন্ধকারে মৃতদেহের শোচনীয় কার্য্যাবলী তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। অতল সমুদ্রের শীতল জলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইল। সে শেষ চেষ্টা করিল—হাত বাড়াইল, মুষ্টি বদ্ধ করিল কিন্তু ধরিবার কিছুই পাইল না। ঝটিকা, মেঘ, বাত্যা, অনাবশ্যক নক্ষত্রপুঞ্জ কি করিবে? নিরাশ হইয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করিল। শ্রান্ত হইয়া, সে মৃত্যুকেই বরণ করিল। আর বাধা দিল না। সে ডুবিল, তখন সে চিরকালের জন্য সেই শোচনীয় নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে উৎক্ষিপ্ত হইতে হইতে চলিল।

হায়, সমাজ কিরূপ নির্ম্মমতার সহিত চলিয়াছে। এইরূপে কত মনুষ্যের ইহকাল, পরকাল নষ্ট হইল। সমাজবিধি কত লোককে এইরূপ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছে। সাহায্য করিবার লোকের অভাবের কি শোচনীয় পরিণাম। হায়, কত লোকের পারলৌকিক সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

মনুষ্য যখন অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তখন তাহাদিগের অবস্থা সমুদ্রে নিপতিত এই মানবের সদৃশ। অপরাধীর অসীম যন্ত্রণা এই সমুদ্র।

এই সমুদ্রে নিমগ্ন হইলে মানবের নৈতিক জীবনের বিনাশ হইতে পারে। কে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবে?

(৯) অসন্তোষের নূতন কারণ—

যখন কারামুক্ত হইবার সময় আসিল এবং বিস্ময়সহকারে জিন্ভ্যাল্জিন্ শুনিল, যে সে পুনরায় স্বাধীন হইল, তখন সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—উহা তাহার পক্ষে এতই অসম্ভব ও আশার অতিরিক্ত। সহসা যেন জীবনী-শক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যেন উজ্জ্বল আলোকে তাহার মন আলোকিত হইল

কিন্তু শীঘ্রই সে আলোক ক্ষীণ হইয়া গেল। স্বাধীন হইতেছে, এই আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে সে নবজীবন লাভ করিল। কারামুক্ত ব্যক্তি হরিদ্রাবর্ণের "ছাড়পত্র" লইয়া বাহির হইলে, তাহার স্বাধীনতা কিরূপ, তাহা সে শীঘ্রই বুঝিল।

যে সকল ঘটনায় তাহার ঐ জ্ঞান জন্মিল, তাহাতে তাহার চিত্ত অপ্রসন্নতায় পূর্ণ হইল। তাহার হিসাব অনুসারে কারাগারে তাহার উপার্জ্জন ৯৬৲ টাকা হইত। উৎসবের দিন ও প্রতি রবিবার তাহার কিছু উপার্জ্জন ছিল না। হিসাবে সে তাহা ধরে নাই। ১৯ বৎসরে ইহাতে তাহার প্রায় ৩৪৲ টাকা কম হইল। যাহা হউক, নানা রকমে বাদ যাইয়া তাহার মাত্র ৬২৲ টাকা কয়েক আনা পাওনা হইল। বিদায় সময় ঐ টাকা তাহাকে গণিয়া দেওয়া হইল।

সে ইহার কিছুই বুঝিল না। সে মনে করিল, যে তাহার উপর অত্যাচার করা হইল। তাহার টাকা চুরি করিয়া লইল।

যে দিন কারামুক্ত হইল, তাহার পর দিন, গ্রাসি নগরে একটি মদের কারখানার সম্মুখে কয়েকজন লোক বোঝা নামাইতেছিল। সে কাজ করিতে চাহিল। সত্বর বোঝা নামানর প্রয়োজন ছিল। তাহাকে নিযুক্ত করা হইল। সে কাজ করিল। সে বুদ্ধিমান, বলবান ও কার্য্যকুশল ছিল। সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করিল। কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল। যখন সে কাজ করিতেছিল, সেই সময়, একজন পুলিশের লোক চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে দেখিল এবং তাহার "ছাড়" দেখিতে চাহিল। অগত্যা তাহাকে হরিদ্রাবর্ণের "ছাড়"খানি দেখাইতে হইল। তাহার পর সে পুনরায় আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। কিছু পূর্ব্বে সে মজুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিল, যে তাহারা ঐ কার্য্য করিয়া দৈনিক এক টাকা উপার্জ্জন করে। পরদিন তাহাকে ঐ স্থান ছাড়িতে হইবে; সুতরাং সে সন্ধ্যাকালে কর্ত্তার নিকট মজুরি চাহিতে গেল। কর্ত্তা কিছু না বলিয়া তাহাকে একটি আধুলি ফেলিয়া দিলেন। সে আপত্তি করিল; কর্ত্তা বলিলেন "তোর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।" সে জেদ করিতে লাগিল। কর্ত্তা তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"সাবধান! যেন পুনরায় কারাগারে যাইতে না হয়।"

এখানেও তাহাকে ঠকাইল, ইহা সে বুঝিল। সমাজের প্রতিনিধি, কর্ত্তৃপক্ষ

কারাগারে তাহার সমস্ত পাওনা তাহাকে না দিয়া ঠকাইয়াছে। এখন সমাজের লোকেরা তাহাকে পৃথকভাবে ঠকাইতে লাগিল। কারামুক্ত হইলেই উদ্ধার হয় না। অপরাধী কারামুক্ত হয় কিন্তু তাহার অপরাধ ক্ষালিত হয় না।

গ্রাসি নগরে এইরূপ ঘটিয়াছিল। ডি নগরে তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

(১০) লোকটি জাগিল—

গির্জ্জার ঘড়িতে দুইটা বাজিতেছে এমন সময় জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তাহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ, তাহার বিছানা তাহার পক্ষে বড়ই সুখকর হইয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর সে বিছানায় শুইতে পায় নাই। যদিও সে কাপড় না ছাড়িয়া শয়ন করিয়াছিল, তথাচ সেই শয্যার সুখাতিশয্যে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল।

ইতিমধ্যে সে চারি ঘণ্টা ঘুমাইয়াছে; তাহার ক্লান্তি অপনীত হইয়াছে। অধিকক্ষণ নিদ্রায় কাটান তাহার স্বভাব ছিল না।

চক্ষু চাহিয়া, অন্ধকার মধ্যে সে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পরে পুনরায় চক্ষু বুঝিল। তাহার ইচ্ছা সে পুনরায় নিদ্রামগ্ন হয়।

দিবাভাগে মন বহুপ্রকার ঘটনায় চঞ্চল থাকিলে ও নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে, মানুষ একবার ঘুমাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার আর নিদ্রা হয় না। যত সহজে একবার ঘুম আসে, তত সহজে দ্বিতীয়বার ঘুম আসে না। জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার আর ঘুম আসিল না। সে চিন্তায় মগ্ন হইল।

এক্ষণে তাহার চিন্তাস্রোত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল। পূর্ব্ব স্মৃতি ও বর্ত্তমানের অনুভূতি সকল মিলিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের যথাযথ মূর্ত্তি স্থির থাকিতে ছিল না। কখন ও এমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল যে কোনও রূপ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছিল না; আবার কর্দ্দম মিশ্রিত ও বীচি সঙ্কুল নদীগর্ভে নিমজ্জিত দ্রব্যের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। তাহার মনে অনেক চিন্তার উদয় হইতেছিল—তন্মধ্যে একটি চিন্তা বারংবার

নূতন নূতন ভাবে আসিতেছিল ও অপর সকল চিন্তা বিদূরিত করিয়া দিতেছিল। সে চিন্তা কি, বলিতেছি। রৌপ্য নির্ম্মিত বাসনগুলি ম্যাগ্‌লইর যখন রাখিতেছিল, সে তাহা দেখিয়াছিল।

সেই ছয় প্রস্থ বাসন বারংবার তাহার মনে পড়িতেছিল। সে ভাবিতেছিল—সে গুলি ঐখানে রহিয়াছে—তাহার কয়েক হস্ত দূরেই রহিয়াছে। সে শয়ন করিতে আসিবার সময়, ম্যাগ্‌লইর যে গৃহে সেগুলি আলমারিতে রাখিতেছিল, তাহার ভিতর দিয়া আসিয়াছিল। সে এই আলমারীর অবস্থান মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া লইয়াছিল। উহা খাইবার গৃহ হইতে আসিবার ঠিক দক্ষিণ দিকে। রৌপ্যনির্ম্মিত ঐগুলি নিরেট রূপা ও উৎকৃষ্ট। রূপার চামচখানিরই মূল্য একশত টাকার উপর হইবে। সে ঊনিশ বৎসরে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, প্রায় তাহার দ্বিগুণ।

তাহার মন একঘন্টাকাল দোলায়মান রহিল। তাহার মনোমধ্যে উহার অনৌচিত্য সম্বন্ধে ও ভাবনা আসিতেছিল। তিনটা বাজিল। সে পুনরায় চাহিল। সহসা সে উঠিয়া বসিল। সে তাহার ব্যাগটি এক কোণে নামাইয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে হাত বাড়াইয়া উহা স্পর্শ করিল। তাহার পর শয্যাপ্রান্ত হইতে পা বাড়াইয়া দিয়া মেঝেতে পা রাখিল। সে কি করিতেছে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিবার পূর্ব্বেই সে দেখিল, সে বিছানায় বসিয়া রহিয়াছে।

এই অবস্থায় সে কতক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। গৃহের সকলে নিদ্রামগ্ন থাকা কালে, সে একা অন্ধকারে এইরূপে বসিয়া রহিয়াছে, যদি কেহ দেখিত, তাহা হইলে, জিন্‌ভ্যালজিনের অভিপ্রায় মন্দ বলিয়া তাহার বোধ হইত। সহসা সে হেঁট হইল, তাহার জুতা খুলিয়া ফেলিল ও নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বের মাদুরের উপর রাখিল। তখন সে পুনরায় চিন্তামগ্ন হইল ও স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

এই বিকট চিন্তায় মগ্ন থাকা কালে, উপরি-লিখিত বিষয় পুনঃ পুনঃ তাহার মনে উদয় হইতেছিল। সে চিন্তা কখনও মনে উদয় হইতেছিল, কখনও মন হইতে চলিয়া যাইতেছিল, আবার মনে আসিতেছিল। সে চিন্তায় তাহাকে নিপীড়িত করিতেছিল। এই চিন্তার মধ্যে আর একটি কথা বারংবার তাহার মনে আসিতেছিল। কেন তাহা বলা যায় না—ঐ চিন্তা তাহার মন হইতে কোনও রূপে যাইতেছিল না। ইহা তাহার কারাগারের সঙ্গী ব্রিভেটের কথা।

তাহার পাজামা ছিটের বন্ধনি সহিত পরা হইত। সেই ছিটটির কথা বারংবার তাহার মনে পড়িতেছিল।

সে ঐরূপে বসিয়া রহিল এবং বোধ হয় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সে ঐ ভাবেই বসিয়া থাকিত, যদি আবার ঘড়ি না বাজিত। এবার একবার ঘড়ি বাজিল। বোধ হয়, আধঘণ্টা বা পনের মিনিটের পর ঐরূপ বাজিত। তাহার মনে হইল, ঐ শব্দ তাহাকে আহ্বান করিতেছে—বলিতেছে—চলিয়া আইস। সে দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। বাড়ী নিস্তব্ধ—নীরব। তখন সে ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, সে যে জানালা দেখিতে পাইতেছিল, তাহার নিকট গেল। রাত্রির অন্ধকার নিবিড় নহে। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছিল। বৃহৎ মেঘ সকল বায়ুবেগে চলিয়া যাইতেছিল। ইহাতে বাহিরে কখনও অন্ধকার, কখনও আলোক হইতেছিল। কখনও চাঁদ দেখা যাইতেছিল না, আবার মেঘ সরিয়া গেলে উজ্জ্বল আলোক হইতেছিল। গৃহমধ্যে এক প্রকার ক্ষীণালোক হইতেছিল। গৃহে এতটুকু আলো ছিল, যে দ্রব্যাদি দেখা যায়; মেঘ-জন্য কখনও কখনও অন্ধকার হইতেছিল। যে গবাক্ষপথে কারাগৃহে আলোক প্রবেশ করে, তাহার বাহির দিয়া মনুষ্য যাতায়াত করিলে কারাগৃহে যেরূপ আলোক হয়, এই গৃহে সেইরূপ আলোক হইতেছিল। জানালার নিকট গিয়া জিন্‌ভ্যালজিন্ উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। উহাতে গরাদ ছিল না। উহা উদ্যানের দিকে এবং ঐ দেশের রীতি অনুসারে সামান্য একটি খিরকী দিয়া বন্ধ করা ছিল। সে উহা খুলিল। সহসা অতি শীতল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কম্পমান করিয়া তুলিল এবং তখনই সে সেই জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্যানটি দেখিয়া লইয়াছিল। উদ্যানের চারিদিকে অনুচ্চ শ্বেত প্রাচীর ছিল। উহা অনায়াসে পার হইতে পারা যায়। দূরে, উদ্যানের প্রান্তে, বৃক্ষ সকল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা পরস্পর হইতে সমান দূরে অবস্থিত। তাহা হইতে, উদ্যান ও প্রাচীরের মধ্যে, বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ রহিয়াছে বুঝা যাইতেছিল।

ঐ সকল দেখিয়া সে যাহা করিল, তাহাতে বুঝা যায়, সে মনঃস্থির করিয়াছে। সে তাহার শয়ন স্থানে গেল। তাহার ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কিছু খুঁজিয়া বাহির করিল। উহা সে বিছানার উপর রাখিল। জুতা খুলিয়া পকেট মধ্যে জুতা রাখিল। তখন সে ব্যাগ বন্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে লইল, টুপি পরিয়া

মুখাবরণটি নামাইয়া দিল। লাঠিগাছটি লইয়া জানালার পার্শ্বে রাখিয়া আসিল। পরে বিছানার নিকট ফিরিয়া গিয়া, বিছানায় যে জিনিষটি রাখিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইল। ইহা একটি লৌহ দণ্ড। ইহার একদিক সূচাল। উহা কি কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অন্ধকারে স্থির করা কঠিন। বোধ হয়, ইহা চাবি খুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হইতে পারে, ইহা লৌহ দণ্ড মাত্র।

দিবাভাগে দেখিলে বুঝা যাইত, যে ইহা খনিতে যাহারা কাজ করে, তাহাদিগের আলোকাধার মাত্র। টুলনের চতুঃপার্শ্বে যে উচ্চ পাহাড় সকল রহিয়াছে, তাহা হইতে প্রস্তর কাটিবার জন্য কয়েদিগণ নিযুক্ত হইত এবং তাহাদিগকে খনিতে কার্য্য করিবার উপযোগী যন্ত্রাদি দেওয়া হইত। তাহাদিগের আলোকাধার নিরেট লোহার ও তাহা পর্ব্বতগাত্রে বসাইবার জন্য একদিক সূচাল করা।

সে দক্ষিণ হস্তে ঐ আলোকাধার লইল। নিশ্বাস সংযত করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, সে, যে কক্ষে মাইরেল শুইয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বারসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, উহা ঠেকান রহিয়াছে। মাইরেল উহা বন্ধ করেন নাই।

(১১) সে কি করিল—

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ কান পাতিয়া শুনিল। গৃহ নীরব। সে কপাট ঠেলিল।

বিড়াল যেরূপ নিঃশব্দে, সভয়ে দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে চাহে, সে অঙ্গুলি-প্রান্ত দিয়া সেইরূপ ধীরে কপাট ঠেলিল।

কপাট নিঃশব্দে সরিতে লাগিল। এতটুকু ফাঁক হইল, যে সে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু দ্বারের সম্মুখে একটি ছোট টেবিল ছিল। ইহা কপাটের নিকট এরূপ ভাবে স্থাপিত ছিল যে, যে পরিমাণ ফাঁক হইয়াছিল তাহার দ্বারা প্রবেশ করা যায় না।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন অসুবিধা বুঝিল। আর একটু কপাট সরান প্রয়োজন। তাহা না হইলে উপায় নাই।

সে কি করিবে স্থির করিল এবং পূর্ব্বের দুইবার অপেক্ষা অধিক জোরে সে কপাট ঠেলিল। এবার কপাট সরিবার সময়, মরিচাপড়া কব্জা হইতে কঠোর

শব্দ নির্গত হইয়া সেই গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। জিন্‌ভালজিন্‌ চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার দুষ্কার্য্যের বিচার জন্য, ভগবান্‌ তাহাকে আহ্বান করিতেছেন।

দারুণ ভীতিবশতঃ তাহার মনে হইতে লাগিল, যে সহসা সেই কপাটের কব্জা জীবন লাভ করিয়াছে ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে ও কুকুরের মত চীৎকার করিয়া গৃহের সকলকে জাগাইয়া তুলিতেছে। সে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল ও সে যে অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে সহজভাবে দাঁড়াইল। ধমনীর ভিতর রক্তস্রোত এত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, যে তাহার বোধ হইল, যেন তাহার কপোলদেশে হাতুড়ীর ঘা মারিতেছে ও গুহা হইতে যেরূপ বেগে বায়ু নিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ বেগে ও সশব্দে তাহার নিশ্বাস বাহির হইতেছে। ভূমিকম্পের সময়ের শব্দের ন্যায়, সেই সক্রোধ কব্জার ভীষণ শব্দ যে সকলকে জাগাইবে, তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না। কপাট ভীত হইয়া চীৎকার করিতেছে। এখনই বৃদ্ধ জাগিয়া উঠিবে। স্ত্রীলোক দুইটি চীৎকার করিয়া উঠিবে। লোকে দৌড়াইয়া আসিবে। শীঘ্রই নগরবাসী সকলে জাগরিত হইয়া উঠিবে। পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইবে। মুহূর্ত্তকাল তাহার মনে হইল, তাহার সর্ব্বনাশ হইল।

সে প্রস্তরবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নড়িতে সাহস হইল না। এইরূপে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইল। এখন দরজা সম্পূর্ণ খোলা হইয়াছিল। ক্রমে সে সাহস করিয়া কক্ষমধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল। সেখানে কেহ নড়িতেছে না। কান পাতিয়া শুনিল, সেই গৃহমধ্যেও কেহ নড়িতেছে না। সেই মরিচা ধরা দরজার শব্দে কেহ জাগে নাই।

প্রথম বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মন হইতে ভীষণ ভীতি একেবারে অপনীত হয় নাই। তথাচ সে পশ্চাৎপদ হইল না। যখন সে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ভাবিয়াছিল, তখনও সে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কি করিয়া সে যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিবে, ইহাই তাহার এখন একমাত্র ভাবনা। সে অগ্রসর হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষমধ্যে সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। উহার বিভিন্ন স্থানে যাহা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, সেগুলি কি, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল না। ফলতঃ দিবাভাগ হইলে, দেখা যাইত, সেগুলি কতক, টেবিলের উপর ছড়ান কাগজ; কতকগুলি খোলা

বহি। একস্থানে টুলের উপর কতকগুলি বহি ছিল; একখানি চেয়ারের উপর কতকগুলি কাপড় ছিল। রাত্রিকালে, সেই সেই স্থানে, ঘনীভূত অন্ধকার বা সাদা দাগ বলিয়া মনে হইতেছিল। জিন্‌ভাল্‌জিন সাবধানে অগ্রসর হইল, যেন কোনও দ্রব্যাদির সহিত ধাক্কা না লাগে। কক্ষপ্রান্তে, মাইরেল শান্তিপূর্ণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকিয়া, যেন সমান ভাবে শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, তাহা সে শুনিতে পাইতেছিল।

হঠাৎ সে দাঁড়াইল। সে শয্যার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তত শীঘ্র সে সেই স্থানে পৌঁছিবে, তাহা সে ভাবে নাই।

আমরা কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়, কখনও কখনও প্রকৃতির এরূপ দৃশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, যেন আমাদিগকে বিবেচনা করিবার সুযোগ দিবার জন্যই প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া তৎকালোপযোগী সেই দৃশ্য আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন। গত অর্দ্ধ ঘণ্টা একখানি বড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল। যে মুহূর্ত্তে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইল, ঠিক সেই সময়ে যেন কোনও গূঢ় অভিসন্ধি সাধন জন্যই মেঘখানি সরিয়া গেল এবং চন্দ্ররশ্মি গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া, মাইরেলের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পতিত হইয়া, মুখকে আলোকিত করিল। তিনি শান্তির সহিত ঘুমাইতেছিলেন। ঐ প্রদেশের শীত জন্য তিনি প্রায় তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে পাংশুবর্ণের পশমের জামা ছিল। উহাতে কব্জা পর্য্যন্ত তাঁহার হস্ত আবৃত ছিল। মনোমধ্যে উদ্বেগের লেশমাত্র না থাকিলে, যেরূপ ভাবে মানুষ শুইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ ভাবে শুইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি ধর্ম্মযাজকের অঙ্গুরীতে সুশোভিত ছিল। যে হস্ত এত পবিত্র সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা শয্যার প্রান্তে ঝুলিতেছিল। মুখ সন্তোষ ও শ্রদ্ধা ও শান্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল। উহা যেন জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর যে আলোকে পূর্ণ ছিল, যেন তাহা তাঁহার কপোল দেশ হইতে প্রতিফলিত হইতেছিল। নিদ্রাকালে পুণ্যাত্মার হৃদয় স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় চিত্রের ধ্যানে মগ্ন থাকে।

মাইরেলের দেহে স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছিল।

বস্তুতঃ, সেই স্বর্গ তাঁহার অন্তরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় সেই জ্যোতিঃ ভিতর হইতে বাহিরে প্রতিফলিত হইতেছিল। তাঁহার বিবেকই তাঁহার স্বর্গ।

যখন তাঁহার অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত দেহের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইল, তখন মনে হইল যে, মাইরেলের দেহ প্রভাসমন্বিত হইয়াছে। তখন মাইরেলের প্রশান্ত দেহ সেই অনির্ব্বচনীয় অন্ধ আলোকে আচ্ছাদিত থাকিল। তৎকালে আকাশে সেই চন্দ্র, প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধতা, সেই নিস্তব্ধ উদ্যান, যথায় শান্তি বিরাজমান ছিল সেই গৃহ, সেই সময়, সেই মুহূর্ত্ত, সেই নিস্তব্ধতায় ভক্তিভাজন নিদ্রামগ্ন বৃদ্ধকে গম্ভীর ও অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল; যেন শান্তিপূর্ণ গম্ভীর জ্যোতিঃতে তাঁহার শুভ্র কেশ, তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু, বিশ্বাস ও আশার আবাস স্থল তাঁহার সেই মুখ, বৃদ্ধের সেই মস্তক ও শিশুর ন্যায় তাঁহার সেই প্রগাঢ় নিদ্রা এই সমস্তকে আবৃত করিয়া রহিয়াছিল।

এই বৃদ্ধে যেন দৈবশক্তি স্ফুরিত হইতেছিল। তিনি নিজে বুঝিতে না পারিলেও, তিনি অতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক করিতেন।

জিন্‌ভ্যালজিন্ আলোকাধার হস্তে যেখানে স্থির হইয়া দাড়াইয়াছিল, সেখানে আলোকরশ্মি পতিত হয় নাই। সে এই উজ্জলাকৃতি বৃদ্ধকে দেখিয়া ভীত হইল। সে আর এরূপ কখনও দেখে নাই। তাঁহার উদ্বেগের লেশ ছিল না, ইহা দেখিয়া জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের ভয় হইল। দুষ্ট দুষ্কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে, এই শান্তচিত্ত, নিদ্রামগ্ন বৃদ্ধের সম্মুখে দাড়াইয়া ভাবিতেছে, সংসারে ইহা অপেক্ষা মহত্তর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়।

বৃদ্ধ, তাহার ন্যায় দুষ্টের সন্নিধানে, একাকী শান্তিপূর্ণ নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন, এই দৃশ্যের তাৎপর্য্য সে স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও উহা তাহার অন্তরে কঠোর-ভাবে উদিত হইতেছিল।

তাহার মনে কি হইতেছিল কেহ তাহা বলিতে পারে না। সে নিজেও তাহা বুঝিত না। উহার ধারণা করিতে হইলে, অতি কোমল বস্তুর সমক্ষে অতি প্রচণ্ড দ্রব্য উপস্থিত, এই কল্পনা করিতে হইবে। তাহার আকৃতিতে কোনও ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল না। উহাতে অনুতাপমিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব দেখা যাইতেছিল। সে চাহিয়া রহিয়াছিল, এই মাত্র। সে কি ভাবিতেছিল? তাহা অনুমান করা অসম্ভব। এই মাত্র বলিতে পারা যায়, সেই দৃশ্য তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল এবং সে চমকিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভাবের প্রকৃত স্বরূপ কি?

সে বৃদ্ধের দিক হইতে চক্ষু সরায় নাই। তাহার ভাবভঙ্গি হইতে ও

আকৃতি দর্শনে ইহা বোধ হয়, যে সে কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, কি আপনাকে রক্ষা করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার চিত্ত দোলায়মান হইতেছিল। সে ঐ বৃদ্ধকে হত্যা করিতে বা তাঁহার পদতলে পতিত হইতে প্রস্তুত হইতেছিল।

কয়েক মিনিট পরে, ধীরে, তাহার বাম বাহু তাহার মস্তকের দিকে গেল এবং সে আপন টুপি খুলিল। তাহার পর, সে হস্ত সেইরূপ ধীরে নামাইল। তাহার বাম বাহুতে টুপি, দক্ষিণ হস্তে আলোকাধার ধরিয়া, সে পুনরায় চিন্তামগ্ন হইল। তাহার অপরিচ্ছন্ন মস্তকে কঠোর কেশ রাশি ঝুলিতেছিল। তাহার ভীষণ দৃষ্টিপথে, মাইরেল গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলেন। অগ্ন্যাধারের উপর ক্রুসে আরূঢ় যীশুর মূর্ত্তি চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বোধ হইল, উহা হস্ত প্রসারণ করিয়া, একজনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল, অপরের অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছিল।

সহসা, জিন্‌ভ্যালজিন টুপি পরিয়া ফেলিল। তখন সে আর মাইরেলের দিকে চাহিল না। দ্রুতগতিতে শয্যা অতিক্রম করিয়া আলমারির নিকট পৌঁছিল। আলমারি খুলিবার জন্য লৌহ দণ্ড তুলিল। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। উহাতে চাবি লাগানই ছিল। সে আলমারি খুলিয়াই, একটি পাত্রে রৌপ্য বাসনগুলি রহিয়াছে, দেখিল। সে ঐ রৌপ্য বাসনপূর্ণ পাত্রটি লইল; দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে কক্ষ অতিক্রম করিল। তখন সে কোনরূপ সাবধানতা প্রদর্শন করিল না। যাহাতে শব্দ না হয়, তাহার দিকেও মন ছিল না। সে দ্বারে পৌঁছিয়া আপন শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, জানালা খুলিল, লাঠি লইল, জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া রৌপ্য বাসনগুলি নিজের ব্যাগে পুরিল ও ঝুড়িটি ফেলিয়া দিল, পরে উদ্যান পার হইয়া, ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাচীর লাফাইয়া পার হইল এবং দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

(১২) ধর্ম্মযাজক কার্য্য করিতেছেন—

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে মাইরেল আপন উদ্যানে বেড়াইতে-ছিলেন এমন সময় ম্যাগ্‌লইর অতিশয় ভীত হইয়া দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট গেল ও বলিল "আপনি কি জানেন, রৌপ্য বাসন যে চুপড়ীতে ছিল, উহা কোথায়?"

মাইরেল বলিলেন "জানি।"

ম্যাগ্লইর বলিল "ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন—উহা কি হইল আমি ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।"

তখন একটি ফুলগাছের গোড়া হইতে মাইরেল চুপড়ীটি কুড়াইয়া লইলেন; তিনি ম্যাগ্লইরকে উহা দিয়া বলিলেন "এই যে উহা রহিয়াছে।"

সে বলিল "তাইত—উহাতে যে কিছু নাই। রৌপ্যবাসনগুলি কি হইল?"

মাইরেল বলিলেন "বটে, তুমি রৌপ্য বাসনগুলির জন্য ভাবিতেছ? তাহা কি হইল, আমি জানি না।"

ম্যাগ্লইর বলিল "হায়! হায়! সে সকল চুরি গিয়াছে। যে লোকটি কাল রাত্রিতে ছিল, সে চুরি করিয়াছে।"

ইতিমধ্যে, চক্ষুর নিমিষে, কর্ম্মঠ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি যে কক্ষে সেই লোকটি শুইয়াছিল, সেই কক্ষ দেখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল। তখন মাইরেল হেঁট হইয়া যে গাছটির উপর চুপড়ীটি পড়িয়াছিল, তাহা দেখিতেছিলেন। উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ম্যাগ্লইরের বিলাপ ধ্বনি শ্রবণে তিনি মুখ তুলিলেন।

ম্যাগ্লইর বলিল "লোকটি চলিয়া গিয়াছে—বাসনগুলি চুরি করিয়াছে।"

এই কথা বলিবার সময়, উদ্যানের যে কোণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের চিহ্ন রহিয়াছিল, সেই স্থানে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। প্রাচীরের সেই স্থানের জমাটটি খসিয়া গিয়াছে।

"দেখুন! ঐ স্থান দিয়া সেই লোকটি গিয়াছে। সে লাফাইয়া ঐ দিকের রাস্তায় পড়িয়াছে। কি বদমাইস। সে আমাদিগের রৌপ্যবাসনগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

মাইরেল ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে ম্যাগ্লইরের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"প্রথম কথা, রৌপ্যবাসনগুলি কি সত্যই আমাদিগের?"

ম্যাগলইর নির্ব্বাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাইরেল বলিলেন "দেখ আমি ঐ রৌপ্য বাসনগুলি এতদিন রাখিয়া অন্যায় করিয়াছি। উহা দরিদ্রের। সেই লোকটি কে? সে যে দরিদ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ম্যাগ্লইর বলিল "আমি আমার জন্য বা শ্রীমতী ব্যাপটিস্টাইনের জন্য

বলিতেছি না; আমাদিগের জন্য ভাবি না; আপনার জন্যই ভাবনা। আপনি এখন কি পাত্রে ভোজন করিবেন?"

বিস্মিত হইয়া মাইরেল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—বলিলেন "তাহার চিন্তা কি—দস্তার কাঁটা চামচ পাওয়া যায় না?"

ম্যাগ্‌লইর ঘাড় নাড়িল—বলিল।

"দস্তার একটি গন্ধ আছে।"

"তবে লোহার কাঁটা চামচ।"

ম্যাগ্‌লইর মুখভঙ্গী দ্বারা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল ও বলিল। "লোহার পাত্রে খাদ্য বিস্বাদ হয়।"

মাইরেল বলিলেন—"বেশ। তবে কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করা যাইবে।"

কিছুক্ষণ পরে, পূর্ব্ব রাত্রিতে যে টেবেলে জিন্‌ভ্যালজিনের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন, সেই টেবেলে মাইরেল খাইতে বসিলেন। ভোজনসময় প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার ভগ্নীকে বলিলেন, "সত্য বলিতে কি, একটু রুটী দুধে ডুবাইয়া লইতে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কাঁটা চামচের ও প্রয়োজন নাই।" শ্রীমতী ব্যাপ্‌টিস্‌টাইন্ কিছু বলিলেন না। ম্যাগ্‌লইর অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিল।

ম্যাগ্‌লইর পরিবেষণ জন্য যাতায়াত করিবার সময় বলিতেছিল—"বেশ কাণ্ড। সেরূপ লোককে আবার ঘরে থাকিতে দেয় ও আপনার এত কাছে শুইবার জায়গা দেয়! ভাগ্যে সে কেবল চুরি করিয়াছে—ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়।"

ভাই ও ভগিনী আহারান্তে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় গৃহদ্বারে কেহ আঘাত করিল।

মাইরেল বলিলেন—"এস।"

দ্বার মুক্ত হইল—প্রবেশদ্বারে কয়েকজন লোক দেখা গেল—তিন জন লোক একজন লোককে ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ তিনজন কনষ্টেবল। যাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সে জিন্‌ভ্যালজিন্। ঐ কনষ্টেবলগণ যে জমাদারের অধীন, সে প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ও সৈনিকগণের রীতি অনুসারে সসম্মানে মাইরেলকে অভিবাদন করিল।

বলিল—"প্রভো"—

অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ণ জিন্‌ভ্যালজিন্ জমাদারকে ঐরূপ সম্বোধন করিতে

শুনিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে মাথা তুলিল ও অস্ফুটস্বরে বলিল—

"ইঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছে; তবে ইনি সামান্য ধর্ম্মযাজক নহেন।"

একজন কনেষ্টবল বলিল "চুপ কর—ইনি স্বয়ং প্রধান ধর্ম্মযাজক।"

ইতিমধ্যে মাইরেল, তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব, সত্বর অগ্রসর হইলেন এবং জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"এই যে তুমি আসিয়াছ—তোমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু কি হইয়াছে? আমি তোমাকে বাতিদান দুইটিও দিয়াছিলাম। উহাও রৌপ্য নির্ম্মিত ও উহার মূল্য ১০০৲ টাকারও বেশী হইবে। তোমার কাঁটা ও চামচগুলির সহিত সে দুইটি লও নাই কেন?"

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ বিস্ফারিতনেত্রে সেই ভক্তিভাজন বৃদ্ধের দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিল, যে মনুষ্য সে দৃষ্টির যথাযথ বর্ণনা করিতে অক্ষম।

জমাদার বলিল—"প্রভো! তবে এই ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। দেখিলাম ঐ লোকটি যেন দৌড়াইয়া পলাইতেছে—ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাহাকে ধরিলাম। তাহার নিকট এই রৌপ্য বাসনগুলি ছিল।"

মাইরেল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"সে বলিল যে সে রাত্রিতে একজন বৃদ্ধ যাজকের আবাসে ছিল এবং সেই বৃদ্ধ যাজক দয়া করিয়া উহা তাহাকে দিয়াছে। বোধ হয় এই রকম বলিয়াছে ও তোমরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছ। তাহাকে ধরা ভুল হইয়াছে।"

জমাদার বলিল—"তবে উহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

মাইরেল বলিলেন—"নিশ্চয়।"

কনেষ্টবলেরা জিন্‌ভ্যাল্‌জিনকে ছাড়িয়া দিল। সে একটু পিছাইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় সে বলিল—"সত্যই কি আমাকে ছাড়িয়া দিলে?"

একজন কনেষ্টবল বলিল "তোকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বুঝিতে পারিলি না?"

মাইরেল বলিলেন—"বন্ধু, তোমার বাতিদান দুইটি লইয়া যাও।

মাইরেল অগ্ন্যাধারের নিকট গেলেন—দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাতিদান লইলেন ও তাহা জিন্‌ভ্যালজিনকে দিলেন। স্ত্রীলোক দুইটি কোনও কথা কহিল

না; কোনও অঙ্গভঙ্গি করিল না। তাহারা চাহিয়া রহিল, কিন্তু মাইরেলের কার্য্যের অনুমোদন করে না, এরূপ ভাব তাহাদিগের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল না।

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে শূন্যমনে বাতিদান্‌ দুইটি লইল। সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মাইরেল বলিলেন "তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি, যখন তুমি আসিবে, তোমাকে উদ্যানের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে না; রাস্তার উপর যে দ্বার রহিয়াছে, উহা দিয়াই তুমি যাইতে আসিতে পার। উহা কি দিনে, কি রাত্রিতে, ছিট্‌কানি দিয়া মাত্র আটকান থাকে।"

তখন, কনেষ্টবলদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমরা যাইতে পার।" কনেষ্টবলেরা চলিয়া গেল।

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। মাইরেল তাঁহার নিকটে গেলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন—

"ভুলিও না—কদাপি ভুলিও না। এই অর্থের সাহায্যে তুমি সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনে মনোনিবেশ করিবে, আমার নিকট স্বীকার করিয়াছ।"

কখন সে এরূপ স্বীকার করিয়াছে, তাহা তাহার মনে পড়িল না। সে চুপ করিয়া রহিল। মাইরেল ঐ কথার উপর জোর দিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ভাই এখন তোমার উপর আর দুর্ব্বুদ্ধির অধিকার নাই। তোমার এখন সুবুদ্ধি হইবে। আমি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিয়া লইলাম। ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধির অধিকার হইতে, নরকের অধিকার হইতে, উদ্ধার করিলাম ও ইহাকে সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।"

(১৩) ছোট জারভেস্‌—

নগর ত্যাগ করিবার সময়, যেন সে পলায়ন করিতেছে, এইরূপ ভাবে জিন্‌ভ্যালজিন্‌ চলিয়া গেল। সে মাঠ দিয়া দ্রুতগতি চলিতে লাগিল; সম্মুখে যে রাস্তা দেখিতে পাইল, সেই পথ দিয়াই চলিল। বুঝিতে পারিল না যে, সে ঘুরিতেছে মাত্র, অগ্রসর হইতেছে না। সমস্ত প্রাতঃকাল এইরূপে ঘুরিল, কিছু খাইল না, ও তাহার ক্ষুধা বোধও হইল না। নানা নূতনভাব তাহার মনকে

ব্যাকুল করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, তাহার ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু কাহার উপর সে ক্রোধ হইতেছে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার মন আর্দ্র হইয়াছে, কি, সে অপমানিত বোধ করিতেছে, তাহা সে বলিতে পারিত না। ক্ষণে ক্ষণে, তাহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া সে যে কঠোরতা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা অবলম্বনে, সে ঐ ভাব দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই সংগ্রামে তাহার মন শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সে যে কঠোর শাস্তি পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মন এরূপ কঠিন হইয়া গিয়াছিল, যে তাহা আর কিছুতেই আর্দ্র হইত না। সে সভয়ে দেখিল, তাহার মনের সে ভাব অপসৃত হইতেছে। কিসে মন তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়, ইহা সে ভাবিতে লাগিল। কখনও, কখনও, তাহার মনে হইতে লাগিল, যেরূপ ঘটিল, এরূপ না হইয়া যদি কারাগারে প্রেরণ করিত, তাহা হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে তাহার মন এরূপ বিচলিত হইত না। যদিও ফুল ফুটিবার সময় চলিয়া গিয়াছিল, তথাচ তখন কোথাও কোথাও ফুল ফুটিয়াছিল। ভ্রমণসময়ে তাহার নাসিকারন্ধ্রে সেই ফুলের সুবাস প্রবেশ করিয়া তাহার বাল্যস্মৃতি জাগরিত করিতেছিল। এতকাল পরে উদ্ভূত সেই স্মৃতি, তাহার পক্ষে অসহ্য হইতেছিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া অবর্ণনীয় চিন্তা সকল তাহার মনোমধ্যে আসিয়া জুটিতেছিল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বনোন্মুখ হইলে যখন প্রত্যেক প্রস্তরান্তরালে দীর্ঘ ছায়া পড়িতেছিল, জিন্‌ভ্যালজিন্ সেই সময়, জন শূন্য লোহিত প্রান্তর মধ্যে একটি ঝোপের অন্তরালে উপবেশন করিল। সম্মুখে দৃষ্টিপথে আল্পস্ পর্ব্বতমালা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। এমন কি, দূরে ও কোন গ্রাম দেখা যাইতেছিল না। জিন্‌ভ্যালজিন্ সম্ভবতঃ ডি নগর হইতে নয় মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ ঝোপের কয়েকহাত দূরে একটি রাস্তা প্রান্তর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে চিন্তামগ্ন হইল। ঐ চিন্তা তাহার ছিন্ন পরিচ্ছদকে অধিকতর ভীতিপ্রদ করিতেছিল। ঐ সময় আনন্দপূর্ণ শব্দ শুনা গেল।

সে মাথা ফিরাইয়া দেখিল একটি দশম বর্ষীয় বালক গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। যে সকল প্রফুল্লচিত্ত শান্তস্বভাব দরিদ্র বালক দেশে দেশে ঘুরিয়া

বেড়ায়, সে তাহাদিগের একজন। সে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কয়েকটি আধুলি প্রভৃতি লইয়া খেলিতেছিল। বোধ হয়, ঐ কয়েকটিই তাহার যথাসর্ব্বস্ব।

তাহার মধ্যে একটি টাকা ছিল।

বালকটি ঝোপের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সে জিন্‌ভ্যালজিনকে দেখিতে পায় নাই। তাহার যে আধুলি প্রভৃতি ছিল, সেইগুলি সে লুফিতেছিল এবং কৌশলে তাহার হাতের পৃষ্ঠ-ভাগে ধরিতেছিল।

একবার টাকাটি সে ধরিতে পারিল না; উহা গড়াইয়া, ঝোপের ধারে যেখানে জিন্‌ভ্যালজিন বসিয়াছিল, সেখানে পড়িল।

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ তাহার পা ঐ টাকাটির উপর রাখিল।

ইতিমধ্যে বালকটি টাকাটির দিকে চাহিতে গিয়া জিন্‌ভ্যালজিনকে দেখিল। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল না; তাহার নিকট গেল।

সেইস্থান একেবারে নির্জ্জন। সেই প্রান্তরে বা প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথে দৃষ্টিপথে কোনও লোক ছিল না। বহু উচ্চে একদল পক্ষী উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অস্ফুট ধ্বনি মাত্র শুনা যাইতেছিল। বালক সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্যরশ্মিতে বালকের কেশ সুবর্ণের ন্যায় দেখাইতেছিল। রক্তাভকিরণে জিন্‌ভ্যালজিনের মুখ রঞ্জিত হইতেছিল।

নির্দ্দোষ বলিয়া ও লোক-চরিত্রে অনভিজ্ঞতা জন্য বালকের কিছু মাত্র অবিশ্বাস থাকে না। সে বলিল—"মহাশয়! আমার টাকা?"

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ বলিল "তোমার নাম কি?"

"ছোট জারভেস্‌।"

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ বলিল—"তুমি দূর হও।"

বালকটি বলিল—"আমার টাকা দাও।"

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ মস্তক অবনত করিল, কিছু বলিল না।

বালক পুনরায় বলিল "মহাশয়! আমার টাকা?"

জিন্‌ভ্যালজিনের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ রহিল।

বালক কাঁদিতে লাগিল—"আমার টাকা—আমার রূপার টাকা!"

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ যেন শুনিতে পাইল না। বালক তাহার জামা ধরিয়া টানিল এবং জিন্‌ভ্যালজিন্‌ যে পা দিয়া টাকাটি চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল; বলিল "আমার টাকা চাহি, আমার টাকা লইব।"

বালক কাঁদিতে লাগিল। জিন্‌ভ্যালজিন্ মস্তক উত্তোলন করিল, কিন্তু বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষুতে ক্রোধলক্ষণ দেখা গেল। বালকের সাহসে সে বিস্মিত হইল। তাহার লাঠির দিকে হাত বাড়াইল ও ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"কে তুই?"

বালক বলিল—"আমি ছোট জারভেস্—আপনি আমার টাকাটি দিন—পা'টি সরান।"

সেই ক্ষুদ্র বালক তখন বিরক্তি সহকারে যেন ভয় দেখাইয়া বলিল "তুমি পা সরাইবে কি না—পা সরাও—না হয় দেখিব!"

জিন্‌ভ্যালজিন্ বলিল—"এখনও তুমি রহিয়াছ?" সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনও সে টাকাটি চাপিয়া রহিল—বলিল "তুই যাবি? না?"

বালক তাহার দিকে চাহিয়া আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। চমকিত হইয়া সে কয়েকমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে যথাসাধ্য বেগে দৌড়াইয়া পলাইল। ফিরিয়া দেখিতে বা চীৎকার করিতেও তাহার সাহস হইল না।

তথাচ সে হাঁপাইয়া পড়িলে, কতকদূর গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার ক্রন্দন শব্দ চিন্তামগ্ন জিন্‌ভ্যালজিনের কর্ণে প্রবেশ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বালক অদৃশ্য হইল।

সূর্য্য অস্তগমন করিল।

যেখানে জিন্‌ভ্যালজিন্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেখানে অন্ধকার হইয়া আসিল। সে সমস্ত দিন কিছু খায় নাই। বোধ হয়, তাহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল।

বালক পলায়ন করিবার পরেও সে একভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। অনিয়মিত ভাবে, দীর্ঘকাল পরে পরে, তাহার বক্ষস্থল, শ্বাস, প্রশ্বাস জন্য স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। সম্মুখে দশ বার পা দূরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। সেইস্থানে পুরাতন নীলবর্ণের মাটির বাসনের একখণ্ড, ঘাসের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছিল। সে যেন তাহারই গঠন গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা সে কাঁপিয়া উঠিল। শীতল সান্ধ্য সমীরণ তখন তাহার গাত্র স্পর্শ করিল।

সে তাহার টুপি আঁটিয়া পরিল। অভ্যাস মত তাহার কোটের বোতাম দিতে গেল। এক পা অগ্রসর হইয়া লাঠিটি কুড়াইয়া লইবে বলিয়া হেঁট হইল।

তখন সেই টাকাটির উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। উহা মৃত্তিকাতে

প্রায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রস্তরখণ্ড মধ্যে তাহা চক্‌চক্‌ করিতেছিল। দৃষ্টি মাত্র যেন তড়িৎ প্রবাহ শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ফুটভাবে বলিল—"ঐটি কি ?" সে তিন পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপূর্ব্বে, যে স্থান সে পা দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথা হইতে সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। সেই অন্ধকারে যাহা চক্‌চক্‌ করিতেছিল, উহা যেন কাহারও উন্মীলিত চক্ষু, তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই রৌপ্য মুদ্রার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—উহা লইল ও পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সেই প্রান্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। সেই স্থানে সোজা দাঁড়াইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল—যেন বন্য জন্তু ভীত হইয়া আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতেছে।

সে কিছু দেখিতে পাইল না। রাত্রি হইতেছিল। প্রান্তর শীতল ও সেখানে আর স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছিল না। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে নীল—লোহিত বর্ণের বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছিল।

সে বলিল—"আঃ" এবং যে দিকে বালক চলিয়া গিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। প্রায় ত্রিশ হাত গিয়া, সে থামিল ; চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল—কিছুই দেখিতে পাইল না।

তখন সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ছোট জারভেস্‌—ছোট জারভেস্‌।"

সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কেহ উত্তর দিল না।

প্রান্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নির্জ্জন। বিস্তৃতি তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—সেই অন্ধকারে দৃষ্টিপথ হইতে সমস্ত লুক্কায়িত হইতেছিল। সেই নীরব প্রান্তরে তাহার স্বর ডুবিয়া গেল।

অতি শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার চতুর্দ্দিক সজীবতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু সে সজীবতা শোচনীয়। ক্ষুদ্র বৃক্ষ তাহাদিগের ক্ষুদ্র বাহু প্রবল-বেগে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাহারা যেন ভয় দেখাইতেছিল ও কাহারও অনুসরণ করিতেছিল।

সে পুনরায় চলিতে লাগিল, পরে দৌড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে

দাঁড়াইয়া, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে, সেই বালককে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। সেরূপ ভয়ানক ও দুঃখের চীৎকার সচরাচর শুনা যায় না।

যদি বালক তাহার আহ্বান শুনিতে পাইত, তাহা হইলে সে এরূপ ভীত হইত, যে সে কখনই তাহার নিকট আসিত না। তবে বালকটি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল।

একজন ধর্ম্মযাজক অশ্বারোহনে যাইতেছিলেন। সে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল—"মহাশয়! আপনি একটি ছেলেকে যাইতে দেখিয়াছেন?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন—"না।"

"ছেলেটির নাম ছোট জারভেস্‌,—তাহাকে দেখিয়াছেন?"

"আমি কাহাকেও দেখি নাই।"

সে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া ধর্ম্মযাজকের হস্তে দিল—বলিল—"মহাশয়! ইহা আপনি দরিদ্রকে দিবেন। মহাশয়! ঐ ছেলেটির বয়ঃক্রম দশ বৎসর। তাহার সহিত একটি বাদ্যযন্ত্র আছে। আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন?"

"আমি তাহাকে দেখি নাই।"

"তাহার নাম ছোট জারভেস; এখানে কোনও গ্রাম নাই? আপনি কি বলিতে পারেন?"

"ভাই, তুমি যেরূপ বলিতেছ তাহাতে বোধ হয় সে এখানকার লোক নহে। ঐরূপ ছেলেরা চলিয়া যায়; তাহাদিগের কথা কিছুই জানি না।"

জিন্‌ভ্যালজিন্‌ ব্যগ্রতাসহকারে আরও পাঁচ টাকা বাহির করিয়া ঐ ধর্ম্ম-যাজককে দিল—বলিল "ইহা দরিদ্রকে দিবেন।"

তাহার পর উন্মত্তের ন্যায় বলিল—

"মহাশয়! আমাকে ধরাইয়া দিন—আমি চোর।"

ধর্ম্মযাজক ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন—তাঁহার বড় ভয় হইল। জিন্‌ভ্যালজিন্‌ যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে ছুটিল।

সে বহুদূর অতিক্রম করিল। সে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে গেল ও চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দুই তিন বার তাহার মনে হইয়াছিল, যে যেন কোনও লোক মাঠে শুইয়া বা বসিয়া রহিয়াছে এবং সে দৌড়াইয়া তাহার নিকট গিয়াছিল। উহা, হয় কোন ছোট গাছ বা প্রস্তর, মাটির সহিত প্রায় মিশিয়া রহিয়াছিল। অবশেষে সে একটি

স্থানে পৌছিল। ঐখানে তিন দিকে তিনটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ সময় চাঁদ উঠিয়াছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া যত দূর দৃষ্টি চলে, সে চাহিয়া দেখিল, এবং চীৎকার করিয়া সেই বালকটিকে শেষ ডাকিল। কুজ্ঝটিকা মধ্যে তাহার চীৎকার ডুবিয়া গেল। তাহার চীৎকারের প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত হইল না। তখন ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে আবার সেই বালকটির নাম বলিল। ইহাই তাহার শেষ চেষ্টা। সহসা সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। যেন পাপরাশি অদৃশ্যে থাকিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর সে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। সে সবলে তাহার কেশ টানিতে লাগিল ও জানুমধ্যে মুখ লুকাইয়া "আমি কি হতভাগ্য" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ও সে কাঁদিতে লাগিল। ১৯ বৎসর পর সে এই কাঁদিল।

আমরা দেখিয়াছি, যখন জিন্‌ভ্যালজিন্ মাইরেলের গৃহত্যাগ করে, তখন সে তাহার চিরাভ্যস্ত মনোভাব হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনোভাবে যে পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাইতেছিল, তাহা সে স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না। "তুমি সৎ হইবে, আমার নিকট স্বীকার করিয়াছ। আমি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিয়া লইলাম। তোমাকে আর দুষ্টবুদ্ধি আক্রমণ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।" বৃদ্ধের এই মধুর বাক্যে ও দেবোচিত কার্য্যে তাহার হৃদয় গলিয়া না যায়, তজ্জন্য সে চেষ্টা করিতেছিল।

বৃদ্ধের ঐ কথা তাহার সর্ব্বদা মনে আসিতেছিল। যে অভিমান দুষ্ট-বুদ্ধির দুর্গ স্বরূপ, জিন্‌ভ্যালজিন্ সেই অভিমান দ্বারা মাইরেলের দেবোচিত কার্য্যকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অস্পষ্টভাবে তাহার মনে উদয় হইতেছিল যে, বৃদ্ধ যে তাহাকে ক্ষমা করিলেন, উহা তাহার মনকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিতেছে সেরূপ আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। যদি সে উহাতে আর্দ্র না হয়, তাহা হইলে, চিরকালের জন্য তাহার কঠোরতার জয় হইবে। যদি তাহার মন আর্দ্র হয়, তাহা হইলে অপরের কার্য্যে এত বৎসর ধরিয়া তাহার মনে যে বিদ্বেষ পরিপুষ্ট করিয়াছে, যাহা তাহার এত মনোরম, সেই বিদ্বেষ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন সে জয়লাভ করিবে, অথবা বিজিত হইবে। তাহার পাপরাশির সহিত মাইরেলের সাধুতার, দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই শেষ সংগ্রাম।

তাহার মনের এই অবস্থায়, সে মত্তের ন্যায় চলিতে লাগিল। "ডি" নগরে তাহার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কি ফল হইতে পারে, সে বিষয়ে কি তখন তাহার পরিষ্কার ধারণা হইয়াছিল? দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য সাবধান করিতে, মনোমধ্যে যে অস্ফুট ধ্বনি জীবনে কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়, সে কি তাহা শ্রবণ করিয়া, তাহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিয়াছিল? যে মুহূর্ত্ত সে অতিক্রম করিল, তাহা যে তাহার অদৃষ্টের পক্ষে অতি গুরুতর, ইহা কি কেহ তাহার কর্ণে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছিল? সে কি বুঝিয়াছিল, যে আর তাহার মাঝামাঝি কিছু হইবার সম্ভব নাই, যে, যদি সে এখন সকল মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তবে সে সকল অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে? সম্ভব হইলে, তাহার এক্ষণে মাইরেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, নতুবা সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইবে এবং যদি সে মন্দ থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে সে মানুষ নামের যোগ্য থাকিবে না?

অন্যত্র যেমন আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, এখানেও সেই প্রশ্ন করিতে হইতেছে। ঐ সকল চিন্তার ছায়া কি অস্পষ্টভাবেও তাহার মনোমধ্যে পতিত হইয়াছিল? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে মানুষ দুঃসময়ে পতিত হইলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কতক পরিমার্জ্জিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাচ আমরা যে সকলের উল্লেখ করিলাম, সেই সকল ভাবনা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার, তাহার শক্তি ছিল কি না সন্দেহ। যদি এই সকল তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে, তবে সে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝে নাই। ফলে, তাহার মনের অবস্থা অবর্ণনীয় ও প্রায় ক্লেশ-জনক হইয়াছিল। গভীর অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আসিলে চক্ষু যেরূপ নিপীড়িত হয়, ভীষণ অন্ধকার সদৃশ কারাগার হইতে বাহির হইয়া, একেবারে মাইরেলের ন্যায় ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া তাহার মন সেরূপ নিপীড়িত হইতেছিল। অতঃপর যে পবিত্রতাপূর্ণ, উজ্জ্বল জীবন তাহাকে যাপন করিতে হইবে, সেই ভাবী জীবনের কল্পনায় সে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইতেছিল। তাহার মনের অবস্থা সে আর কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ পেচকের চক্ষুতে ধাঁধা লাগে ও সে অন্ধ হইয়া পড়ে, মাইরেলের ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা দর্শনে জিন্‌ভ্যালজিনের সেই দশা হইল।

তবে ইহা নিশ্চিত, এবং এ বিষয়ে তাহারও সংশয় ছিল না, যে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। তাহার সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মাইরেল তাহার

সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে, সে যেরূপ ছিল, সেইরূপ হইবার আর তাহার সামর্থ্য ছিল না।

মনের এই অবস্থায় জারভেসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং সে তাহার টাকাটি চুরি করিল। কেন? সে নিজে ইহার কারণ বলিতে পারিত না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কারাগার হইতে যে দুষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহা কি জিন্‌ভ্যালজিন্‌কে আপন বশে রাখিবার জন্য এই শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল? ও উহা কি ঐ দুর্ব্বুদ্ধির শেষ ফল? উহা কি সঞ্চিত সংস্কার হইতে সঞ্জাত? তাহাই। বোধ হয়, ঠিক তাহা নহে। আমাদিগের মনে হয়, সে সজ্ঞানে ঐ কার্য্য করে নাই। তাহার পশুপ্রকৃতি ঐ কার্য্য করিয়াছিল। অননুভূতপূর্ব ও নূতন ভাব সমূহের আক্রমণ প্রতিরোধজন্য তাহার মন যখন সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়, ঐ টাকা সন্নিহিত হইলে, অভ্যাস-জনিত সংস্কার বশে, তাহার মধ্যস্থিত পশুপ্রকৃতি উহার উপর পা দিয়া চাপিয়া ধরিল।

বুদ্ধির আলোক পুনরুদ্দীপ্ত হইলে, তাহার পাশব প্রকৃতি কি করিয়াছে দেখিতে পাইয়া, জিন্‌ভ্যালজিন্ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া উঠিল ও সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

কারণ, বালকের সেই টাকা চুরি করিয়া সে এমন কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল যে সেরূপ কার্য্য করা আর তাহার সম্ভব নহে। ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে, তবে সে যে অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাতে ইহাই সম্ভব। যাহা হউক, এই শেষ দুষ্কার্য্যের ফলে, তাহার অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হইল। সে সহসা অধর্ম্মপ্রবণতা অতিক্রম করিল। উহা তাহার সংস্কার ধ্বংস করিল। তাহার একদিকে গভীর অন্ধকার, অন্যদিকে উজ্জ্বল আলোক স্থাপিত হইল। তরল দ্রব্য ঘোলা অবস্থায় থাকিলে, তাহাতে বস্তু বিশেষ প্রয়োগে, যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, একদিকে জলীয় অংশ নির্ম্মল আকার প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে যাহা মিশ্রিত থাকায় উহা ঘোলা হইয়াছিল, তাহা পৃথক হইয়া যায়, ঐ কার্য্য তাহার মনে সেইরূপ ফল উৎপাদন করিয়াছিল।

প্রথমে সে আপনার মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিল না, ও সে বিষয়ে চিন্তা করিল না। যেন আত্মরক্ষার জন্যই সেই বালকের সন্ধান করিয়া তাহাকে ঐ টাকাটি ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। যখন দেখিল উহা অসম্ভব, তখন সে নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যখন "আমি কি হতভাগা" বলিয়া সে কাঁদিতে

লাগিল তখনই সে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। তখনই সে আপনা হইতে এরূপ বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে সে আর এক্ষণে ছায়াময়ী মূর্ত্তিব্যতীত আর কিছু নহে; যেন তাহার সম্মুখে সেই ভীষণ কয়েদী জিন্‌ভ্যালজিন্‌, আপন পরিচ্ছদে, রক্ত মাংসের শরীর লইয়া, লাঠি হস্তে, অপহৃত দ্রব্যপূর্ণ ব্যাগপৃষ্টে, বিদ্বেষপূর্ণ কঠোর আকৃতিতে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন চেষ্টাব্যাপৃত-মনে তাহার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে বহু দুঃখ ভোগে সে অনেক সময় বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইত। এক্ষণে সে উহা স্বপ্নবৎ দেখিতে লাগিল। সে জিন্‌ভ্যালজিনের অমঙ্গলময় আকৃতি যেন দেখিতে পাইতেছিল। তাহার মন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইল, যে সেই আকৃতিদর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল যে সে যাহাকে দেখিতেছে, সে কে?

তাহার মন উৎকট চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু উহা অধীর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মানুষ এ পরিনাণে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় যে তাহার মনে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ লোপপ্রাপ্ত হয়। তখন মানুষ যাহা চক্ষুর সম্মুখে, তাহা দেখে না। তখন সে আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া আপন মনে উদিত ভাব সকল নিরীক্ষণ করে।

এই অবস্থায়, সে যেন আপন স্বরূপ আপনি দেখিতে লাগিল। তাহার এই বাহ্যজ্ঞানবিরহিত অবস্থায় তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে একটি আলোক দেখিতে পাইতেছে। যে গভীর প্রদেশ হইতে ঐ আলোক আসিয়া তাহার মনকে আলোকিত করিতেছিল, তাহা দুর্জ্ঞেয়। প্রথমে উহা কেবল আলোক শিখা বলিয়াই তাহার বোধ হইয়াছিল। সবিশেষ মনোযোগসহকারে পরীক্ষা করিলে, সে চিনিল যে ঐ আলোক মূর্ত্তিবিশিষ্ঠ, ও সে মূর্ত্তি মাইরেলের।

এইরূপে তাহার মনের সম্মুখে দুইটি মূর্ত্তি স্থাপিত হইল—একটি মাইরেলের, অপরটি জিন্‌ভ্যালজিনের। সে মনে মনে তাহাদিগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল; দেখিল, দ্বিতীয়টিকে আর্দ্র করিতে হইলে, প্রথমটির সমগ্র শক্তির প্রয়োজন। এইরূপ ভাববিমোহিত অবস্থার একটি বিস্ময়কর ফল এই, যে মন সেই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকা কালে, একদিকে যেমন মাইরেলের মূর্ত্তি উত্তরোত্তর মহত্তর ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকিল, অন্যদিকে জিন্‌ভ্যালজিন্‌মূর্ত্তি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া, প্রথমতঃ ছায়ায় পর্য্যবসিত হইল ও পরে সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন মাইরেলের মূর্ত্তি সেই হতভাগ্যের সমুদয় মন পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে উত্তপ্ত অশ্রুজল বিমোচন করিতে করিতে ক্রন্দন করিল। স্ত্রীলোকের অপেক্ষা দুর্ব্বল, ও বালকের অপেক্ষা ভীতিপূর্ণ, হৃদয়ে সে কাঁদিতে লাগিল।

তখন, তাহার মন উত্তরোত্তর অধিক আলোকিত হইতে লাগিল। সে আলোক অবর্ণনীয়। উহা যেমন মনোমুগ্ধকারী, সেইরূপ ভীতিবিধায়ক। তাহার গত জীবন, তাহার প্রথম অপরাধ, বহু বৎসর ধরিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত, বাহিরে তাহার পাশবিক ব্যবহার, ভিতরে তাহার কঠোরতা, তাহার কারামুক্তি, প্রতিশোধের বহুপ্রকার কল্পনায় সুখানুভব, মাইরেলের গৃহের ঘটনাবলী, মাইরেলের ক্ষমা, তাহার পর বালকের টাকাটি লওয়ায় তাহার অধিকতর কাপুরুষতা ও পশুপ্রকৃতির পরিচয়, এই সমুদায় তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ঐ সকল যেরূপ পরিষ্কার ভাবে তাহার মনে উদয় হইতেছিল, সেরূপ আর কখনও পূর্ব্বে হয় নাই। সে তাহার জীবনের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল যে উহা ঘৃণার্হ। আপনাকে ভয়ানক বলিয়া তাহার মনে হইল। অন্যদিকে তাহার জীবনের কার্য্যাবলীর উপর, তাহার প্রাণের উপর, মৃদু মধুর আলোক আসিয়া পড়িতেছিল। সেই স্বর্গীয় আলোকে সে তাহার নারকীয় প্রকৃতি দেখিতে পাইতেছে, বোধ হইল।

সে কতক্ষণ এইভাবে কাঁদিয়াছিল, ক্রন্দন সমাপ্তির পর কি করিয়াছিল, সে কোথায় গিয়াছিল? কেহ তাহা জানিত না। এইমাত্র নিশ্চিত জানা যায় যে, ডাকগাড়ীর চালক সেই রাত্রিতে তিনটার সময় "ডি" নগরে পৌছিয়া, মাইরেলের আবাস নিকট দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছিল, যে একজন লোক মাইরেলের দ্বার-সম্মুখে দরজায় বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে।

—:*:—

তৃতীয় স্কন্ধ

১৮১৭ সালে

(১) ১৮১৭ সাল—

অষ্টাদশ লুই ১৮১৭ সালকে আপন রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসর বলিয়া সগর্ব্বে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রসাধনকারিগণ প্রাচীন রাজবংশের চিহ্ন দিয়া

আপন আপন দোকান সাজাইতেছিল—তাহারা আশা করিতেছিল শীঘ্রই প্রাচীন রাজবংশ ফিরিয়া আসিবেন। ঐ সময় জনসাধারণ মধ্যে লজ্জার প্রসার কমিয়াছিল। কাউণ্ট লীঞ্চ, গির্জ্জার উচ্চ কর্ম্মচারীস্বরূপে ফ্রান্সের অভিজাত দিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রতি রবিবার গির্জ্জায় আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতেছিলেন। মানুষ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহার মুখের আকৃতি যেরূপ হয়, তাঁহার আকৃতিতেও সেইরূপ দেখা যাইত। ১৮১৪ সালে তিনি বোঁর্ডো নগরের নগরাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নগররক্ষার চেষ্টা না করিয়া ঐ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে, আপনা হইতে, সম্রাটের শত্রু হস্তে ঐ নগর সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ মহৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে অভিজাত সম্প্রদায় মধ্যে উন্নীত করা হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার অনুকরণে ফরাসী সৈন্যগণের পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণের করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ পরিচ্ছদ দিতে সম্মত না হওয়ায়, তিনি আপনার পূর্ব্বতন কোট সকলই উল্টাইয়া লইয়া ব্যবহার করিতেছিলেন। প্রাসিয়ান সৈন্য তখনও ফ্রান্সে ছিল। প্রাচীন রাজবংশের জয়লাভ হওয়ায় এই সময় অনেকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। ট্যালিরেণ্ড এক্ষণে রাজপরিবারে উচ্চপদ অধিকার করিতেছিলেন। ধর্ম্মযাজক লুইস্‌ এক্ষণে রাজস্ব-সচিব হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরকে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। উভয়েই, ১৭৯০ খৃঃ অঃ ১৪ই জুলাই, প্রাচীন রাজবংশের বিরুদ্ধে, প্যারিসের সন্নিহিত প্রান্তরে যে উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালে, সেই প্রান্তরেরই এক পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্তম্ভ মাঠের উপর পড়িয়াছিল। তাহা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ক্রমশঃ পচিয়া যাইতেছিল। ইহা পূর্ব্বে নীলবর্ণের ছিল ও উহাতে ঈগল অঙ্কিত ছিল। উহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে, সম্রাটের আসন যে সকল স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল, উহা তাহাদিগের মধ্যে দুইটি। অষ্ট্রিয়ান সৈন্য রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালাইয়া সেই প্রান্তরে রাত্রিযাপন করিত; তাহার ধূমে ঐ স্তম্ভদ্বয় মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল স্তম্ভের দুই তিনটি জ্বালাইয়া শত্রুসৈন্য শীত নিবারণ করিয়াছিল। ঐ বৎসর দোতুন আপন ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া উহা বাজার মধ্যস্থিত ফোয়ারার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল।

ঐ বৎসর মিসর দেশ শাসনজন্য শাসন-কর্ত্তা প্রেরিত হইল। লুভেয়ার

হইতে “ন” অক্ষর তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন অষ্টারলিজে ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার নামানুসারে সেতুর নাম অষ্টারলিজ রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সেতুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার নাম “রাজার উদ্যানের সেতু” হইয়াছে। অষ্টাদশ লুই হোরেস লিখিত পুস্তকের টিপ্পনী করিতে নিযুক্ত ছিলেন। ইউরোপের সম্রাট্‌গণ নেপোলিয়নের প্রত্যাগমন আশঙ্কায় শঙ্কিত হইতেছিলেন। ফ্রান্সের এক বিদ্বৎসমাজ “অধ্যায়ন-সম্প্রাপ্ত-সুখ” সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে পারিতোষিক দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। অপর এক বিদ্বৎ-সমাজ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম সভ্যগণের তালিকা হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজ আদেশে, সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত এক নগরে, নৌযুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইল। ঐ প্রদেশের জমিদার যুদ্ধ-জাহাজের প্রধান সেনাপতি। অতএব কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিলেন, যে ঐ নগরে বন্দরের সকল সুবিধা বর্ত্তমান—তদন্যথায় রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উপর দোষ বর্ত্তায়। যে সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাহারা ১৮১৫ সালে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের অপমান-সূচক প্রবন্ধাদি লিখিতেছিল। তাহারা বলিতেছিল, যে ডেভিডের বুদ্ধি ছিল না, কার্নো অসৎ লোক, সুল্ট কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই, নেপোলিয়ন আপন প্রতিভা হারাইয়াছে। সকলেই জানেন, নির্ব্বাসিতগণকে ডাকযোগে পত্র লিখিলে, সে পত্র অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা পাইতেন না, কারণ পুলিস উহা হস্তগত করিয়া না ফেলিলে, অধর্ম্ম হইবে, বিবেচনা করিত। ইহা যে নূতন ঘটিতেছিল, তাহা নহে। ডেকার্ট নির্ব্বাসনে থাকা কালে, এইরূপ অনুযোগ করিয়া গিয়াছেন। বেলজিয়মের কোন সংবাদপত্রে, ডেভিড, তাঁহাকে লিখিত পত্র তিনি পান নাই, বলিয়া কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করায়, প্রাচীন রাজবংশের পক্ষের সংবাদপত্রে ডেভিডকে উপহাস করা হইতেছিল। ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড বিষয়ে যাঁহারা মত দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ “রাজার হত্যাকারী” বলিত, কেহ তাহাদিগকে “জাতীয় সভার সভ্য” বলিত। ইউরোপের অন্য দেশীয় রাজবৃন্দকে, কেহ “শত্রু” কেহ “মিত্র” বলিত, কেহ “নেপোলিয়ন” বলিত, কেহ “বিউনাপার্টি” বলিত। দুর্লঙ্ঘ্য অতলস্পর্শ গহ্বর যেরূপ দুই ভূমি খণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, ঐরূপ বলিত বলিয়াই, দুইদল পরস্পর হইতে তদপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ স্থির

করিয়াছিলেন, যে তথাকথিত "সনন্দের অমর প্রণেতা" অষ্টাদশ লুই বিপ্লবের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। চতুর্থ হেনরীর প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন জন্য যে প্রস্তর-আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে "পুনরুজ্জীবিত" শব্দ খোদিত হইয়াছিল। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার বিধি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাজকসম্প্রদায় প্রাচীন রাজবংশের চিহ্নশোভিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, নেপোলিয়নের পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত ছিল। এই সময়ে একজন বাস্পীয় পোত প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ পোত নির্ম্মাণ তখন সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই। ইহা স্বপ্নের ন্যায়, বোধ হইতেছিল। আবিষ্কারক একটি ছোট পোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বাস্পযোগে চলিতেছিল। কিন্তু উহা বালকের ক্রীড়াসামগ্রী বলিয়া মনে হইতেছিল। উহা যে কোনও কার্য্যে লাগিবে, তাহা মনে হয় নাই। উহা ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে টুলিয়ারিস্‌ প্রাসাদের নিকট দিয়া সিন্‌ নদীবক্ষে যাতায়াত করিতেছিল। এই অনাবশ্যক দ্রব্যটির দিকে অধিবাসিগণ চাহিয়া দেখিতেছিল; কিন্তু তদ্দৃষ্টে তাহাদিগের কোনও উৎসাহ বা আনন্দ বোধ হইতেছিল না। যিশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন। কুভেয়ার, একদিকে বাইবেল গ্রন্থের সৃষ্টির বর্ণনা, অন্যদিকে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া, পুনরভ্যুত্থিত কুসংস্কারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভূগর্ভনিহিত অস্থিরাশির প্রমাণ সহিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন জেনার যুদ্ধে জার্ম্মানিকে বিধ্বস্ত করিয়া জেনার নামে সিন্‌ নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সেনাপতি ব্লুচার তাহার তলদেশে খনন করিয়া ঐ সেতুর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে নূতন প্রস্তর দিয়া, ব্লুচার কর্ত্তৃক খনিত স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেতুর তৃতীয় খিলানের নিম্নে, সেই প্রস্তর এখনও শুভ্র ছিল বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছিল। জনৈক ব্যক্তি, কাউণ্ট আর্টইস্‌ নোটরডেমে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া, বলিয়া ফেলিয়াছিল—"যে সময় আমি বোনাপার্টি এবং তালমাকে একত্রে দেখিয়াছিলাম, সেই সময়ের জন্য দুঃখ হয়" ইহা বিদ্রোহসূচক বাক্য বলিয়া বিচারালয়ে তাহার বিচার হইয়া, ঐ কথা বলিবার জন্য, ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বিশ্বাসঘাতকেরা আপনাদিগের কার্য্যকলাপ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছিল। যাহারা যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহারা সেজন্য কি পুরস্কার

পাইয়াছিল, তাহা গোপন করিতেছিল না। তাহারা ধন ও পদমর্য্যাদার গর্ব্বে মত্ত হইয়া, নির্লজ্জতার সহিত, সকলের সমক্ষে, অকুণ্ঠিতচিত্তে, তাহাদিগের কার্য্য সকল বিবৃত করিতেছিল। যাহারা লিগ্নি ও কোয়ার্টারব্রাস্ যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের কাপুরুষতার জন্য পুরস্কৃত হইয়া, তাহারা কোনও রূপ লজ্জাবোধ করিতেছিল না এবং নিতান্ত নির্লজ্জভাবে, প্রাচীন রাজবংশের উপাসনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

১৮১৭ সালের কথা হইলে, এই সকল, বিশৃঙ্খল ভাবে মনোমধ্যে উদিত হয়। উহা এখন সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। ইতিহাস ঐ সকলের কিছুরই উল্লেখ করে না—করিতে পারে না; কারণ অসংখ্য বিষয় বর্ণনা করিতে ইতিহাস অক্ষম। এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় কিন্তু নিস্প্রয়োজনীয় নহে। যেমন উদ্ভিদ্‌রাজ্যে, অতি ক্ষুদ্র পত্র, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া, ত্যাগযোগ্য নহে, সেইরূপ সমাজের কোনও ঘটনাই অকিঞ্চিৎকর নহে। বৎসরের সমষ্টিতে শতাব্দী হইতেছে এবং শতাব্দী সম্বন্ধে সুপরিচিত হইতে হইলে, বৎসরের বিশেষত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই ১৮১৭ সালে প্যারিসের ৪টি যুবক, একটি সুন্দর প্রহসন অভিনয় করিবে মনস্থ করিল।

---

(২) চারিজন করিয়া দুই দল—

ঐ চারিজন ফ্রান্সের চারিটি প্রদেশ হইতে প্যারিসে আসিয়াছিল। তাহারা শিক্ষালাভ জন্য প্যারিসে আসিয়াছিল। প্যারিসে শিক্ষার জন্য আসিলে, লোকে শিক্ষার্থিগণকে প্যারিসের লোক বলিয়াই বলিত।

এই যুবকগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সকলেই সে প্রকার যুবক দেখিয়াছে। কোনও রূপ নির্ব্বাচন না করিয়া, সমাজের চারিটি যুবককে ধরা হইতেছে। উহারা ভালও নহে, মন্দও নহে, বুদ্ধিমান্‌ও নহে, অজ্ঞও নহে, প্রতিভাশালীও নহে, নির্ব্বোধও নহে। কুড়ি বৎসর বয়সে কিশোরবয়স্কের যেমন সৌন্দর্য্য হয়, উহারা সেইরূপ সুন্দর।

উহাদিগের নাম লিষ্টোলিয়ার, ফেমুল এবং ব্লাসিভেল ও থলোমি। উহাদিগের প্রত্যেকের এক একটি প্রণয়িনী ছিল। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে ডালিয়া,

জেফিন, ফেভারিট্ এবং ফ্যান্টাইন্। ফ্যান্টাইনের কেশরাজি সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল।

ঐ চারিটি স্ত্রীলোক পরমাসুন্দরী। তাহারা আপন আপন দেহ সুবাসিত ও সুসজ্জিত রাখিত। তথাচ, তাহারা শ্রমজীবীদিগের স্ত্রীলোকের ন্যায়ও এখনও একেবারে সূচি-কার্য্য ত্যাগ করে নাই। পুরুষসংসর্গে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হইয়াছিল, কিন্তু এখনও তাহাদিগের মুখে শ্রমজীবীদিগের শান্তি-পূর্ণতা বিরাজমান ছিল। স্ত্রীলোকের প্রথম পতনের পর, যে সব গুণ অবশিষ্ট থাকে, ঐ স্ত্রীলোকগণের তাহা ছিল। তাহাদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠাটিকে, কিশোরী বলা হইত। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠাটিকে, বৃদ্ধা বলা হইত। তথাকথিত বৃদ্ধার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। প্রথম তিনটি ফ্যান্টাইন্ অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, তাহারা জীবন-স্রোতে অধিক গা ভাসাইয়া দিয়াছিল ও ভাবী ফল সম্বন্ধে, তাহাদিগের মন কম আন্দোলিত হইত। ফ্যান্টাইনের প্রথম মোহ কাটে নাই।

অপর তিন জন, তাহাদিগের মনোমধ্যে কোনও ভ্রান্তি আছে, তাহা বলিতে পারিত না। তাহাদিগের জীবন-নাট্যে, ইতিমধ্যে, বিভিন্ন অঙ্ক অভিনীত হইয়া গিয়াছে, ও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদিগের প্রণয়ীস্বরূপে দেখা দিয়াছে। দারিদ্র্য ও হাবভাববিকাশেচ্ছা সাংঘাতিক মন্ত্রণাদাতা। প্রথমটি তিরস্কার করে, দ্বিতীয়টি তোষামোদ করে। সাধারণ ঘরের সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের কাণে কাণে, দুই জনেই পরামর্শ দেয়। প্রত্যেকের ইচ্ছা আপন দিকে লওয়া। অরক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ সেই পরামর্শে কর্ণপাত করে; ফলে স্ত্রীলোকদিগের পতন হয়। তখন তাহাদিগের উপর প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হয়। সংসারে যাহারা পবিত্র ও দুরধিগম্য, তাহাদিগের পুণ্যপ্রভাবে উহারা তিরস্কৃত হয়। হায়, ঐ সকল সাধুগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলে, কিরূপ হইত?

ফেভারিট ইংলণ্ডে গিয়াছিল ও সেই কারণে ডালিয়া ও জেফিন তাহাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিত। অতি শৈশবে তাহার নিজের গৃহ ছিল। তাহার পিতা গণিতের শিক্ষক ছিল। তাহার বিবাহ হয় নাই। সেই পশু-প্রকৃতি, গর্ব্বপ্রিয় লোকটির এখন অনেক বয়স হইয়াছিল; কিন্তু এখনও সে পড়াইতে যাইত। সেই ব্যক্তি, যৌবনে, জনৈক দাসীর পরিধেয় বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিতে পায়। সেই ঘটনার ফলে ফেভারিট জন্মগ্রহণ করিল। সে মাঝে মাঝে পিতার সাক্ষাৎ পাইত। একদা জনৈক বৃদ্ধা নিষ্ঠাসম্পন্নার আকৃতি

লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিল—বলিল "তুমি আমাকে চেন না?" "না"। "আমি তোমার মা।" পরে, বৃদ্ধা আলমারি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইল—আপনার একটি মাদুর আনিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল। সেই কোপনস্বভাবা বৃদ্ধা যেন কতই ধর্ম্মনিষ্ঠা, এইরূপ দেখাইত। সে ফেভারিটের সহিত আলাপ করিত না। কোন কথা না কহিয়া, বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং একা চারিজনের আহার্য্য ভোজন করিত; পরে গল্প করিবার জন্য চাকরদিগের ঘরে গিয়া, নিজ কন্যার নিন্দা করিত।

ডালিয়ার নখগুলি গোলাপী বর্ণের ছিল। সে কিরূপে এত সুন্দর নখ লইয়া শ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? অগত্যা সে আলস্যে কাল কাটাইত ও নিষ্টোলিয়রের, এবং বোধ হয়, অন্যেরও, প্রণয়িণী হইয়া পড়িয়াছিল। যে নারী সাধ্বী থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহার হাতের মায়া করা চলে না। জেফিন্ হাবভাব ও প্রগল্‌ভ সম্বোধন দ্বারা ফেমুলকে বশীভূত করিয়াছিল।

যুবকেরা পরস্পরের সঙ্গী ছিল। ঐ স্ত্রীলোকগুলি পরস্পরের বন্ধু ছিল। এইরূপ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগুলির মধ্যে এইরূপ বন্ধুত্ব দেখা যায়।

সকল বিষয় বুঝা ও সৎ হওয়া পৃথক কথা। ফেভারিট্, জেফিন্ ও ডালিয়ার জীবন-যাপন-প্রণালী ছাড়িয়া দিলে বলা যায়, যে ঐ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকগুলি সকল কথা বেশ বুঝিত, কিন্তু কেবল ফ্যান্‌টাইন্‌কে ভাল বলা যাইতে পারে।

তুমি বলিবে—ফ্যান্‌টাইন্ ভাল! তবে থলোমির কথাটা কি? সলোমন হইলে প্রত্যুত্তরে বলিতেন—প্রণয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, ফ্যান্‌টাইনের এই প্রথম প্রণয়—তাহার অন্য প্রণয়ী ছিল না। সে অবিশ্বাসিনী ছিল না।

কেবল তাহারই সহিত, কেহ নির্লজ্জ ভাবে কথোপকথন করিতে অগ্রসর হইত না। সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ফ্যান্‌টাইন্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ফ্যান্‌টাইন্, সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরতম স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। সে "ম" প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পিতা মাতা কে? কে তাহা বলিতে পারে? তাহার পিতা বা মাতার সহিত, তাহার কখনও পরিচয় হয় নাই। তাহাকে ফ্যান্‌টাইন্ বলিয়া লোকে ডাকে। কেন ফ্যান্‌টাইন্ বলিত? তাহার অন্য নাম কখনও ছিল না। যখন সে জন্মিয়াছিল, ফ্রান্স তখন ডিরেক্‌টরির অধীন। কোন্ বংশে জন্মিয়াছে, তাহার নাম হইতেবুঝা যায় না।

গির্জ্জাতে তাহার নামকরণ হয় নাই। তখন গির্জ্জা ছিল না। যখন সে শৈশবে, খালি পায়ে, রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তখন কোনও পথিক তাহাকে ঐ নাম দেয়। সেই হইতে তাহার ঐ নাম হইয়াছে। বৃষ্টির সময় মেঘের জল যেমন সে মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ পথিকদত্ত নামও সে গ্রহণ করিয়াছে। শৈশবে তাহাকে ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিত ; ইহার অধিক আর কেহ জানিত না। এইরূপে সে সংসারে প্রবেশ করিল। দশম বর্ষে সে নগর ত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে, কৃষকের গৃহে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। পঞ্চদশ বর্ষে, সে সৌভাগ্যের সন্ধানে নগরে আসিল। ফ্যান্‌টাইন্‌ সুন্দরী ছিল এবং যতদিন পারিয়াছিল আপন পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। তাহার আকৃতি কমনীয়, দন্তগুলি সুন্দর, ছিল। সে সুবর্ণ ও মুক্তার যৌতুক লইয়া জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে সুবর্ণ তাহার মস্তকেও মুক্তা তাহার মুখ মধ্যে ছিল।

সে জীবীকা উপার্জ্জন জন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইল ; কিন্তু দেহের ক্ষুধার ন্যায় হৃদয়েরও ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, জীবন রক্ষার জন্য, সে ভাল বাসিয়াছিল। সে থলোমিকে ভাল বাসিয়াছিল।

সে প্রণয় থলোমির পক্ষে ক্রীড়াসামগ্রী, কিন্তু উহা ফ্যান্‌টাইনের হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে রাস্তায় পরস্পরকে দেখে। সহরের ঐ অংশের রাস্তায় বহু ছাত্র ও অল্পবয়স্কা নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিচরণ করিয়া বেড়ায় ও ঐখানে অনেকের মধ্যে ঐরূপ প্রণয় উদ্ভূত ও তিরোহিত হয়। ফ্যান্‌টাইন্‌ অনেকদিন থালোমিকে পরিহার করিত ; কিন্তু পুনঃপুনঃ তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইত, যেন পরিহারছলে পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিত। ফলে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন ঘটিল।

ঐ চারিজন পুরুষ মধ্যে থলোমিই প্রধান ছিল। তাহারই বুদ্ধি খেলিত। থলোমি পাঠ্যাবস্থাতেই বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ধন ছিল। তাহার, বৎসরে প্রায় দেড় হাজার টাকা, আয় ছিল। সেই ধনী লম্পট, চরিত্রদোষে ত্রিশ বৎসরেই স্বাস্থ্য হারাইয়াছিল। তাহার চর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছিল। দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছিল। মস্তক কেশশূন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে তাহার স্ফূর্ত্তির অভাব হয় নাই। খাদ্য দ্রব্যের উত্তম পরিপাক হইত না। একটি চক্ষু হইতে জল পড়িত। কিন্তু যেমন তাহার যৌবন চলিয়া যাইতেছিল, তাহার আমোদপ্রিয়তা সেই পরিমানে বাড়িতেছিল। সে নানাপ্রকার কৌতুক করিয়া

দন্তের অভাব, আমোদ করিয়া চুলের অভাব ও ব্যঙ্গ দ্বারা স্বাস্থ্যের অভাব পূরণ করিতেছিল। তাহার চক্ষু হইতে জল নির্গত হইতে থাকিলেও, সে সর্ব্বদা হাস্য করিত। অল্প বয়সেই তাহার স্বাস্থ্য গিয়াছিল, কিন্তু পরিহাসপ্রিয়তা ছিল। তাহার যৌবন চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু তাহাতে স্ফূর্ত্তি হারায় নাই। সে সর্ব্বদা হাস্য করিতেছিল ও অপরে, তাহাতে আমোদ সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব, কিছুই অনুভব করিত না। সে একটি নাটক লিখিয়াছিল, কিন্তু রঙ্গালয়ে তাহা গৃহীত হয় নাই। কখন কখন সে কবিতা লিখিত, সকল বিষয়েই সে বিশ্বাস করে না, এইরূপভাব দেখাইত। উহাতে দুর্ব্বলচেতা লোকে ভাবিত, তাহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর। লোককে পরিহাস করিত বলিয়া, ও তাহার মাথায় টাক পড়িয়াছিল বলিয়া, সে দলপতি হইয়াছিল।

একদিন থলোমি অপর তিনজনকে এরূপভাবে ডাকিল, যেন তাহার বুদ্ধি দৈবী শক্তিবিশিষ্ট। সে বলিল—"ফ্যান্টাইন্, ডালিয়া, জেফিন ও ফেভারিট কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবার জন্য, আমাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা স্বীকার করিয়াছি, তাহাদিগকে উহা দেখাইব। তাহারা সর্ব্বদাই সেই কথা আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমাকে, বলিতেছে। নেপ্‌লস্ নগরে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যেমন কোনও সাধুপুরুষকে বলিয়াছিল—'তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখাও,' সেইরূপ সুন্দরীগণ সর্ব্বদাই বলিতেছে—"থলোমি! তুমি কখন আমাদিগকে মজা দেখাইবে?' এদিকে আমাদিগের পিতামাতাও আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন; সুতরাং দুইদিক হইতেই তাগাদা চলিতেছে। আমার বোধ হইতেছে, সময় হইয়াছে। কথাটা ঠিক করা যাক।"

এই কথা বলিয়া, থালোমি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল। সে এমন কিছু মজার কথা বলিয়াছিল, যে সকলেই একবারে মুখভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। ব্লাসিভেল্ বলিয়াছিল—"বেশ বলিয়াছে।"

সম্মুখে একটি তামাক খাইবার ঘর দেখিয়া, তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিল ও তাহাদিগের গুপ্ত পরামর্শের অবশিষ্ট অংশ, সেই অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গেল।

সেই পরামর্শের ফলে, পর রবিবারে, সকলে মিলিয়া স্ফূর্ত্তি করিবে, সেই জন্য আয়োজন হইল। ঐ চারিজন যুবক, চারিজন যুবতীকে আমন্ত্রণ করিল।

(৩) চারিজন, চারিজন—

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, ছাত্রেরা ও নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ, আমোদ করিবার জন্য, সহরের বাহিরে গমন করিয়া, কিরূপে দিন কাটাইত, তাহা এক্ষণে ধারণা করা কঠিন। প্যারিসের সহরতলীর অবস্থা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। সহরতলীর আকার, গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে কোকিল ডাকিত, এখন সেখানে রেলগাড়ী চলিতেছে; সামান্য নৌকার পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করিতেছে। সমগ্র ফ্রান্স, এক্ষণে প্যারিসের সহরতলী।

সে সময় যতপ্রকার আমোদ করা সম্ভব ছিল, এই চারিটি যুবক ও চারিটি যুবতী, তাহা সমস্তই উপভোগ করিয়াছিল। কলেজের ছুটির সময় হইয়া আসিয়াছিল। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। উজ্জল দিবাভাগে কিছুমাত্র শীত ছিল না। ঐ চারিটি স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল ফেভারিট লিখিতে পারিত। সে সকলের হইয়া থলোমিকে পূর্ব্বদিন লিখিয়াছিল "আমোদ করিয়া ফিরিয়া আসিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।" অতএব তাহারা পরদিন প্রাতঃকালে, পাঁচটার সময়, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল; তাহার পর গাড়ী করিয়া সেণ্ট্ ক্লাউড্ গেল, এখানে শুষ্ক জলপ্রপাত স্থান দেখিয়া বলিল, "ইহাতে জল থাকিলে, বেশ সুন্দর দেখাইত"। তাহার পর জলযোগ করিয়া বৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণীর নিম্নে নানাপ্রকার ক্রীড়ায় নিযুক্ত রহিল—ফুল তুলিল—বাঁশী কিনিল—ফল পাড়িয়া খাইল। এইরূপে সুখে কাটাইল।

পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিলে, পক্ষিণী যেরূপ আনন্দে সঙ্গীত করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, ঐ চারিজন স্ত্রীলোক, সেইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে, বেড়াইতে লাগিল; আনন্দে তাহারা জ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিল। কখনও কখনও, তাহারা যুবকগণকে টোকা মারিতেছিল। জীবনের প্রাতঃকালে কি আনন্দের মোহ! কিশোর কাল কি মধুর—তুমি যে হও তোমার কি মনে পড়ে না? তুমি কি ঝোপের ভিতর দিয়া বেড়াইবার সময়, তোমার পশ্চাৎস্থিত সুন্দরীর সুবিধার জন্য, গাছের ডাল সরাইয়া ধরিয়াছে? তুমি কি বৃষ্টিতে ভিজিয়া, তোমার প্রণয়িনীর হাত ধরিয়া বেড়াইবার সময় পিছলাইয়া হাসিয়াছিলে ও তোমার প্রণয়িনী বলিয়াছিল "হায়! হায়! আমার নুতন জুতা কি হইয়া গেল?"

ভ্রমণে বাহির হইবার সময়, ফেভারিট গৃহিণীর মত, আপন অভিজ্ঞতা জানাইয়া বলিয়াছিল "রাস্তায় পোকা বেড়াইতেছে, বৃষ্টি হইবে।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৃষ্টিতে আমোদের বাধা ঘটাইয়া, তাহাদিগের আমোদ বৃদ্ধির সুযোগ উপস্থিত করে নাই।

চারিটি স্ত্রীলোকই, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিতেছিল। তৎকালের জনৈক বিখ্যাত কবি ভ্রমণ সময়, বেলা দশটার সময়, তাহাদিগকে দেখেন। উহাদিগকে দেখিয়া গ্রীক্‌ কবিগণের বর্ণিত তিনটি সৌন্দর্য্য দেবীর কথা তাঁহার মনে উদিত হয় ও তিনি বলিয়া উঠেন "এ যে চারিজন দেখিতেছি।" ত্রয়োবিংশ বর্ষীয়া ফেভারিট সকলের আগে চলিতেছিল। নালা লাফাইয়া পার হইতেছিল—ঝোপের উপর দিয়া জ্ঞানহারা হইয়া চলিতেছিল।, সে যেন ঐ আনন্দোন্মত্ত দলের কর্ত্রী-ঠাকুরাণী হইয়াছিল। প্রকৃতিদেবী জেফিন ও ডালিয়াকে এরূপভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে একের সৌন্দর্য্য অপরের সৌন্দর্য্যকে উজ্জ্বলতর করে ও উভয়ে একত্রিত হইলে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হাবভাব প্রদর্শনের সুবিধা হয় বলিয়াই, তাহারা ক্ষণকাল জন্য ও পরস্পরকে ত্যাগ করিতেছিল না। বন্ধুতা তাহাদিগের একত্র থাকার কারণ নহে। তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া, ইংরাজ রমণীগণ যেরূপভাবে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইতেছিল। লিষ্টো-লিয়ার ও ফেমুল তাহাদিগের শিক্ষকগণের সমালোচনা করিতেছিল ও তাহাদিগের প্রভেদ, ফ্যান্‌টাইন্‌কে বুঝাইতেছিল।

ফেভারিটের শাল ভারতীয় শালের অনুকরণে প্রস্তুত। উহা বহন করিবার জন্যই, যেন ব্লাসিভোলের জন্ম হইয়াছিল।

সকলের কর্ত্তা থলোমি শেষে আসিতেছিল। সেও আমোদ করিতেছিল। কিন্তু আমোদ মধ্যেও তাহার কর্তৃত্ব বুঝা যাইতেছিল। তাহার হাতে ১০০৲ টাকার উপর মূল্যের ছড়ি ছিল, ও তাহার মুখে সিগার ছিল। সে কাহাকেও মানিত না। সে ধূমপান করিতেছিল।

অপর তিনজন বলিল—বাঃ! কি চমৎকার। থলোমির কেমন পোষাক! কিরূপ স্ফূর্ত্তি!

ফ্যানটাইন্‌কে দেখিলে মন আনন্দে পূর্ণ হয়। হাস্য করিবার সময়, তাহার সুন্দর দন্তগুলি দেখা যাইত। যেন, সেই জন্যই ভগবান্‌ উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে তাহার টুপিটি মাথায় না দিয়া, হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার

সুন্দর তরঙ্গায়িত কেশরাশি, বারংবার এলাইয়া যাইতেছিল ও তাহা পুনঃ পুনঃ জড়াইতে হইতেছিল। তাহার রক্তাভ অধর ওষ্ঠ বিকম্পিত করিয়া মনোহর বাক্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার মুখপ্রান্ত এইরূপ ভাবে ঘুরিয়াছিল যে তাহা কামনা উদ্দীপিত করে ও কামুক যেন সাহস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর পাতা, মুখের নিম্নভাগের কামোদ্দীপক ভাবকে খর্ব্ব করে ও দর্শক অসৎ কল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। তাহার সমুদয় পরিচ্ছদে এমন একটি বিশেষত্ব ও সামঞ্জস্য ছিল, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অপর তিনজনের লজ্জাশীলতা কম ছিল। তাহারা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল তাহাতে স্কন্ধের ও কণ্ঠের নিম্নভাগ কিয়ৎদূর অনাবৃত ছিল। সেই গ্রীষ্মকালে পুষ্পশোভিত মস্তকাবরণ নিম্নে, সেই পরিচ্ছদ সুন্দর দেখাইতেছিল ও তাহাদিগকে লোভনীয় করিয়া তুলিতেছিল। ফ্যানটাইনের স্বচ্ছ পরিচ্ছদে, তাহার গাত্র একেবারে লুক্কাইতও ছিল না ও একেবারে অনাবৃতও ছিল না। উহা যেমন লজ্জাশীলতার পরিচায়ক, সেইরূপ কামনার ও উদ্দীপক ছিল। লজ্জাশীলতার পুরস্কারের প্রতিযোগিতায়, অপর তিনজনের পরিচ্ছদের সহিত তুলনায়, ফ্যান্‌টাইনের পরিচ্ছদই, হাবভাব বিকাশোপযোগী বলিয়া পুরস্কার পাইত। কখনও কখনও সরলতাই, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার কার্য্য করে।

প্রফুল্লচিত্ত, তন্বঙ্গী ফ্যানটাইনের মুখ উজ্জল, চক্ষু নীল তারকা বিশিষ্ট, চক্ষুর পাতা ঘন সন্নিবিষ্ট, পদদ্বয় ক্ষুদ্র, গুলফ ও মণিবন্ধ সুগঠিত, বর্ণ শুভ্র। তাহার চর্ম্মের নিম্নে কোনও কোনও স্থানে নীলবর্ণের শিরা দেখা যাইত। তাহার গণ্ডদেশ যৌবনকালোচিত স্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক, কণ্ঠদেশ পরিপুষ্ট; গ্রীবা কোমল এবং অংস দেশ প্রস্তরে খোদিতের ন্যায় ছিল। সূক্ষ্ম মসলিনের ভিতর দিয়া অংস দেশের মধ্যস্থলে একটি মনোমুগ্ধকর নিম্নস্থান দেখা যাইতেছিল। চিন্তাশীলতা তাহার স্ফূর্ত্তি চেষ্টা দমন করিতেছিল। স্ত্রীজনোচিত পরিচ্ছদের নিম্নে, ফ্যানটাইন্‌ প্রস্তরে খোদিত সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল; সে মূর্ত্তি প্রাণবিশিষ্ট।

ফ্যান্‌টাইনের সকল সৌন্দর্য্য সে নিজে অনুভব করিত না। যে অল্পসংখ্যক ভাবুকের সৌন্দর্য্য আস্বাদের দুর্লভ শক্তি আছে, যাহারা সুন্দর দ্রব্য নীরবে দর্শন করিতে জানেন, তাঁহারা প্যারিসে অবস্থিতি জন্য সঞ্জাত, স্বচ্ছ লাবণ্যের মধ্য দিয়া এই শ্রমজীবী স্ত্রীলোকে পবিত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য অনুভব করিতেন। নিম্নশ্রেণী

হইতে উদ্ভূত এই স্ত্রীলোকে শিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। তাহার আকৃতি আদর্শ স্থানীয় ছিল। তাহার অঙ্গ সঞ্চালনে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠিত।

আমরা বলিয়াছি, ফ্যান্‌টাইন্‌ প্রফুল্লতাপূর্ণ ছিল। তাহার লজ্জাশীলতা ও প্রচুর পরিমাণে ছিল। যদি কেহ মনোযোগ সহকারে তাহার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে, যৌবন-সুলভ, বসন্ত-কালোচিত মত্ততা ও প্রণয়-ঘটিত কার্য্য-সকল মধ্যে, তাহাতে আত্মসংযম ও লজ্জাশীলতার অপরাজিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। সে বিস্মিতের ন্যায় রহিয়াছিল। এই বিস্ময় পবিত্রতার পরিচায়ক। "সতীত্ব", কুমারীর মূর্ত্তিতে, সোনার কাঁটা দিয়া পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিতেছেন, এইরূপ যে চিত্র দেখি, ফ্যান্‌টাইনের অঙ্গুলি সেই মূর্ত্তির অঙ্গুলির ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর। আমরা পরে দেখিব, ফ্যান্‌টাইনের থলোমিকে অদেয় কিছু ছিল না; কিন্তু অন্য সময়, তাহার মুখে কুমারীর ভাব সর্ব্বোতোভাবে পরিলক্ষিত হইত। কখনও কখনও তাহার মুখে গাম্ভীর্য্য ও সতীত্বের কঠোর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, সহসা আমোদ প্রিয়তা চলিয়া যাইত এবং আমোদ প্রিয়তার স্থলে একেবারে চিন্তাশীলতা আসিয়া উপস্থিত হইত। অকস্মাৎ সেই পরিবর্ত্তন দর্শনে, মন বিক্ষিপ্ত হইত ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইত। নগণ্য মনুষ্যের প্রতি দেবীর আচরণ ন্যায়, ফ্যান্‌টাইনের আচরণ প্রতিভাত হইত। তাহার কপোল, নাসিকা, চিবুকের গঠনে, তাহার আকৃতিতে যে সামঞ্জস্যের বিধান করিয়াছিল, তাহা কেবল আয়তনের সামঞ্জস্য নহে; উহাতে তাহার আকৃতিকে মধুর করিয়াছিল। নাসিকার নিম্নে ও ওষ্ঠের উপরে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ছিল। উহা সহসা দেখা যাইত না। উহা সতীত্বের নিদর্শন—কেন তাহা বলা যায় না।

হউক প্রণয় মন্দ—নির্দ্দোষ ফ্যান্‌টাইন্‌ দোষের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল।

(৪) থলোমি এরূপ প্রফুল্ল চিত্ত হইল যে সে স্পেনদেশের ভাষায় একটি গান গাহিল—

সেদিন, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ঊষার ন্যায় মধুর রহিল। প্রকৃতি যেন সেদিন অবসর লাভ করিয়াছিল এবং হাসিতেছিল। সেণ্ট ক্লাউডের পুষ্পোদ্যান বায়ুকে সুগন্ধি করিতেছিল। সিন্‌ বক্ষ হইতে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষপত্র

মধ্যে অস্ফুট মর্ম্মর ধ্বনি উদ্ভব করিতেছিল। মধুকর মধু লুটিতেছিল। অসংখ্য প্রজাপতি উড়িয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিতেছিল। ফ্রান্সের মহিমান্বিত রাজার উদ্যানে অনেক নিষ্কর্ম্মা জুটিয়াছিল। তাহারা পক্ষিগণ।

ঐ চারিজন যুবক ও চারিজন যুবতী, সেই উজ্জ্বল দিবাভাগে, সেই মাঠে, পুষ্প ও বৃক্ষ সকল মধ্যবর্ত্তী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তাহারা কথা কহিতে লাগিল, গান গাহিল, নৃত্য করিল, দৌড়াইল, প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ফুল তুলিল। তাহাদিগের সেই নূতন বয়সে, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া, স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিল। ফ্যান্টাইন্ ব্যতীত, সকলেই সকলকে চুম্বন করিল; ফ্যান্টাইন্ যথার্থ ভালবাসায় পড়িয়াছিল। তাহার হৃদয়ের বেগ, চিন্তাশীলতার সহিত মিশিয়া, তাহাকে এরূপ করিয়াছিল যে অপরে তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিত না। ফেভারিট্ তাহাকে বলিল "তোমাকে সকল সময়েই আশ্চর্য্য রকমের দেখা যায়।"

তাহারা যথার্থ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। যে সকল কার্য্যে, সেই যুবক যুবতীগণ সুখভোগ করিতেছিল, তাহা জীবনীশক্তি ও প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত। ঐ অবস্থায়, সকল দ্রব্যই আদরের হয়। সকল বস্তুই উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে, প্রণয়ীদিগের জন্যই, কোন ও অপ্সরী উদ্যান ও প্রান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রণয়ীদিগের সেই শিক্ষালয় চিরকাল আছে ও যতদিন প্রণয়ী থাকিবে ও প্রান্তর থাকিবে, ততদিন সে শিক্ষালয়ও থাকিবে। কবিগণ মধ্যে এই কারণেই বসন্তের এত আদর। ভদ্র বংশজাত এবং শ্রমজীবী, উচ্চশ্রেণীর অভিজাত ও নিম্নশ্রেণীর অভিজাত, ব্যবহারাজীব, সভাসদ, নগরবাসী সকলেই এই অপ্সরীর দাস। তাহারা হাসে, খেলে। প্রণয় মনুষ্যকে দেবতা করে এবং পৃথিবী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রণয় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করে! ইহার স্পর্শে অধমও দেবতায় পরিণত হয়। তাহাদিগের অপরিস্ফুট চীৎকার; তৃণ মধ্যে পলায়মানের পদানুসরণ; অনুসরণকালে আলিঙ্গন; সঙ্গীতের ন্যায় মধুর তাহাদের অর্থশূন্য আলাপ; ব্যাক্যাংশের উচ্চারণেই প্রীতির প্রকাশ; একজনের মুখস্থিত ফল অন্যের ভোজন; এই সকলের মনোহারিতা স্বর্গের বলিয়া গণনীয় হইবার যোগ্য। সুন্দরী রমণী সুখভোগে সময় যাপন করে। তাহারা মনে করে, এ সুখ ফুরাইবে না। দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, এই বিপুল আনন্দ দর্শন করিয়া এরূপ মুগ্ধ হয়, যে তাহারা কি বলিবে স্থির করিতে পারে না।

জলযোগের পর, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে আনীত একটি লতা দেখিবার জন্ম উদ্যানে যাইতেছিল। এই মনোহর লতাটি একটু অদ্ভুত প্রকারের। ইহার ডাঁটা লম্বা। ইহার অসংখ্য পত্রহীন সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম শাখায়, অসংখ্য ক্ষুদ্র গোলাপের ন্যায় রহিয়াছে। উহাতে ঐ লতাটিকে মস্তকস্থিত চুলের উপর ফুল দিয়া সাজান বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ লতাটির নিকট, সকল সময়ে, অনেক লোক দাঁড়াইয়া প্রশংসা করিতেছিল।

ঐ লতা দেখিয়া সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। থলোমির অর্থে, তাহারা গর্দ্দভ ভাড়া লইয়া, গর্দ্দভ পৃষ্ঠে, ইসির পথে ফিরিল। ইসিতে একটি ঘটনা ঘটিল। ইসিতে একটি উদ্যানের দ্বার খোলা ছিল। ঐ উদ্যানকে যথার্থই জাতীয় উদ্যান বলা যাইতে পারে। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া নানারূপ আনন্দ উপভোগ করিল। দুইটি বৃক্ষে দোলনা বাঁধা ছিল। ফ্যান্টাইন্ ব্যতীত আর তিনটি সুন্দরীকে থলোমি দোলাইল। পরিধেয় প্রান্ত তুলিবার সময় উল্টাইয়া যাইতে লাগিল ও সকলে উচ্চ হাস্য করিল। তখন থলোমি সুর করিয়া গান গাহিল।

ফ্যান্টাইন্ দুলিতে সম্মত হইল না।

ফেভারিট্ দারুণ বিরক্তি সহকারে বলিল "লোককে দেখাইতে চাহে, সে অপর সকল অপেক্ষা ভাল—এটা আমার আদৌ ভাল লাগে না।"

গর্দ্দভ হইতে অবতরণ করিয়া, তাহারা নৌকাযোগে সিন নদী পার হইল। তাহারা প্রাতঃকালে পাঁচটার সময় উঠিয়াছে, কিন্তু রবিবারে ক্লান্তি থাকে না। ফেভারিট্ বলিল, "রবিবারে ক্লান্তির ছুটি।"

তিনটার সময় তাহারা একটি গড়ানে যায়গা দিয়া পিছলাইয়া চলিয়াছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল, এত সুখ থাকিবে না।

মাঝে মাঝে ফেভারিট্ বলিতেছিল——"মজা দেখাও, আমি মজা দেখিতে চাহি।" থলোমি বলিল—"দাঁড়াও—দেখাইব।"

——•——

(৫) বোম্বার্ডার হোটেলে—

তাহার পর, তাহাদিগের ভোজনের কথা মনে হইল। সেই আট জন আমোদ করিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহারা এক হোটেলে উপস্থিত হইল। রবিবারে, লোকের ভিড় হয় বলিয়া, তাহারা একটি সামান্য হোটেলে

আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। যে ঘরে তাহারা উপস্থিত হইল, তাহা বড় কিন্তু কুৎসিৎ। উহার এক পার্শ্বে একটি শয্যা ছিল। দুইটি জানালা দিয়া, বৃক্ষের পর নদী ও বন্দর দেখা যাইতেছিল। উজ্জ্বল ও মৃদু সূর্য্যকিরণ জানালার কাচে আসিয়া লাগিতেছিল। ঐ গৃহে দুইটি টেবিল ছিল। একটির উপর ফুলের তোড়া পর্ব্বতাকারে সাজান ছিল। উহার উপরে লোকদিগের টুপি সকল ছিল। অপর টেবিলে তাহারা আটজনে উপবেশন করিল। উহার উপর বাসন, গ্লাস, বোতল বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছিল। টেবিলের উপর জিনিষগুলি সাজান ছিল না। টেবিলের নিম্নেও দ্রব্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে ছিল।

প্রাতে পাঁচটার সময় আমোদ করিবার জন্য যে দল বাহির হইয়াছিল, তাহারা বৈকালে সাড়ে চারি ঘটিকার সময় এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছিল।

সহরতলির এই অংশ সূর্য্যালোকে আলোকিত ও লোকপূর্ণ। রাস্তা ধূলি-পূর্ণ। অনেক গাড়ী যাতায়াত করিতেছিল। একদল রাজার দেহরক্ষক সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া আসিতেছিল। তাহাদিগের সম্মুখে বাদ্যকর বাদ্য বাজাইতেছিল। টুলিয়ারির প্রাসাদের উপর শ্বেত পতাকা উড়িতেছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে ঐ পতাকা ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ময়দানে অনেকে সুখে বেড়াইতেছিল। অনেকেই প্রাচীন রাজবংশের চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে অল্পবয়স্কা বালিকাগণ গান গাহিতেছিল। পথিকগণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল।

সহরতলির অধিবাসিগণ দলে দলে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ও কেহ কেহ উচ্চশ্রেণীর নাগরিকগণের ন্যায় প্রাচীন রাজবংশের চিহ্ন ধারণ করিয়া বৃহৎ ময়দানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোনও দল খেলা করিতেছিল, কোনও দল কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘোড়ার উপর চড়িয়া ঘুরিতেছিল। কেহ মদ্যপান করিতেছিল, ছাপাখানায় যাহারা কার্য্য করে, তাহাদিগের কেহ কেহ কাগজের টুপি পরিয়াছিল। তাহাদিগের হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল দেখাইতে ছিল। গভীর শান্তি সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছিল। রাজবংশ সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিল। প্যারিসের সহরতলি সম্বন্ধে পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারি, বিশেষ বিবরণ, গোপনে রাজ-সন্নিধানে প্রেরণ করিবার সময় নিম্নলিখিত রূপে তাহার উপসংহার করিয়াছিলেন।

"মহারাজ। সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই লোকগুলি হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা নাই। তাহাদিগের কোনও বিষয়ে মন নাই, ও বিড়ালের ন্যায় তাহারা অলস। মফঃস্বলের অধিবাসিগণই অস্থির, প্যারিসের লোক নহে। প্যারিসের অধিবাসিগণ অতি সাধারণ লোক। মহারাজের একজন সৈনিক তাহাদের দুইজনের সমান। রাজধানীর লোকগণ হইতে কোনও আশঙ্কা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে প্যারিসের অধিবাসিগণ খর্ব্বাকৃতি হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবের সময় তাহাদিগের যেরূপ আকৃতি ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। ইহারা বিপজ্জনক নহে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়।"

বিড়াল সিংহে পরিণত হইতে পারে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাহা বিশ্বাস করে না। কখনও কখনও সেরূপ ঘটে; ইহাই প্যারিসের অধিবাসিগণের অলৌকিকত্ব। যে প্যারিসের অধিবাসিগণকে উপরি উক্ত কর্ম্মচারী ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট তাহারা বিশেষ সম্মানার্হ ছিল। তাহারা মনে করিত, প্যারিসের অধিবাসিগণ যেন মূর্ত্তিমান স্বাধীনতা। রাজবংশের পুনরভ্যুত্থানের পরবর্ত্তী পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে যত শান্ত বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা প্রকৃত নহে। গ্রীকদিগের মধ্যে এথিনিয়ানগণ যেরূপ, ফরাসীদিগের মধ্যে প্যারিসবাসিগণ তদ্রূপ। তাহারা নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়। তাহারা তুচ্ছ কার্য্যেও আলস্যে কাল কাটায়, ইহা তাহারা গোপন করে না। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, তাহার কোনও কথা স্মরণ নাই। তথাচ তাহাকে বিশ্বাস করিও না। যে কার্য্য সম্পাদন জন্য, বিশেষ ধীরতার প্রয়োজন, তাহা করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত। যশোলাভের জন্য, সে সুদারুণ কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা প্রশংসা অর্জ্জন করিতে, সর্ব্বদাই অগ্রসর। বর্ষাহস্তে সে ১০ই অগষ্টের বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। সৈন্যস্বরূপে, সে অষ্টারলিজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। সে নেপোলিয়নের ভরসাস্থল। তাহার উপরেই ড্যান্টন নির্ভর করিতেন। যদি দেশ আক্রান্ত হয়, সে সৈন্যদলভুক্ত হইবে। স্বাধীনতালোপের আশঙ্কা হইলে, সে বিপ্লব উপস্থিত করিবে। সাবধান! সে ক্রুদ্ধ হইলে, মহাকাব্যের সৃষ্টি হইবে। সময় উপস্থিত হইলে, সে তখন বৃহদাকার ধারণ করিবে। সেই খর্ব্বাকৃতির দৃষ্টি ভীষণ হইবে, তাহার নিশ্বাসে ঝটিকা প্রবাহিত হইবে, এবং তাহাতে আল্পস্‌ পর্ব্বতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। তাহার কল্যাণেই বিপ্লব

ইউরোপ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে গান করে, তাহাতেই তাহার আনন্দ। তাহার প্রকৃতির সহিত, তাহার গানের সুর বাঁধিয়া দাও। তখন তুমি দেখিবে, কোন সঙ্গীত গাহিতে, গাহিতে সে ষোড়শ লুইকে রাজ্যচ্যুত করিবে। জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, সে পৃথিবীকে স্বাধীন করিবে।

উপরি উক্ত পুলিসের লিখিত বিবরণের এই টীকা করিয়া আমরা পুনরায় গল্প আরম্ভ করিব। পূর্ব্ব-লিখিত আট জনের খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে।

(৬) তাহারা পরস্পরের প্রতি নিরাতিশয় প্রীতি দেখাইতে লাগিল—

প্রণয়ীর সম্ভাষণের ন্যায় ভোজন সময়ের কথোপকথন সমস্ত লিখিতে পারা অসম্ভব। উভয়কে পুঞ্জীভূত বাষ্পস্বরূপ বলা যাইতে পারে; তবে প্রণয়-সম্ভাষণ মেঘ সদৃশ ও ভোজন সময়ের কথোপকথন ধূমরাশি স্বরূপ।

ফেমুল ও ডালিয়া অস্ফুটস্বরে গান গাহিতেছিল। থলোমি মদ্য পান করিতেছিল, জেফিন হাসিতেছিল; ফ্যান্‌টাইনের মুখে হাস্যচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। লিষ্টোলিয়ার একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাজনা কিনিয়াছিল; সে এখন তাহা বাজাইতেছিল।

ফেভারিট্‌ ব্লাচিভেলের দিকে প্রণয়নেত্রে চাহিয়া বলিল—"ব্লাচিভেল! আমি তোমাকে ভালবাসি।"

শুনিয়া ব্লাচিভেল একটি প্রশ্ন করিল—

"ফেভারিট্‌! আমি যদি তোমাকে আর ভাল না বাসি তাহা হইলে তুমি কি করিবে।"

ফেভারিট্‌ বলিয়া উঠিল—"আমি! তামাসা করিয়াও ঐরূপ বলিও না। যদি তুমি আমাকে আর ভাল না বাস, তাহা হইলে আমি তোমার উপর লাফাইয়া পড়িব; তোমাকে আঁচড়াইয়া দিব, কামড়াইয়া দিব, তোমাকে জলে ফেলিয়া দিব, তোমাকে ধরাইয়া দিব।"

তোষামোদ বাক্যে আত্মহারা বিলাসীর ন্যায় ব্লাচিভেল হাসিতে লাগিল। ফেভারিট্‌ বলিল—

"সত্য, আমি চীৎকার করিয়া পুলিশ ডাকিব। ধৈর্য্য একেবারে আমাকে ত্যাগ করিবে"।

ব্লাচিভেল চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল—তাহার পরম সুখ বোধ হইল ও সে মহানন্দে চক্ষু বুজিল।

তখন সকলে গোলমাল করিয়া কথা কহিতেছিল। ডালিয়া, খাইতে খাইতে, মৃদুস্বরে ফেভারিট্‌কে বলিল—"তবে যথার্থই তুমি তোমার ব্লাচিভেলকে খুব ভালবাস?"

ফেভারিট, পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিল—"আমি? আমি তাহাকে ঘৃণা করি। সে বড় লোভী। আমার বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীতে যে যুবক থাকে, আমি তাকে ভালবাসি। সে ছোক্‌রা বেশ সুন্দর, তুমি তাকে জান? সে যাত্রার দলে থাকে, দেখিলেই বুঝা যায়। আমি যাত্রার দলের লোক খুব ভালবাসি। সে বাড়ী আসিলেই তাহার মা তাকে বলে "আমাকে আর তিষ্ঠাতে দিলে না। এসেই চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে—আমার কাণ ঝালাপালা করে দিলে যে"। তখন সে ইঁদুরে পূর্ণ ছাদের উপরের ঘরে চলিয়া যায় এবং সেখানে গান গাহিতে থাকে, বক্তৃতা করিতে থাকে—কি বলে তা সে জানে, তবে নীচে পর্য্যন্ত তার গলা শুনা যায়। সে এক এটর্ণির বাড়ীতে হেঁয়ালি লিখিয়া, দিন দশ আনা রোজগার করে। ছোক্‌রা খুব মজার—একদিন আমি খাবার তৈয়ারী করিতেছিলাম। সে বলিল "আপনার দস্তানাটিই খাবার বলিয়া আমাকে দিন, আমি উহাই খাইব।" খুব রসিক না হলে এমন বলিতে পারিত না। বাঃ। ছোক্‌রা খুব ভাল, সেই ছোক্‌রার জন্য আমি প্রায় পাগল হইতে বসিয়াছি। তা হউক, আমি ব্লাচিভেলকে বলিতেছি—"আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আমি কেমন মিথ্যা বলিতেছি! বাঃ! আমি কেমন মিথ্যা বলিতেছি!"

ফেভারিট্ থামিল, তারপর বলিতে লাগিল—

"দেখ ডালিয়া! আমার মনটাতে সুখ নাই। সারা গ্রীষ্মকালটিতে বৃষ্টি হইয়াছে। বাতাস চালালে আমার শরীরটা খারাপ হয়, কিন্তু বাতাসও থামে না। ব্লাচিভেল ভারি কৃপণ। বাজারে তরকারী মেলে না। কি খাবে মানুষ তাহা বলিতে পারি না। আমার প্লীহা হইয়াছে। মাখন এত মহার্ঘ। আর দেখ আমরা যে ঘরে খাইতেছি, সেখানে একটা বিছানা রহিয়াছে; কি বিশ্রী! জীবনে অশ্রদ্ধা ধরাইয়াছে"।

(৭) থলোমির বিজ্ঞতা—

এদিকে কেহ কেহ গান গাহিতেছিল ; অপর সকলে এক সঙ্গে গোলমাল করিয়া কথা কহিতেছিল। এখন কেবল গোল হইতেছিল। তখন থলোমি গোল থামাইবার চেষ্টা করিল। সে বলিল—"বিশৃঙ্খলভাবে, তাড়াতাড়ি এত কথা কহা ঠিক নহে। খ্যাতিলাভের ইচ্ছা থাকিলে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা কহিতে হইবে। যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ফেলিলাম, এইরূপ করিলে নির্ব্বোধের মত দেখা যাইবে। তোমরা ব্যস্ত হইও না। এমনভাবে আমরা ভোজন করিতে থাকিব, যে লোকে সম্মান ও ভক্তি করিবে। এস, আমরা খাইবার সময়, সকল কথা ধীরতার সহিত চিন্তা করি। ক্রমশঃ গতি বাড়িতে পারে, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিও না। দেখ, বসন্তকাল যদি ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলেই তাহার সর্ব্বনাশ, অর্থাৎ শীত আসিয়া পড়ে। অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইলে, ভোজনে আনন্দ থাকে না, সৌন্দর্য্য ও থাকে না"।

তাহার বক্তৃতায় অপরে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা উহার কথা মানিতে চাহিল না।

ব্লাচিভেল বলিল—"আমাদিগের নিকট আর বক্তৃতা করিতে হইবে না। থাম।"

ফেমুল বলিল—"তোমার অত্যাচার আর সহ্য যায় না।" লিষ্টোলিয়ার শব্দরূপ আওড়াইতে লাগিল।

ফেমুল বলিল—"রবিবার আছে তো ?"

লিষ্টোলিয়ার বলিল—"আমরা ত মাতাল হই নাই।

ব্লাচিভেল বলিল—থলোমি, দেখ, আমি কিরূপে ঠাণ্ডা রহিয়াছি।"

থলোমি বলিল—"তুমি তার 'মারকুইস'।"

'মারকুইস ডি মনট্‌কাম' প্রাচীন রাজবংশের দলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। থলোমি, কথার ফের করিয়া, ব্লাচিভেল্‌কে ঐরূপ বলিলে, ভেকগণ ক্ষান্ত হইল—যেন জলাশয় মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর ফেলিয়া দেওয়া হইল। থলোমি যেন তাহার সাম্রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইল। সে বলিল—"বন্ধুগণ মন দিয়া শুন। আমি যে ফের করিয়া কথার ব্যবহার করিলাম, ইহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইও না।

ঐ জাতীয় সকল কথাই সম্মানের যোগ্য নহে ও তাহাতে মুগ্ধ হইবার কিছু থাকে না। এইরূপ বাক্যালঙ্কার উড্ডীয়মান মনের ময়লা মাত্র। মন, যে কোনও বিষয়ে এইরূপ অর্থশূন্য বাক্যালঙ্কার প্রয়োগের পর, নীল গগনে সন্তরণ দেয়। পর্ব্বতগাত্রে শ্বেতবর্ণের দাগ দেখিয়া, পক্ষিরাজ আকাশে উর্দ্ধে উঠিতে ক্ষান্ত হয় না। এইরূপ বাক্যালঙ্কারের নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নহে। ইহার যে পরিমাণ গুণ আছে, আমি সেই পরিমাণে উহার সম্মান করি। মহামহিমান্বিত মনুষ্যগণ, এমন কি অলৌকিক মহাপুরুষগণ ও এইরূপ বাক্যালঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট সেণ্ট্ পিটারের, মোসেস আইজ্যাকের, এস্কাইলাস্ পলিনিশেসের ও ক্লিওপেট্রা অক্টাভিয়াসের সম্বন্ধে এইরূপ ফের করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিও, অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লিওপেট্রা ঐ উক্তি করিয়াছিল। সেইজন্য লোকে এখনও টরিণ নামক সহরের কথা ভুলে নাই। এখন, আমি যাহা বলিতেছিলাম, সেই কথা বলিব। আমি বলিতেছিলাম, কোনও বিষয়েই বাড়াবাড়ি কিছু নহে; তাহা তামাসাই হউক, আমোদ আহ্লাদই হউক আর ফের করিয়া কথা বলা সম্বন্ধেই হউক। আমার কথা শুন—এমন কি হেঁয়ালির ব্যবহারের সীমা আছে; খাওয়া সম্বন্ধেও সীমা আছে; মহিলাগণ, তোমরা যে জিনিষ খাইতে ভালবাস, তাহা বেশী খাইও না; অপরিমিত আহার করিয়া ঔদরিক কষ্ট পায়—পরম দয়ালু পরমেশ্বর পরিপাক শক্তিকে হ্রাস করিয়া, উদরকে সংযম শিক্ষা দেন। মনে রাখিও, আমাদিগের সকল কামনারই, এমন কি প্রণয়েরও উদর আছে; সে উদর অধিক পরিমাণে পূর্ণ করা ভাল নহে। সকল বিষয়েই যথা সময়ে "ইতি" করিতে হইবে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তখন সংযম দেখাইতে হইবে। কামনা বাহির করিয়া কপাট বন্ধ করিতে হইবে। যে, যথাসময়ে, আত্মসংযম করিতে পারে, সেই বিজ্ঞ। আমার কথায় শ্রদ্ধা করিও। পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, আমি আইন অধ্যয়ন করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছি। পিতামাতাকে হত্যা করিলে, হত্যাকারীকে কিরূপ করিয়া নির্য্যাতন করা হইত, সে বিষয়ে আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আমি আইনে পণ্ডিত হইতেছি বলিয়া, যে আমি একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইব, তাহার কোনও মানে নাই। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকল বিষয়ে সংযম অভ্যাস কর। যথাকালে যে কামনা ত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ বীরই সুখের অধিকারী।"

ফেভারিট্ গভীর মনোযোগের সহিত শুনিল; বলিল "ফেলিক্স" কথা আমি খুব ভালবাসি। উহার অর্থ "উন্নতি কর",

ফেলিক্স থলোমি বলিতে লাগিল—

"বন্ধুগণ! তোমরা কি কষ্ট না পাইয়া কাটাইতে চাহ? তোমরা কি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক? তোমরা কি প্রণয়কে ফাঁকি দিতে চাহ? ইহা খুব সহজেই হইতে পারে। কঠিন পরিশ্রম কর, খাটিতে খাটিতে মরিয়া যাও; ঘুমাইও না; জাগিয়া থাক; সহজে পরিপাক হয় এরূপ খাদ্য খাও; শীতল জলে স্নান কর; নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার কর।"

নিষ্টোলিয়ার বলিল "তাহা অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক বাঞ্ছনীয়।" থলোমি বলিল "স্ত্রীলোক! তাহাকে বিশ্বাস করিও না—যে স্ত্রীলোকের চঞ্চল হৃদয়ের আধিপত্য স্বীকার করে, সে হতভাগ্য। স্ত্রীলোকেরা অসরল, অবিশ্বাসিনী; সর্পের ও তাহার কাজ এক জাতীয় বলিয়া সে সর্পকে ঘৃণা করে। পথের উপরে দোকান সর্প।"

ব্লাচিভেল্ বলিল "থলোমি! তুমি মাতাল হইয়াছ।"

থলোমি বলিল "হবে"

ব্লাচিভেল্ বলিল "তবে স্ফূর্ত্তি কর।"

থলোমি বলিল "আমি তাহাতে রাজি আছি।"

পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিল ও দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

"মদের জয় হউক, যে দেশের যেমন লোক, মদ ও সেইরূপ। মহিলাগণ! বন্ধুর একটি উপদেশ গ্রহণ করিও। ইচ্ছা হয়, ভুল বুঝিও; প্রণয়ের ধর্ম্মই ভুল বুঝা। লোকে বলে "ভ্রম মানুষের ধর্ম্ম", আমি বলি "ভ্রমই প্রণয়।" মহিলাগণ! আমি তোমাদিগের সকলকেই ভালবাসি। জেফিন্! তোমার মুখ একটু বাঁকা না হইলে সুন্দর হইত। ফেভারিট্! একদিন খানা পার হইবার সময়, ব্লাচিভেল একটি সুন্দরীকে দেখিল। সুন্দরী ষ্টকিং খুলিয়া ফেলায়, তাহার পা দেখা যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া, ব্লাচিভেল সেই সুন্দরীকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ফেভারিট্ সেই সুন্দরী। ফেভারিট্ তোমার ওষ্ঠ অতি সুন্দর। যে গ্রীক্ চিত্রকর, ওষ্ঠের চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এক মাত্র সেই তোমার মুখ চিত্রিত করিতে পারে। শুন, তুমি সকলের এত প্রিয়, যে তোমার ফেভারিট্ নাম সার্থক হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা

সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিছু পূর্ব্বে, তুমি আমার নামের উল্লেখ করিয়াছিলে শুনিয়া, আমি আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু আমাদিগের কাহারও নামের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। নামে আমরা প্রতারিত হইতে পারি। আমার নাম ফেলিক্স, কিন্তু আমি সুখী নহি। নাম অনেক সময় মিথ্যা প্রমাণ দেয়। নামের যাহা অর্থ, তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা প্রয়োজন। ডালিয়া, আমি যদি তুমি হইতাম, তাহা হইলে আমার নাম রাখিতাম গোলাপ। ফুলের রসের ন্যায়, স্ত্রীলোকের রসিকতা থাকা প্রয়োজন। আমি ফ্যান্‌টাইনের কথা কিছু বলিব না। সে চিন্তাশীল, সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছে; অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। সে যেন ছায়া মাত্র। তাহার মূর্ত্তি অপ্সরীর ন্যায়, লজ্জাশীলতা সন্ন্যাসিনীর ন্যায়। যদিও সে সহরের অন্যান্য অল্পবয়স্কা সাধারণ স্ত্রীলোকের মত, তথাচ সে ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সে গান গাহে, উপাসনা করে, আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, সে জানে না সে কি করিতেছে বা কি দেখিতেছে। অসংখ্য পক্ষী পরিপূর্ণ উদ্যানে ভ্রমণকালে সে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। ফ্যান্‌টাইন্‌! তুমি আমাকে ভ্রান্তি বলিয়া জানিও—কিন্তু সেই বাহ্যজ্ঞানহীনা সুন্দরী আমার কথা শুনিতেও পাইল না। তবে তাহার সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব রহিয়াছে। তাহার প্রকৃতি মধুর। ফ্যান্‌টাইন্‌, তুমি স্ত্রীরত্ন। তোমার সৌন্দর্য্য প্রাচ্য দেশের। মহিলাগণ! আমার দ্বিতীয় উপদেশ, বিবাহ করিও না। বিবাহ বন্ধন কখনও সুবিধার হয়, কখনও অসুবিধার হয়। যাহা মন্দ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করিও না। বাঃ, আমি কি বলিতেছি। উহা বলায় কোনও ফল নাই। স্ত্রীলোকের বিবাহ ইচ্ছা, কোনওরূপে যাইবার নহে। আমরা যাহাই বলি না, সকল স্ত্রীলোকই হীরকখচিত স্বামীর স্বপ্ন দেখিবে। তবে তাহাই হোক। সুন্দরীগণ! মনে রাখিও তোমরা অধিক পরিমাণে চিনি খাইতেছ। তোমাদের এক দোষ, তোমরা সর্ব্বদাই চিনি খাইতে চাহ। তোমরা সুন্দর শুভ্র দন্তে সর্ব্বদা চিনি খাইতে চাহ। কিন্তু মনে রাখিও, চিনি একপ্রকার লবণ। সকল লবণই জীর্ণ করে। সকল প্রকার লবণ দ্রব্যের মধ্যে চিনিই অধিক শোষক। ইহা শিরা মধ্যস্থিত রক্তের জলীয়াংশ শোষণ করে। তাহাতে রক্ত জমাট বাঁধিয়া উঠে। রক্ত ক্রমে কঠিন হয় ও ফুস্‌ফুসে ক্ষত উৎপাদন করে। ফলে মৃত্যু ঘটে। সেই জন্যই বহুমূত্র হইতে ক্ষয়কাশ উৎপন্ন হয়। অতএব চিনি খাইও না। তাহাতে অধিক দিন

বাঁচিবে। এখন আমি পুরুষগণকে কিছু বলিব। তোমরা নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের প্রণয়িনীকে জয় করিতে চেষ্টা কর। প্রণয় বিষয়ে কেহ কাহারও বন্ধু নহে। সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকিলেই বিবাদ উপস্থিত হয়। এ বিবাদে কেহ কাহাকেও ক্ষমা করিও না। প্রাণপণে চেষ্টা কর। সুন্দরী, সকল সময়েই যুদ্ধের যথেষ্ট কারণ। ইতিহাসের সকল যুদ্ধ স্ত্রীলোকঘটিত। স্ত্রীলোক পুরুষের অধিকারের দ্রব্য। রমুলাস্ সেবাইন স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া গিয়াছিল। উইলিয়ম্ ইংরাজ রমণীগণকে আনিয়াছিল। সীজার রোমের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া গিয়াছিল। যে ব্যক্তি কোনও স্ত্রীলোকের প্রণয়পাত্র নহে, সে অপরের প্রণয়িনীগণের উপর গৃধ্রের ন্যায় লোলুপ দৃষ্টিপাত করে। যাহারা বিপত্নীক, তাহাদিগের জন্য, বোনাপার্টি ইটালির সৈন্যগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলি—"সৈন্যগণ, তোমাদিগের সকল দ্রব্যের অভাব। শত্রুর সেই সকল দ্রব্যই আছে।" থলোমি থামিল। ব্লাচিভেল্ বলিল—"থলোমি একটু হাঁপ ছাড়িয়া লও।"

ইতিমধ্যে ব্লাচিভেল্, লিষ্টেলিয়ার, ফেমুল গান ধরিল। গানের সুর করুণ; যে কোনও শব্দ লইয়া ঐরূপ গান প্রস্তুত হয়। কখনও মিল থাকে, কখনও কিছুই মিল থাকে না। বৃক্ষের কম্পন, বায়ুর শব্দ যেরূপ অর্থশূন্য, বায়ু প্রবাহ চলিয়া গেলে যেরূপ তাহা মিলাইয়া যায়, সেই সঙ্গীতও সেইরূপ।

গানে থলোমির বক্তৃতা থামাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সে গ্লাস খালি করিল, আবার ঢালিল, আবার খাইল এবং পুনরায় বলিতে লাগিল—

"জ্ঞান অতল জলে ডুবিয়া যাক্। যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা সব ভুলিয়া যাও। আমাদিগের জ্ঞানে প্রয়োজন নাই। লাজুক হইয়াও কাজ নাই। এস, আমোদ করা যাউক। এস, আমোদে জ্ঞানহারা হইয়া, আমাদিগের অধ্যয়ন সমাপ্ত করি। এস, আমোদে তলাইয়া যাই। সৃষ্টি বর্দ্ধিত হউক। পৃথিবী বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি সুখী। কত আশ্চর্য্য রকমের পক্ষী। সর্ব্বত্র কেমন আনন্দের স্রোত চলিতেছে। পক্ষীসকল সুন্দর গান গাহিতেছে। বসন্তকাল! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ধাত্রীগণ শিশুগণকে ছাড়িয়া দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি বিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে চলিয়া যাই। সব সুন্দর। সূর্য্য কিরণে পতঙ্গ সকল অস্ফুট শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের কিরণ পাইয়া পক্ষী সকল বাহিরে আসিয়াছে। ফ্যান্‌টাইন্ আমাকে আলিঙ্গন কর।"

সে ফ্যান্‌টাইনের পরিবর্ত্তে ফেভারিট্‌কে আলিঙ্গন করিল।

---

(৮) একটী ঘোড়া মরিল—

জেফিন্‌ বলিল—"এখান অপেক্ষা ইদনের হোটেলে ভাল খাওয়া হয়।"

ব্লাচিভেল্‌ বলিল—"আমি ইদন অপেক্ষা এইটি ভাল মনে করি। এখানে বিলাসিতার উপকরণ বেশী। এখানে জাঁকজমক বেশী। নিম্নতলে, কক্ষ প্রাচীরে, দর্পণ আঁটা রহিয়াছে।

ফেভারিট্‌ বলিল—"আমার মতে খাবার দ্রব্য ভাল হওয়া দরকার।"

ব্লাচিভেল্‌ বলিল—"এখানকার ছুরিগুলির বাঁট রৌপ্যনির্ম্মিত। ইদনের হোটেলে সেগুলি হাড়ের। রূপা অবশ্য হাড় অপেক্ষা ভাল।"

থলোমি বলিল—"যাহাদিগের চিবুক রূপার নয়, তাহাদিগের পক্ষে।"

জানালা দিয়া ইন্‌ভ্যালিড প্রাসাদের গম্বুজ দেখা যাইতেছিল। সে সেদিকে দেখিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরব রহিল। পরে ফেমুল বলিল—"থলোমি, লিষ্টোলিয়ার ও আমি একটি বিষয়ে তর্ক করিতেছিলাম।"

থলোমি বলিল—"তর্ক ভাল জিনিষ, কিন্তু বিবাদ আরও ভাল।"

"আমরা দর্শনসম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলাম?"

"বেশ"

"ডেকার্ট ভাল না স্পিনোজা ভাল?"

থলোমি বলিল—"ডেস্‌জিয়াস্‌।"

এই মত প্রকাশের পর থলোমি মদ্যপান করিল ও পরে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি বাঁচিতে সম্মত আছি। পৃথিবীতেই সকল শেষ হইল না, কারণ আমরা এখনও অর্থশূন্য আলাপ করিতে পারি। সেই জন্য আমি দেবতাদিগকে ধন্যবাদ দিই। আমরা শয়ন করি। লোকে শয়ন করে, কিন্তু হাসে। লোকে সত্য বলিয়া বলে, কিন্তু সন্দেহও করে। তর্কের ফলে, অপ্রত্যাশিত প্রকাশ পায়, ইহা উত্তম। এখনও সংসারে এমন লোক আছে, যাহারা, স্বেচ্ছায়, আনন্দ সহকারে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কর্ম্ম সমাধান করিতে পারে। মহিলাগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে যে মদ্যপান করিতেছ, ইহা ম্যাডিরা মদ্য। যে দ্রাক্ষাফল হইতে ইহা প্রস্তুত হয়, উহা সমুদ্র হইতে ১২০০ হাত উর্দ্ধে অবস্থিত। মদ্যপান করিবার

সময় ইহা স্মরণ করিও। উহা তোমরা ২৫০ সিকা মূল্যে বোম্বার্ডার এই হোটেলে পাইতেছ।"

আবার ফেমুল তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"থলোমি, তোমার কথাই আইন, তুমি কাহার বহি ভালবাস?"

"বার"

"কীন্?"

"না; চোক্স"

থলোমি বলিতে লাগিল—"বোম্বার্ডার জয় হউক। সে যদি ভারতের কোন নর্ত্তকী আনিতে পারিত, সে মিউনোফিসের সমান হইত—সে যদি গ্রীক্ বারাঙ্গনা আনিতে পারিত, তাহা হইলে সে থিজিলিয়ন হইত। গ্রীস্ ও মিশর দেশেও এইরূপ বোম্বার্ডা ছিল। সংসারে নূতন কিছুই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কিছুই প্রকাশ হইতে বাকী নাই। শেষ কথা, তোমরা জান অ্যাস্পেসিয়া কে ছিল? যখন অ্যাস্পেসিয়া জন্মিয়াছিল, তখনও স্ত্রীলোকদিগের দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু না থাকিলেও, অ্যাস্পেসিয়ার তাহা ছিল। তাঁহার মন গোলাপের ন্যায় সুগন্ধি, রক্তের ন্যায় তাহার বর্ণ; সে বর্ণ অগ্নি অপেক্ষা উজ্জ্বল, ও উষাকাল অপেক্ষা মধুর। নারী প্রকৃতির অতি বিভিন্ন গুণরাশি, তাঁহাতে একত্রিত হইয়াছিল। অ্যাস্পেসিয়া বারাঙ্গনা হইয়াও দেবী ছিলেন। তিনি একাধারে সক্রেটিস্ ও ম্যানন্ লেস্কোট ছিলেন। যদি প্রোমিথিউসের প্রণয়িনীর প্রয়োজন হয়, সেই জন্য অ্যাস্পেসিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল"।

থলোমি যখন বক্তৃতা সুরু করিয়াছিল, তাহা বন্ধ হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু ঠিক ঐ সময় গাড়ীর একটি ঘোড়া পড়িয়া যাওয়ায়, গাড়ী ও বক্তৃতা দুই থামিয়া গেল। ঐ ঘোড়াটি অতি কৃশ, ও তাহার এত বয়স হইয়াছিল, যে তাহার মৃত্যুর বেশী দেরী ছিল না। তাহাকে একখানি ভারী গাড়ী টানিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বোম্বার্ডার হোটেলের সম্মুখে আসিয়া ঐ ঘোড়া এরূপ শ্রান্ত হইয়া পড়িল, যে আর চলিতে পারিল না। অনেক লোক জড় হইল। গাড়োয়ান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া ঘোড়াটিকে গালি দিতে দিতে, যেমন অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে কষাঘাত করিল, ঘোড়াটি অমনি পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। রাস্তার লোকগণমধ্যে গোলমাল হইয়া উঠিল। থলোমির শ্রোতারা মুখ বাড়াইয়া দেখিতে গেল, সুতরাং সেইখানে থলোমির বক্তৃতা শেষ হইল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"হায়, ঘোড়াটির কি দুর্ভাগ্য!" ডালিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ, ফ্যান্‌টাইন্‌ বুঝিবা ঘোড়াটির জন্যে কাঁদিয়া ফেলে; মানুষ এরূপ নির্ব্বোধ হয় কি করিয়া?"

এই সময় ফেভারিট্‌ তাহার হস্তদ্বয় একত্রিত করিল এবং হেলান দিয়া বসিয়া থলোমির দিকে চাহিয়া বলিল—"মজা কই?"

থলোমি বলিল—ঠিক মজার সময় আসিয়াছে। বন্ধুগণ, ইহাদিগকে মজা দেখাইবার সময় উপস্থিত।" স্ত্রীলোকদিগকে বলিল—"আমাদিগের জন্য অপেক্ষা কর।"

ব্লাচিভেল্‌ বলিল—"চুম্বন করিয়া আরম্ভ হউক।"

থলোমি বলিল—"কপোল দেশে—"

তখন প্রত্যেকে গম্ভীরভাবে আপন আপন প্রণয়িনীর কপোলদেশ চুম্বন করিল, পরে সকলে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় কেহ কোনও কথা বলিল না।

যাইবার সময় ফেভারিট্‌ করতালি দিল, বলিল,—"এখনই মজা আরম্ভ হইয়াছে—"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"দেখিও, দেরী করিও না, আমরা তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

(৯) আমোদের আনন্দকর সমাপ্তি—

যুবতীগণ মাত্র ঐ ঘরে রহিল। তাহারা দুইজন দুইজন করিয়া, জানালায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল; গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল ও এক জানালা হইতে অপর জানালায় কথা চলিতে লাগিল।

তাহারা দেখিল, যুবকেরা হাত ধরাধরি করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহারা ফিরিয়া দেখিল; তাহাদিগকে ইসারা করিল, হাসিল ও পরে, রবিবারে সেই স্থানে যে ভিড় হয় ও ধূলা উড়ে, তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"দেরী করিও না।"

জেফিন্‌ বলিল—"উহারা আমাদিগের জন্য কি আনিবে?"

ডালিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই কিছু মনোহর জিনিস।"

ফেভারিট্ বলিল—"আমার ইচ্ছা, যে তাহারা সোণা আনে।"

বৃহৎ বৃক্ষের শাখার ভিতর দিয়া হ্রদের তীর দেখা যাইতেছিল। সেখানে অনেক দ্রব্য নড়িতেছিল। স্ত্রীলোকগণের উহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং তাহাদিগের মন সেইদিকে ব্যস্ত রহিল।

ঐ সময় ডাকগাড়ী ছাড়ার সময়। দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে যে সকল গাড়ী যাইত, তাহার সকলগুলি সহরতলির ঐ অংশ দিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত প্রকাণ্ড গাড়ী, বহু সামগ্রী লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহার উপর বহু পেড়া, বাক্স, চাপান হইয়াছে, ও ভিতরে অনেক লোক বসিয়া রহিয়াছে। জনসমূহমধ্য দিয়া, দ্রুতবেগে, ধুলিরাশি উড়াইয়া, উহারা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। প্রস্তরের পথে অশ্বখুরের আঘাতে অগ্নিকণা ছুটিতেছিল। স্ত্রীলোকগণ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিল।

ফেভারিট্ বলিল—"কি ভীষণ শব্দ করিয়া চলিতেছে, যেন রাশীকৃত লৌহ-শৃঙ্খল উড়িয়া যাইতেছে।"

বৃক্ষপত্র মধ্য দিয়া তাহারা অস্পষ্টভাবে দেখিল, একখানি গাড়ী মুহূর্ত্ত জন্য দাঁড়াইল। তাহারপর দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। ফ্যান্‌টাইন্ আশ্চর্য্য বোধ করিল।

ফ্যান্‌টাইন্ বলিল—"আশ্চর্য্য! আমি জানিতাম, ডাক গাড়ী দাঁড়ায় না।"

ফেভারিট্ ঘাড় নাড়িল—

"ফ্যান্‌টাইন্ সকল জিনিষেই আশ্চর্য্য বোধ করে। আমার একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। যত সামান্য বিষয় হউক, সে আশ্চর্য্য বোধ করিবে। মনে কর, আমি একজন যাত্রী। আমি ডাকগাড়ীওয়ালাকে বলিলাম, আমি একটু আগে যাইতেছি, তুমি যাইবার সময় আমাকে তুলিয়া লইবে। ডাকগাড়ী যাইবার সময়, আমাকে দেখিল, দাঁড়াইল, আমাকে তুলিয়া লইল। এইরূপ রোজ ঘটিতেছে। তুমি কিছুই জান না, দেখিতেছি।"

এইরূপে কতকক্ষণ সময় কাটিল।

সহসা ফেভারিট্ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া উঠিল—যেন তাহার কিছু মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—"তাত বটে! মজার কি হইল?"

ফ্যান্‌টাইন্ বলিল—"তাহারা বড়ই দেরী করিতেছে।"

এই কথা বলিয়া ফ্যান্টাইন্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন সময়ে হোটেলের যে চাকর তাহাদিগকে খাবার পরিবেষণ করিতেছিল, সে পত্রের মত কিছু হাতে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

ফেভারিট্ বলিল—"উহা কি ?"

চাকর বলিল—"ঐ ভদ্রলোকেরা আপনাদিগকে এই পত্র দিয়া গিয়াছেন।"

"তুমি তখনই আনিলে না কেন ?"

চাকর বলিল—"আনি নাই, কারণ তাহারা, উহা একঘণ্টা পরে আপনাদিগকে দিতে বলিয়াছিল।"

ব্যস্ত হইয়া ফেভারিট্ চাকরের হাত হইতে উহা লইল। যথার্থই উহা একখানি চিঠী। সে বলিল—"দাঁড়াও, কোনও ঠিকানা নাই। কেবল লেখা আছে, "ইহাই মজা।"

সে সত্বর লেফাফাখানি ছিঁড়িয়া পত্রখানি খুলিল ও পড়িল। সে পড়িতে জানিত।

"আমাদিগের প্রণয়িনিগণ !

তোমরা অবশ্য জান, আমাদিগের পিতামাতা আছেন। পিতামাতা কাহাকে বলে, তাহা তোমরা সবিশেষ জান না। কাহারা পিতামাতা, তাহা আইনে সরলভাবে লিখিত আছে। এই সকল ব্যক্তিরা দুঃখিত হইতেছেন—সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ, আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন—বলিতেছেন আমরা তাঁহাদিগের টাকা নষ্ট করিতেছি ও আমরা ফিরিয়া গেলে তাঁহারা ভোজের আয়োজন করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের আদেশ পালন করিতেছি—কারণ আমরা সদ্‌গুণ বিশিষ্ট। যখন তোমরা এই পত্র পড়িবে, তখন আমরা দ্রুতগামী পাঁচ ঘোড়ার গাড়ীতে, আমাদিগের পিতামাতার নিকট যাইতে থাকিব। আমরা ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। আমরা চলিলাম, অতলস্পর্শ গুহা হইতে ডাকগাড়ী আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে। সুন্দরীগণ, তোমরা সেই অতলস্পর্শ গুহা। আমরা সমাজে ফিরিতেছি। ঘণ্টায় নয় মাইল হিসাবে যে গাড়ী চলিতেছে, তাহাতে করিয়া আমরা আপন কর্ত্তব্য করিতে যাইতেছি। আমরা সম্মান লাভের জন্য চলিতেছি। দেশের মঙ্গল জন্য প্রয়োজন, যে অপর পাঁচ জনের ন্যায় আমরাও দেশের শাসনকর্ত্তা হই। সংসারের কর্ত্তা হই। পুলিশের কার্য্য দেখি—সদস্য হই। আমাদিগকে মান্য করিও। আমরা আত্মোৎসর্গ

করিতেছি। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া অপর কাহাকেও আমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিও। এই পত্রে যদি তোমাদিগের হৃদয় ছিন্ন বিছিন্ন করে, তবে তোমরা ঐ পত্রখানিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিও। বিদায়—

দুই বৎসর ধরিয়া আমরা তোমাদিগের সুখ বিধান করিয়াছি। সে জন্য আমাদিগের কোনও আপত্তি নাই।

ব্লাচিভেল্‌।
ফেমুল।
লিষ্টোলিয়ার,
থলোমি।

পুনশ্চ :—খাবারের দাম দেওয়া হইয়াছে।"

সেই চারিজন স্ত্রীলোক পরস্পরের দিকে চাহিল। ফেভারিট্‌ প্রথম সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল; সে বলিল—"যাহা হউক, এ সুন্দর প্রহসন বটে!"

জেফিন বলিল—"হাসিবার মত বটে!"

ফেভারিট্‌ বলিল—"এ বুদ্ধি নিশ্চয়ই ব্লাচিভেলের। ইহার জন্য, আমার তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইতেছে। যেমন চলিয়া গেল, অমনি আমার ভালবাসা উপস্থিত। ইহা একটি মজাই বটে।"

ডালিয়া বলিল—"না, এ কাজ থলোমির, দেখাই যাইতেছে।"

ফেভারিট্‌ বলিল—"তবে ব্লাচিভেল মরুক, থলোমি দীর্ঘজীবী হউক।"

ডালিয়া ও জেফিন বলিল—"থলোমি দীর্ঘজীবী হউক" এবং হাসিয়া উঠিল। অপর সকলের সহিত ফ্যান্‌টাইন্‌ও হাসিল।

এক ঘণ্টা পরে, নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ফ্যান্‌টাইন্‌ কাঁদিতে লাগিল। আমরা বলিয়াছি, ইহা তাহার প্রথম প্রণয়। স্বামীর ন্যায় থলোমিকে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। হতভাগিনীর সন্তান হইয়াছিল।

চতুর্থ স্কন্ধ

কখনও কখনও বিশ্বাসস্থাপনের ফলে হস্তগত হইয়া পড়িতে হয়

(১) এক মাতার সহিত আর এক মাতার সাক্ষাৎ—

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে, প্যারিসের নিকটবর্ত্তী মণ্টফার্ম্মিল নামক স্থানে একটি খাবারের দোকান ছিল। এখন আর সে দোকান নাই। থেনার্ডিয়ার ও তাহার পত্নী এই দোকান চালাইত। দরজার উপর, দেওয়ালের গায়ে, একটি কাষ্ঠ আঁটা ছিল। ঐ কাষ্ঠ খণ্ডে একটি ছবি আঁকা ছিল। একজন লোক আর একজনকে পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাই ঐ চিত্রের বিষয়। শেষোক্তটির পরিচ্ছদ সেনাপতির ন্যায়। স্থানে স্থানে লাল দাগ রহিয়াছে। উহা রক্তের দাগ স্বরূপে ও অবশিষ্টাংশ ধূমস্বরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বোধ হয়, উহা একটি যুদ্ধের ছবি। নিম্নে লেখা রহিয়াছে—"ওয়াটারলুর জমাদারের নিশান।"

হোটেলের সম্মুখে অনেক গাড়ী পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ১৮১৮ সালের বসন্তকালে, উপরি-উক্ত হোটেলের সম্মুখেও একখানি গাড়ীর কতক অংশ পড়িয়া রাস্তা অবরোধ করিয়া রহিয়াছিল। ঐ গাড়ীর আকৃতি এত বৃহৎ, যে কোন চিত্রকর সেই রাস্তা দিয়া গমন করিলে, নিঃসন্দেহ উহা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে মোটা তক্তা বা গাছের গুঁড়ি বহিবার জন্য যে গাড়ী ব্যবহৃত হয়, উহা সেইরূপ গাড়ীর সম্মুখভাগ। উহাতে, একটি স্থূল লৌহদণ্ডে দুইখানি প্রকাণ্ড চাকা পরান ছিল। ঐ লৌহদণ্ডটিতে গাড়ীটি ঘুরিতে পারে, সেজন্য একটি আল লাগান ছিল। উহা প্রকাণ্ড ও দেখিতে বিশ্রী। বোধহয়, উহা প্রকাণ্ড কামান বহিবার গাড়ী ছিল। রাস্তাতে চাকার গর্ত্ত হইতে, চাকার নাভিতে, অক্ষদণ্ডে, বোমে, কাদা লাগিয়া ঐ সকল আবৃত করিয়াছিল। তাহাতে ঐগুলি বিশ্রী পীতবর্ণের দেখা যাইতেছিল। গির্জ্জাতে লোকে যে

রং দিতে ভালবাসে, ঐ গুলির সেই রকম রং হইয়াছিল। যে অংশ কাঠের, তাহা কাদা চাপা পড়িয়াছিল। যে অংশ লোহার, তাহাতে মরিচা ধরিয়াছিল। অক্ষদণ্ডের নিম্নে, একটি প্রকাণ্ড মোটা লৌহশৃঙ্খল ঝুলিতেছিল। উহা যেন ঐ অক্ষদণ্ডের পরিচ্ছদ। উহা এত মোটা, যে উহাতে একটি অসুর-বলের কয়েদী বাঁধিয়া রাখা যায়। ঐ শৃঙ্খল দেখিলে, উহা যে কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিবার জন্য, তাহা মনে হয় না। মনে হয়, উহা দ্বারা প্রকাণ্ড হস্তী বা তৎসদৃশ কোন জন্তুকে, ঐ গাড়ীতে যুড়িবার জন্য রহিয়াছে। উহা দেখিলে মনে হয়, যে অপার্থিব অসুর প্রভৃতিকে কারাগারে বাঁধিবার জন্য উহা গঠিত হইয়াছে এবং যেন উহা কোনও ভীষণ প্রাণী হইতে খুলিয়া আনা হইয়াছে। হোমার, উহাদ্বারা, পলিফিমাসকে ও সেক্সপিয়ার কালিবন্‌কে বাঁধিতেন।

গাড়ীর ঐ ভগ্ন অংশ ঐখানে রহিয়াছিল কেন? প্রথমতঃ, রাস্তা অবরোধ করিবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ, উহা মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবার জন্য। গৃহের বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইলেই, প্রাচীন সমাজের এমন অনেক বিধি দেখা যায়, যাহাদিগের অবস্থা ঐ গাড়ীর মত; যাহাদিগের উপরিউক্ত কারণ ভিন্ন, বর্ত্তমান থাকিবার অপর কারণ নাই।

ঐ শৃঙ্খলের মধ্যভাগ প্রায় মাটীর কাছে পৌঁছিয়াছিল এবং দোলনার দড়ির মত ঐ শৃঙ্খলে একদিন দুইটি বালিকা সুন্দর ভাবে জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া রহিয়াছিল। একজনের বয়স আড়াই বৎসর, অপরটি দেড় বৎসরের। ছোটটি বড়টির কোলে রহিয়াছিল। একখানি রুমাল দিয়া এমন কৌশলে তাহারা বাঁধা ছিল যে, তাহারা পড়িয়া যাইতেছিল না। তাহাদিগের মাতা ঐ ভীষণ শৃঙ্খল দেখিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল—"আমার ছেলেদের খেলার জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।"

বালিকা দুইটি সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত ছিল, এবং তাহারা বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিল। পুরাতন লৌহমধ্যে যেন দুইটি গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছিল: তাহাদের চক্ষু আহ্লাদে বিস্ফারিত, ও সুন্দর গণ্ডস্থল হাস্যপূর্ণ হইয়াছিল। একজনের চুল পিঙ্গল বর্ণের, অপরের চুল কপিশ বর্ণের। সম্পূর্ণ নিরপরাধ সেই বালিকাদ্বয়ের মুখ দেখিলে, আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। নিকটে একটি ঝোপ-মধ্যে ফুল ফুটিয়াছিল। পথিকের নাসিকারন্ধ্রে, যে সুবাস প্রবেশ করিতেছিল, তাহা যেন ঐ বালিকাগণের নিকট হইতে আসিতেছিল। দেড় বৎসরের

মেয়েটির সুন্দর ক্ষুদ্র উদর দেখা যাইতেছিল। শিশুর সে নির্লজ্জতার মধ্যে অপবিত্রতা ছিল না। আনন্দোজ্জল বালিকাদ্বয়ের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মাতা দুইটির উপর, ও তাহার চারিপাশে সেই বৃহৎ, প্রায় ভয়ানক, মরিচা-ধরা, কৃষ্ণবর্ণ, কুটিল গ্রন্থিবিশিষ্ট গাড়ীর ভগ্নাবশেষ গুহাদ্বারের ন্যায় খিলান হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক পা দূরে, দোকানের দরজায় বসিয়া, একটি লম্বা দড়ীর সাহায্যে, মা শিশু দুইটিকে দোল দিতেছিল। মা দেখিতে মনোহর না হইলেও, সেই সময়ে, তাহাকে দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত। পাছে আঘাত লাগে, সেইজন্য সে সাবধান হইয়া শিশুদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল। তাহার তখনকার মুখের ভাব, মার মুখেই দেখা যায়। উহা ইতর প্রাণিগণমধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, ও উহা স্বর্গীয়। দুলিবার সময়, সেই ভীষণ লৌহশৃঙ্খল কর্কশ শব্দ করিতেছিল। যেন উহা ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিল। শিশু দুইটির আনন্দের সীমা ছিল না। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ সেই আনন্দে যোগ দিতেছিল। মনোহর দৈবলীলায়, দৈত্যের বন্ধনোপযোগী লৌহশৃঙ্খল, দেবকন্যাগণের দোলনায় পরিণত হইয়াছিল।

শিশু দুইটিকে দোল দিতে দিতে, মা বিখ্যাত একটি গান মৃদুস্বরে গাহিতে-ছিল। তাহার স্বর মিষ্ট ছিল না।

সে তাহার সন্তান দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল, ও গান গাহিতেছিল বলিয়া, রাস্তায় কি হইতেছিল তাহা দেখে নাই, ও সে কিছু শুনিতে পাইতেছিল না।

সে যখন ঐ গানের প্রথম চরণ গাহিতেছিল, ঐ সময় একজন তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। সহসা সে কাণের নিকট একজনের কথা শুনিতে পাইল—

"আপনার সুন্দর দুইটি কন্যা দেখিতেছি!"

গানের এক চরণ গাহিয়া মা ফিরিয়া চাহিল। কয়েক পা দূরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারও একটি সন্তান ছিল। সে শিশুটিকে কোলে করিয়া রহিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি একটি বড় ব্যাগও বহন করিতেছিল। উহা বেশ ভারী বোধ হইল।

স্ত্রীলোকের ক্রোড়স্থিত শিশুটি ২।৩ বৎসর বয়স্ক এক বালিকা। উহার

স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তাহার পরিচ্ছদও অপর দুইটি বালিকার মত বিলাসিতাব্যঞ্জক। তাহার টুপি সুন্দর কাপড়ের ও উহাতে উৎকৃষ্ট লেস দেওয়া ছিল এবং বডিতে ফিতা লাগান ছিল। তাহার পরিচ্ছদের নিম্নভাগের ভাঁজ গুলি খাট থাকায়, তাহার শ্বেতবর্ণের দৃঢ় পা দুখানি দেখা যাইতেছিল। তাহার স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট, শরীর লাবণ্যময়। সেই বালিকার গণ্ডদেশ এরূপ সুন্দর যে দেখিলে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করে। বালিকা ঘুমাইতেছিল। তাহার চক্ষু দেখা যাইতেছিল না। তবে উহা বৃহৎ। ভ্রূযুগল অতি সুন্দর।

শিশু নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিল। মার কোমল বাহুযুগলের আশ্রয়ে সন্তান অতি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়।

মার আকৃতি দারিদ্র্যনিপীড়িতা দুঃখিনীর মত। তাহার পরিচ্ছদ, যে সকল স্ত্রীলোক নগরে খাটিয়া খায় ও পুনরায় কৃষকের গৃহে আশ্রয় লইতে চাহে, তাহাদিগের মত। তাহার বয়ঃক্রম অল্প। তাহার কি সৌন্দর্য্য ছিল? বোধ হয়, ছিল। তবে সে পরিচ্ছদে, তাহা প্রকাশ পাইতেছিল না। তাহার কেশরাশি টুপি দ্বারা আবৃত ছিল। তবে এক গুচ্ছ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। উহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, ও উহা ঘন। সন্ন্যাসিনীর টুপির ন্যায় উহার টুপি বিশ্রী, আঁট ও চিবুকের নিম্নে উহা দৃঢ়রূপে বাঁধা ছিল। ঐ স্ত্রীলোক হাসিলে অতি সুন্দর দন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। তবে স্ত্রীলোকটি হাসিত না। সে অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই কাঁদিয়াছিল। তাহার বর্ণ পাণ্ডু ও আকৃতি শ্রান্তা ও পীড়িতার ন্যায়। স্তন্যদান সময়ে, মাতা সন্তানের দিকে যেরূপ ভাবে চাহিয়া থাকে, ঐ স্ত্রীলোক, সেইভাবে তাহার সন্তানের দিকে চাহিয়াছিল। সে একটি বৃহৎ নীলবর্ণের রুমাল পাট করিয়া, তদ্দ্বারা বক্ষস্থল ও স্কন্ধদেশ অসুন্দর করিয়া আবৃত করিয়াছিল। সূর্য্যকিরণে তাহার হস্তের শুভ্রতার হ্রাস হইয়াছিল ও স্থানে স্থানে দাগ হইয়াছিল। সূচীকার্য্যে তাহার অঙ্গুলি কঠিন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তাহার পরিধানে মোটা পশমের পরিচ্ছদ ও সাধারণ কাপড়ের গাউন ও পায়ে মোটা জুতা ছিল। এ স্ত্রীলোক ফ্যান্‌টাইন্‌।

ফ্যান্‌টাইন্‌কে এখন চিনিতে পারা কঠিন। তথাচ, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, যে এখনও তাহার সৌন্দর্য্য ছিল। দুঃখে পড়ায়, দুর্ভাগ্যের প্রথম চিহ্নস্বরূপ, তাহার দক্ষিণ গণ্ডদেশের চর্ম্ম লোল হইয়াছিল। মসলিন, ফিতা ও গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে সে যে কেশ বিন্যাস করিত, যাহা অনন্দে জ্ঞানহারা

হওয়ার পরিচায়ক ও যাহা সঙ্গীতের ন্যায় মধুর, তাহা আর নাই। বৃক্ষের আবরণ তুষার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া অতি সুন্দর দেখায় ও উহা হীরক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু সে তুষার শীঘ্রই গলিয়া যায় ও তখন পত্রশূন্য শাখা নিরানন্দকর হইয়া উঠে।

পূর্ব্বস্কন্ধে বর্ণিত সেই প্রহসনের পর দশমাস অতিবাহিত হইয়াছে। এই দশমাসে কি ঘটিয়াছিল—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ফ্যান্‌টাইন্‌ থলোমি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অভাবে পড়িয়াছিল। ঐ ঘটনার পর, সে আর ফেভারিট্‌ জেফিন, ও ডালিয়ার সন্ধান পাইল না। পুরুষগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, স্ত্রীগণও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পনর দিন পরে, কেহ তাহাদিগের বন্ধুত্বের কথা বলিলে তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিত। বন্ধুত্বের কোনও কারণ আর বর্ত্তমান ছিল না। ফ্যান্‌টাইন্‌ একাকী রহিল। তাহার সন্তানের জন্মদাতা তাহাকে ত্যাগ করিল। হায়, এরূপ বিচ্ছেদের পর আর মিলন হয় না। সে দেখিল, সংসারে তাহার আর কেহ সহায় নাই। সে একা। তাহার পূর্ব্বের কর্ম্ম করিবার অভ্যাস গিয়াছে এবং সে সুখের আস্বাদ পাইয়াছে। থলোমির সহিত অবৈধ প্রণয়ে পড়িয়া, সে যে সামান্য কাজ জানিত, তাহাতে ঘৃণা জন্মিয়াছিল এবং তাহার জীবীকা অর্জ্জনের পন্থা সে পরিহার করিয়াছিল। এক্ষণে, উহা তাহার পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার অন্য উপায় ছিল না। ফ্যান্‌টাইন্‌ সামান্য পড়িতে পারিত। সে লিখিতে জানিত না। বাল্যকালে, সে আপন নামমাত্র সহি করিতে শিখিয়াছিল। সে জনৈক লোক দিয়া থলোমিকে এক পত্র লেখাইল। ক্রমে ক্রমে সে তিনখানি পত্র লেখাইল। থলোমি কোনও পত্রের উত্তর দিল না। সে শুনিয়াছিল, লোকে তাহার কন্যাকে দেখিয়া বলিত, “এমন অবস্থার সন্তানকে কে গ্রাহ্য করে? এরূপ সন্তান, জন্মদাতার বিরক্তির পাত্র মাত্র”। তখন তাহার মনে পড়িল, যে থলোমি তাহার সন্তানকে গ্রাহ্য করে নাই ও তাহাকে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তখন থলোমির কথায় তাহার মন ক্ষুব্ধ ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু সে কি করিবে? কাহার নিকট সাহায্য চাহিবে? সে দোষ করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু লজ্জাশীলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতাই তাহার প্রকৃতির ভিত্তি। তাহার যে কষ্টে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ও সে আরও মন্দ হইয়া পড়িতে পারে, ইহা অস্পষ্টভাবে তাহার মনে উদিত হইত। এ অবস্থায়

সাহস প্রয়োজন। উহা তাহার ছিল ও সে আপনাকে দৃঢ় করিল। আপনার জন্মভূমি "ম" নগরে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তাহার মনে উদিত হইল। সেখানে কেহ তাহাকে চিনিলেও চিনিতে পারে ও তাহাকে কর্ম্ম দিতে পারে। ইহা অবশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে আপন দোষ লুকাইতে হইবে। তাহাকে, হয়ত, কন্যাটিকে ছাড়িয়া আসিতে হইবে, এই কথা অপরিস্ফুটভাবে তাহার মনে আসিল—সে বুঝিল, তাহার কন্যার বিচ্ছেদ, থলোমি হইতে বিচ্ছেদ অপেক্ষা কষ্টকর হইবে। তাহার হৃদয় খাট হইয়া গেল, কিন্তু সে তাহা করিবে, স্থির করিল। আমরা পরে দেখিব, জীবন সংগ্রামে যে দারুণ সাহসের প্রয়োজন, তাহা তাহার ছিল। সে দৃঢ়তা সহকারে বেশ বিন্যাস ত্যাগ করিয়াছিল, সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিল। তাহার সকল রেশম, সকল অলঙ্কার, সকল ফিতা, সকল লেস, সে তাহার কন্যাকে সাজাইতে ব্যবহার করিতেছিল। ইহাই এখন তাহার একমাত্র বিলাসিতা হইয়াছিল। সে বিলাস বুদ্ধি পবিত্র। তাহার যাহা ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া সে একশত টাকার উপর সংগ্রহ করিল; উহা হইতে সামান্য সামান্য যাহা ঋণ ছিল, তাহা শোধ করিয়া, তাহার প্রায় ৪৫৲ টাকা রহিল। বাইশ বৎসর বয়সে, একদিন বসন্তকালের সুন্দর প্রাতঃকালে, সে তাহার কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া প্যারিস ত্যাগ করিল। তাহাদিগকে সে সময় দেখিলে, দুঃখ ও দয়ার উদয় হইত। এই সংসারে, সেই স্ত্রীলোকের কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না, ও সেই শিশুর, মা ছাড়া আর কেহ ছিল না। ফ্যান্‌টাইন্‌ তাহার কন্যাকে স্তন্য দিত, তাহাতে তাহার ফুস্‌ফুস্‌ ক্লিষ্ট হইয়াছিল। সে একটু একটু কাশিত।

থলোমির নাম উল্লেখ, অতঃপর প্রয়োজন হইবে না। আমরা এই বলিয়া উপসংহার করিব যে, সে বিশ বৎসর পরে, লুইস ফিলিপের রাজত্বকালে, এক বিখ্যাত উকীল হইয়াছিল। তাহার অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল, সদস্য নির্ব্বাচনে তাহার মত দিবার ক্ষমতা ছিল। জুরি স্বরূপে সে সামান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিত। তখনও সে স্ফূর্ত্তিপ্রিয় লোক ছিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ মধ্যে মধ্যে পয়সা দিয়া সামান্য গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাহার বিশ্রাম ও হইতেছিল। দিবসের মধ্যভাগে সে মণ্টফার্মিল পৌঁছাইয়াছিল।

থেনার্ডিয়ারের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বালিকা দুইটি ভগ্ন গাড়ীর

তলদেশে দোল দিতেছিল দেখিতে পায়। সেই আনন্দের ছবি দর্শনে সে মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মনোমোহন মন্ত্র আছে। ঐ ক্ষুদ্র বালিকাদ্বয়, মন্ত্রের ন্যায়, ঐ মার মন মুগ্ধ করিল। ভাববিগলিত হৃদয়ে সে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবকন্যা দর্শনে, ঐ স্থান স্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার মনে হইল, ভগবান্, ইঙ্গিত দ্বারা, তাহাকে ঐ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ দুইটি বালিকা যে সুখে আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। সে চাহিয়া রহিল; তাহার মন এরূপ বিস্ময়পূর্ণ হইল, যে যখন ঐ বালিকাদ্বয়ের মাতা এক চরণ গাহিয়া আর এক চরণ গাহিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সে পূর্ব্বকথিত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। আমরা বলিয়াছি, সে বলিল—

"আপনার সুন্দর দুইটি কন্যা দেখিতেছি।"

শাবককে আদর করিলে ভীষণ জন্তুও হিংসা পরিহার করে। বালিকাদ্বয়ের মাতা মুখ তুলিল এবং সাদরে, ঐ পথিককে দ্বারস্থিত বেঞ্চে বসিতে আহ্বান করিল। বালিকাদ্বয়ের মাতা চৌকাঠে বসিয়াছিল; দুইটি স্ত্রীলোক কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইল।

বালিকাদ্বয়ের মাতা বলিল "আমি থেনার্ডিয়ারের পত্নী। এই হোটেল আমাদিগের। ঐ কথা বলিয়া সে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। তখনও তাহার গানে মন ছিল।

থেনার্ডিয়ার পত্নীর বর্ণ বালুকার ন্যায়। সে কৃশ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল না। সাধারণতঃ সৈনিকপত্নীদিগের আকৃতি যেরূপ অপ্রীতিকর হয়, থেনার্ডিয়ার পত্নীর আকৃতি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ অপ্রীতিকর। উপন্যাস পড়ার ফলে, থেনার্ডিয়ার পত্নীর আকৃতিতে একটি অবসাদের ভাব জন্মিয়াছিল। অবোধ স্ত্রীলোকের ন্যায়, সে মৃদু হাস্য করিত, কিন্তু তাহার গঠন পৌরুষ প্রকৃতির ছিল। খাবারের দোকানের স্ত্রীলোকের কল্পনা শক্তি পুরাতন উপন্যাস পাঠে উত্তেজিত হইলে, এইরূপ ফল জন্মে। এখনও তাহার যৌবন ছিল; তাহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর মাত্র। সেই স্ত্রীলোক যদি বসিয়া না থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে, তাহার দীর্ঘ অবয়ব ও গঠন প্রভৃতি দেখিলে ফ্যান্টাইন্ সম্ভবতঃ ভীত হইত ও তাহার বিশ্বাস জন্মিত না; তাহার মনোভাব যেরূপ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা থাকিত না। মানুষ দাঁড়াইয়া না

থাকিয়া বসিয়া আছে, ইহাতেই, অনেক সময়, মানুষের অদৃষ্ট অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

ফ্যান্‌টাইন্‌ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া আপন ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিল। সে বলিল, "আমি শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক। আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি প্যারিসে কাজের যোগাড় করিতে পারিতেছিলাম না, সুতরাং অন্যত্র কর্ম্মচেষ্টায় যাইতেছি। আমি যে দেশে জন্মিয়াছিলাম, সেইখানে যাইতেছি। অদ্য প্রাতে প্যারিস ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাইতেছিলাম; মেয়েটিকে কোলে লইয়া যাইতে হইতেছে। সেই জন্য শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর, একখানি গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে কতকদূর আসি; পরে পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া মণ্টফার্মিলে পৌঁছিয়াছি। মেয়েটি কখনও কখনও চলিয়াছে; তবে অতি শিশু বলিয়া বেশী হাঁটিতে পারে নাই। কাজেই তাহাকে কোলে লইতে হইয়াছে। এখন মাণিক আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে"।

এই বলিয়া সে তাহার কন্যাকে প্রীতিভরে চুম্বন করিল। ইহাতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিশু চক্ষু উন্মীলন করিল। বৃহৎ নীল চক্ষু, তাহার মায়েরই মত। সে চাহিয়া দেখিল—কি? কিছুই না। আপন পবিত্রতায় উজ্জ্বল শিশু, পাপ-মলিন আমাদিগের সম্মুখে, গম্ভীর এবং কখনও কখনও কঠোর আকৃতি ধারণ করে। বোধ হয়, তাহারা তাহাদিগের দেবভাব অবগত আছে, এবং আমরা যে মানব তাহাও যেন তাহারা জানে। তাহার পর, শিশু হাসিতে লাগিল। তাহার মা তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিলেও সে নামিয়া পড়িল। কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া তাহার দৌড়াদৌড়ি করিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সহসা সে দোলনায় যে দুইটি বালিকা ছিল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইল ও জিহ্বা বাহির করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল।

থেনার্ডিয়ার পত্নী ও তাহার কন্যাদিগকে দোলনা হইতে নামাইয়া দিল, বলিল—

"তোমরা তিনজনে খেলা কর।"

ঐ বয়সে শিশুরা শীঘ্রই পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া উঠে।

মুহূর্ত্তকাল পরে থেনার্ডিয়ারের দুই কন্যা নবাগতার সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মহানন্দে মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িতে লাগিল।

নবাগতা অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত ছিল। তাহার প্রফুল্লতায় তাহার মাতার সদন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সে একটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়াছিল। ইহাই তাহার কোদাল হইয়াছিল। সে পরম উৎসাহে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া ফেলিল। গর্ত্তটিতে একটি মাছি থাকিতে পারে এত বড় হইল। বালকে কবর খননের কার্য্য করিলে তাহা হাসিবার বিষয় হয়।

স্ত্রীলোক দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল।

"তোমার মেয়েটির নাম কি?"

"কসেট।"

"বয়স কত?"

"তিন বৎসর চলিতেছে।"

"আমার বড়টিরও ঐ বয়স।"

ইতিমধ্যে বালিকা তিনটি একত্রিত হইয়াছে। তাহাদিগের আকৃতিতে গভীর উদ্বেগ ও আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে। একটি বড় পোকা মাটি হইতে বাহির হইয়াছে। বালিকাগণ তাহাতে ভয় পাইয়াছে কিন্তু উহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও বোধ করিতেছে।

তাহাদিগের উজ্জ্বল কপোলদেশ পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে। যেন তিনটি মস্তক বেষ্টন করিয়া উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে।

থেনোর্ডিয়ার পত্নী বলিল—"শিশুরা কত শীঘ্র পরিচিত হইয়া পড়ে। লোকে দেখিলে বলিবে, নিশ্চয়ই ইহারা তিন ভগ্নী।"

বারুদে অগ্নিকণা সংযোগের ন্যায় এইরূপ কোনও কথা শুনিবার জন্যই বোধ হয়, ফ্যান্‌টাইন্ অপেক্ষা করিতেছিল। সে থেনার্ডিয়ার পত্নীর হাত ধরিয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—

"আমার মেয়েটিকে তুমি রাখিবে?"

থেনার্ডিয়ার পত্নী বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল। উহা হইতে তাহার সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই বুঝা গেল না।

ফ্যান্‌টাইন্ বলিতে লাগিল—

"দেখ, আমি গ্রামে মেয়েটিকে লইয়া যাইতে পারি না। উহাকে লইয়া গেলে আমি কাজ পাইব না। পল্লীগ্রামের লোকেরা এক রকমের। ভগবান্ দয়া করিয়াই আমাকে তোমাদের হোটেলের নিকট আনিয়াছেন। তোমার

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন মেয়ে দুইটির সুখ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহাদিগের মা নিশ্চয়ই ভাল। আমার ইহাই দরকার। ইহারা তিনজনে তিনটি ভগ্নীর ন্যায় থাকিবে। বিশেষতঃ, আমার মেয়েটিকে বেশী দিন রাখিব না। আমার মেয়েটিকে রাখিবে?"

থেনার্ডিয়ার পত্নী বলিল—"ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

"আমি মাসে ছয় ফ্রাঙ্ক করিয়া দিব।"

এমন সময় দোকানের ভিতর হইতে একজন পুরুষের স্বর শুনা গেল।

সে বলিল—"মাসে সাত ফ্রাঙ্কের কমে হইবে না এবং ছয় মাসের আগাম দিতে হইবে।"

থেনার্ডিয়ারের পত্নী বলিল—"মাসে সাত ফ্রাঙ্ক হিসাবে, ছয় মাসে, ৪২ ফ্রাঙ্ক হইবে।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"আমি তাহাই দিব।"

পুরুষটি বলিল—"তাহা ছাড়া আরও ১৫ ফ্রাঙ্ক, খুচরা জিনিষপত্র কিনিবার জন্য আগাম দিতে হইবে।"

থেনার্ডিয়ার পত্নী বলিল—"তাহা হইলে, মোট ৫৭ ফ্রাঙ্ক হইতেছে।"

ইহা বলিয়া সে গানের এক চরণ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"আমি তাহাই দিব। আমার ৮০ ফ্রাঙ্ক রহিয়াছে। উহা দিলেও আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে হাটিয়া যাইতে পারিব। সেখানে আমি উপার্জ্জন করিব। কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই, আমার যাদুকে লইয়া যাইব।"

পুরুষটি জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটির পরিচ্ছদাদি আছে ত?"

থেনার্ডিয়ার পত্নী বলিল—"উনি আমার স্বামী।"

"মাণিকের আমার পরিচ্ছদ আছে বৈ কি। উনি তোমার স্বামী, বুঝিয়াছি। তাহার সুন্দর পোষাক সকল রহিয়াছে—বরং অত পোষাক দেওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে। তাহার সকল জিনিষই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বড় লোকের মেয়ের মত রেশমের গাউন রহিয়াছে। ঐ সব, আমার এই কার্পেটের ব্যাগে রহিয়াছে।"

পুরুষটি বলিল—"ঐ সমস্ত তোমাকে দিয়া যাইতে হইবে।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"তা ত দিবই। আমি কি আমার মেয়েকে পরিচ্ছদ শূন্য রাখিয়া যাইব?"

পুরুষটি বাহিরে আসিল। বলিল—"উত্তম।"

বন্দোবস্ত ঠিক হইল। ফ্যান্‌টাইন্ সে রাত্রিতে সেখানে রহিল; টাকা দিল এবং মেয়েটিকে রাখিয়া গেল। তাহার কার্পেটের ব্যাগ হইতে শিশুর পরিধেয় প্রভৃতি বাহির করিয়া দেওয়ায়, উহা এখন ছোট ও লঘুভার হইল। যখন পর দিন প্রাতঃকালে সে যাত্রা করিল, তখন সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, মনে করিল। এ সকল ব্যবস্থার সময় মানুষ দেখায়, যে তাহার মনে অশান্তি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, মনের অবস্থা, তখন অতি শোচনীয়।

থেনার্ডিয়ারদিগের একজন প্রতিবাসী, ফ্যান্‌টাইন্ যাইবার সময়, দেখিয়াছিল। সে আসিয়া বলিল—"আমি একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম; সে এত কাঁদিতেছে, যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

কসেটের মা চলিয়া গেল। থেনার্ডিয়ার তাহার পত্নীকে বলিল—"ইহাতেই আমার যে ১০১ ফ্রাঙ্ক দেনা আছে তাহা শোধ দেওয়া যাইবে। উহা আমার কালই দিবার কথা। আমার ৫০ ফ্রাঙ্কের অভাব ছিল। না দিতে পারিলে, আমার দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার জন্য আদালতের পেয়াদা আসিত। তুমি মেয়ে দুইটি লইয়া বেশ কল পাতিয়াছিলে।"

তাহার পত্নী বলিল—"আমি কিন্তু তাহা ভাবি নাই।"

---

(২) যে মূর্ত্তিদ্বয় আদৌ মনোহর নহে তাহার অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি—

কলে যে ইঁদুর পড়িল, তাহা নিতান্তই ক্ষুদ্র ও হীন। কিন্তু ইঁদুর যতই শীর্ণকায় হউক, বিড়ালের আনন্দ কম হয় না।

থেনার্ডিয়ারগণ কে?

এখন আমরা তাহাদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। পরে বিস্তারিত বলিব।

অশিষ্ট প্রকৃতির যে সকল লোক সংসারে সফলতা লাভ করিয়াছে ও যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ক্রমশঃ হীনদশায় উপনীত হয়, এই উভয় প্রকার লোক-দ্বারা সমাজের যে স্তর গঠিত হইয়াছে, থেনার্ডিয়ারগণ সেই স্তরের লোক। এই স্তর মধ্যম শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যবর্ত্তী। মধ্যম শ্রেণীর লোকের

সমুদয় দোষ ও নিম্নশ্রেণীর লোকের কতক দোষ তাহাদিগের মধ্যে মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, বা মধ্যম শ্রেণীর লোকদিগের যে সততা দেখা যায়, তাহা এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে থাকে না।

তাহাদিগের মন এরূপ সঙ্কীর্ণ যে সেখানে কোনও সদ্গুণের উদয় হইলে তাহা সহজেই কুৎসিৎ আকার ধারণ করে। স্ত্রীলোকটিতে পশুর প্রকৃতি বিদ্যমান্ ছিল। অতি ভীষণ বদমায়েসে পরিণত হইতে পারে, পুরুষটিতে এরূপ উপাদান ছিল। মন্দের দিকে অতি কুৎসিৎ ভাবে অগ্রসর হইবার উপযোগিতা, উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে ছিল। অনেকের প্রকৃতি এইরূপ যে তাহারা কর্কটের ন্যায় ক্রমশঃ পশ্চাতে অন্ধকারের দিকেই অগ্রসর হয়। তাহারা সম্মুখ দিকে অগ্রসর না হইয়া, পশ্চাতে হটিয়া যায়; যত অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই কদাচারী হয়, ক্রমেই অধিকতর দুরাচার হয় এবং মলিন হইতে মলিনতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি সেইরূপ ছিল।

যাহারা মানুষের আকৃতি দর্শনে তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারেন, থেনার্ডিয়া-রের আকৃতি তাঁহাদিগের কষ্টদায়ক। কাহারও কাহারও আকৃতি এমন, যে দেখিলেই তাহাদিগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ উভয় দিকেই অন্ধকার; তাহাদিগের গত জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে উদ্বেগ জন্মে এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগের ভয়ানক কার্য্য করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাহারা কি করিতে পারে, বা পারে না, তাহা অনুমান করা যায় না। যে কোনও দুষ্কর্ম্ম সম্বন্ধে কেহ নিশ্চিত বলিতে পারিবে না, যে উহা সে করে নাই বা ভবিষ্যতে করিবে না। তাহাদিগের পাপব্যঞ্জক দৃষ্টি তাহাদিগের দোষ প্রমাণীকৃত করে। তাহাদিগের একটি কথা শুনিলে বা তাহাদিগকে একটি অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখিলে, তাহাদিগের গত জীবনে কৃত পাপের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের ভাবী জীবনে, ভীষণ কর্ম্মের সম্ভাবনা অনুভূত হয়।

থেনার্ডিয়ার বলিত, সে সৈনিকদলে জমাদারের কার্য্য করিত। যদি তাহার কথা বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে সে ১৮১৫ সালের যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল এবং যুদ্ধে অতি ভীষণ সাহসের কার্য্য করিয়াছিল। পরে দেখিব, এ কথা কতদূর সত্য। তাহার হোটেলের চিহ্ন স্বরূপ যে চিত্রের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ চিত্র তাহারই সাহসের কার্য্য সম্বন্ধে। ঐ চিত্র সে নিজেই অঙ্কিত

করিয়াছে। সকল কাজই, সে কিছু কিছু জানিত এবং কোন কাজই ভাল জানিত না।

যে সময়ে উপন্যাসগুলি ক্রমশঃ ইতরজনোচিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং প্যারিস ও সহরতলির নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উহা পাঠ করিয়া আপনাদের প্রণয়-প্রবণ হৃদয়কে উত্তেজনা পূর্ণ করিতেছিল, তখন থেনার্ডিয়ারপত্নীর এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠের উপযোগী বুদ্ধি হইয়াছিল। উহাই তাহার মনের আহার্য্য ছিল। তাহার যে বুদ্ধি ছিল, তাহা উহাতে নিমগ্ন থাকিত। ইহার ফলে, তাহার স্বামীর প্রতি তাহার চিত্ত, কৈশোরে ও তাহার পরে যেন ভাববিমুগ্ধ ছিল। থেনার্ডিয়ার ইতর শ্রেণীর লোক। সেই গুণ্ডা সামান্য লেখাপড়া জানিত। সেই অসভ্যের, শিষ্টাচার ও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তবে তাহার স্ত্রীর নিকট সে খাঁটি ভাঁড় স্বরূপে অবস্থিতি করিত। তাহার স্ত্রী তাহার অপেক্ষা বার কি পনের বৎসরের ছোট ছিল। যখন থেনার্ডিয়ার পত্নীর, উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় সজ্জিত কেশ, ক্রমশঃ শুভ্র হইতে লাগিল তখন ইতর শ্রেণীর দুষ্ট স্ত্রীলোক হইতে তাহার কোনও প্রভেদ ছিল না। তবে সে কতকগুলি অপকৃষ্ট উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল, এই মাত্র। সেই অপকৃষ্ট গ্রন্থপাঠের অপকার অবশ্যম্ভাবী। সেই উপন্যাস পাঠের ফলে, সে তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম রাখিয়াছিল, ইপনাইন। তাহার কনিষ্ঠা কন্যার নাম গুল্‌নেয়ার রাখা প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অপর কোনও উপন্যাস পাঠের ফলে, সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া, কনিষ্ঠা কন্যার নাম রাখিল, অজেল্‌মা।

যাহা হউক, আমরা যে অদ্ভুত সময়ের বর্ণনা করিতেছি তখনকার সকলই উপহাস যোগ্য ও ভাসাভাসা রকমের ছিল না। আমরা উপন্যাসের নায়িকাগণের নাম রাখার যে প্রথার আভাস দিলাম, উহা সমাজের অবস্থারও পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন কৃষক, আপন পুত্রের নাম আর্থার, আল্‌ফ্রেড্ প্রভৃতি রাখিতেছে। অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত বংশে পুত্রের নাম টমাস্ প্রভৃতি রাখিতেছে। এই যে নিম্নশ্রেণীর লোক সৌখীন নাম রাখিতেছে ও সম্ভ্রান্ত বংশে নিম্নশ্রেণী সুলভ নাম রাখিতেছে, ইহা সাম্যভাবের আবর্ত্ত মাত্র। অন্যত্রের ন্যায় এখানেও নবভাব প্রবেশের, পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা বৈষম্যের পরিচায়ক, তাহা সেই মহৎ ও গভীর রাষ্ট্রবিপ্লব হইতেই উদ্ভূত।

(৩) চাতক—

দুরাচার হইলেই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। খাবারের দোকান ভাল চলিতেছিল না।

ফ্যান্‌টাইন্ যে ৫৭ ফ্রাঙ্ক দিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই থেনার্ডিয়ার তাহার দেনা শোধ করিতে পারিল এবং তাহার মাল ক্রোক হইল না। পর মাসে, আবার তাহাদিগের টাকার অভাব হইল। থেনার্ডিয়ার পত্নী কসেটের পরিচ্ছদ, প্যারিসে লইয়া গিয়া, এক মহাজনের নিকট বাঁধা দিয়া ৬০ ফ্রাঙ্ক পাইল। উহা ফুরাইয়া গেলে, ক্রমশঃ তাহাদিগের মনে হইতে লাগিল, যে তাহারা কসেটকে দয়া করিয়া প্রতিপালন করিতেছে। তখন, তাহারা তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার পরিচ্ছদ না থাকায়, তাহাকে আপন কন্যাদ্বয়ের পরিত্যক্ত, ছিন্ন ও জীর্ণ জামা ও সেমিজ পরাইতেছিল। সকলের খাওয়া হইয়া গেলে, তাহাদিগের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য তাহাকে খাইতে দিত। সে খাদ্য কুকুরের খাদ্য অপেক্ষা ভাল, তবে বিড়ালের খাদ্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট। কুকুর ও বিড়াল যেরূপ টেবিলের তলায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ভোজন পাত্রে ভোজন করিত, সেও সেইরূপ পাত্রে টেবেলের নিম্নে ভোজন করিত।

কসেটের মাতা "ম" নগরে কার্য্য পাইয়াছিল। সে প্রতি মাসে কসেটের সংবাদ পাইবার জন্য কোনও লোক দিয়া পত্র লিখাইত। থেনার্ডিয়ারগণ প্রত্যুত্তরে লিখিত—"কসেট বেশ আছে ও দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।"

ছয়মাস অতিবাহিত হইলে, সপ্তম মাসের জন্য ফ্যান্‌টাইন্ সাত ফ্রাঙ্ক পাঠাইল এবং প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে টাকা পাঠাইতে থাকিল। বৎসর না ঘুরিতেই, থেনার্ডিয়ার বলিল—"সে বড় দয়া করিতেছে, দেখিতেছি। তার সাত ফ্রাঙ্কে কি হবে, সে মনে করে?" সে ১২ ফ্রাঙ্ক করিয়া পাঠাইবার জন্য লিখিল। তাহারা ফ্যান্‌টাইন্‌কে বুঝাইয়াছিল, যে কসেট সুখে আছে ও তাহার শরীরের উন্নতি হইতেছে। সুতরাং, ফ্যান্‌টাইন্ ১২ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে সম্মত হইল ও ১২ ফ্রাঙ্ক পাঠাইল।

কাহারও কাহারও প্রকৃতি এরূপ, যে একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, আর একজনের প্রতি প্রীতি দেখাইতে পারে না। থেনার্ডিয়ার পত্নী

তাহার কন্যাদ্বয়কে সাতিশয় স্নেহ করিত। তাহার ফলে, কসেটের প্রতি তাহার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল।

মাতৃস্নেহের মধ্যে পাপের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে পারে, ইহা মনে হইলে কষ্ট হয়। থেনার্ডিয়ারপত্নীর মনে হইত, কসেট রহিয়াছে বলিয়াই, সংসারে তাঁহার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না ও তাহার কন্যাদ্বয় শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য যথেষ্ট বাতাস পাইতেছে না। তাদৃশী অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায়, থেনার্ডিয়ারপত্নীর শিশুদিগকে আদর করিবার যেরূপ ইচ্ছা ছিল, তাহাদিগকে গালি দিবার ও মারিবার ইচ্ছাও সেইরূপ ছিল। যদিও সে আপন কন্যাদ্বয়কে অতিশয় স্নেহ করিত, তথাচ, কসেট না থাকিলে, উহারা যেরূপ আদর পাইত, সেইরূপ প্রহারও প্রাপ্ত হইত। কসেট থেনার্ডিয়ারপত্নীর প্রহার করিবার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিয়া, অপর বালিকাদ্বয়ের উপকার করিয়াছিল। তাহারা তাহাদিগের মাতার নিকট কেবল আদর পাইত। কসেট যাহা করিত, তাহাতেই সে মার খাইত ও বিনা দোষে তিরস্কৃত হইত। সে সর্ব্বদা শাস্তি পাইত, তিরস্কৃত হইত, মার খাইত। তাহার প্রতি সর্ব্বদাই অসদ্ব্যবহার করা হইত। সে দেখিত, তাহারই মত দুইটি বালিকা, সর্ব্বদা সুখে কালযাপন করিতেছে—উষার মধুরতা তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে। হায়! সেই অসহায় মধুরপ্রকৃতি শিশুর এই পৃথিবী ও ভগবানের বিষয় কিছুই না বুঝিতে পারিলেই ভাল হইত। থেনার্ডিয়ারপত্নী কসেটের উপর দৌরাত্ম্য করিত। ইপনাইন ও অজেল্‌মা ও তাহার উপর দৌরাত্ম্য করিত। সে বয়সে শিশুগণ মার অনুকরণ করে। আকৃতিতে তাহারা ক্ষুদ্র, এইমাত্র প্রভেদ।

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। আর এক বৎসর ও কাটিল।

গ্রামের লোকে বলিত—

"থেনার্ডিয়ারগণ লোক ভাল। তাহারা নিজে ধনী নহে। তথাচ, তাহারা পরের পরিত্যক্ত, হতভাগ্য মেয়েটিকে প্রতিপালন করিতেছে।"

তাহারা মনে করিত, কসেটের মা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

কোনরূপ দুর্ব্বোধ্য উপায়ে, থেনার্ডিয়ার শুনিয়াছিল যে সম্ভবতঃ ঐ বালিকা জারজ এবং তাহার মাতা, ঐ বালিকা তাহার সন্তান, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছে না। তখন সে ফ্যান্‌টাইন্‌কে ভয় দেখাইল, যে ১৫ ফ্রাঙ্ক করিয়া না দিলে সে ঐ বালিকাকে রাখিবে না। সে বলিল মেয়ে এখন বড় হইয়াছে,

বেশী খাইতেছে।" সে বলিত—"আমার সহিত চালাকী করিলে, আমি মেয়েটিকে বাহির করিয়া তাহার সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া দিব। আমার টাকা বেশী চাহি।" ফ্যান্‌টাইন্‌ ১৫ ফ্রাঙ্ক দিল।

ক্রমে শিশু বাড়িতে লাগিল। তাহার কষ্টও সেইরূপ বাড়িয়া চলিল।

যখন কসেট শিশু ছিল, তখন সে অপর দুইটি বালিকার পরিবর্ত্তে, শাস্তি ভোগ করিত। একটু বড় হইলে, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের হইলে, সে সেই গৃহে দাসী বৃত্তিতে নিয়োজিত হইল।

✓ পাঠক হয়ত বলিবেন—ইহা অসম্ভব। কিন্তু হায়! ইহা সত্য। সকল বয়সেই সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে, একজন ডাকাতের বিচার কালে, প্রকাশ পায়, যে পাঁচ বৎসরের সময় সে পিতৃমাতৃহীন হয়। সংসারে একা পড়িয়া, সে জীবিকার জন্য চুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কসেট ফরমাইস্‌ খাটিত। উঠান, বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা, ঘর ঝাঁট দিত; বাসন মাজিত; এমন কি বোঝা বহিয়া আনিত। তাহার মা এখন "ম" নগরে ছিল; কিন্তু এখন সে নিয়মিতভাবে টাকা পাঠাইতেছিল না। ইহাতে থেনার্ডিয়ারগণ বিবেচনা করিত, কসেটকে ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কয়েক মাস তাহার মার নিকট হইতে টাকা আসে নাই।

এই তিন বৎসর পরে যদি ফ্যান্‌টাইন্‌ মণ্টফার্মিলে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে সে আপন কন্যাকে চিনিতে পারিত না। সেই গৃহে আগমন কালে যে কসেট গোলাপের ন্যায় সুন্দর ছিল, সে এক্ষণে কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে এরূপ আস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পাইত, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। থেনার্ডিয়ারগণ বলিত—"ভারি চালাক।" অত্যাচারপ্রপীড়িত হওয়ায়, তাহার প্রকৃতিতে আর প্রফুল্লতা ছিল না। দুরবস্থায় পড়িয়া তাহার সৌন্দর্য্য গিয়াছিল। চক্ষুদ্বয়ের সৌন্দর্য্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে চক্ষু দেখিলে কষ্ট বোধ হইত। কারণ সেই বৃহৎ চক্ষুদ্বয়, যেন বৃহত্তর দুঃখরাশির পরিচয় প্রদান করিত।

ছয় বৎসরের বালিকা জীর্ণশীর্ণ কাপড়ের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, শীত-কম্পিত কলেবরে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণের হস্তে, প্রকাণ্ড একটি ঝাঁটা লইয়া, বৃহৎ চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে, যখন রাস্তা ঝাঁট দিত, তখন তাহা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

সেই পাড়ার লোকে, তাহাকে পাখী বলিত। সাধারণ লোকে এইরূপ রূপক দিয়া কথা কহিতে ভালবাসে। সেই ভীত, কম্পিতকলেবর, শীতার্ত্ত, পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র জীব, বাড়ীর ও গ্রামের সকলের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, পথে বা মাঠে আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইত বলিয়া, গ্রামের লোকে তাহাকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করিত।

পাখী কিন্তু গান গাহিত না।

পঞ্চম স্কন্ধ

অবরোহণ

(১) কৃষ্ণবর্ণ কাচের অলঙ্কার গঠন ব্যবসার উন্নতির ইতিহাস—

মন্টফার্মিলের লোকে বলিত কসেটের মা কসেট্‌কে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহার কি হইয়াছিল? সে কোথায়? সে কি করিতেছিল?

কসেটকে থেনার্ডিয়ারদিগের নিকটে রাখিয়া সে চলিতে লাগিল ও "ম" নগরে পৌঁছিল।

পাঠকের মনে থাকিবে ইহা ১৮১৮ সালে।

ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে, ফ্যান্‌টাইন্‌ এই প্রদেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল। এই সময় মধ্যে এই প্রদেশের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যখন ফ্যান্‌টাইন্‌ ক্রমশঃ অধিকতর দুরবস্থায় পড়িতেছিল, সেই সময় তাহার জন্মভূমি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে শিল্প সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মফঃস্বলের নগরে এইরূপ ঘটনায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। আমরা তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি। আমরা এ বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি।

এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর হইতে ইংলণ্ডে ও কৃষ্ণবর্ণের কাচ হইতে জার্ম্মাণীতে অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়। উহার অনুকরণে "ম" নগরে এক প্রকার

অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। এই অলঙ্কার প্রস্তুতের কাজ "ম" নগরে প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছিল। কিন্তু ঐ কার্য্যে কখনই সুবিধা হইত না। কারণ উহার উপাদানের মূল্য বেশী পড়িত। তাহার ফলে অলঙ্কারের দাম বেশী হইত। যে সময়ে ফ্যান্‌টাইন্‌ "ম" নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ শিল্পের অশ্রুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। ১৮১৫ সালের শেষ ভাগে, একজন বিদেশী এই নগরে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে ধুনার পরিবর্ত্তে গালা ব্যবহার করিলে ও চুড়ি প্রস্তুতের সময়, লোহের পাত, পাণ দিয়া না জুড়িয়া, কেবল পাশাপাশি রাখিয়া দিলে ঐ কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে।

এই সামান্য পরিবর্ত্তনে, এই শিল্পের অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই সামান্য পরিবর্ত্তনে, উপাদানের মূল্য কম পড়িতে লাগিল। তাহাতে শিল্পকারগণকে অধিক বেতন দেওয়া সম্ভব হইল। ইহাতে দেশের লোকের উপকার হইল। দ্বিতীয়তঃ, যে দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইতে লাগিল। ইহাতে, যে ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিত, তাহার উপকার হইল। তৃতীয়তঃ, ঐ দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দিলেও, কারখানার অধিকারীর পূর্ব্ব অপেক্ষা তিনগুণ অধিক লাভ হইতে লাগিল। একজনের উদ্ভাবনী শক্তিতে ঐ তিনটি ফল হইল।

তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, আবিষ্কারকারী বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তদপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় এই, যে, তিনি অপরকেও ধনী হইতে সাহায্য করিলেন। তিনি এই প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহার আদিকথা কেহ জানিত না। লোকে বলিত, যখন তিনি এই নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাতে সামান্য টাকা মাত্র ছিল। বড় জোর তাঁহার কয়েকশত ফ্রাঙ্ক মাত্র ছিল।

তিনি চিন্তার দ্বারা অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি, ঐ সামান্য মূলধনের সাহায্যে তাঁহাকে বিপুল অর্থের অধিকারী করিয়াছিল এবং সেই প্রদেশের সকলের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছিল।

যখন তিনি এই নগরে আসেন, তখন তাঁহার পরিচ্ছদ, আকৃতি ও ভাষা শ্রমজীবিগণের ন্যায় ছিল।

একদিন ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যাকালে, পৃষ্ঠে ব্যাগ ও হস্তে লাঠি লইয়া, ঐ ব্যক্তি ঐ নগরে উপস্থিত হন। সেই রাত্রিতে টাউনহলে আগুন লাগে এবং

ঐ লোক নিজ জীবন বিপদ্‌গ্রস্থ করিয়া অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশ করে ও পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারীর দুইটি শিশুর জীবন রক্ষা করে। ফলে, ঐ লোকটির ছাড়পত্র আর কেহ দেখিতে চাহে নাই। পরে তাহার নাম জানা গিয়াছিল। তাহার নাম ম্যাডিলিন।

(২) ম্যাডিলিন—

ম্যাডিলিনের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। সর্ব্বদাই যেন কোনও চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাপৃত থাকিত। তবে তিনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, এই মাত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

ম্যাডিলিন, উপরি কথিত শিল্পের নূতন প্রকার প্রবর্ত্তনা দ্বারা, উহার সত্বর উন্নতি বিধানে সমর্থ হওয়ায়, "ম" নগর একটি বড় ব্যবসার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্পেনে ঐ অলঙ্কারের বহু প্রচলন থাকায়, ঐ দেশের লোকে প্রতিবৎসর "ম" নগরে অনেক টাকার ঐ অলঙ্কার ক্রয় করিত। উক্ত ব্যবসা সম্বন্ধে "ম" নগর, প্রায় লণ্ডন ও বার্লিনের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ম্যাডিলিনের প্রচুর লাভ হওয়ায়, দ্বিতীয় বৎসরের শেষে তিনি তাঁহার কারখানার জন্য একটি বড় বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। উহা বৃহৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একটিতে পুরুষগণ ও অপরটিতে স্ত্রীলোকেরা কার্য্য করিত। যাহারই অন্নের সংস্থান ছিল না, সে সেই স্থানে যাইলে. কাজ পাইত ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তবে পুরুষেরা. সদিচ্ছাসম্পন্ন ও স্ত্রীলোকেরা শুদ্ধচরিত্রা হয় এবং কেহ প্রতারণাপর না হয়, এ বিষয়ে ম্যাডিলিনের লক্ষ্য ছিল। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা পৃথকভাবে কাজ করিতে পারে ও সৎপথে থাকে, সেই জন্য ম্যাডিলিন কারখানাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইতে দিতেন না। এই এক বিষয়ে তিনি দোষ উপেক্ষা করিতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কঠোরতার একটি কারণ এই যে, "ম" নগরে সৈন্যগণ অবস্থিত করিত বলিয়া, এখানে কুপথে যাইবার সম্ভাবনা অধিক ছিল। যাহা হউক তিনি এই নগরে আসায় লোকের অনেক উপকার হইয়াছিল; যেন ভগবান্‌ এই প্রদেশের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে এই প্রদেশের অবস্থা

ক্রমে খারাপ হইতেছিল। এখন সকলেই পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। সুস্থ শরীরে রক্ত যেমন সকল অংশে চালিত হয় ও সকল অংশকে উষ্ণ রাখে, সেইরূপ সেই প্রদেশের অর্থের আদান-প্রদানে সকলের মধ্যে সজীবতা সম্পন্ন হইতেছিল। ঐ প্রদেশে কখনও কর্ম্মের অভাব হইত না ও লোকগণ মধ্যে কষ্ট ছিল না। ঐ প্রদেশের অতি সামান্য ব্যক্তিরও হাতে কিছু পয়সা থাকিত। সকল গৃহে কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দ বিরাজ করিতেছিল।

ম্যাডিলিন, সকলের কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিতেন। তবে স্ত্রীলোক বা পুরুষ যে কেহ কর্ম্মপ্রার্থী হইত, তাহার সৎ থাকা প্রয়োজন হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ম্যাডিলিন, এইরূপে লোকের স্বচ্ছন্দ বিধান করিয়াও নিজে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, যে নিজের অর্থ সঞ্চয় যেন তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল না। বোধ হইত, তিনি পরের জন্য যত ভাবেন, নিজের জন্য তত নহে। ১৮২০ সালে লাফিটির ব্যাঙ্কে তাঁহার ছয়লক্ষ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক মজুত ছিল। কিন্তু এই টাকা সঞ্চয়ের পূর্ব্বে, তিনি নগরের উন্নতিকল্পে ও দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য দশ লক্ষের উপর ব্যয় করিয়াছিলেন।

হাঁসপাতালের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি নিজ ব্যয়ে ছয়জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। "ম" নগর দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে উচ্চ স্থান, অপর দিকে নিম্ন স্থান। শেষোক্ত ভাগে তিনি বাস করিতেন। সেখানে একটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল। সেই বিদ্যালয় গৃহ একটি সামান্য কুটীর। উহা পড়িয়া যাইতেছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে দুইটি বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত করিলেন। একটি বালকগণের, অপরটি বালিকাগণের। শিক্ষক দুইটি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে যে সামান্য বেতন পাইতেন, তিনি প্রত্যেককে তাহার দ্বিগুণ বেতন আপনার অর্থ হইতে দিতেন। জনৈক ব্যক্তি ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"ধাত্রী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইঁহারাই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী।" তিনি শিশুদিগের শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তৎকালে ফ্রান্সে এইরূপ বিদ্যালয় ছিল না। বৃদ্ধ ও অক্ষম শ্রমজীবিগণের সাহায্য জন্য তিনি একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। তাঁহার কারখানার সন্নিধানে, বহু দরিদ্র

পরিবার বাস করিল। ঐ স্থানে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন।

লোকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রথম অবস্থায় বলিল—"লোকটির বেশ স্ফুর্ত্তি আছে, সে ধনী হইতে চাহে।" যখন দেখিল নিজে অর্থ সঞ্চয় না করিয়া, লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য চেষ্টা করিতেছেন—তখন লোকে বলিল—"ইহার খ্যাতি লাভের ইচ্ছা হইয়াছে।" এ সিদ্ধান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না; কারণ, তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন ও কতকাংশে সে ধর্ম্মের উপদেশ অনুসারে কার্য্যও করিতেন। সে সময়ে এরূপ লোকের প্রতি জনসাধারণে প্রীতি প্রদর্শন করিত। তিনি প্রতি রবিবারে গির্জ্জাতে যাইতেন। ঐ প্রদেশের সদস্য, সকলকেই সদস্য-পদপ্রার্থী বলিয়া সন্দেহ করিত। সে ম্যাডিলিনের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল। নেপোলিয়নের সময়, এই ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। তাহার ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। সে গোপনে উপহাস করিয়া পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কথা কহিত। ধনী ব্যবসাদার ম্যাডিলিন গির্জ্জায় যাইতেন দেখিয়া, এবং সম্ভবতঃ তিনি সদস্য-পদপ্রার্থী হইবেন আশঙ্কা করিয়া, এই বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে স্থির করিল, এবং দুইবেলা গির্জ্জায় যাইতে লাগিল। এ সময়ে রাজকীয় উচ্চ পদ লাভ করিতে হইলে, গির্জ্জায় গতিবিধি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। গির্জ্জায় গিয়া ঐ সদস্য ভগবানের উপকার করিল; অধিকন্তু হাঁসপাতালে দুইজন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা করিল। ইহাতে হাঁসপাতালে বারজন রোগীর থাকিবার স্থান হইল। দরিদ্রগণ এইরূপে উপকৃত হইল।

১৮১৯ সালে, একদিন প্রাতে শুনা গেল, যে ঐ প্রদেশের শাসন কর্ত্তার প্রার্থনায় ও ম্যাডিলিন যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য, ম্যাডিলিন "ম" নগরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন, স্থির হইয়াছে। যাহারা বলিয়াছিল, ম্যাডিলিন খ্যাতি লাভের চেষ্টায় আছেন, তাহারা এই সংবাদে আপনাদিগের দুরদর্শিতায় উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল—"দেখ, আমরা কি বলিয়াছিলাম?" "ম" নগরে সকলেই ঐ কথার জল্পনা করিতে লাগিল, ঐ সংবাদ ভিত্তিশূন্য ছিল না। কয়েক দিন পরে, তাঁহার নিয়োগ গেজেটে প্রকাশ হইল। পরদিন ম্যাডিলিন ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, জানাইলেন।

সেই বৎসরেই শিল্প-প্রদর্শনীতে ম্যাডিলিনের উদ্ভাবিত নূতন উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্য পাঠান হইল। বিচারকগণ সেই সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত জানাইলে, রাজা ম্যাডিলিনকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। আবার নগরে আন্দোলন উপস্থিত হইল। লোকে বলিল—"বটে? ম্যাডিলিন এই উপাধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন?"

ম্যাডিলিন সে উপাধি লইলেন না।

লোকে স্বীকার করিল—ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় না। তখন লোকে বলিল—"ম্যাডিলিন দৈবাৎ ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।" তখন আপনাদের বুদ্ধির অক্ষমতা জনিত কুণ্ঠা হইতে তাহারা উদ্ধার পাইল।

আমরা দেখিয়াছি, ঐ প্রদেশ তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। দরিদ্রের সর্ব্বস্ব তাঁহা হইতে। তিনি এরূপ নম্র ও এত উপকার করিয়াছেন, যে লোকে তাঁহাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার কারখানার মজুরেরা তাঁহাকে পূজার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। তিনি বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাদিগের প্রীতিরূপ পূজা গ্রহণ করিতেন। যখন লোকে জানিল, যে তিনি বিপুল ধনের অধিকারী, তখন সমাজের লোকে তাঁহাকে নমস্কার করিল ও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। লোকে তাঁহাকে "ম্যাডিলিন মহাশয়" বলিত; কারখানার কারিগরেরা ও বালকেরা তাঁহাকে "বাবা ম্যাডিলিন" বলিত। তাহাদিগের এ সম্বোধনেই তিনি প্রীতিলাভ করিতেন। যেমন তিনি ক্রমশঃ অধিক ধনশালী হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার কার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহার নিমন্ত্রনাদি ও বেশী আসিতে লাগিল। সমাজও তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে অগ্রসর হইল। যে সকল বৈঠকে শিল্পীস্বরূপে তাঁহার প্রবেশ অধিকার ছিল না, এক্ষণে তাঁহারা সেই লক্ষপতিকে বৈঠকখানায় অভ্যর্থনা জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিল; তাঁহার প্রবেশ জন্য দ্বারের উভয় কপাট উন্মোচিত হইল। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

ইহার কারণ বুঝিতে কাহারও কোনও অসুবিধা হইল না, বলিল—"লোকটি মূর্খ, তাহার কিছুই শিক্ষা নাই। সে কোথা হইতে আসিয়াছে, কেহ জানেনা। সমাজে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা জানে না। সে পড়িতে পারে, ইহার নিশ্চিত প্রমান নাই।"

যখন দেখিল, লোকটি টাকা করিতেছেন, তাহারা বলিল—"কাজের লোক

বটে।" যখন দেখিল, অর্থরাশি বিতরণ করিতেছেন, তাহারা বলিল—লোকটির উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা আছে।" যখন দেখিল, তিনি উচ্চ পদ গ্রহণ করিলেন না, তাহারা বলিল—"লোকটি কিছু জানে না; দৈবক্রমে অর্থশালী হইয়াছে।" যখন দেখিল, তিনি সমাজে মিশিতে চান না, তখন বলিল—"লোকটি মূর্খ।"

তিনি ঐ প্রদেশের এত উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, যে ঐ প্রদেশের সকলে এক বাক্যে প্রার্থনা করায়, পুনরায় ১৮২০ সালে অর্থাৎ "ম" নগরে তাঁহার আগমনের পাঁচ বৎসর পরে, রাজা তাঁহাকে "ম" নগরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। তিনি আবার ঐ পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণও তাঁহাকে ঐ কার্য্য লইবার জন্য ধরিল। সকলের অনুরোধে, তিনি ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথায় তিনি ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে মতস্থির করিলেন। ঐ স্ত্রীলোক আপন দরজা হইতে সক্রোধে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—"নগরাধ্যক্ষ যদি ভাল লোক হয়, তাহা হইলে পরম সুখের বিষয়। যে মঙ্গল করা আপনার আয়ত্ত, তাহা না করিয়া কি পশ্চাৎপদ হইতে চাহেন?"

তাঁহার উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থা। তিনি প্রথম অপরিচিত ছিলেন, পরে লোকে, তাঁহাকে "ম্যাডিলিন মহাশয়" বলিত। এখন তিনি "নগরাধ্যক্ষ মহাশয়" হইলেন।

(৩) লাফিটির নিকট গচ্ছিত টাকা—

তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় আড়ম্বর বিহীন রহিলেন। তাঁহার কেশ শুভ্র হইয়াছিল ও দৃষ্টি গম্ভীর ছিল। শ্রমজীবিগণের ন্যায়, তাঁহার বর্ণ সূর্য্যতাপে কালো হইয়াছিল। তাঁহার আকৃতিতে দার্শনিকের চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিত। তিনি সর্ব্বদা যে টুপি পরিতেন তাহার প্রান্তভাগ প্রশস্ত; তিনি যে কোট পরিধান করিতেন, তাহা দীর্ঘ ও মোটা কাপড়ের।

কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উহাতে সকল বোতাম আঁটা থাকিত। তিনি নগরাধ্যক্ষের নিয়মিত কার্য্য সমাধা করিতেন, কিন্তু অন্য সময়ে একাকী থাকিতেন। তিনি অল্প লোকের সহিত কথা কহিতেন। উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন না। তাঁহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র সরিয়া পড়িতেন। কথা কহিতে না হয়, সেজন্য মৃদু হাস্য করিতেন ও কিছু দিয়া মৃদু-হাস্যের দায় হইতে অব্যাহতি লইতেন। স্ত্রীলোকে বলিত—"এই ভল্লুকটির প্রকৃতি সুন্দর।" তিনি মাঠে বেড়াইতে ভালবাসিতেন।

তিনি একাকী ভোজন করিতেন। ভোজন সময়ে একখানি পুস্তক খোলা থাকিত। তিনি তাহা পাঠ করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে উৎকৃষ্ট অল্প-সংখ্যক পুস্তক ছিল। তিনি পুস্তক ভালবাসিতেন। পুস্তকগণ নির্জ্জীব হইলেও বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায়। যত ধনী হইতে লাগিলেন, ততই তিনি অধিক অবসর পাইতে লাগিলেন। সেই অবসর কালে, তিনি আপন মনের উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট থাকিতেন। লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল, যে "ম" নগরে আসার পর ক্রমশঃ তাঁহার ভাষা সভ্যজনোচিত হইয়াছিল। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগে সমর্থ হইয়াছিলেন ও তাঁহার ভাষা কোমল ও সরস হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রমণ কালে তিনি বন্দুক লইয়া যাইতে ভালবাসিতেন, কিন্তু বন্দুক প্রায় ব্যবহার করিতেন না। যদি ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্য এরূপ অভ্রান্ত ছিল, যে উহা ভীতি উৎপাদন করিত। তিনি নিরীহ জন্তুর প্রাণবধ করিতেন না। তিনি কখনও ক্ষুদ্র পক্ষীকে গুলী করেন নাই।

তিনি আর এক্ষণে যুবা নহেন, কিন্তু এখনও তাঁহার শারীরিক বল অসাধারণ ছিল বলিয়া, লোকে মনে করিত। তিনি, প্রয়োজন মত, সকলেরই সাহায্য করিতেন। ঘোড়া তুলিয়া ধরিতেন। গাড়ীর চাকা কাদায় বসিয়া গেলে, চাকা কাদা হইতে টানিয়া সরাইতেন, এবং পলায়মান বৃষের শৃঙ্গ ধরিয়া তাহাকে থামাইতেন। তিনি অনেক অর্থ লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, এবং পকেট খালি করিয়া ফিরিতেন। গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, অল্প বয়স্ক দরিদ্র বালকগণ আনন্দসহকারে তাঁহার অনুসরণ করিত, এবং মশককুলের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত।

তিনি পূর্ব্ব বয়সে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকে অনুমান করে; কারণ মাঠের কাজ সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত অনেক বিষয় তাঁহার জানা ছিল এবং

তিনি ঐ সকল কৃষকগণকে শিখাইতেন। গমে দাগ ধরিতে আরম্ভ করিলে, কিরূপে সাধারণ লবণ গুলিয়া ছড়াইয়া দিলে ও গোলার মেঝের ফাটলে উহা ঢালিয়া দিলে, গমের ঐ দোষ যাবে ; কিরূপে এক প্রকার গাছের ফুল সহিত পাতা দেওয়ালে, ছাদে, ঘরে ও ঘাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে, এক প্রকার পোকা নষ্ট হয়, এই সকল শিখাইতেন। যে সকল কারণে, মাঠে গম নষ্ট হয়, তাহা হইতে গম রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় তাঁহার জানা ছিল। কেবল গিনিপিগ্‌ রাখিয়া তিনি শশকের বাসস্থান, ইঁদুরদিগের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। গিনিপিগের গায়ের গন্ধে ইঁদুর সেখানে যাইত না।

একদিন তিনি দেখিলেন, মাঠে কৃষকগণ বিছুটি গাছ তুলিয়া ফেলিতেছে। তিনি ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ঐগুলি তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। দেখিয়া তিনি বলিলেন—"এইগুলি মরিয়া গিয়াছে। এইগুলি কিরূপে কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহা জানা ভাল। যখন পাতা কচি থাকে, তখন উহা খাইতে বেশ লাগে। গাছ বড় হইলে, ইহার ছাল হইতে মসিনা ও সনের সূতার ন্যায় সুন্দর সূতা হইতে পারে। সেই সূতা হইতে সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করা যায়। বেশ করিয়া কুঁচাইয়া দিলে উহা মুরগী প্রভৃতির খাদ্য হয়। গুঁড়া করিয়া দিলেও গরু, ছাগল প্রভৃতির উত্তম খাদ্য হয়। উহার বীজ, ঘাসের সহিত খাইতে দিলে, উহা পশুগণের গাত্রে চাকচক্য প্রদান করে। উহার শিকড় লবণের সহিত মিশাইয়া, সুন্দর পীতবর্ণের রং প্রস্তুত করা যায়। উহা এতদ্ব্যতীত পশুগণের খাদ্য হয়। বৎসরে দুইবার কাটিতে পারা যায়। ইহার জন্য কি করিতে হয় ? একটু যত্ন করিতেও হয় না, ও চাষও লাগে না। উহার বীজ পাকিলেই পড়িয়া যায়, সেইজন্য বীজ সংগ্রহ কিছু কষ্টকর, এইমাত্র। কিছু যত্ন করিলে উহা মানুষের উপকারে লাগে। সেই যত্ন করা হয় না, বলিয়া উহা অপকারী হইয়াছে ও উহাকে মারিয়া ফেলিতে হইতেছে। কত মানুষ এই গাছের মত।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন—"বন্ধুগণ! ইহা মনে রাখিও, কোনও গাছ বা কোনও মানুষ মন্দ নহে ; কেবল ভাল কৃষক পাওয়া যায় না।"

তিনি খড় প্রভৃতি হইতে সুন্দর খেলানা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। সেজন্য শিশুগণ তাঁহাকে ভালবাসিত।

গির্জ্জার দ্বারে কৃষ্ণবর্ণের কাপড় ঝুলান আছে দেখিলেই, তিনি গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেন। অন্যলোকে যেমন নামকরণ সময়ে আগ্রহের সহিত গির্জ্জায়

যায়, তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সেইরূপ আগ্রহে তথায় যাইতেন। যেখানে স্ত্রী স্বামীকে হারাইয়াছে ও সকলে দুঃখে মগ্ন আছে, তিনি সহৃদয়তা বশতঃ তথায় আকৃষ্ট হইতেন। যেখানে শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মৃতের বন্ধুগণ ও পরিবারের লোকগণ রহিয়াছেন, যথায় বস্ত্রাবৃত শবাধারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন, তিনি সেখানে তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যে স্তোত্রগান করা হয়, সে স্তোত্র পরলোকের ছবি চক্ষুসমক্ষে উপস্থিত করে, তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর গুহা প্রান্তে, করুণস্বরে যে স্তোত্র গীত হইত, তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন এবং অনন্তের অপরিজ্ঞেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরিত হইত।

অপরে দুষ্কার্য্য করিয়া যেমন তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে, তিনি বহু সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া, তাহা যে তিনি করিয়াছেন, ইহা গোপন করিতেন। রাত্রিকালে, গোপনে তিনি লোকের ঘরে প্রবেশ করিতেন। লুকাইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেন। কোনও হতভাগ্য, তাহার কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিত, কেহ তাহার কুটীরের দ্বার খুলিয়াছিল। কোনও কোনও স্থলে হয়ত বিলক্ষণ বলপ্রকাশ করিয়া খুলিবার চিহ্ন দেখা যাইত। সে অনুযোগ করিত, কোনও দুষ্ট, তাহার অগোচরে তাহার গৃহে আসিয়াছিল। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিত, কোনও স্থানে স্বর্ণমুদ্রা কেহ যেন ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। যে দুষ্ট তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে আর কেহ নহে; সে ম্যাডলিন।

তিনি অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখা যাইত। লোকে বলিত—"তিনি ধনী হইয়াও নিরহঙ্কার, সুখী হইয়াও অপ্রসন্ন।"

কেহ কেহ বলিত, তাঁহার কার্য্যকলাপ দুর্জ্ঞেয়। কেহ তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে নাই। উহা সন্ন্যাসীর বাসগৃহ হইতে কোনও অংশে বিভিন্ন নহে। উহাতে পক্ষবিশিষ্ট ঘটিকা যন্ত্র আছে, এবং নরকপাল ও অস্থিদ্বয়ের সন্নিবেশ দ্বারা গঠিত মৃত্যুর প্রতিকৃতিতে উহা সুশোভিত—এতদ্রূপ অনেক কথা হইত। একদা কয়েকজন অল্পবয়সের দুষ্ট সৌখীন স্ত্রীলোক, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আমাদিগকে আপনার শয়ন কক্ষ দেখাইতে হইবে। লোকে বলে উহাতে অদ্ভুত দ্রব্য সকল আছে।" তিনি হাসিলেন এবং তখনই তাহাদিগকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন। অবশ্য কৌতূহল

প্রকাশ করিয়া, তাহারা বেশ ঠকিল। সেই গৃহে মেহগিনি কাষ্ঠনির্ম্মিত সাধারণ আসবাব মাত্র ছিল। ঐ প্রকারের অন্যান্য আসবাবের ন্যায় ঐগুলি দেখিতে বরং বিশ্রী। ঐ গৃহের দেওয়াল যে কাগজ দিয়া মোড়া ছিল, তাহার মূল্য আট আনা হইবে। ঐ গৃহে, অগ্ন্যাধারের উপর, দুইটি বাতিদান ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইল না। ঐ দুইটি বাতিদানের গঠন প্রাচীন কালের ধরণের। উহা রৌপ্য-নির্ম্মিত বোধ হইল।

তথাচ লোকে বলিত, ঐ গৃহে কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই ও উহা সন্ন্যাসীর গুহার মত। উহা একটি গর্ত্তের মত। উহা গূঢ় অভিসন্ধি সাধনের উপযোগী।

লোকে বলাবলি করিত, ল্যাফিটির ব্যাঙ্কে, তাঁহার অপরিমেয় ধন মজুদ আছে। ঐ টাকা তিনি যখন ইচ্ছা, তখনই তুলিয়া লইতে পারেন। এমন কি, ম্যাডিলিন্ ইচ্ছা করিলে, প্রাতঃকালে ব্যাঙ্কে যাইয়া, নিজ নাম স্বাক্ষর করতঃ দশমিনিট মধ্যে তাঁহার বিশ ত্রিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক লইয়া যাইতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহার ২০।৩০ লক্ষ ছিল না। ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক মাত্র তাঁহার ছিল। ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) ম্যাডিলিনের শোকচিহ্ন ধারণ—

১৮২০ সালের প্রথমভাগে, খবরের কাগজে দেখা গেল, ডি নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক, দেবতার ন্যায় পবিত্র, মাইরেল ৮২ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করিয়াছেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। খবরের কাগজে এ সংবাদ লিখিত ছিল না। তাঁহার ভগ্নী সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন। অন্ধ হওয়ায় তাঁহাতে কোনরূপ অসন্তোষ লক্ষিত হয় নাই।

আমরা এই স্থানে বলিতে চাই, অন্ধ যদি প্রীতির পাত্র হয়, তবে যে সংসারে কোনও সুখই সম্পূর্ণ নহে, সেখানে অন্ধের সুখ অপেক্ষা অপর কাহারও সুখ সুক্ষ্মতর বা উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত নহে। কোনও স্ত্রীলোক—ভগ্নী হউন, কন্যা হউন,—কোনও সুখবিধাত্রী, সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান করিবেন—কারণ তাঁহাকে তোমার প্রয়োজন, কারণ তুমি ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই—তুমি বুঝিবে যে

যেমন তাঁহাকে তোমার প্রয়োজন, সেইরূপ তোমাকে ছাড়াও তিনি থাকিতে পারেন না—তিনি কত সময় তোমার নিকট যাপন করেন, তাহা হইতে সর্ব্বদা তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ কতদূর এবং আপন মনে বলিবে, 'তিনি তাঁহার সমস্ত সময় আমার সুখবিধান জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, কারণ আমি তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছি।' তুমি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুমি তাঁহার মনোভাব দেখিতে পাইবে; পৃথিবী আর দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা একজন ব্যক্তির ও আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাইতে থাকিবে। আগমনকালে তাঁহার পরিচ্ছদের শব্দ, কর্ণে দেবদূতের আগমন শব্দের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। তিনি আসিতেছেন, যাইতেছেন, সরিতেছেন, কথা কহিতেছেন, ফিরিয়া আসিতেছেন, গান গাহিতেছেন; তুমি জানিবে, যে এই সকল কার্য্য তোমার জন্যই তিনি করিতেছেন—তুমি তাঁহার সকল কর্ম্মের কেন্দ্র-স্বরূপ—প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাতে তিনি আকৃষ্ট হইতেছেন। তুমি যত অক্ষম, তত শক্তিশালী। গ্রহগণ যেরূপ নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, অন্ধকারে মগ্ন থাকিয়া এবং অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছ বলিয়াই, তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছ ও তিনি তোমার চারিপাশে ঘুরিতেছেন। কম সুখই এই সুখের সমান। যে ভালবাসা অহৈতুক, ফলাভিসন্ধিরহিত, যখন তোমাতে কোনও গুণ না থাকিলেও ভালবাসা পাও, তখনই তোমার সুখ চরমসীমায় উপস্থিত হয়। অন্ধ, সেই ভালবাসা পাইয়া থাকে। তাহার অবস্থায়, পরিচর্য্যা আদর বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার কি কিছুর অভাব আছে? না। যে প্রীতি পাইতেছে, সে আর অন্ধকারে মগ্ন নহে। সে প্রীতি কিরূপ? সে প্রীতি পবিত্রতায় গঠিত। সে ঠিক বুঝিতে পারে, সে আর অন্ধ কিসে? হৃদয় হৃদয়ের অন্বেষণ করিতে করিতে তাহা পাইল; পরীক্ষায় তাহার সাবই প্রমানীকৃত হইল—যাহা পাইলে, সে হৃদয় স্ত্রীলোকের। যে হাত তোমাকে ধরিয়া তুলিতেছে, উহা তাহার। যে মুখ দ্বারা তোমার কপোলদেশ ঈষৎ স্পৃষ্ট হইল, উহা তাহার মুখ। নিকটেই যে নিশ্বাসধ্বনি শুনিতেছ, উহা তাহার নিশ্বাস। অনুকম্পা হইতে ভক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার সকল বৃত্তিই তোমার দিকে অভিমুখী। তিনি কখনও তোমাকে ছাড়িতেছেন না। সেই দুর্ব্বলের মধুর সহায়তা তুমি পাইতেছ। সে অঙ্গযষ্টি, স্থাবরের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া, তোমার আশ্রয়ীভূত হইতেছে। বিধাতাকে যেন তুমি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেছ, তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিতে পাইতেছ—যেন

ভগবান্ স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়াছেন—কি আনন্দ? যে হৃদয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না, সেই স্বর্গীয় হৃদয়রূপ পুষ্প অদ্ভুতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। অন্ধ, এ সুখের বিনিময়ে, দর্শনশক্তি চাহিবে না। তোমার দেবতা সর্ব্বদাই তোমার নিকট রহিয়াছেন, একবারও তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন না। যদি কখন তিনি অন্যত্র যান, তিনি তখনই ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নের ন্যায় তিনি অদৃশ্য হন এবং বাস্তবের ন্যায় তাঁহার পুনরাবির্ভাব হয়। তোমার স্বচ্ছন্দতা উপলব্ধি হইতেছে—তখনই দেখিবে, তিনি আসিয়াছেন। শান্তি, প্রফুল্লতা, পরমানন্দ তোমার মনে ধরিবে না। তুমি অন্ধ—কিন্তু তোমার মন উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ থাকিবে; সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ে, তুমি যত্ন উপলব্ধি করিবে। সে সকল বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও সে অবস্থায় তাহা বিপুলাবয়ব বোধ হইবে। যে সংসার তোমাব নিকট অদৃশ্য হইয়াছে—তাহার স্থান পূরণ জন্য তোমার কষ্টের উপশম নিমিত্ত, সেই স্ত্রীলোকের বাক্য যে স্বরে উচ্চারিত হয়, তাহা ভুলিবার নহে। সে যত্ন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উদ্ভূত। তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু বুঝিতেছ, তোমার পূজা হইতেছে। অন্ধকারে নিমগ্ন অবস্থায়, তুমি স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছ।

মাইরেল এই স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গে প্রবেশ করিলেন।

"ম" নগরের সংবাদ পত্রে মাইরেলের পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ হইল। পরদিন ম্যাডিলিন কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার টুপিতে কাল ফিতা বাঁধা ছিল।

সহরের লোক ইহা লক্ষ্য করিল ও সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ম্যাডিলিনের আদি অবস্থার কথা বুঝিবার পক্ষে, যেন উহা সহায়তা করিল। লোকে ভাবিল, ম্যাডিলিন্ সেই ভক্তিভাজন ধর্ম্মযাজকের কোনও আত্মীয় হইবেন। সৌখিনের বৈঠকখানায় লোকে বলাবলি করিল, ম্যাডিলিন্ মাইরেলের মৃত্যুসংবাদে শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিল। তিনি প্রধান ধর্ম্মযাজকের আত্মীয় হইতে পারেন, ইহা মনে হওয়ায়, সৌখিনদিগের তাঁহার সহিত মিশিতে আর কোনও দ্বিধা বোধ রহিল না। বৃদ্ধাগণের, তাঁহার প্রতি, সৌজন্যের ও যুবতীগণের, সস্মিত সম্ভাষণের, আতিশয্য দেখিয়া ম্যাডিলিন্ বুঝিলেন যে সমাজের লোকে তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। একদিন সন্ধ্যাকালে

সৌখিন সমাজের অগ্রণী জনৈক বৃদ্ধা কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি "ডি" নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের, বোধ হয়, জ্ঞাতি হইবেন ?"

তিনি বলিলেন—"না"

সেই বিধবা বলিলেন—"কিন্তু, আপনি, তাঁহারই মৃত্যু সংবাদে, কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন—"কারণ, আমি, কৈশোরে, তাঁহার একজন চাকর ছিলাম।"

আর একটি বিষয় লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল। যে সকল অল্পবয়স্ক বালক, দেশে দেশে, ঘুরিয়া বেড়ায় ও চিমনি পরিস্কারের কার্য্য করে, তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইলে, নগরাধ্যক্ষ তাহাকে ডাকিতেন, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন ও তাহাকে টাকা দিতেন। ঐ সকল বালক এ বিষয়ে বলাবলি করিত। ফলে তাহাদিগের অনেকেই ঐ নগর দিয়া যাইতে লাগিল।

(৫) দিক্‌চক্রবালে অস্পষ্ট বিদ্যুৎস্ফুরণ—

অল্পে অল্পে, কালক্রমে, তাঁহার প্রতি সমাজের বিরূপতা চলিয়া গেল। প্রথম অবস্থায়, লোকে তাঁহার নিন্দা করিত। তাঁহার দোষ কল্পনা করিয়া লইত। যে কেহ বড় হইয়াছেন, তাঁহাকেই এ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। যেন এইরূপ হওয়াই সাধারণ নিয়ম। ক্রমে লোকে আর নিন্দা করিত না, তবে তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করিত। পরে ইহাও করিত না। কখনও কখনও দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া দুই এক কথা বলিত মাত্র। এ ভাবও চলিয়া গেল। তখন সকলে, একবাক্য হইয়া, তাঁহার প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, যে ১৮১৫ সালে "ডি"র ধর্ম্মযাজক সম্বন্ধে, "ডি" নগরের লোকে যে ভাবে কথা কহিত, ১৮২১ সালে, নগরাধ্যক্ষ মহাশয়কে ও "ম" নগরের লোকে প্রায় সেইরূপ সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ত্রিশ মাইল দূর হইতে, লোকে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত। তিনি বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেন। উহাতে লোকে আর বিচারালয়ের দ্বারস্থ হইত না। তিনি শক্রগণমধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করিতেন। সকলেই তাঁহার উপর বিচার ভার দিত। তাহাদিগের এরূপ করিবার কারণও ছিল। যে বিধি

প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত, তিনি যেন তাহার অবতার ছিলেন। তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব, সংক্রামক হইয়া, ৬।৭ বৎসরে ক্রমশঃ সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

সেই নগরের একজন ব্যক্তির মনে এইভাব প্রবেশাধিকার পায় নাই। ম্যাডিলিনের কোনও কার্য্যেই তাহার মনের বিরূপতা বিলোপ করিতে পারে নাই। সে যেন সংস্কারবশে সাবধান ও উদ্বিগ্ন রহিল। সে সংস্কার কিছুতেই লুপ্ত হইতেছিল না। ম্যাডিলিনের অশেষ সৎকার্য্য দর্শনেও উহা আপন কার্য্য-সাধনে বিমুখ হইতেছিল না। পশুগণের সংস্কার যেরূপ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, উহার নির্দ্দেশ যেমন অভ্রান্ত, অনেক মানুষের সেই জাতীয় সংস্কার থাকে। সেই সংস্কারবশে, সেই মানব কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হয় ও অপর কাহারও প্রতি দ্বেষ-বিশিষ্ট হয়; প্রাণান্তেও শেষোক্তের সহিত তাহার মিলন হয় না। সেই সংস্কার পথ প্রদর্শনে ইতস্ততঃ করে না, কোনওরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, উহা নীরব থাকে না ও উহার ভ্রম হয় না। উহার উৎপত্তি অপরিজ্ঞাত হইলেও উহার সত্ত্বা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। উহা অভ্রান্ত, উহার নিদেশ অনুসরণ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। উহাকে অন্যপথে চালিত করা যায় না। বুদ্ধির পরামর্শ, সে গ্রহণ করে না। যুক্তি তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। কুকুর যেমন আপন সংস্কারবলে বিড়ালের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, শৃগাল যেরূপ সিংহের আগমন বুঝিতে পারে, সংসার যে ভাবেই চলুক,সে, সংস্কার-বশে বুঝিতে পারে, তাহার সম্মুখস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির ও সে তাহার সহজ শত্রু।

অনেক সময় দেখা যাইত যখন প্রশান্তমূর্ত্তি, প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়, সকলের আশীর্ব্বাদ-ভাজন, ম্যাডিলিন্ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দীর্ঘকায় একব্যক্তি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইত। উহার পরিচ্ছদ ধূসর বর্ণের। উহার হাতে একটি বেতের ভারি ছড়ি, মাথায় পুরাতন টুপি। যতক্ষণ ম্যাডিলিন্ দৃষ্টির অগোচর না হইতেন, ততক্ষণ, সে ব্যক্তি, তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। সে দুই হস্ত একত্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িত, অধরোষ্ঠ ঊর্দ্ধে তুলিয়া নাসিকায় ওষ্ঠ ঠেকাইত। সে মুখভঙ্গীর অর্থ—"এ লোকটি কে? আমি নিশ্চয়ই তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি। সে যাহা করুক, আমি প্রতারিত হইতেছি না।"

সে ব্যক্তির গাম্ভীর্য্য ভীতির উদ্রেক করিত। ক্ষণকালের জন্তও সে দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে, দর্শকের মনোযোগ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইত। তাহার নাম জেভার্ট। সে পুলিস কর্ম্মচারী।

জেভার্ট 'ম' নগরের পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টর ছিলেন। তাঁহার কার্য্য প্রীতিপ্রদ না হইলেও প্রয়োজনীয়। তিনি ম্যাডিলিনের প্রথম অবস্থা দেখেন নাই। তিনি প্যারিস্‌ পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর অনুগ্রহে ঐ কার্য্য পাইয়াছিলেন। তিনি 'ম' নগরে আসিবার পূর্ব্বেই ম্যাডিলিন্‌ প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন এবং তখন লোকে তাঁহাকে "ম্যাডিলিন্‌ মহাশয়" বলিত।

পুলিসের অনেক কর্ম্মচারীর আকৃতিতে, নীচতা ও প্রভুত্বের জটিল সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। জেভার্টের আকৃতি সেইরূপ ছিল কিন্তু জেভার্ট নীচমনা ছিল না।

যদি মনুষ্যের প্রকৃতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইত, আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত নিম্ন শ্রেণীর কোনও জন্তুর সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। শামুক হইতে ঈগল পর্য্যন্ত ও শূকর হইতে ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত সকল প্রকার জীবের সদৃশ মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যাথার্থ্য, দার্শনিক অনুভব না করিলেও আমরা সহজেই ইহার পরিচয় পাই। মনুষ্য মধ্যে উহা-দিগের সকলের সাদৃশ্য দেখা যায়।

আমাদিগের সদ্‌গুণ ও দোষ, সকলই নিম্নশ্রেণীর জীবগণ স্বরূপে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে বেড়াইতেছে। উহারা আমাদিগের প্রকৃতিরই দৃশ্যমান ছায়ামাত্র। আমাদিগকে চিন্তা করিবার সুযোগ প্রদান জন্যই, ভগবান্‌ তাহাদিগকে আমা-দিগের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইতর শ্রেণীর জীবগণ ছায়ামাত্র বলিয়াই ভগবান্‌ তাহাদিগকে যথার্থ শিক্ষালাভের যোগ্য করেন নাই; যোগ্য করিবার প্রয়োজন ও নাই। অপর পক্ষে আমাদিগের আত্মা বাস্তব পদার্থ; উহার কার্য্য সকল উপযুক্ত উদ্দেশ্যসাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই ভগবান্‌ মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার শিক্ষালাভ সম্ভব হইয়াছে। যদি সমাজে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে, যেরূপেই হউক, মনুষ্যের প্রকৃতিতে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহার বিকাশ হইবেই।

যে পার্থিব জীবন আমাদিগের নয়নগোচর হয়, কেবল সেই জীবন সম্বন্ধে, উল্লিখিত কথা বলা হইতেছে। পৃথিবীতে জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পর জীব যখন মনুষ্যপদবাচ্য নহে, তখন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে, আমরা কোনও আলোচনা

করিলাম না। দৃশুমান্ মনুষ্যের সত্বা হইতে, দার্শনিক, জীবনের বাহিরের সত্বা অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের উক্তি সম্বন্ধে, এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলিব।

প্রতি মনুষ্যের সহিত নিম্নশ্রেণীর কোনও জীবের সাদৃশু আছে, আমাদিগের এই মত, পাঠক যদি ক্ষণকাল জন্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পুলিশ কর্ম্মচারী জেভার্টের সহিত কাহার সাদৃশু, তাহা আমি সহজেই বলিতে পারি।

অষ্ট্রিয়া প্রদেশের কৃষকগণ বিশ্বাস করে, যে ব্যাঘ্রীর সন্তানগণ মধ্যে, একটি সন্তানকে ব্যাঘ্রী মারিয়া ফেলে। ব্যাঘ্রী বুঝিতে পারে, যদি ঐ শাবকটি জীবিত থাকে, তবে বয়োবৃদ্ধি হইলে, সে অপর শাবকগুলিকে খাইয়া ফেলিবে।

ব্যাঘ্রীর কুকুরধর্ম্মী ঐ শাবকটিকে মনুষ্যের মুখ দিলে, উহা জেভার্ট হইবে।

জেভার্ট কারাগারে জন্মগ্রহণ করে। তাহার মাতা লোকের হাত গণিয়া তাহাদিগের ভাগ্যফল বলিত। তাহার স্বামী, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, নৌকায় খাটিত। বয়োবৃদ্ধি হইলে, জেভার্ট দেখিল, সমাজে তাহার স্থান নাই, ও স্থান পাইবার আশাও নাই। সে দেখিল, সমাজে দুই শ্রেণীর লোকের স্থান নাই—যাহারা সমাজকে আক্রমণ করে ও যাহারা সমাজকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সমাজের নিকট এ দোষ অমার্জ্জনীয়। তথাচ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সে কোন শ্রেণীভুক্ত হইবে, ইহাই তাহাকে স্থির করিতে হইবে। সে বুঝিল নিয়মানুবর্ত্তিতা, কোনও অবস্থাতেই নিয়ম লঙ্ঘন না করা এবং কোনওরূপ প্রলোভনে লুব্ধ না হওয়া, তাহার প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় ভিত্তি। অধিকন্তু, সে যে শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ এত প্রবল, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অতএব সে পুলিসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে সে সাফল্য লাভ করিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে সে ইন্স্পেক্টরের পদ পাইল।

যৌবনে সে দক্ষিণ প্রদেশের কারাগারে নিযুক্ত ছিল।

বর্ণনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, "মানুষের মুখ" বলিলে জেভার্ট সম্বন্ধে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বলিব।

জেভার্টের নাসিকা চেপ্টা। উহার রন্ধ্রদ্বার গভীর; তাহার প্রকাণ্ড গুম্ফের দুইপ্রান্ত নাসিকার বিপুল গহ্বরদ্বয় হইতে তাহার গালে পৌছিয়াছে। গুহাস্বরূপ নাসিকা রন্ধ্রদ্বয় ও অরণ্য সদৃশ গুম্ফ, যে প্রথম দেখিত, সেই চঞ্চল

হইয়া উঠিত। সে প্রায় হাসিত না। কিন্তু তাহার হাসি ভয়ানক ছিল। হাস্যকালে কেবল যে তাহার দন্ত দেখা যাইত তাহা নহে, দন্তমূল পর্য্যন্ত দেখা যাইত ও বন্য পশুর চোয়ালের ন্যায় তাহার নাসিকাপার্শ্বে চেপ্টা ভাঁজ পড়িত। উহাতে তাহার মুখকে ভীষণ করিয়াছিল। কাজের সময়, সে পাহারায় নিযুক্ত কুকুরের সদৃশ হইত। হাস্যকালে তাহাকে ব্যাঘ্রের মত দেখা যাইত। তাহার মস্তক ক্ষুদ্র ও চোয়াল বৃহৎ ছিল। চুলে তাহার কপাল ঢাকিয়া ভ্রূতে ঠেকিয়াছিল। সে সর্ব্বদাই ভ্রূ ভঙ্গি করিয়া থাকিত, যেন সর্ব্বদাই সে ক্রুদ্ধ রহিয়াছে। চক্ষুর দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা ছিল না। মুখমণ্ডল কুঞ্চিত, রেখাপূর্ণ ও ভীষণ। তাহার আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, সে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর আদেশ প্রদানে তৎপর।

তাহার মন দুইটি ভাবের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। ঐ দুইভাব সাধারণতঃ সরল ও উত্তম বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু উহার অধিক মাত্রায় ব্যবহার দ্বারা, সে উহা মন্দে পরিণত করিয়াছিল। উহার একটি শাসন কর্ত্তৃগণের আদেশের প্রতি সম্মান; অপরটি বিদ্রোহের প্রতি বিদ্বেষ। নরহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি সকল অপরাধই তাহার চক্ষুতে বিদ্রোহের বিভিন্ন কার্য্যমাত্র। প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য পুলিশের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, যে কেহ শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের সকলকেই সে গভীর সম্মান করিত ও এ বিষয়ে তাহার মনে কোনও দ্বিধা উপস্থিত হইত না। যে কেহ রাজবিধি লঙ্ঘনাজনিত অপরাধ করিয়াছে, তাহাকেই সে ঘৃণা করিত, তাহার প্রতি বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। কোনও অবস্থাতেই তাহার ঐ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিত না। ইহার ব্যতিক্রম স্থল থাকিতে পারে, তাহা সে স্বীকার করিত না। একদিকে সে বলিত "শাসন কর্ত্তার কোন বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে না। বিচারক কখনও অন্যায় করিতে পারেন না।" অন্যদিকে বলিত "অপরাধী উৎসন্ন গিয়াছে—তাহার দোষ কোনরূপে ক্ষালিত হইবার নহে। তাহার নিকট কোনও শুভফলের প্রত্যাশা করা যায় না।" অনেকের এরূপ কঠোর ধারণা যে, মানবকৃত বিধি, রাক্ষস করিবার ক্ষমতা রাখে। পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে যে তাঁহারা এইমাত্র বলেন, যে উহা রাক্ষসকে পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র। ইচ্ছা হয়, ঐরূপ ভাবেই বলিতে পার। উহারা ভাবেন, সমাজের প্রান্ত দিয়া গ্রীক পুরাণে বর্ণিত ষ্টিক্স নদী প্রবাহিত হইতেছে। মানব ঐ নদী পার হইলে আর সমাজে ফিরিতে পারে না। জেভার্ট উহাদিগেরই মতাবলম্বী ছিল। সে সুখে

উৎফুল্ল হইয়া উঠিত না, দুঃখেও তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাহার প্রকৃতি নীরস ও চপলতা বিহীন ছিল। তাহার প্রফুল্লতা-বিহীন চিত্ত কল্পনায় নিযুক্ত থাকিত এবং ধর্ম্মোন্মাদ বিশিষ্ট যেমন যুগপৎ বিনীত ও অসহন প্রকৃতির হয়, সেও তদ্রূপ ছিল। তুরপুণের ন্যায় তাহার দৃষ্টি মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিত। সে দৃষ্টিতে কাহারও প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইত না। সে অবহিত-চিত্তে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত ও তত্ত্বাবধান করিত, ইহাই তাহার জীবনের অবলম্বন ছিল। মনুষ্য প্রকৃতি যত বিভিন্ন প্রকারের, এত বৈচিত্র্য আর কোথাও নাই। জেভার্ট এই বিচিত্র প্রকৃতি একমাত্র নিয়মের অধীনে আনিতে চাহিত। সে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহার সম্পাদনই তাহার ধর্ম্ম ছিল। সেই কার্য্য সমাধাই তাহার সাধন ছিল। ধর্ম্মযাজক, যেমন আপন কার্য্য সম্পাদন করেন, সে গুপ্তচরের কার্য্যও সেইভাবে করিত। যে হতভাগ্য তাহার কবলে পতিত হইত, তাহার রক্ষা ছিল না। যদি তাহার পিতা কারাগার হইতে পলায়ন করিত, তাহা হইলে সে আপন পিতাকে ধরাইয়া দিত। তাহার মাতা অধর্ম্ম করিলে, সে তাহার দোষোদ্ঘাটন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। লোকে ধর্ম্মাচরণে যেরূপ সুখ অনুভব করে, সেও ঐ কার্য্যে অন্তরে সেইরূপ সুখ অনুভব করিত। অভাবজনিত অনেক কষ্ট সে ভোগ করিয়াছে। সংসারে কেহ তাহার দোসর ছিল না। তাহার ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না। সে আপন কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল এবং কখনও আমোদ প্রমোদে সময়াতিপাত করিত না। সে অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিত। অপরাধীকে ধরিবার প্রতীক্ষায় সে নিস্মম হৃদয়ে অপেক্ষা করিত। নির্দ্দয় হইয়া দোষীকে ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিত এবং প্রলোভন তাহার কঠোর হৃদয়কে দূষিত করিতে পারে নাই। গুপ্তচর নিজে অগোচরে থাকিয়া অপরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে। জেভার্টের আকৃতি গুপ্তচরের কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। যাহারা রূপকে কথা কহিয়া থাকেন, তাহারা বলিবেন, জেভার্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতিকৃতি। তাহার কপাল দেখা যাইত না। উহা টুপির দ্বারা আবৃত থাকিত। তাহার চক্ষু দেখা যাইত না। উহা ভ্রূযুগলে আচ্ছন্ন থাকিত। তাহার চিবুক দেখা যাইত না। উহা গলাবন্ধে ঢাকা থাকিত। তাহার হাত দেখা যাইত না। তাহা আস্তীন মধ্যে গুটান থাকিত। তাহার ছড়ি দেখা যাইত না। উহা কোটের নিম্নে থাকিত।

সময় উপস্থিত হইলে লুক্কায়িত শত্রু যেরূপ অতর্কিতভাবে সম্মুখীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ তাহার অপ্রশস্ত তীব্র ললাট, অদ্ভুত দৃষ্টি, ভীতি বিধায়ক চিবুক, প্রকাণ্ড হস্ত, ভীষণ লাঠি, গুপ্তস্থান হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সে যে অল্প অবসর পাইত, তাহাতে সে পুস্তক পাঠ করিত কিন্তু পুস্তকের প্রতি তাহার ঘৃণা ছিল। সে একবারে লেখাপড়া জানিত না, তাহা নহে। তাহার কথা কহিবার প্রণালী হইতে তাহা বুঝা যাইত।

তাহার চরিত্রে দোষ ছিল না। যখন সে আপন কার্য্যে সাফল্য বশতঃ আনন্দ বোধ করিত, তখন সে নস্য লইত। অপর মানবের সহিত এইখানে তাহার সাদৃশ্য ছিল।

যে শ্রেণীর লোকগণের নিয়মিত আবাস স্থান নাই বা যাহারা জীবিকা অর্জ্জন জন্য কোনও নিয়মিত কাজ করে না, তাহারা সকলে জেভার্টকে অতিশয় ভয় করিত। তাহার নাম করিলে, উহারা পলায়ন করিত ও তাহাকে দেখিলে তাহারা প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া পড়িত।

সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ঐ প্রকার।

ম্যাডিলিনের প্রতি তাহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল। তাহার সম্বন্ধে সন্দেহে তাহার মন পূর্ণ ছিল এবং সে ম্যাডিলিন্‌ সম্বন্ধে বহুবিধ অনুমান করিত। ক্রমশঃ ইহা ম্যাডিলিন্‌ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। তিনি জেভার্টকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিয়া, জেভার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কিন্তু তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা ও করিতেন না। জেভার্ট যে ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাহা বিরক্তিকর ও তাহাতে অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ম্যাডিলিন্‌ সে দিকে আদৌ মন দিতেন বলিয়া, বোধ হইত না। তিনি অপরের সহিত যেরূপভাবে ব্যবহার করিতেন, অপরের প্রতি যেরূপ শিষ্টাচারে প্রদর্শন করিতেন, জেভার্টের সহিত ও সেইরূপ সহজভাবে ও সেইরূপ শিষ্টতার সহিত ব্যবহার করিতেন।

একদা জেভার্ট এমন কথা বলিয়াছিল, যাহা হইতে বুঝা যায়, ম্যাডিলিন্‌ "ম" নগরে আসিবার পূর্ব্বে অন্যত্র তাঁহার যে কিছু সন্ধান পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে সে গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছে। ঐ অনুসন্ধান তাহার নৈসর্গিক কৌতূহলপ্রসূত হইলেও সে উহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বকই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। উহাতে

কেবল সে আপন প্রকৃতির নির্দ্দেশ বশতঃই নিযুক্ত হয় নাই। সে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিল, যে এক প্রদেশের এক পরিবার সম্বন্ধে একজন সংবাদ লইয়া দেখিয়াছে যে, ঐ প্রদেশ হইতে সে পরিবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা জানা যায় না। একদা সে আপন মনে কথা কহিতে কহিতে বলিয়াছিল "আমার বোধ হয়, আমি ঠিক ধরিয়াছি।" তাহার পর তিন দিন নীরবে চিন্তা করিয়াছিল। বোধ হইল সে, যে সূত্র অবলম্বনে ম্যাডিলিনের পূর্ব্বকাহিনী বাহির করিতে পারিবে মনে করিয়াছিল, সে সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে মনে হইতে পারে, যে সংস্কার যে পথনির্দ্দেশ করে, তাহা একেবারে অভ্রান্ত। সেই ভ্রম নিরসন প্রয়োজন বিধায়, এখানে বলা আবশ্যক, যে মানুষের সংস্কার অভ্রান্ত নহে। পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সংস্কার ভ্রমে পড়িয়া বিপথ নির্দ্দেশ করে এবং মানবের ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহা না হইলে, সংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত এবং মানব অপেক্ষা পশুর সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট হইত।

তাহার প্রতি ম্যাডিলিনের সহজ শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে জেভার্ট যে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জেভার্টের একদিনের আচরণে ম্যাডিলিন কিয়ৎ পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যে উপলক্ষে ঐরূপ হইয়াছিল তাহা বলিতেছি।

(৬) ফচিল্লেভেণ্ট্‌ মহাশয়—

একদিন প্রাতঃকালে, ম্যাডিলিন "ম" নগরের একটি কাঁচা গলি দিয়া যাইতেছিলেন। কিছুদূরে কয়েকজন লোক গোলমাল করিতেছে দেখিয়া, তিনি ঐখানে গেলেন। ফচিলেভেণ্ট্‌ নামে একবৃদ্ধ তখনই তাহার গাড়ীর তলে পড়িয়া গিয়াছিল। ঘোড়াটির পদস্খলন হইয়া ঘোড়াটিও পড়িয়া গিয়াছিল।

তৎকালে ম্যাডিলিনের যে কয়েকজন শত্রু ছিল, ঐ ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে একজন। যখন ম্যাডিলিন্‌ এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তখন ফচিলেভেণ্টের কাজ কমিয়া যাইতেছিল। সেই কৃষক দলিল পত্র লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত এবং কিছু লেখাপড়া জানিত। সে দেখিল, সামান্য শিল্পী ম্যাডিলিন্‌ ধনী হইয়া উঠিল এবং সে লেখাপড়া জানা সত্বেও ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

ইহাতে তাহার অন্তঃকরণে ঈর্ষার উদয় হইল এবং সে ম্যাডিলিনের অপকার সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর সে সর্ব্বস্ব খোয়াইল। তাহার স্ত্রীপুত্রাদি ছিল না। তাহার একটি গাড়ী ও ঘোড়া ছিল। তাহা লইয়া সে গাড়োয়ানের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

ঘোড়াটির দুইটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে আর উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধ চাকার তলে পড়িয়া গিয়াছিল। দুর্দ্দৈব বশতঃ সে এমন ভাবে পড়িয়াছিল, যে গাড়ীর সমুদয় ভার তাহার বুকের উপর রহিয়াছিল। গাড়ীটিতে ও ভারী জিনিষ বোঝাই ছিল। সে করুণস্বরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিল। লোকে তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। এদিকে তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া যদি কৌশলের ত্রুটী হয়, যদি বিপরীত দিকে নাড়া পায়, তাহা হইলে লোকটি মারা যাইতে পারে। গাড়ীটি তাহার উপর হইতে তুলিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহাকে মুক্ত করা যায় না। জেভার্ট সেই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময় সেইখানে আসিয়াছিল এবং যে যন্ত্রের সাহায্যে ভারী জিনিষ তুলিতে পারা যায় উহা আনিতে লোক পাঠাইয়াছিল।

ম্যাডিলিন্ আসিলে লোকে সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল—"রক্ষা কর! কেহ দয়া করিয়া বৃদ্ধকে বাঁচাও।"

লোকগণের দিকে চাহিয়া ম্যাডিলিন্ বলিলেন "যন্ত্রটি পাওয়া যাইবে?"

একজন কৃষক বলিল "যন্ত্র আনিতে পাঠান হইয়াছে।"

"উহা আসিতে কতক্ষণ লাগিবে?"

"খুব কাছে যেখানে পাইবে, সেইখান হইতে আনিতে গিয়াছে—তবে ইহাতে বড় বিশেষ আসিয়া যায় না। উহা আনিতে ১৫ মিনিট সময় খুব লাগিবে।"

পূর্ব্বরাত্রিতে জল হইয়াছিল। মাটি ভিজা ছিল। মাটিতে চাকা বসিয়া যাইতেছিল এবং বৃদ্ধ গাড়োয়ানের বুকের উপর চাপ বেশী লাগিয়াছিল; আর পাঁচ মিনিট ঐরূপে থাকিলে তাহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। ম্যাডিলিন্ উপস্থিত লোকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আর ১৫ মিনিট অপেক্ষা করা অসম্ভব?" লোক সকল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"অপেক্ষা করিতেই হইবে।"

"কিন্তু ততক্ষণে লোকটি মারা যাইবে। দেখিতেছ না, গাড়ীর চাকা বসিয়া যাইতেছে।"

"তা বটে!"

ম্যাডিলিন্ বলিলেন—"শুন, একজন লোক গাড়ীর তলে প্রবেশ করিতে পারে, এখনও এমন স্থান রহিয়াছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পৃষ্ঠের উপর গাড়ীটি তুলিতে পারে। আধ মিনিট মধ্যে বৃদ্ধকে মুক্ত করা যাইতে পারে। এমন কেহ আছে, যাহার কোমরে জোর আছে ও হৃদয়ে সাহস আছে? যে ইহা করিবে, আমি তাহাকে পাঁচ মোহর পুরস্কার দিব।"

কেহ অগ্রসর হইল না।

ম্যাডিলিন্ বলিলেন—"১০ মোহর দিব।"

উপস্থিত লোকগণ চক্ষু নামাইয়া রহিল। একজন বলিল "ইহা করিতে অসুরের মত বল চাহি। তাহা ছাড়া সে লোকটিও চাপা পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা আছে।"

ম্যাডিলিন্ পুনরায় বলিলেন—"অগ্রসর হও। আমি ২০ মোহর পুরস্কার দিব।"

সকলে নীরব রহিল।

একজন বলিল—"ইচ্ছা নাই বলিয়া যে অগ্রসর হইতেছে না, তাহা নহে।"

ম্যাডিলিন্ ফিরিয়া দেখিলেন, যে উহা বলিল, সে জেভার্ট। তিনি যখন সেখানে আসিয়াছিলেন, তখন জেভার্টকে লক্ষ্য করেন নাই।

জেভার্ট বলিতে লাগিল—"ক্ষমতাই নাই। পৃষ্ঠে করিয়া এই গাড়ী তুলিতে হইলে, সে লোকের ভয়ানক শক্তির প্রয়োজন।"

তাহার পর, ম্যাডিলিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রতি কথার উপর জোর দিয়া, সে বলিল, "মহাশয়! একজন ছাড়া আর কোনও লোক আমি দেখি নাই, যে আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা করিতে পারে।"

ম্যাডিলিনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

জেভার্ট ম্যাডিলিনের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইল না, কিন্তু সহজভাবে বলিল—"সেই লোকটি একজন কয়েদী।"

ম্যাডিলিন্ বলিলেন—"বটে!"

"সে টুলনের নৌকায় খাটিত।"

ম্যাডিলিনের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল।

এদিকে গাড়ী বসিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ গোঁ গোঁ করিতে লাগিল ও চীৎকার করিয়া বলিল—"আমার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে ও হাড় ভাঙ্গিতেছে। যন্ত্র বা আর কিছু দাও—হায়!"

ম্যাডিলিন্ চারিপাশে চাহিলেন।

"তবে এখানে এমন কেহ নাই যে বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা করিতে পারে ও ২০ মোহর উপার্জ্জন করে।

কেহ অগ্রসর হইল না। জেভার্ট পুনরায় বলিল—"আমি একজন ছাড়া আর কোনও লোক দেখি নাই যে ঐ যন্ত্রের কার্য্য করিতে পারে—যে পারিত, সে একজন কয়েদী।

বৃদ্ধ বলিল "হায়! আমি চূর্ণ হইয়া গেলাম!"

ম্যাডিলিন্ মাথা তুলিলেন। জেভার্টের তীব্র চক্ষু তাঁহার উপর স্থাপিত ছিল। তিনি সেই চক্ষুর দিকে চাহিলেন, নিশ্চল জনসমূহের দিকে চাহিলেন ও একটু হাসিলেন,—সে হাসি বিষাদ-মাখা। তখন আর কিছু না বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ীর তলে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত জনসমূহ তাঁহাকে নিবারণ করিবার অবসর পাইল না। ভয়বিহ্বল-চিত্তে সকলে উদ্গ্রীব হইয়া নীরব রহিল। দেখিল, ম্যাডিলিন্ উপুড় হইয়া শুইয়া প্রায় জমির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপরে সেই দারুণ ভারবিশিষ্ট গাড়ী রহিয়াছে। তিনি হাঁটু ও কনুই একত্র করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা ম্যাডিলিন্, তুমি বাহির হইয়া আইস।" বৃদ্ধ নিজেও তাহাকে বলিল "মহাশয়! আপনি চলিয়া যান, আপনিও চাপা পড়িবেন।" ম্যাডিলিন্ কথা কহিলেন না।

দর্শকবৃন্দ হাঁপাইতেছিল। চাকা আরও বসিয়া গিয়াছিল। গাড়ীর তল হইতে ম্যাডিলিনের বাহির হইতে পারা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

সহসা সেই বিপুল গাড়ী নড়িয়া উঠিল। গাড়ী ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। চাকা গর্ত্ত হইতে অর্দ্ধেক বাহির হইল। তাহারা শুনিল, গাড়ীর তলদেশ হইতে কে অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—"সত্বর সাহায্য কর।" সে কথা ম্যাডিলিনের। ম্যাডিলিন্ সেইমাত্র শেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

সকলে সত্বর অগ্রসর হইল। একজনের আন্তরিক যত্নে আর সকলকে

উৎসাহিত করিল, সকলকে শক্তি দিল। বিশজন লোকে ধরিয়া গাড়ীটি তুলিল; বৃদ্ধ বাঁচিল:

ম্যাডিলিন্‌ উঠিলেন। তিনি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া গিয়াছে ও কাদামাখা হইয়াছে। সকলে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাঁহার জানু চুম্বন করিল, বলিল, "তুমি স্বয়ং পরমেশ্বর।" যে দারুণ কষ্ট তাঁহাকে স্বর্গবাসের যোগ্য করিল, যাহাতে তিনি সুখবোধ করিলেন, তাহার চিহ্ন তাঁহার মুখে এরূপভাবে প্রকাশ পাইল যে তাহা অবর্ণনীয়। তিনি প্রশান্ত চিত্তে জেভার্টের দিকে চাহিলেন। জেভার্ট তখনও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল।

(৭) ফচিলেভেণ্ট প্যারিসের এক উদ্যানে মালীর কার্য্য পাইল।

পড়িবার সময়, ফচিলেভেণ্টের জানুর অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ম্যাডিলিন্‌ আপনার কারখানা বাড়ীতে তাঁহার মজুরগণের জন্য যে চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, তথায় তাহাকে আনাইলেন। সেখানে দুইজন সন্ন্যাসিনী রোগিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। পরদিন প্রাতে বৃদ্ধ তাহার শয্যাপার্শ্বে একখানি হাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাইল। উহার সহিত একটি কাগজ ছিল। উহাতে ম্যাডিলিন্‌ স্বহস্তে লিখিয়াছেন, "আমি তোমার ঘোড়া ও গাড়ী এইমূল্যে কিনিলাম"। গাড়ীটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘোড়াটি মরিয়াগিয়াছিল। ফচিলেভেণ্ট সারিল, কিন্তু সে খঞ্জ হইল। ম্যাডিলিন্‌, সন্ন্যাসিনীগণের ও ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে অনুরোধ-পত্র সংগ্রহ করিয়া প্যারিস সহরে সন্ন্যাসিনীগণের মঠে ফচিলেভেণ্টকে মালির কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে ম্যাডিলিন্‌ নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত নগরের উপর তাঁহার আধিপত্য হইল। ব্যাঘ্রকে নিজ প্রভুর পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিলে, কুকুরের মনোভাব যেরূপ হয়, নগরাধ্যক্ষের পরিচ্ছদে ভূষিত ম্যাডিলিনকে প্রথম দিন দেখিয়া, জেভার্টের সেইরূপ মনোভাব হইয়াছিল। তখন হইতে জেভার্ট সাধ্যমত ম্যাডিলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিত না। যখন কর্ম্ম উপলক্ষে তাহার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন হইত এবং সাক্ষাৎ না করিয়া উপায় ছিল না, তখন সে ম্যাডিলিনকে প্রগাঢ় সম্মানের সহিত সম্বোধন করিত।

ম্যাডিলিনের আগমনে "ম" নগরের যে সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার অনেক চিহ্ন, চক্ষুতে দেখা যাইত। ঐ সকলের আমরা উল্লেখ করিয়াছি। উহার আর একটি চিহ্নের উল্লেখ করিব। ঐ চিহ্ন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও অপর চিহ্ন সকল হইতে গুরুত্বে ন্যূন নহে। ঐ চিহ্ন প্রতারণা করে না। জনসমূহ কষ্টে পড়িলে, তাহাদিগের কাজ না জুটিলে, ব্যবসা না চলিলে, লোক দারিদ্র্য-বশতঃ রাজকর প্রদান করিতে চাহে না, করের দায় এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করে এবং তাহার জন্য বিধি লঙ্ঘনও করে।

তাহাদিগের রাজকর প্রদানে বাধ্য করিবার জন্য ও কর সংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। যখন কাজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দেশ যখন সমৃদ্ধিশালী হয় ও লোক যখন সুখে থাকে, তখন রাজকর সহজেই আদায় হয় ও কর্ত্তৃপক্ষের কিছু খরচ লাগে না। যেরূপ তাপমান যন্ত্রে উষ্ণতা ঠিক বুঝা যায়, সেইরূপ রাজকর আদায়ের খরচ হইতে দেশের লোকের অবস্থা ঠিক বুঝা যায়। "ম" প্রদেশে রাজকর আদায়ের খরচ সাত বৎসরে বার আনা পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল, এবং রাজস্ব-সচিব বারংবার ইহার উল্লেখ করিতেন।

ফ্যান্‌টাইন্ যখন "ম" নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন উহার অবস্থা এইরূপ। কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে ম্যাডিলিনের কারখানার দ্বার, বন্ধুর গৃহের ন্যায় অবারিত ছিল। ফ্যান্‌টাইন্ তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইলে তাহাকে স্ত্রীলোকের কারখানায় লওয়া হইল। ঐ কারখানার কাজ সে কিছুই জানিত না। সুতরাং সে বিষয়ে তাহার নৈপুণ্য ছিল না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সে অল্পই উপার্জ্জন করিত, কিন্তু তাহাতেই তাহার যথেষ্ট হইত। সে যে কষ্টে পড়িয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইল। সে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল।

(৮) শ্রীমতী ভিক্টারনিয়েন সুনীতির অনুরোধে ৩০ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিলেন—

ফ্যান্‌টাইন্ দেখিল, সে তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে। তখন ক্ষণকালের জন্য, তাহার আনন্দ হইল। নিজ পরিশ্রমে, সে সৎ পথে থাকিয়া, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে, ইহা সে ভগবানের পরম দয়া বলিয়া

মানিল। যথার্থই, পুনরায় তাহার কাজ করিবার রুচি জন্মিয়াছিল। সে একখানি আয়না কিনিল। উহাতে নিজের যুবতীজনসুলভ সৌন্দর্য্য, সুন্দর কেশরাশি, উৎকৃষ্ট দশনপংক্তি দেখিয়া, সে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে অনেক কষ্ট বিস্মৃত হইল। কেবল কসেট্‌ সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া সম্ভব, এই বিষয়ে তাহার চিন্তা হইত। তাহার অবস্থা প্রায় সুখের বলা যাইতে পারে। সে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইল এবং ভবিষ্যতে সে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা হইতে মূল্য দিবে, এই স্থির করিয়া গৃহসজ্জা লইয়া গৃহ সাজাইল। সে পূর্ব্বে, ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিত, এইরূপ গৃহসজ্জা লওয়া তাহারই অনুরূপ। সে বিবাহিতা, ইহা সে বলিতে পারে নাই। অগত্যা সে তাহার কন্যার কথা কদাপি উল্লেখ করিত না।

পাঠক দেখিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় সে নিয়মিতরূপে থেনার্ডিয়ারদিগের প্রাপ্য পাঠাইয়া দিত। সে কেবল মাত্র নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত; সুতরাং তাহাকে একজন মুহুরীর দ্বারা পত্র লেখাইতে হইত।

লোকে লক্ষ্য করিল, সে প্রায়ই পত্র লেখায়। স্ত্রীলোকের কারখানায় লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—"ফ্যান্‌টাইন্‌ পত্র লেখায়; তাহার গতিক যেন কেমন কেমন!"

যাহাদিগের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহারা যেরূপ অপরের কার্য্য সম্বন্ধে কৌতূহল প্রদর্শন করে, এরূপ আর কেহ করে না! "ঐ ভদ্রলোকটি সন্ধ্যা অতিবাহিত না হইলে আসে না কেন? অমুক ব্যক্তি মঙ্গলবারে অমুক কাজটি করে না কেন? সে অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়াই হাঁটে কেন? অমুক মহিলা তাঁহার গৃহে পৌছিবার পূর্ব্বেই ভাড়াটিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে কেন? তাঁহার এত চিঠি লিখিবার কাগজ থাকা সত্বেও ছয়খানি চিঠি লিখিবার কাগজ কিনিতে পাঠাইলেন কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন লোক আছে, যাহারা যে সকল কার্য্যের সহিত তাহাদিগের কোনও সংস্রব নাই, তাহার রহস্য উদ্ভেদ জন্য আপনা হইতে এত অর্থ ব্যয় করেন, এত সময় নষ্ট করেন, এত কষ্ট স্বীকার করেন, যে উহা দ্বারা দশটি সৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। ঐ সকল রহস্যের উদ্ভেদ করায়, কৌতূহলনিবৃত্তিজনিত সন্তোষ ব্যতীত তাহাদিগের অপর কোনও লাভ নাই। তাহারা সমস্ত দিন ধরিয়া, ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ করিবে; শীতে ও বৃষ্টির মধ্যে, বহুক্ষণ ধরিয়া, রাস্তার মোড়ে ও রাত্রিকালে গলির পার্শ্বে

অবস্থিত দ্বার সমীপে, প্রহারায় নিযুক্ত থাকিবে। তাহারা শকটচালককে, ভৃত্যদিগকে মদ দিয়া বশীভূত করিবে। দ্বারবান ও দাসীকে উৎকোচ দিবে। কেন? অকারণ। পরের রহস্য বুঝিবার, জানিবার ও দেখিবার তৃষ্ণানিবৃত্তিই একমাত্র কারণ। পরচর্চ্চা করিবার জন্য তাহাদিগের জিহ্বায় কণ্ডূয়ণ হয়। এই সকল রহস্য প্রকাশ পাইলে, জনসাধারণ মধ্যে উহা প্রচারিত হইয়া পড়িলে, এই সকল প্রহেলিকার অন্ধকার দিবালোকে আলোকিত হইয়া উঠিলে, ইহা অনেক সময় অশেষ দুর্ভাগ্যের অবতারণা করে। উহা হইতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়; লোকের সর্ব্বনাশ হয়; পরিবার উৎসন্ন যায়; জীবন দুঃখপূর্ণ হয়। ঐ সকল রহস্যে যাহাদিগের কোনও সংস্রব ছিল না, তাহারা প্রবৃত্তিবশে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া, পরম আনন্দে মগ্ন হয়। ইহা পরিতাপের বিষয়।

কেহ কেহ পরচর্চ্চা করিতে এত ভালবাসে, যে তাহারা অনিষ্ট করিয়া বসে। অনেক উনানে কাঠ বড় বেশী পুড়িয়া যায় এবং উহাদিগের জন্য কাঠ বড় বেশী লাগে। উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের বৈঠকখানার খোস গল্প ও গোপন সম্ভাষণ ঐ সকল উনানের মত। তাহাদিগের প্রতিবাসিগণ, তাহাদিগের কাষ্ঠস্বরূপ।

অতএব, অপরে ফ্যান্‌টাইনের কার্য্য সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, উপায় অবলম্বন করিতেছিল।

এতদ্ব্যতীত, তাহার সুবর্ণের ন্যায় কেশরাশি ও শুভ্র দন্ত অনেকের ঈর্ষা উৎপাদন করিতেছিল।

লোকে দেখিয়াছিল, কারখানা ঘরে, অনেক সময়, অপর সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া, ফ্যান্‌টাইন্‌ চক্ষুর জল মুছিতেছে। তখন সে তাহার কন্যার কথা ভাবিত। বোধ হয়, যে পুরুষকে সে ভাল বাসিয়াছিল, তাহার কথাও ভাবিত।

অতীতের বন্ধন কষ্টের হইলেও বিচ্ছিন্ন করা শোকাবহ। লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল, ফ্যান্‌টাইন্‌ মাসে দুইবার পত্র লেখায় এবং সে নিজে ডাক খরচ দিয়া দেয়। তাহারা কোনরূপে ঠিকানাটি সংগ্রহ করিল। যে বৃদ্ধ পত্র লিখিত, মদ্যপান করিলেই সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিত। তাহাকে মদ্যপান করাইয়া, তাহার নিকট পত্র মর্ম্ম অবগত হইল। তাহারা শুনিল, ফ্যান্‌টাইনের সন্তান আছে। লোকে বলিতে লাগিল—"ফ্যান্‌টাইন্‌ তো বেশ মেয়ে!" পরচর্চ্চায় প্রীতিমতী জনৈক বৃদ্ধা, মণ্টফার্মিলে গেলে, থেনার্ডিয়ারের সহিত আলাপ করিল

এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমি ৩৫ ফ্রাঙ্ক খরচ করিয়া ঔৎসুক্য মিটাইলাম। আমি মেয়েটিকে দেখিয়াছি।"

যে রাক্ষসী ঐ কার্য্য করিল, সে মনে করিত, আমি সকলের অভিভাবিকা, সকলের সতীত্বের দ্বারপালিকা। তাহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসর। তাহার কুৎসিত আকৃতি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে আরও কুৎসিৎ হইয়াছিল। সে কাঁপা স্বরে কথা কহিত ও তাহার চিত্ত অব্যবস্থিত ছিল। এই বৃদ্ধা এককালে যুবতী ছিল—বিস্ময়ের কথা বটে! যৌবনে '৯৩ সালে সে এক সন্ন্যাসীকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ছাড়িয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণের দলভুক্ত হইয়াছিল। সে আপন পত্নীকে এমন শাসনে রাখিয়াছিল, যে তাহাকে সর্ব্বদাই সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিতে হইত। ফলে সে নীরস প্রকৃতির, অশিষ্ট, অসন্তুষ্ট-চিত্ত, কোপন-স্বভাব, দোষানুসন্ধানব্যাপৃত এবং বিষোদ্গারী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক দুষ্টতা সেই সন্ন্যাসীর সহবাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ফ্রান্স পুনরায় প্রাচীন রাজবংশের অধীন হইলে, ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মশীলা বলিয়া পরিচিতা হইতে ইচ্ছুক হইয়া, ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার সম্বন্ধে, পরম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে যে সন্ন্যাসীকে বিবাহ করিয়াছিল তাহার সে অপরাধ ধর্ম্মযাজকেরা মার্জ্জনা করিলেন। তাহার সামান্য সম্পত্তি ছিল, উহা সে মহাড়ম্বরে এক ধর্ম্মসংঘকে দান করিল। অ্যারাসের প্রধান ধর্ম্মযাজক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

ঐ স্ত্রীলোক মণ্টফার্মিলে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আমি শিশুটিকে দেখিয়াছি।

এই সকল ঘটনা ঘটিতে সময় লাগিল। ফ্যান্টাইন্ কারখানায় একবৎসরের অধিক কাজ করিবার পর, একদিন প্রাতে কারখানার অধ্যক্ষ তাহাকে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিলেন—বলিলেন "ইহা নগরাধ্যক্ষ দিয়াছেন; এই কারখানার কাজ হইতে তোমাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। নগরাধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন, তুমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।"

এই মাসেই, থেনার্ডিয়ারগণ ছয় ফ্রাঙ্ক স্থলে বার ফ্রাঙ্ক দাবী করিয়া, বার ফ্রাঙ্কের স্থলে, পনের ফ্রাঙ্ক আদায় করিয়াছিল।

ফ্যানটাইন্ এই বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার ঘর ভাড়া বাকী পড়িয়াছিল এবং গৃহসজ্জার জন্যও টাকা দেনা ছিল। ৫০ ফ্রাঙ্কে ঐ দেনা শোধ যায় না। সে বাষ্প গদ্গদস্বরে অনুনয়

করিয়া দুই এক কথা বলিল। কর্ম্মাধ্যক্ষ সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে কারখানা ত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। বিশেষতঃ ফ্যান্‌টাইন্‌ কাজ খুব ভাল করিতে পারিত না। নৈরাশ্যে যত না হউক, লজ্জায় সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে কারখানা ছাড়িয়া নিজ গৃহে গেল। দেখিল, তাহার অপরাধ সকলেই জানিতে পারিয়াছে।

আর একটি কথা কহে, সে শক্তি আর তাহার রহিল না। নগরাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিল। তাহার সে সাহস হইল না। ভাবিল, নগরাধ্যক্ষ মহাশয় সজ্জন বলিয়াই, আমাকে ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন; তিনি ন্যায়পর বলিয়াই আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। সে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল।

---

(৯) শ্রীমতী ভিক্টার্‌ নিয়েনের সাফল্য

দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাসীর বিধবা পত্নীর কিছু করিবার শক্তি আছে। ম্যাডলিন্‌ ইহার কিছুই শুনেন নাই। সংসারের ঘটনার এরূপ সমাবেশ সর্ব্বদাই দেখা যায়। কারখানার যে ভাগে স্ত্রীলোকেরা কাজ করিত, তিনি প্রায় সেখানে যাইতেন না।

এক প্রৌঢ় বয়স্কা কুমারীকে, তিনি ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজক মহাশয় উহাকে ম্যাডিলিনের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহার উপর ম্যাডিলিনের সম্পূর্ণবিশ্বাস ছিল। তিনিও প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্চরিত্রা, দৃঢ়চিত্ত, পক্ষপাতশূন্য, ন্যায়পর ছিলেন। তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা দানে যেরূপ বুঝা যাইত পরের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষ মার্জ্জনায়, উহার সেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইত না। ম্যাডিলিন্‌ তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। মানুষ যতই উৎকৃষ্ট হউন, অপরের উপর কর্ম্মভার না দিলে, কাহারও চলে না। স্ত্রী বিভাগের অধ্যক্ষের ফ্যান্‌টাইনকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি ফ্যান্‌টাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন, তাহার বিচার করিলেন, দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং দণ্ডবিধান করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যাহা করিতেছেন তাহা তাঁহার করাই কর্ত্তব্য।

লোকের দুঃখ মোচন জন্যও যে সকল স্ত্রীলোক কারখানায় কাজ করিত

তাহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য, ম্যাডিলিন্‌ কতক টাকা স্ত্রীবিভাগের অধ্যক্ষের হাতে রাখিয়াছিলেন। উহার ব্যয় সম্বন্ধে অধ্যক্ষকে কোনও হিসাব দিতে হইত না। ঐ টাকা হইতে ফ্যান্‌টাইনকে ৫০ ফ্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌, নিকটে কাহারও গৃহে, কার্য্য পাইবার চেষ্টা করিল। সে সকলের বাড়ী গেল। কেহই তাহাকে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইল না। সে ঐ নগরও ত্যাগ করিতে পারিল না। যে দোকানদারের নিকট পুরাতন গৃহসজ্জার মুল্য দেনা ছিল, সে বলিল—"যদি তুমি এ নগর ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিব।" বাড়ীওয়ালার ভাড়া পাওনা ছিল। সে বলিল—তোমার বয়স কম আছে; তুমি দেখিতেও সুশ্রী; তুমি দিতে পারিবে।" ফ্যান্‌টাইন্‌ সে ৫০ ফ্রাঙ্ক পাইয়াছিল তাহা দোকানদার ও বাড়ীওয়ালাকে দিল। দোকানদারকে ঐ সকল গৃহসজ্জার বার আনা রকম ফিরাইয়া দিল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যমাত্র রাখিল। তাহার তখন কাজ নাই। কোনও ব্যবসা জানে না। শয্যা ব্যতীত তাহার আর কিছু ছিল না। তখনও তাহার ৫০ ফ্রাঙ্ক দেনা রহিয়া গেল।

সেনা-নিবাসস্থিত সৈনিকগণের জন্য, সে মোটা কাপড়ের জামা প্রস্তুত করিতে লাগিল ও উহাতে দৈনিক প্রায় ছয় আনা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। তাহার কন্যার জন্য দৈনিক প্রায় পাঁচ আনা দিবার কথা। এই সময় হইতে সে থেনার্ডিয়ারগণকে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাইতে পারিল না।

রাত্রিতে, যখন সে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন একটি বৃদ্ধা তথায় আলোক জ্বালাইয়া দিত। কষ্টে পড়িলে কিরূপে প্রাণধারণ করা যায়, ঐ বৃদ্ধা তাহা শিখাইয়াছিল। কেহ কেহ প্রাণধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ পায়, অনেকে তাহাও পায় না। প্রথমোক্তগণের অবস্থা আনন্দশূন্য; শেষোক্তগণের অবস্থা বিষাদপূর্ণ। ফ্যান্‌টাইন্‌ শিখিল, কেমন করিয়া শীতকালে গৃহে অগ্নি না রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারা যায়। সে পক্ষী-মাংস ত্যাগ করিল, কারণ পাখীকে প্রত্যহ প্রায় সিকি পয়সার খাবার দিতে হয়। তাহার জামা ই বিছানার চাদরের স্থান গ্রহণ করিল এবং বিছানার চাদরকে সে জামাতে পরিণত করিল। অপর বাড়ীর আলোক রশ্মি যে জানালায় আসিয়া পড়িতেছে, সে সেই জানালায় বসিয়া রাত্রিতে খাইত। ইহাতে তাহার বাতি বাঁচিত। সংপথে

থাকিয়া, যে দরিদ্র দারুণ দুঃখে জীবনযাপন করিয়াছে, সে আধ আনা ব্যয়ে কি করিতে পারে, তাহা অপরে জানে না। ক্রমে তাহাদিগের এই বিষয়ে পরম নিপুণতা জন্মে। ফ্যান্‌টাইন্‌ এই বিষয়ে পরম নৈপুণ্য লাভ করিল। তাহার কিছু সাহস হইল।

এই সময় সে একদা তাহার জনৈক প্রতিবেশীকে বলিয়াছিল—"বাঃ, আমি ঠিক করিয়াছি, পাঁচ ঘণ্টা কাল নিদ্রা গিয়া, অবশিষ্ট সমুদয় সময় সেলাইর কার্য্য করিলে আমি আমার জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইব। বিশেষতঃ মানুষ বিষণ্ণ অবস্থায় কম খায়। কষ্টভোগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য, একদিকে অল্প আহার, অন্যদিকে কষ্ট ভোগ, ইহাতেই জীবন যাপন করিতে পারিব।"

এই কষ্টের সময় সে তাহার কন্যাকে নিজের কাছে রাখিতে পারিলে, পরম সুখী হইত। সে তাহাকে আনাইবে মনে করিল, কিন্তু তাহাকে আপন কষ্টের ভাগী করিতে তাহার মন উঠিল না। তাহা ছাড়া, থেনার্ডিয়ারগণ তাহার নিকট টাকা পাইবে। কোথা হইতে টাকা দিবে? যাতায়াতের খরচ আছে। কোথায় তাহা পাইবে?

যে স্ত্রীলোকটি তাহাকে কষ্টে জীবন যাপন করিবার উপায় শিখাইতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় যথার্থই দেবীর হৃদয় সদৃশ। সেই কুমারীর নাম মার্গুরাইট। প্রকৃত ধর্ম্ম, তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজিত ছিল। তিনি স্বয়ং দরিদ্র হইলেও দরিদ্রের দুঃখ নিবারণে তৎপর ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে, ধনিগণ প্রতিও দয়ার অসদ্ভাব ছিল না। তিনি আপন নাম মাত্র স্বাক্ষর করিতে পারিতেন। পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। সে শ্রদ্ধা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ।

এ সংসারে, এরূপ অনেক ধর্ম্মপরায়ণ আছেন। এ জীবন অবসানে তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন। এই জীবনরজনীর প্রভাত আছে।

প্রথমে ফ্যান্‌টাইন্‌ এরূপ লজ্জিত হইয়াছিল যে বাহিরে যাইতে তাহার সাহস হইত না।

রাস্তায় বাহির হইলে, সে দেখিত, লোকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিতেছে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সকলেই তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, কেহই তাহাকে সম্ভাষণ করিত না। রাস্তায় যাইবার সময়, নির্দ্দয় ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি যে ঘৃণা প্রদর্শন করিত, উহা শীতকালে উত্তর দিক হইতে আগত বায়ুর ন্যায়, তাহার শরীর ও মনকে বিদ্ধ করিত।

ক্ষুদ্র নগরে, জনসাধারণের উপহাস ও কৌতুহল হইতে আপনাকে আচ্ছাদন করিবার, হতভাগিনী স্ত্রীলোকগণের কিছুই থাকে না। প্যারিসের ন্যায় নগরে কেহ কাহাকেও চিনে না। পরিচয়ের অভাব, সেখানে, আচ্ছাদনের কার্য্য করে। প্যারিসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ফ্যান্টাইনের কত ইচ্ছা হইত। তখন প্যারিসে গমন অসম্ভব।

অভাব যেমন তাহার অভ্যস্ত হইয়াছিল, অখ্যাতি সেইরূপ অভ্যস্ত হয়, সেজন্য সে চেষ্টা করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে, সে কি করিবে, স্থির করিল। ২।৩ মাস হইলে, সে লজ্জা ত্যাগ করিল এবং যেন কিছুই ঘটে নাই এইরূপ ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। সে বলিল—"আমার পক্ষে সকলই সমান।"

সে মাতা তুলিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। মুখে তাহার হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে হাসি অন্তরের যাতনা হইতে উদ্ভূত। সে বুঝিল, সে নির্লজ্জ হইয়া উঠিতেছে।

যে রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশের মূল, কখনও কখনও সে আপন জানালা হইতে ফ্যান্টাইন্‌কে যাইতে দেখিত। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার আনন্দ হইত; বলিত—"আমার জন্যই সে আপন যোগ্যস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।" দুর্ব্বৃত্তের সুখ কি কুৎসিৎ!

অত্যধিক পরিশ্রমে ফ্যান্টাইনের দেহ ভাঙ্গিল। সে যে শুষ্ক কাশীতে কষ্ট পাইত, তাহা বাড়িল। সে কখনও কখনও মার্গুরাইটকে বলিত—"দেখ আমার হাত কিরূপ গরম।"

তথাচ, প্রাতঃকালে, ভাঙ্গা চিরুণী দিয়া আপনার সুন্দর কেশরাশি আঁচড়াইবার সময়, সুবর্ণ বর্ণের রেশম সদৃশ চুলের রাশি দেখিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার বিলাসিতা পরিতৃপ্ত করিত।

---

(১০) সফলতার ফল,—

শীতের শেষভাগে সে কর্ম্মচ্যুত হইল। গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেল। আবার শীত আসিল। শীতকালে দিন ছোট বলিয়া, কাজ কম হইত। সেই শীতে তাহার শীত নিবারণের কোনও উপায় ছিল না। ঘরে আলোক থাকিত না। শীতকালে যেন মধ্যাহ্নকাল থাকে না। যেন প্রাতঃকাল সন্ধ্যার সহিত

মিশিয়া যায়। দিবাভাগ কুঝ্‌টিকায় আচ্ছন্ন থাকে। তাহাতে আলোক কম হয়। জানালার আলোক ধূসর বর্ণের। সেখানে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। আকাশ যেন বায়ু নির্গমের ছিদ্র মাত্র। দিবাভাগ গুহা সদৃশ। সূর্য্য ভিক্ষুকের ন্যায় প্রভাহীন। ভীষণ ঋতু। শীতে ভগবদ্দত্ত জল ও মানুষের হৃদয় উভয়ই প্রস্তরে পরিণত হয়। ফ্যান্‌টাইনের মহাজনেরা তাহাকে ব্যস্ত করিতে লাগিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ অল্প উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেনা বাড়িয়া চলিল। থেনার্ডিয়ারগণ শীঘ্র শীঘ্র টাকা না পাইলে, এমন পত্র লিখিত, যে নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ঐ পত্রের ডাক মাশুল দিতে, তাহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। একদিন তাহারা লিখিল, যে ঐ শীতে কসেটের দেহ, আবরণ শূন্য আছে। তাহার পশমের জামা প্রয়োজন এবং সেজন্য অন্ততঃ দশ ফ্রাঙ্ক চাহি। পত্র পাইয়া সে সমস্ত দিন সেই পত্রখানি ধরিয়া মুড়িতে লাগিল। সেই দিন বৈকালে, সে এক নাপিতের দোকানে গেল এবং তাহার চুল এলাইল। তাহার সুন্দর কেশরাশি তাহার জানু স্পর্শ করিল।

নাপিত বলিয়া উঠিল—"কি সুন্দর চুল!"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"ইহার কি মূল্য দিবে?"

"দশ ফ্রাঙ্ক।"

"কাটিয়া লও।"

সে একটি গরম জামা কিনিয়া থেনার্ডিয়ারগণের নিকট পাঠাইল। উহা পাইয়া, তাহারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের ইচ্ছা, ফ্যান্‌টাইন্‌ টাকা পাঠায়। তাহারা ঐ জামা ইপ্‌নাইনকে দিল। হতভাগিনী কসেট শীতে কাঁপিতে থাকিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ ভাবিল—"আমার মেয়ে আর শীতে কাঁপিতেছে না। আমার চুল দিয়া বাছার শীত নিবারণ করিলাম। সে টুপি পরিয়া তাহার মুণ্ডিত মস্তক আবৃত করিল। তথাচ সে দেখিতে সুন্দরই রহিল।

অসৎ চিন্তা তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

সে দেখিল, তাহার কেশ নাই, যে সে কেশবিন্যাস করিবে। তখন সকলের প্রতি তাহার বিদ্বেষ জন্মিল। অপর সকলের ন্যায় ম্যাডিলিনের প্রতি তাহারও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কিন্তু ম্যাডিলিনই আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, তিনিই

আমার সকল কষ্টের মূল, এই কথা বারংবার বলিয়া, সে তাহার প্রতিও বিদ্বেষবিশিষ্ট হইল। সকলের অপেক্ষা, তাঁহার প্রতিই তাহার দ্বেষ অধিক হইল। সে যখন কারখানার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত এবং কারিকরেরা দ্বার সন্নিধানে থাকিত, তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া হাসিত ও গান গাহিত। কারখানার একটি বৃদ্ধা তাহাকে একদিন ঐরূপ হাসিতে ও গান গাহিতে দেখিয়া বলিল—"এই স্ত্রীলোকটি উৎসন্ন যাইতেছে।"

যাহাকে প্রথম পাইল, তাহাকেই সে উপপতি স্বরূপে গ্রহণ করিল। তাহাকে সে ভালবাসিত না। কেবল ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া ও সমাজকে সে গ্রাহ্য করে না ইহা দেখাইবার জন্য, সে তাহার সহিত জুটিল। সে লোকটিও অতি অকর্ম্মণ্য। সে গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়া, বেড়াইত। সেই অলস ভিক্ষুক তাহাকে মারিল। ফ্যান্‌টাইন্‌ সংসারের প্রতি বিরক্তি বশতঃই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। সেও তাহাকে বিরক্তি বশতঃই ত্যাগ করিয়া গেল।

কন্যার স্মৃতি তাহার পূজার সামগ্রী হইয়া রহিল।

সে যতই অপকৃষ্ট কার্য্য করিতে লাগিল, যতই তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার কন্যার স্মৃতি হৃদয়ের অন্তস্তলে তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বলিত—"আমার যখন ধন হইবে, তখন আমার কসেটকে আনিব"। তখন সে হাসিত। তাহার কাশি সারে নাই। তাহার ঘাম হইত।

একদিন সে থেনার্ডিয়ারগণের নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইল—"এই স্থানে সকলেরই একপ্রকার পীড়া হইতেছে। লোকে বলে এই জ্বরের নাম "সৈনিকের জ্বর।" ইহার চিকিৎসার জন্য মূল্যবান্‌ ঔষধ প্রয়োজন। আমরা ঔষধের দাম দিতে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। আর আমরা মূল্য দিতে পারিব না। এই সপ্তাহের মধ্যে যদি ৪০ ফ্রাঙ্ক না পাঠাও, তবে তোমার কন্যা মারা পড়িবে।"

পত্র পাঠ করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। তাহার বৃদ্ধা প্রতিবাসিনীকে বলিল—"উহারা বেশ লোক! ৪০ ফ্রাঙ্ক চাহে! বেশ তাহাদিগের বিবেচনা! ৪০ ফ্রাঙ্কে দুই মোহর। আমি কোথা হইতে পাইব, তাহারা মনে করে? যথার্থই তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ।"

তথাচ, সে সিঁড়ির কাছের জানালার নিকটে গিয়া আবার একবার চিঠিখানি

পড়িল। তখন সে সিঁড়ি হইতে নামিল, বাহির হইল এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে, লাফাইতে লাফাইতে, হাসিতে হাসিতে চলিল।

একজন তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এত আনন্দ কিসের?" সে বলিল—"গ্রাম হইতে এক পত্র পাইয়াছি। অতি নির্ব্বোধের ন্যায়, তাহারা লিখিয়াছে। তাহারা আমার নিকট ৪০ ফ্রাঙ্ক চাহে। তাহাদিগের জন্য আমার এই পর্য্যন্ত।"

ময়দান পার হইয়া যাইবার সময় সে দেখিল—একটি অদ্ভুত রকমের গাড়ীর পাশে অনেক লোক জড় হইয়াছে। একব্যক্তি লাল পোষাক পরিয়া, ঐ গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া, কিছু বলিতেছে। সে একজন অশিক্ষিত দন্তচিকিৎসক। সে সমুদয় দাঁত ও নানাপ্রকার টোট্‌কা ঔষধ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, এই কথা বলিতেছিল। সে সাধারণ লোকমধ্যে প্রচলিত অপভাষা প্রয়োগ করিতেছিল এবং জনতা মধ্যে ভদ্রশ্রেণীর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য এরূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করিতেছিল, যে তাহার কোনও অর্থ হয় না। সেইব্যক্তি লোকের দাঁত তুলিয়া লইত। ফ্যান্‌টাইন্‌ ঐ জনতা মধ্যে দাঁড়াইয়া অপর সকলের ন্যায়, তাহার বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। সে, সুন্দরী, হাস্যমুখী স্ত্রীলোকটিকে হাসিতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তোমার দাঁতগুলি সুন্দর। তুমি যদি বিক্রয় কর, আমি এক একটির মূল্য এক এক মোহর দিব।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"কি বিক্রয় করিব?"

সেই দন্তচিকিৎসক বলিল—"তোমার সম্মুখের উপরের দুইটি দাঁত।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"কি সর্ব্বনাশ!"

এক দন্তহীনা বৃদ্ধা ঐ জনতা মধ্যে উপস্থিত ছিল। সে বলিল—"দুই মোহর! উহার কি সৌভাগ্য!" ফ্যান্‌টাইন্‌ পলায়ন করিল। ঐ মানুষটি, তাহাকে কর্কশস্বরে ডাকিয়া যাহা বলিতেছিল, তাহা যেন শুনিতে না পায়, সেইজন্য সে কর্ণে অঙ্গুলি দিল। ঐ লোকটি বলিতেছিল—"সুন্দরি! ভাবিয়া দেখ, দুই মোহর—উহা কাজে লাগিতে পারে, যদি ইচ্ছা থাকে সন্ধ্যার সময় হোটেলে আসিও, আমি তথায় থাকিব।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং মার্গুরাইটকে সকল কথা বলিয়া বলিল—"এমন কখনও শুনিয়াছ? ঐ লোকটির প্রতি ঘৃণা

হয় না? এরূপ লোককে গ্রামে আসিতে দেয় কেন? আমার সম্মুখের ছুইটি দাঁত দিব? তাহা হইলে, আমাকে অতি কুৎসিৎ দেখাইবে! আমার চুল পুনরায় বাহির হইবে—কিন্তু দাঁত তো আর বাহির হইবে না! লোকটি কি দুষ্ট! দাঁত দেওয়া অপেক্ষা আমি পাঁচ তলার ছাদ হইতে এমন ঝাঁপ দিব, যেন প্রথমে মাথাটি মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যায়। সে বলিল, সে হোটেলে থাকিবে।"

মার্গুরাইট বলিল—"সে কত দিতে চাহিতেছে?"

"দুই মোহর।"

"দুই মোহরে ৪০ ফ্রাঙ্ক হইবে।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"হাঁ। ৪০ ফ্রাঙ্ক হইবে।"

সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, পরে কাজ করিতে লাগিল। ১৫ মিনিট পরে সে সেলাই ছাড়িয়া উঠিল এবং সিঁড়িতে পুনরায় থেনার্ডিয়ারের চিঠি পড়িতে গেল।

মার্গুরাইট তাহার নিকট কাজ করিতেছিল। সে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এই 'সৈনিক জ্বর' কাহাকে বলে, তুমি জান?"

অবিবাহিতা বৃদ্ধা বলিল—"হাঁ, ইহা এক রকম পীড়া।"

"এই পীড়ায় অনেক ঔষধ লাগে?"

"শক্ত ঔষধ দিতে হয়।"

"এ পীড়া কিরূপে হয়?"

"লোকের এ অসুখ হয়—কেন হয় তাহা তাহারা জানে না।"

"তবে এ পীড়া শিশুদিগকে আক্রমণ করে?"

"শিশুদিগেরই এ পীড়া বেশী হয়।"

"উহাতে মানুষ মরে?"

মার্গুরাইট বলিল—"মরিতে পারে।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ আবার গৃহ হইতে বাহির হইল এবং আবার পত্রখানি পড়িবার জন্য সিঁড়িতে গেল।

সেই দিন অপরাহ্ণে সে বাহির হইল এবং হোটেলের দিকে যাইতেছে, দেখা গেল। পরদিন প্রাতে, আলোক হইবার পূর্ব্বে মার্গুরাইট ফ্যান্‌টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিল। একটি আলোকে দুইজন কাজ করিতে পারিবে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা একত্রে কাজ করিত। সে দেখিল ফ্যান্‌টাইন্‌ তাহার কক্ষে

বসিয়া রহিয়াছে। সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ও শীতে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। টুপিটি মাথা হইতে হাঁটুর উপর পড়িয়াছে। সমস্ত রাত্রি বাতিটি জ্বলায়, উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মার্গুরাইট চৌকাটের উপর দাঁড়াইল। এত ভয়ানক অপচয় দেখিয়া সে চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল এবং বলিল—

"হা ভগবন্! বাতিটি যে সব পুড়িয়া গিয়াছে! নিশ্চয় কিছু হইয়াছে।" সে ফ্যানটাইনের দিকে চাহিল। ফ্যানটাইন্ তাহার কেশশূন্য মস্তক তাহার দিকে ফিরাইল। এক রাত্রিতে ফ্যানটাইনের বয়স যেন দশ বৎসর অধিক হইয়া গিয়াছিল।

মার্গুরাইট বলিল "হায়! ফ্যান্টাইন্ তোমার কি হইয়াছে?"

ফ্যান্টাইন্ বলিল "কিছুই না, বরং বেশ আছি। অর্থাৎ আমার কন্যা এখন আর সেই পীড়ায় মারা পড়িবে না। আমার কোনও কষ্ট নাই।"

টেবেলের উপর দুইটি মোহর ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। ফ্যান্টাইন্ অঙ্গুলি বাড়াইয়া উহা মার্গুরাইটকে দেখাইল।

মার্গুরাইট বলিল "বাঃ! এ যে প্রচুর অর্থ! এ সকল তুমি কোথায় পাইলে?"

ফ্যানটাইন্ বলিল "আমি পাইয়াছি।"

এই বলিয়া সে হাসিল। বাতির আলোকে তাহার মুখ বেশ দেখা গেল। সে হাসি রক্ত মিশ্রিত। লোহিত বর্ণের লালা তাহার জিহ্বা প্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছিল, এবং মুখ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের একটি গহ্বর দেখা গেল। দুইটি দাঁত তুলিয়া লইয়াছিল।

সে ৪০ ফ্রাঙ্ক মণ্টফার্মিলে পাঠাইল।

প্রকৃত প্রস্তাবে কসেট পীড়িত হয় নাই। টাকা আদায়ের জন্য, মিথ্যা করিয়া, পীড়ার সংবাদ দিয়াছিল।

ফ্যান্টাইন্ তাহার দর্পণ জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। সে অনেকদিন পূর্ব্বে দ্বিতলের কক্ষটি ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন সে ছাদের নিম্নেই অবস্থিত একটি কক্ষে বাস করিত। ঐ কক্ষের ছাদ একদিকে মেঝের সহিত ঠেকিয়াছিল। সেই কক্ষ মধ্যে চলিতে গেলে অনেক স্থলে ছাদ মাথায় ঠেকিত। যে দরিদ্র ঐরূপ কক্ষে থাকে, সে কক্ষ মধ্যে মস্তক অবনত না করিয়া চলিতে পারে না। যেমন জীবন পথে অগ্রসর হইবার সময়, ক্রমশঃই তাহার

মস্তক অধিক অবনত হয়, সেইরূপ কক্ষ মধ্যে ও অগ্রসর হইবার সময় তাহাকে ক্রমশঃ মস্তক অধিক অবনত করিতে হয়।

আর তাহার শয্যা ছিল না। মেঝের উপর একটি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপরে ছিন্ন বস্ত্র পাতা হইত। কক্ষমধ্যে একখানি ভগ্ন চেয়ার ছিল। তাহার একটি গোলাপ গাছ ছিল। উহা এক কোণে শুকাইতেছিল। উহা আর তাহার মনে ছিল না। এক কোণে একটি পাত্রে জল থাকিত। শীতে জল জমিয়া যাইত। পুনঃ পুনঃ ঐ পাত্র হইতে জল পান করায় জল যেমন কমিত, অমনি বরফের দাগ নিম্নে নামিয়া যাইত। তাহার আর লজ্জা ছিল না, বিলাসিতা ছিল না; অবশেষে সে ময়লা টুপি পরিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিল। সময়ের অভাব বশতঃই হউক বা অমনোযোগ বশতঃই হউক, সে আর তাহার জামা মেরামত করিত না। যেমন গোড়ালি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, সে তাহার মোজা নামাইয়া দিতে লাগিল। সোজা সোজা দাগগুলি হইতে ইহা বুঝা যাইতেছিল। তাহার পুরাতন জীর্ণ বডিতে, সে কাপড়ের তালি লাগাইতে লাগিল। একটু চাড় লাগিলেই, উহা ছিঁড়িয়া যাইত। সে যাহাদিগের টাকা ধারিত, তাহারা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে আদৌ অবসর দিত না। তাহারা তাহাকে রাস্তায় তাগাদা করিত, আবার সিঁড়িতে উঠিবার সময় তাগাদা করিত। সে কাঁদিতে কাঁদিতে, চিন্তা-ব্যাকুল হৃদয়ে, অনেক রাত্রি কাটাইল। তাহার চক্ষু অতিশয় উজ্জ্বল হইল এবং বামস্কন্ধের উপরি ভাগে, সে সর্ব্বদা যাতনা বোধ করিতে লাগিল। তাহার কাশী বাড়িল। ম্যাডিলিনের প্রতি তাহার বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল হইল। কিন্তু সে সে বিষয়ে অনুযোগ করিত না। সে প্রত্যহ ১৭ ঘণ্টা করিয়া, সেলায়ের কাজ করিতে লাগিল। কারাগারের কার্য্যের একজন কণ্ট্রাক্‌টার কয়েদিগণকে কম বেতন দিয়া, খাটাইতে লাগিল ও সহসা জিনিষের মূল্য কমিয়া গেল। যে সকল স্ত্রীলোক খাটিয়া খাইত, তাহাদিগের উপার্জ্জন কমিয়া গেল। এখন তাহাদিগের উপার্জ্জন পাঁচ আনার ও কম হইয়া গেল। সতের ঘণ্টা পরিশ্রম দ্বারা পাঁচ আনার কম উপার্জ্জন! মহাজনেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিল। পুরাতন গৃহসজ্জাবিক্রেতা প্রায় তাহার সমস্ত দ্রব্য ফিরাইয়া লইয়াছিল। তথাচ সে সর্ব্বদাই বলিত "মাগি তুই কবে দাম দিবি।" হায় ভগবন! উহারা তাহার নিকট কি পাইবার

প্রত্যাশা করে? সে দেখিল, বন্য পশুকে যেরূপ অনুসরণ করে, তাহার মহাজনেরা সেইরূপ ভাবে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। তখন তাহার ও বন্য পশুর প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল। এই সময় থেনার্ডিয়ার তাহাকে লিখিল "আমি ভদ্রতা করিয়া অনেক অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম, এখন আমাকে একশত ফ্রাঙ্ক দিতেই হইবে। নতুবা যদি ও কসেট এই মাত্র তাহার ভীষণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া উঠিতেছে, তথাচ এই অবস্থাতেই আমি তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে ইচ্ছা করিলে এই শীতকালে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে পারে বা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে।" ফ্যান্‌টাইন্‌ ভাবিল "একশত ফ্রাঙ্ক, কি ব্যবসা দ্বারা আমি প্রত্যহ তাহার কুড়ি ভাগের এক ভাগ ও উপার্জ্জন করিতে পারি?"

সে বলিল "আচ্ছা যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করি।" সেই হতভাগিনী তখন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল।

——•——

(১১) খৃষ্ট আমাদিগের ত্রাণ কর্ত্তা—

ফ্যান্‌টাইনের ইতিহাস কি? সমাজ দাসী ক্রয় করিতেছে। ইহাই সে ইতিহাস। কাহার নিকটে? দারুণ দারিদ্র্যের নিকট; ক্ষুধা, শীত, অসহায়তা, নিদারুণ অভাবের নিকট। এ ব্যবসা দারুণ দুঃখময়। একখণ্ড রুটীর বিনিময়ে, ইহকাল পরকাল উভয়ের বিসর্জ্জন।

যে পরম দুঃখী সেই বিক্রেতা। সমাজ ক্রয় করিতে সম্মত।

আমাদিগের সমাজ যীশু খৃষ্টের পবিত্র বিধির দ্বারা নিয়মিত। কিন্তু এখনও উহা সমাজকে সিক্ত করিতে পারে নাই। লোকে বলে, ইউরোপের সভ্য সমাজ হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। একথা প্রকৃত নহে। এখনও দাসত্ব প্রথা রহিয়াছে। কিন্তু সে প্রথার আধিপত্য স্ত্রীলোকের উপর। সে আধিপত্যের ফল—বেশ্যাবৃত্তি।

যে নারীজাতি সহজে দুর্ব্বল, সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যাহার মূর্ত্তি, যে নারীজাতি পুরুষগণের মাতা, দাসত্ব প্রথা তাঁহারই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। পুরুষগণের এই অখ্যাতি ও অপমান তুচ্ছ বিষয় নহে।

এই শোকের কাহিনীর যে স্থলে আমরা উপনীত হইয়াছি, তখন ফ্যান্‌টাইনের পূর্ব্ব প্রকৃতি, সে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছিল।

সে মৃত্তিকায় পরিণত হইতে গিয়া, প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। তাহার স্পর্শ নিরানন্দকর। সে জীবন পথে অগ্রসর হয়, তোমার অত্যাচার সহ্য করে, তোমাকে গ্রাহ্য করে না। অপমান তাহাকে কঠোর করিয়াছে। ইহ জীবনে ও এই সমাজে তাহার আর কিছু অবশেষ নাই। তাহার যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে। সে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছে, সকলই হারাইয়াছে, তাহার সকল প্রকার অনুশোচনা ঘটিয়াছে। ভাবী বিপদের জন্য আর তাহার উদ্বেগ নাই। সে নিরুদ্বেগ, অমনোযোগ হইতে উদ্ভূত। মৃত্যুর সহিত নিদ্রার যে সাদৃশ্য, তাহার উদ্বেগহীনতার সহিত, ঈশ্বরে নির্ভরশালী ব্যক্তির উদ্বেগহীনতার, সেইরূপ সাদৃশ্য। আর সে কিছু পরিহার করিতে চাহে না। সকল বজ্র একত্রিত হইয়া তাহার মস্তকে পড়িলে বা সকল সমুদ্র একত্রিত হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেলেও তাহার আপত্তি নাই। তাহার তাহাতে কি হইবে? সে আর কোন কর্ম্মের যোগ্য নহে।

অন্ততঃ ইহাই তাহার বিশ্বাস। যে দুঃখ ভোগ হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ অদৃষ্টে থাকিতে পারে না, সকল দুঃখের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি, মনে করা ভ্রম মাত্র।

হায়! এই অদৃষ্টের বিপর্য্যয় কি? কোথায় তাহার সমাপ্তি? কেন উহা এইরূপ? যিনি ইহা জানেন, তিনি সকল রহস্যই অবগত আছেন।

তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার নাম পরমেশ্বর।

(১২) বামাটাবইস নিষ্কর্ম্মা—

অন্যান্য ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় "ম" নগরেও এক শ্রেণীর যুবক বাস করিত। তাহাদিগের অনুরূপ যুবকেরা, প্যারিসে যেরূপভাবে বৎসরে দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক গ্রাস করে, উহারা তাহাদিগের দেড় হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করিতে সেইরূপভাব প্রদর্শন করে। মনুষ্যজাতির মধ্যে উহাদিগের না পুরুষোচিত গুণ আছে, না স্ত্রীজাতি-সুলভ কমনীয়তা আছে। উহাদিগের কোনও শক্তি নাই। উহারা পরের উপর নির্ভর করে। উহাদিগের আত্মনির্ভর নাই। উহাদিগের সামান্য

ভূ-সম্পত্তি আছে, কিছু বুদ্ধি আছে। তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বোধও বটে। ভদ্র সমাজের উপযোগী শিষ্টাচার তাহাদিগের জানা নাই। মদের দোকানে গিয়া তাহারা আপনাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে—"আমার জমী, আমার প্রজা, আমার বাগান।" তাহারা রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীগণকে টিট্‌কারী দেয়—আপনাদিগের কলাজ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য; সৈনিক কর্ম্মচারিগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়,—আপনাদিগের সাহস আছে ইহা বুঝাইবার জন্য। তাহারা শিকারে বাহির হয়, ধূমপান করে, হাই তোলে, মদ পান করে। তাহাদিগের মুখে তামাকের গন্ধ পাওয়া যায়। তাহারা বিলিয়ার্ড খেলে; পর্য্যটক ডাকগাড়ী হইতে নামিলে, তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহারা হোটেলে বাস করে, সরাইয়ে ভোজন করে। তাহাদিগের কুকুর টেবিলের নিম্নে হাড় চিবাইতে থাকে এবং তাহাদিগের উপপত্নী তাহাদিগের সহিত বসিয়া টেবিলে ভোজন করে। তাহারা একটি পয়সার জন্য আপত্তি করে, প্রচলিত প্রথাকে অতি উচ্চ স্থান দেয়, বিয়োগান্ত কাব্যের আদর করে। স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করে। যতক্ষণ না ছিঁড়িয়া যায় ততক্ষণ পুরাতন জুতা পরিয়া চালায়, নির্ব্বোধ থাকিয়াই বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়, কোনও কাজ করে না, কোনও উপকারে আসে না ও বিশেষ কোনও অপকারও করে না।

থলোমি যদি চিরকাল তাহার দেশেই বাস করিত ও কখনও প্যারিস না যাইত, তাহা হইলে সে এই শ্রেণীর একজন হইত।

তাহারা ধনী হইলে তাহাদিগকে বিলাসী বাবু বলিত। তাহারা দরিদ্র হইলে, তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য লোক বলা হইত। তাহারা নিষ্কর্ম্মা মানুষ। এই সকল নিষ্কর্ম্মার মধ্যে অনেকের আচরণ বিরক্তিকর। তাহাদিগের কেহ কল্পনায় তৎপর, কেহ দুষ্ট। সেই সময়, ফুলবাবু জাতীয় লোকগণ যে জামা ব্যবহার করিত, তাহার কলার উচ্চ। তাহাদিগের সঙ্গে ঘড়ি থাকিত ও তাহার সহিত সামান্য কিছু অলঙ্কার থাকিত। বিভিন্ন বর্ণের তিনটি জামা তাহারা একটির উপর আর একটি এইরূপ করিয়া পরিত। তাহার মধ্যে লোহিত ও নীলবর্ণের জামা ভিতরে থাকিত। তাহাদিগের সবুজ বর্ণের কোটে দুইসারি রূপার বোতাম লাগান থাকিত। বোতামগুলি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঘন ঘন বসান থাকিত। তাহাদিগের পাজামাও সবুজ বর্ণের, তবে কোটের বর্ণের ন্যায় গাঢ় নহে। তাহার জুতার গোড়ালি উঁচু। তাহার টুপি উচ্চ ও প্রান্তভাগ

অপ্রশস্ত। কেশ গোছা করিয়া সাজান। তাহার হাতে প্রকাণ্ড ছড়ি। সে কথোপকথন সময়ে দ্ব্যর্থ বাক্য ব্যবহার করে। তাহার জুতায় কাঁটা দেওয়া থাকিত এবং মুখ গুম্ফশোভিত হইত। সেই সময়ে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকগণ সকলেই গোঁফ রাখিত এবং পর্য্যটকগণের জুতায় কাঁটা দেওয়া থাকিত।

পল্লীগ্রামের ফুলবাবুগণের জুতার কাঁটা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইত এবং তাহাদিগের গোঁফও প্রকাণ্ড ছিল।

ঐ সময় দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের দেশগুলির সহিত স্পেনের রাজার সংগ্রাম চলিতেছিল। রাজপক্ষীয়গণের টুপির প্রান্ত অপ্রশস্ত থাকিত। অপর পক্ষের লোকগণের টুপির প্রান্ত প্রশস্ত হইত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সময়ের আট দশ মাস পরে, ১৮২৩ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে, একদিন বৈকালে বরফ পড়িতেছিল। ঐ সময় একটি স্ত্রীলোক যে হোটেলে সৈনিক কর্ম্মচারিগণ থাকিত, তাহার সম্মুখে শিকারান্বেষণকারী শ্বাপদের মত বিচরণ করিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদ নৃত্যকালীন পরিচ্ছদের ন্যায়; তাহার স্কন্ধদেশ অনাবৃত। তাহার চুলে ফুল দেওয়া ছিল। একটি ফুলবাবু তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিল। ঐ ফুলবাবুটি একটি নিষ্কর্ম্মা লোক। তাহার টুপির প্রান্তভাগ রাজপক্ষীয়গণের টুপির ন্যায় অপ্রশস্ত। একটি প্রকাণ্ড কোট তাহার শীত নিবারণ করিতেছিল। ফুলবাবুগণ শীতকালে ঐরূপ দীর্ঘ কোট পরিধান দ্বারা তাহাদিগের সজ্জা সম্পূর্ণ করিত। ঐ ফুলবাবুটি ধূমপান করিতেছিল, কারণ ফুলবাবুগণের মধ্যে ধূমপান বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। যখনই ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তখনই ঐ ফুলবাবুটি স্ত্রীলোকটির দিকে মুখ হইতে চুরুটের ধূম প্রেরণ করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কিছু না কিছু বলিতেছিল। সে মনে করিতেছিল সে খুব রসিকতা করিতেছে। সে বলিতেছিল—"তুমি দেখিতে কি কুৎসিৎ। আমার সম্মুখ হইতে দূর হইবে? তোমার দাঁত নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকটি বিষাদপূর্ণ সজ্জাকৃত ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় বরফের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। সে প্রত্যুত্তরে কোনও কথা কহে নাই; ঐ লোকটির দিকে চাহেও নাই। সে নীরবে ঐস্থানে বেড়াইতে লাগিল। সে সমভাবে বেড়াইতেছিল বলিয়া, প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার ঐ লোকটির সম্মুখীন হইতেছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিকের পৃষ্ঠে যেরূপ সমান সময় পরে পরে, বেত্রাঘাত

হয়, সেইরূপ ঐ স্ত্রীলোকটির উপরও ঐ মানুষটির তীব্র কটূক্তি বর্ষণ হইতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহার কটূক্তির কোনও প্রত্যুত্তর করিতেছে না দেখিয়া, লোকটি ক্ষুব্ধ হইল। তখন সে, ঐ স্ত্রীলোকটি পিছু ফিরিলে, চুপে চুপে, ব্যাঘ্রের ন্যায়, তাহার নিকটবর্ত্তী হইল; মুখে হাসি চাপিয়া এক মুঠা বরফ কুড়াইয়া লইল এবং সহসা তাহার অনাবৃত স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠপ্রদেশে উহা গুঁজিয়া দিল। স্ত্রীলোকটি গর্জ্জিয়া উঠিল এবং সহসা ফিরিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া ঐ মানুষটির উপর পড়িল। সে ঐ লোকটির মুখে নখ বসাইয়া দিল এবং অতি ভীষণ ভাষায় গালাগালি দিল। মদ্যপান জন্য ঐ স্ত্রীলোকটির ভাষা কর্কশ হইয়াছিল। তাহার মুখে সম্মুখের দুইটি দন্ত ছিল না। সে মুখে, সেই কর্কশ স্বরে, সেই বীভৎস গালাগালি অতি ভীষণ শুনাইয়াছিল। ঐ স্ত্রীলোক ফ্যান্‌টাইন্।

গোলমাল শুনিয়া, দলে দলে সৈনিক কর্ম্মচারিগণ হোটেল হইতে বাহির হইল; যাহারা চলিয়া যাইতেছিল, তাহারা দাঁড়াইল। এইরূপে বহুলোক জড় হইয়া আমোদ করিতে লাগিল। কেহ টিট্‌কারী দিতে লাগিল; কেহ বাহবা দিতে লাগিল। এদিকে ঐ লোকটি ও ফ্যান্‌টাইন্ দুইজনে এমন হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল যে পুরুষ ও স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন হইল। মানুষটি স্ত্রীলোকের হাত হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহার টুপি পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকটি পদাঘাত করিতেছিল, ঘুসি মারিতেছিল। তাহার মাথায় টুপি ছিল না। সে চীৎকার করিতেছিল। তাহার মাথায় চুল ছিল না এবং মুখে দাঁত ছিল না; ক্রোধে সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সহসা এক দীর্ঘকায় পুরুষ সেই জনতা মধ্য হইতে ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির হইয়া আসিল এবং ফ্যান্‌টাইনের সাটিনের কাদামাখা জামা ধরিয়া তাহাকে বলিল—"আমার সহিত আয়।"

ফ্যান্‌টাইন্ মাথা তুলিল এবং তাহার সরোষ-চীৎকার মুখে মিলাইয়া গেল। তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল—জেভার্ট তাহাকে ধরিয়াছে।

এই অবসরে সেই ফুলবাবুটি পলায়ন করিল।

(১৩) সহরের পুলিশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান—

জেভার্ট দর্শকগণকে সরাইয়া দিল এবং জনতার মধ্য দিয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে স্ত্রীলোকটিকে টানিয়া লইয়া, ময়দানের অপর পার্শ্বে, থানার দিকে চলিল। ফ্যান্‌টাইন্‌ যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তী হইল। কেহই কোনও কথা কহিল না। দর্শকসমূহ অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহারা মহানন্দে বিদ্রুপ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটির দারুণ দুর্দ্দশায় তাহারা বিদ্রূপের অবসর পাইল।

থানার গৃহ একটি অনুচ্চ কক্ষ। উহা অগ্নি জ্বালাইয়া উষ্ণ রাখা হইত। রাস্তার ধারের দ্বারে গরাদ ও সার্সি দেওয়া ছিল। একদল কনষ্টেবল সেখানে থাকিত। জেভার্ট দ্বার খুলিয়া ফ্যান্‌টাইন্‌কে লইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। যে সকল লোক কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সেখানে আসিয়াছিল, তাহারা নিরাশ হইল। তাহারা থানার দ্বারের পুরু কাঁচের সম্মুখে পদাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কৌতূহল বহুভোজনেচ্ছার সদৃশ; দেখা গ্রাস করার তুল্য।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফ্যান্‌টাইন্‌ এক কোণে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। কুকুর ভয় পাইলে যেরূপ থাকে, সে সেইরূপ ভাবে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

জমাদার টেবিলে একটি আলোক দিল। জেভার্ট বসিল ও পকেট হইতে একখানি ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ বাহির করিয়া, তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করিল।

ফ্রান্সের আইন অনুসারে, ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উপর, পুলিশের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করে, যেরূপ ভাল বিবেচনা করে, সেইরূপ শাস্তি দেয় ও ইচ্ছা মত তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করে ও যাহাকে তাহারা তাহাদিগের ব্যবসা বলে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। উপরিউক্ত ঘটনায়, জেভার্টের হৃদয়ে কোনওরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত করে নাই। তাহার সহজভাবের কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য তাহার আকৃতি হইতে প্রকাশ না পাইলেও সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সে তখন যে ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতেছিল, তাহা নিয়মিত করিতে, আর কেহ ছিল না। সর্ব্বদা ন্যায়ান্যায়-নির্দ্দেশতৎপর অন্তরাত্মার নিকট মাত্র সে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী। বর্ত্তমান

ক্ষেত্রে তাহার কার্য্য তাহারই অনুমোদন সাপেক্ষ। সে জানিত, সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর আসন, তখন বিচারপতির আসন হইয়াছে। সে বিচার কার্য্য করিতেছে। তাহার বিচারে, ফ্যান্‌টাইন্‌ দোষী সাব্যস্ত হইল। সে যে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তৎসম্পাদন জন্য সে সমুদয় অবস্থা মনের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঐ স্ত্রীলোকের কার্য্যটি সে যতই আলোচনা করিল, ততই তাহার বিরক্তি অধিক হইতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোকটি যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে দেখিল, ঐ স্ত্রীলোকটি ঐ ভদ্র লোকটিকে অপমান করিয়াছে ও আক্রমণ করিয়াছে। ঐ ভদ্র লোকটির ভূসম্পত্তি আছে ও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে অধিকারী। অন্য পক্ষে স্ত্রীলোকটি সমাজ হইতে বহিষ্কৃতা। একজন বেশ্যা একজন ভদ্রলোককে আক্রমণ করিয়াছে। জেভার্ট স্বয়ং তাহা দেখিয়াছে। সে নীরবে লিখিয়া গেল।

লেখা শেষ হইলে, সে কাগজে স্বাক্ষর করিল। উহা ভাঁজ করিল এবং ঐ কাগজটি জমাদারের হাতে দিয়া বলিল—"তিনজন লোক লও ও উহাকে কারাগারে রাখিয়া আইস।"

পরে ফ্যান্‌টাইনের দিকে ফিরিয়া বলিল—"তোমার ছয় মাস কারাদণ্ড হইল।" হতভাগিনী কাঁপিতে লাগিল।

সে বলিয়া উঠিল—"ছয় মাস! ছয় মাস কারাদণ্ড! ছয় মাস কাল, দৈনিক চারি আনারও কম আমি উপার্জ্জন করিব? কিন্তু কসেটের কি হইবে? আমার কন্যা! থেনাডিয়ারগণ যে এখনও আমার নিকট একশত ফ্রাঙ্ক পাইবে। ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়! জানেন?"

সেই আর্দ্র গৃহতলে, সেই সকল কনষ্টেবলের কাদামাখা জুতার মধ্য দিয়া, সে না দাঁড়াইয়া, জানুর উপর ভর দিয়া, হাত জোড় করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। বলিল—"জেভার্ট মহাশয়! আমি আপনার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছি। আমি আপনাকে যথার্থ বলিতেছি, আমার দোষ ছিল না। সেই ভদ্র লোকটির নাম আমি জানি না। তিনি আমার পৃষ্ঠে বরফ গুজিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যখন কোনওরূপ গোলমাল না করিয়া, কাহারও অনিষ্ট না করিয়া, রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছি, তখন আমাদিগের পৃষ্ঠে বরফ দিবার কাহারও অধিকার আছে? আপনি দেখিতেছেন, আমার শরীর পীড়িত। তাহা ছাড়া সেই লোকটি অনেকক্ষণ হইতে আমার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিল।

ছিলেন ; বলিতেছিলেন—"তুই কুৎসিৎ, তোর দাঁত নাই।" আমি বেশ জানি, আমার দাঁত নাই। আমি কিছু করিনাই ; আমি মনে করিলাম, ভদ্রলোকটি আমোদ করিতেছেন। আমি ভাল মানুষের মতই রহিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই। এই সময় তিনি আমার পৃষ্ঠদেশে বরফ ঢুকাইয়া দিলেন। মহাশয়! ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়! আপনি সদাশয় ব্যক্তি—এখানে কি কেহ নাই যে ইহা দেখিয়াছে, যে বলিতে পারে যে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য? হইতে পারে, আমার রাগ করা অন্যায় হইয়াছিল। আপনি ত জানেন, যে প্রথমে কেহ রাগ সামলাইতে পারে না। রাগে মানুষ উত্তেজিত হইয়া উঠে। আমি যখন প্রস্তুত নহি, সেই সময় হঠাৎ যদি পৃষ্ঠদেশে বরফ ঢুকাইয়া দেয়, তাহা কিরূপ হয়? সেই ভদ্রলোকটির টুপি নষ্ট করিয়া ভাল করি নাই। তিনি চলিয়া গেলেন কেন? আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতাম। হায় ভগবন্‌! আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি আর না করি, সমান কথা। এই একবারের মত আমাকে দয়া করুন ; দাঁড়ান, আপনি হয়ত জানেন না, যে কারাগারে দৈনিক উপার্জ্জন চারি আনারও কম। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের কোনও দোষ নাই, তবে বন্দিগণের উপার্জ্জন ঐরূপ। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আমাকে একশত ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে; নতুবা আমার কন্যাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। হায় ভগবন্‌! আমি যে দুষ্কার্য্য করি, তাহাতে তাহাকে আমার নিকট রাখিতে পারি না। হায়! আমার কসেট! আমার দেবীসদৃশ কন্যা! সেই অভাগিনীর কি হইবে? আমি আপনাকে বলিতেছি—থেনার্ডিয়ারগণ হোটেল চালায়। তাহারা সামান্য লোক—তাহারা কিছু বুঝে না। তাহারা টাকা চাহে। আমাকে কারাগারে পাঠাইবেন না। আপনি দেখিতেছেন,—তাহা হইলে একটি শিশুকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিবে। এই দারুণ শীতমধ্যে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে, তাহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহা হয়। জেভার্ট মহাশয়, আপনাকে এইরূপ শিশুর প্রতি দয়া দেখাইতে হইবে। সে বড় হইলে আপন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত ; কিন্তু এ বয়সে সে তাহা পারিবে না। আমি ভিতরে খারাপ নহি! আমি উদরপরায়ণ বলিয়া বা অকর্ম্মণ্য বলিয়া এ দশায় উপনীত হই নাই। আমি দুঃখ বশতঃই মদ্যপান করিয়াছি। আমি ইহা ভালবাসি না, কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি থাকে না। যখন আমার সুসময় ছিল, তখন আমার কক্ষ দেখিলেই বুঝা যাইত যে আমি

অসচ্চরিত্রা বা অপরিষ্কার ছিলাম না। আমার অনেক কাপড় ছিল। জেভার্ট মহাশয়, আমার প্রতি দয়া করুন।"

দুঃখে তাহার হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। বাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল। নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহার স্কন্ধদেশ অনাবৃত ছিল। সে তাহার হস্ত নিপীড়ন করিতেছিল ও কাশিতেছিল। কাতর কণ্ঠে, কোমল স্বরে, অপরিস্ফুটভাবে, সে ঐ সকল বলিতেছিল। মহৎ দুঃখের এরূপ ঐশী শক্তি আছে, উহার জ্যোতিঃ এত তীব্র, যে উহা অসুখীর আকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। সেই মুহূর্ত্তে, ফ্যান্‌টাইন্‌কে আবার সুন্দরী দেখাইতেছিল। সে মাঝে মাঝে থামিতেছিল এবং কোমলভাবে জেভার্টের জামার প্রান্তভাগ চুম্বন করিতেছিল। প্রস্তরের অন্তঃকরণ তাহার কাতরোক্তিতে কোমল হইত, কিন্তু জেভার্টের কাষ্ঠসদৃশ হৃদয় দ্রব হইল না।

জেভার্ট বলিল—"থাম, আমি তোমার সমস্ত শুনিলাম। তোমার বলা শেষ হইয়াছে? তোমার ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। এখন যাও। স্বয়ং ভগবান্‌ও তোমার কোন উপকার করিতে পারেন না।"

যখন ভগবানের পবিত্র নাম লইয়া জেভার্ট একথা বলিল তখন ফ্যান্‌টাইন্ বুঝিল, তাহার কোনও আশা নাই। সে বসিয়া পড়িল—অস্ফুটস্বরে বলিল—"দয়া করুন।"

জেভার্ট তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিল।

সৈন্যগণ হাত ধরিল।

কিছু পূর্ব্বে একজন লোক ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। তিনি দ্বার বন্ধ করিলেন এবং কপাটে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া হতাশ ফ্যান্‌টাইনের কাতরোক্তি শুনিতেছিলেন।

সৈন্যগণ সেই হতভাগিনীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু সে উঠিতেছিল না। সেই সময় ঐ ব্যক্তি ছায়াজনিত অন্ধকার হইতে বাহির হইলেন—বলিলেন—

"তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

জেভার্ট মস্তক উত্তোলন করিল—দেখিল ম্যাডিলিন্ আসিয়াছেন। সে সসম্মানে আপন টুপি খুলিল এবং যথারীতি অভিবাদন করিল। তাহার ভাবে বোধ হইল, যে সে কতকটা অপ্রস্তুত হইয়াছে ও কতকটা বিরক্ত হইয়াছে।

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয় ! আমাকে ক্ষমা করিবেন !"

'নগরাধ্যক্ষ মহাশয়' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে ফ্যান্‌টাইনের উপর উহার অদ্ভুত ক্রিয়া হইল। সে এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন ভূগর্ভ হইতে ভূত আবির্ভূত হইল। সৈনিকগণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে ম্যাডিলিনের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল ; কেহ তাহাকে ধরিবার অবসর পাইল না। সে ম্যাডিলিনের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—

"তবে তুমিই নগরাধ্যক্ষ !"

এবং অট্টহাস্য করিয়া, সে তাহার মুখের উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিল।

ম্যাডিলিন্‌ তাঁহার মুখ মুছিয়া ফেলিলেন—বলিলেন—

"ইন্‌স্পেক্টর জেভার্ট, এই স্ত্রীলোকটিকে মুক্ত করিয়া দাও।"

জেভার্টের মনে হইল যে, তাহার জ্ঞান লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মন এরূপ তীব্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে আর কখনও তাহার সেরূপ অনুভূতি হয় নাই। তাহার মন তখন পুনঃ পুনঃ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। একজন বেশ্যা নগরাধ্যক্ষের মুখে থুৎকার নিক্ষেপ করিবে, ইহা এরূপ অস্বাভাবিক, এরূপ দোষাবহ, যে ইহা সম্ভব, একথা স্বপ্নে কল্পনাও তাহার বিবেচনায় প্রত্যবায়জনক। এদিকে তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে এই বেশ্যার সহিত, এই নগরাধ্যক্ষ যাহা হওয়া সম্ভব, তাহার সহিত তুলনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। তখন এই অসাধারণ আক্রমণ সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে কি ধারণা অস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছিল তাহা বলিতে পারি না। আবার যখন সে দেখিল, সেই নগরাধ্যক্ষ, সেই বিচারক, প্রশান্তভাবে তাঁহার মুখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "এই স্ত্রীলোকটিকে মুক্ত করিয়া দাও" তখন তাহার এরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, সে মদিরামত্তের ন্যায় হইল। না তাহার চিন্তাশক্তি রহিল, না তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। এক্ষেত্রের ঘটনা তাহার আশ্চর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

এদিকে এ কথায় ফ্যান্‌টাইনের উপর যে ক্রিয়া হইল, তাহাও কম বিস্ময়কর নহে। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে তাহার অনাবৃত হস্ত উত্তোলন করিয়া অগ্ন্যাধারের বায়ুযন্ত্র ধরিয়া রহিল, চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল এবং স্বগতের ন্যায় মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল—

"আমি মুক্ত হইব! আমাকে যাইতে দিবে! আমাকে ছয় মাস কারাগারে থাকিতে হইবে না! এ কথা কে বলিল? কেহ যে এ কথা বলিল তাহা সম্ভব নহে। আমি, বোধ হয়, ঠিক শুনি নাই। মানুষনামের অযোগ্য ঐ নগরাধ্যক্ষের কখন একথা বলা সম্ভব নহে! জেভার্ট মহাশয়! আপনি কি বলিলেন যে আমাকে মুক্তি দেওয়া হইবে? দেখুন, আমি একটি কথা বলিতেছি, তাহা হইলে, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। ঐ দুষ্ট নগরাধ্যক্ষ, ঐ বৃদ্ধ দুরাত্মাই আমার সকল দুরবস্থার মূল। জেভার্ট মহাশয়! আপনি ভাবিয়া দেখুন, সে আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। একদল দুষ্টা স্ত্রীলোক, কারখানায় বসিয়া আমার কুৎসা করিয়াছে বলিয়া, আমায় কর্ম্মচ্যুত করিল। ইহা যদি দারুণ অত্যাচার নহে, তবে আর দারুণ অত্যাচার কি হইতে পারে? দরিদ্রা স্ত্রীলোক, আপন কার্য্য ঠিক মত করিয়া যাইতেছে, তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা কিরূপ ভয়ানক কার্য্য। তাহার পর, আর আমি আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না; তাহার ফলে, আমার এই দুরবস্থা ঘটিল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণের একদিকে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। তাহাদিগের দেখা উচিত, যে কারাগারের ঠিকাদারেরা, দরিদ্রগণের উপর, অত্যাচার করিতে না পারে। আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি জামা সেলাই করিয়া, দিন ছয় আনা উপার্জ্জন করিতেছিলাম; কিন্তু তাহারা দাম কমাইয়া সাড়ে চারি আনা করিল। ইহাতে জীবিকা হয় না। তখন আমার যাহা সম্ভব, তাহা আমাকে করিতে হইল। ইহা ছাড়া আমার একটি শিশুকন্যা রহিয়াছে। অগত্যা আমাকে অসৎপথ অবলম্বন করিতে হইল। এখন আপনি বুঝিবেন, এই দুর্ব্বৃত্ত নগরাধ্যক্ষ, কিরূপে আমার দুরবস্থার কারণ হইয়াছে। তাহার পর, আমি সেই ভদ্রলোকের টুপিটি নষ্ট করিয়াছি; কিন্তু তিনিও বরফ দিয়া আমার সমস্ত পোষাকটি নষ্ট করিয়াছেন। আমাদিগের মত স্ত্রীলোকের সন্ধ্যাকালে পরিবার, একটিমাত্র রেশমের পোষাক থাকে। আপনি দেখিতেছেন, আমি সহসা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি—জেভার্ট মহাশয়, আমি যথার্থ বলিতেছি। আমি সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, যে সকল স্ত্রীলোক আমার অপেক্ষা অনেক বেশী দুষ্ট, তাহারা আমার অপেক্ষা সুখে আছে। জেভার্ট মহাশয়, আপনিই বলিলেন যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—নহে কি? আপনি জানিয়া দেখুন। আপনি আমার বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করুন, এখনও আমি ভাড়া দিয়া যাইতেছি—

তাহারা বলিবে, আমি কাহাকেও প্রতারণা করি না। হা ভগবন্! আমাকে মাপ করিবেন, আমি অগ্ন্যাধারের বায়ুনলে হাত দিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে ধোঁয়া হইতেছে।

ম্যাড্‌লিন্, গভীর মনোযোগের সহিত, তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। সে যখন কথা কহিতেছিল, ঐ সময় ম্যাড্‌লিন্ জামার পকেট হইতে, তাঁহার মনিব্যাগ বাহির করিলেন। উহা খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে কিছুই নাই। উহা পুনরায় পকেটে রাখিলেন। ফ্যান্টাইনকে বলিলেন, "তোমার কত টাকা ধার আছে?"

ফ্যান্টাইন্ জেভার্টের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। সে ম্যাড্‌লিনের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আমি কি তোমাকে বলিতেছিলাম?"

তাহার পর সৈনিকগণকে বলিল "আমি কেমন তাহার মুখে থুতু দিয়াছি—তোমরা দেখিয়াছ কি? তুই হতভাগা নগরাধ্যক্ষ—তুই আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস্—কিন্তু আমি তোকে ভয় করি না। আমি জেভার্ট মহাশয়কে ভয় করি। আমি কেবল সদাশয় জেভার্ট মহাশয়কেই ভয় করি।"

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় জেভার্টের দিকে ফিরিল—

"তথাচ ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়! অবশ্য ন্যায়পর হওয়াও প্রয়োজন। আমি জানি, আপনি ন্যায়পর। যথার্থই ঘটনা অতি সহজ। একজন লোক, আমোদ করিবার জন্য, একজন স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠদেশে বরফ গুঁজিয়া দিল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সকলেরই কিছু না কিছু লইয়া আমোদ করা চাই। আর আমরা—আমরা অবশ্য তাহাদিগের আমোদের জন্যই রহিয়াছি। তাহার পর আপনি আসিলেন। আপনাকে অবশ্য শান্তিরক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরই দোষ; এবং তাহাকে আপনি থানায় আনিলেন; কিন্তু আপনি সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া, বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ছয়মাস কারাগারে থাকিলে, আমি আর আমার শিশুকন্যাটির ভরণপোষণ করিতে পারিব না। সেই শিশুর জন্যই আপনি বলিতেছেন—"মাগী, ফের এরূপ করিস না।" জেভার্ট মহাশয়! আমি আর কখনও এরূপ করিব না। তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা, তাহারা তাহাই করুক। আমি কিছু বলিব না। আপনি দেখিতেছেন—আজ আমি চীৎকার করিয়াছিলাম, কারণ আমাকে বড় লাগিয়াছিল। ঐ ভদ্রলোকটি যে বরফ

দিবেন, তাহা আমি আদৌ মনে করি নাই। তাহা ছাড়া, আমি আপনাকে বলিয়াছি, আমি অসুস্থ। আমি কাশিতেছি। আমার বোধ হয়, আমার পেটের ভিতর একটি জ্বলন্ত গোলা রহিয়াছে। ডাক্তার বলেন—"সাবধান থাকিও।" এইখানে, আপনি দেখুন না! আপনি হাত দিন—ভয় নাই—এইখানে।

সে এখন আর কাঁদিতেছিল না। সে সোহাগের স্বরে কথা কহিতেছিল। জেভার্টের করুণ হস্ত সে আপন কমনীয় শ্বেতবর্ণ গলদেশে দিল এবং স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা সে ক্ষিপ্রতার সহিত, আপন বিপর্য্যস্ত পরিচ্ছদ সামলাইয়া লইল। সে যখন জানুর উপর ভর দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় তাহার পরিচ্ছদের প্রান্ত গুড়াইয়া প্রায় জানুর নিকট উঠিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহা নামাইয়া দিল এবং দ্বারের দিকে চলিল। সদ্ভাবব্যঞ্জক শিরঃকম্পনপুরঃসর, অনুচ্চস্বরে, সে সৈন্যদিগকে বলিল—"ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, আমাকে মুক্তি দিয়াছেন—আমি যাইতেছি।"

সে দ্বার মুক্ত করিবার জন্য দ্বারে হাত দিল: আর একপদ অগ্রসর হইলেই সে রাস্তায় বাহির হয়।

তখন পর্য্যন্ত, জেভার্ট, সরলভাবে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। ভূমির দিকে, তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। যেন কোনও প্রস্তরমূর্ত্তি, স্থানচ্যুত হইয়া ঐ স্থানে রহিয়াছে—পরে উহা সরাইয়া রাখা হইবে।

কপাট খুলিবার শব্দে, তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে মস্তক উত্তোলন করিল, তাহার আকৃতিতে তাহার প্রভুত্বের বিকাশ হইল। ক্ষমতা, যত নিম্নশ্রেণীর লোকমধ্যে অবস্থিতি করে, আকৃতিতে তাহার বিকাশ, সেই পরিমাণে ভীতির উদ্রেক করে। বন্যজন্তুতে তাহা নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি গ্রহণ করে, হীন মনুষ্যে তাহা দুর্ব্বৃত্ততা দ্যোতন করে।

সে বলিল—"জমাদার, দেখিতেছ না, যে মাগী চলিয়া যাইতেছে? কে উহাকে যাইতে দিতে তোমায় বলিল?"

ম্যাডিলিন্ বলিলেন—"আমি।"

জেভার্টের কথা শুনিয়া, ফ্যান্‌টাইন্ কাঁপিয়া উঠিল। চোর যেমন অপহৃত দ্রব্য ত্যাগ করে, সে সেইরূপ কপাট হইতে হাত সরাইয়া লইল। ম্যাডিলিনের

কথা শুনিয়া সে সেইদিকে ফিরিল। তখন হইতে, সে আর কোন কথা বলিল না। এমন কি, তাহার নিঃসঙ্কোচে নিঃশ্বাস ফেলিতেও সাহস হইল না। সে জেভার্ট কথা কহিবার সময়, ম্যাডিলিনের দিক হইতে জেভার্টের দিকে চক্ষু ফিরাইল। আবার ম্যাডিলিন্ কথা কহিবার সময়, জেভার্টের দিক হইতে ম্যাডিলিনের দিকে চাহিল।

নগরাধ্যক্ষ ফ্যান্টাইনকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিবার পর, জেভার্ট যেভাবে জমাদারকে সম্বোধন করিল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, জেভার্টের বিরক্তি, মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। নগরাধ্যক্ষ যে উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কি সে বিস্মৃত হইয়াছিল? সে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, যে কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও ঐরূপ আদেশ দেওয়া অসম্ভব? নগরাধ্যক্ষ এক কথা বলিতে গিয়া, ভ্রমে, আর এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে নগরাধ্যক্ষের অভিপ্রায়, তাঁহার কথায় যাহা বুঝা যায়, তাহা নহে? কিম্বা গত দুই ঘণ্টা, সে যে অসীম অপরাধের কার্য্য সকল দেখিল, তাহাতে কি সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, যে তাহার মনকে দৃঢ় করিতে হইবে; যে ছোট, তাহাকে বড় হইতে হইবে; যে পুলিশের গুপ্তচর, তাহাকে শাসনকর্ত্তার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, পুলিশ কর্ম্মচারীকে বিচারক হইতে হইবে, এবং এই অসাধারণ দুঃসময়ে, নিয়মের মর্য্যাদারক্ষণ, শান্তিসংস্থাপন, নীতিপালন, শাসন, সমাজরক্ষণ এ সমুদয়ের ভার, জেভার্ট, তাহার উপর?

যাহা হউক, ম্যাডিলিন্ "আমি" এই কথা উচ্চারণ করিলে, জেভার্ট তাঁহার দিকে ফিরিল। তখন সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহার দেহ শীতল হইয়াছিল এবং ওষ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দৃষ্টিতে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইতেছিল। সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায়, তাহার যে কম্প উপস্থিত হইল তাহা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও তাহার সমস্ত শরীর আলোড়িত করিতেছিল। সে অধোমুখে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলিল—

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! তাহা হইতে পারে না।"

ম্যাডিলিন্ বলিলেন "কেন হইতে পারে না?"

"ঐ দুশ্চরিত্রা একজন ভদ্রলোকের অপমান করিয়াছে।"

নগরাধ্যক্ষ কোমলস্বরে ও সহজে নিষ্পত্তি হইয়া যায় এইভাবে বলিলেন—

"জেভার্ট! শুন। তুমি আপন কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে কাজ করিয়া থাক।

সেইজন্য তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। প্রকৃত ঘটনা, আমি তোমাকে বলিতেছি। যখন তুমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া আনিতেছিলে, তখনই আমি সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম। তখনও দলে দলে লোক দাঁড়াইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিলাম। দোষ সেই ভদ্রলোকটির এবং পুলিশ কর্ম্মচারী যদি যথাযথ কার্য্য করে, তবে পুলিশের তাহাকেই ধরা উচিত ছিল।

জেভার্ট প্রত্যুত্তরে বলিল—"এই দুষ্টা এখনই নগরাধ্যক্ষের অপমান করিল।"

ম্যাডিলিন বলিলেন—"সে আমার অপমান করিয়াছে; তাহাতে অপরের কোনও সংস্রব নাই। সে সম্বন্ধে আমার যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! ক্ষমা করিবেন। উহা আপনার ব্যক্তিগত অপমান নহে। ঐ অপমান শাসনকর্ত্তার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।"

"জেভার্ট! নিজের অন্তরাত্মার অনুমোদন, সকল বিধির উপর বলবান। আমি ঐ স্ত্রীলোকের কথা শুনিলাম। আমি কি করিতেছি, তাহা আমি জানি।"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! কি দেখিতেছি তাহা আমি জানি না।"

"তবে আদেশ পালন করিয়াই ক্ষান্ত হও।"

"আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি—আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি নির্দ্দেশ করিতেছে যে এই স্ত্রীলোক ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিবে।"

ম্যাডিলিন কোমলস্বরে বলিলেন—"অবহিতচিত্তে শুন, সে একদিনও কারাগারে থাকিবে না।"

ম্যাডিলিন, ঐ কথায় তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে, জেভার্ট সাহস করিয়া ম্যাডিলিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং গভীর সম্মানসূচক স্বরে বলিল—

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশে আপত্তি করা আমার পক্ষে কষ্টকর। আমার জীবনে আমি প্রথম ইহা করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলে, আমি বলিতে পারি যে, যাহা আমি করিতেছি, তাহা করিবার আমার অধিকার আছে। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে, আমি, ঐ স্ত্রীলোকটি সেই ভদ্রলোকটির প্রতি যে আচরণ করিয়াছে, কেবল তৎসম্বন্ধেই বলিব। আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেই স্ত্রীলোকটি ঐ ভদ্রলোকের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। ময়দানের

এককোণে, প্রস্তর-নির্ম্মিত, বাতায়ন সুশোভিত যে সুন্দর গৃহ রহিয়াছে, উহা ঐ ভদ্রলোকটির। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে অধিকারী। ইহলোকে মনুষ্যের যাহা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার রহিয়াছে। যাহা হউক, পুলিশ, রাস্তায় শান্তিরক্ষার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটিকে ধরিতে পারে। ইহা আমার কার্য্য এবং আমি এই স্ত্রীলোক ফ্যান্‌টাইনকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।"

তখন ম্যাডিলিন তাঁহার হস্তদ্বয় একত্রিত করিলেন এবং যাহা নগরবাসিগণ তাঁহার মুখে কখনও শুনে নাই, সেইরূপ তীব্রস্বরে বলিলেন—

"তুমি যাহা বলিলে, তাহা নগরের সাধারণ পুলিশের কার্য্য। আইনের ৯।১১।১৫।৩৬ ধারা অনুসারে, আমি তাহার বিচারক। আমি আদেশ দিতেছি, এই স্ত্রীলোককে মুক্ত করিয়া দাও।"

জেভার্ট শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল।—

"কিন্তু নগরাধ্যক্ষ মহাশয়—"

"অন্যায়পূর্ব্বক লোককে আটকাইয়া রাখার অপরাধ সম্বন্ধে ১৭৯৯ সালের আইনের কথা তুমি মনে রাখিও।"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! অনুমতি করিলে—"

"আর একটি কথাও না।"

"কিন্তু"

ম্যাডিলিন্‌ বলিলেন—"এই কক্ষ হইতে চলিয়া যাও।"

রুষিয়ার সৈনিক যেরূপ সরলভাবে দাঁড়াইয়া, চক্ষু নত না করিয়া, বক্ষস্থলে আঘাত গ্রহণ করে, জেভার্ট সেইরূপ নগরাধ্যক্ষের আদেশ গ্রহণ করিল। সে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল ও সেই গৃহ ত্যাগ করিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ দ্বার হইতে সরিয়া গেল ও জেভার্ট চলিয়া যাইবার সময়, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ফ্যান্‌টাইনের মনোমধ্যে বিষম গোলমাল চলিতেছিল। সে দেখিল, তাহার জন্য দুইটি শক্তির মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। তাহার স্বাধীনতা, তাহার জীবন, তাহার ইহলোক, তাহার পরলোক, তাহার কন্যা, এই দুই যুধ্যমান ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকের করতলগত। একজন তাহাকে অন্ধকারের ভিতর আকর্ষণ করিতেছে, অন্যজন তাহাকে আলোকের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে, যুধ্যমান এই দুই ব্যক্তি, দুইজন অলৌকিক ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত

হইল। তাহাদিগের একজন, রাক্ষসের ন্যায় কথা কহিতেছিল। অপর ব্যক্তি, তাহার রক্ষণে ব্যাপৃত দেবতার ন্যায়, কথা কহিতেছিল। দেবতা অসুরকে পরাজয় করিলেন। যাহার প্রতি তাহার বিষম বিদ্বেষ ছিল, যাহাকে এতদিন সে আপন সমস্ত দুরবস্থার মূল বলিয়া বিবেচনা করিত, সেই ম্যাডিলিন, সেই নগরাধ্যক্ষ, দেবতার ন্যায় তাহার উদ্ধারসাধন করিলেন। ইহাতেই তাহার আপাদমস্তক থরথর কাঁপিতে লাগিল—ইহা বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। তখনই সে অতি বীভৎসভাবে যাহার অপমান করিয়াছে, তিনিই তাহাকে রক্ষা করিলেন। তবে কি সে ভ্রমে পড়িয়াছিল? তাহার প্রতি, তাহার সমুদয় মনোভাব, কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? সে বুঝিতে পারিতেছিল না। সে কাঁপিতেছিল। যাহা শ্রবণ করিতেছিল, তাহাতে বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়া যাইতেছিল। ভয়বিহ্বল নেত্রে সে চাহিয়া রহিয়াছিল। বিদ্বেষের বিভীষণ মূর্ত্তি, ম্যাডিলিনের প্রত্যেক কথায় বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার পরিবর্ত্তে, আনন্দ, বিশ্বাস, প্রীতির যে মধুর মূর্ত্তি, তাহার হৃদয়ে উদিত হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা অবর্ণনীয়।

জেভার্ট চলিয়া গেলে ম্যাডিলিন্ ফ্যান্টাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যে স্বরে কথা কহিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা বিশেষ বিবেচনার পর বলিতেছেন—

গম্ভীর প্রকৃতিবশতঃ তিনি অশ্রুসংবরণ করিয়াছিলেন কিন্তু সহজভাবে কথা কহাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন—"আমি তোমার কথা শুনিলাম। তুমি যাহা বলিলে, তাহার কিছুই জানিতাম না। আমার বিশ্বাস, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। আমি বুঝিতেছি, তাহা সত্য। তুমি যে আমার কারখানা ছাড়িয়া গিয়াছ, ইহাও আমি জানিতাম না। তুমি আমাকে জানাও নাই কেন? যাহা হউক, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। আমি তোমার কন্যাকে আনাইয়া দিব, অথবা তুমিই তাহার নিকট যাইবে। তুমি এখানে বা প্যারিসে, যথায় ইচ্ছা বাস করিবে। আমি তোমার ও তোমার কন্যার ভার লইলাম। যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তোমাকে আর পরিশ্রম দ্বারা, জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না। তোমায় যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমি দিব। তুমি আবার সৎপথে, সুখে থাকিতে পারিবে। আরও শুন—আমি তোমাকে বলিতেছি,

তুমি যাহা বলিলে, তাহা যদি সত্য হয়, আমি তাহা অবিশ্বাস করি না, তাহা হইলে ভগবানের দৃষ্টিতে তোমাকে পাপস্পর্শ করে নাই। হায়! অভাগিনি!"

এত সুখ ফ্যান্‌টাইনের হৃদয়ে ধরিল না। কসেট্‌কে পাইবে! জীবিকা উপার্জ্জনের এ পাপ-পঙ্কিল পথ ত্যাগ করিতে পারিবে! সে স্বাধীনভাবে সুখে, স্বচ্ছন্দে, সম্মানের সহিত কসেটকে লইয়া বাস করিবে! তাহার এই দুঃখরাশি মধ্যে, সহসা স্বর্গের পারিজাত যথার্থই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে! যে ব্যক্তি তাহাকে ঐ সকল বলিতেছিলেন, সে তাঁহার দিকে নির্ব্বোধের ন্যায় চাহিয়া রহিল। তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দুই তিনবার ওঃ! ওঃ! ওঃ! এই মাত্র উচ্চারিত হইল।

তাহার পর আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। সে ম্যাডিলিনের সম্মুখে জানুর উপর উপবেশন করিল এবং ম্যাডিলিনের হস্ত গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিল। ম্যাডিলিন্‌ তাহাকে নিবারণের অবসর পাইলেন না।

তখন সে অচেতন হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

জেভার্ট

(১) বিশ্রামের প্রারম্ভ—

পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা জন্য, ম্যাডিলিন আপন গৃহে যে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় ফ্যান্‌টাইনকে আনাইলেন এবং তথায় যে সন্ন্যাসিনীগণ পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেন, ফ্যান্‌টাইনকে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে শোয়াইলেন। জ্বরে তাহার গাত্রদাহ হইতে লাগিল। রাত্রিতে কতক্ষণ সে প্রলাপ বকিতে লাগিল ও উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল। অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাক্‌ মধ্যাহ্নে, ফ্যান্‌টাইনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার শয্যাসন্নিধানে কাহারও নিশ্বাস শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। মশারি সরাইলে, সে ম্যাডিলিনকে দেখিতে পাইল। ফ্যানটাইনের মস্তকের উপরিভাগে কাহারও

উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সে দৃষ্টি করুণা, মনস্তাপ ও কাতরভিক্ষায় পূর্ণ। যে দিকে ম্যাডিলিন্‌ চাহিয়াছিলেন, ফ্যান্‌টাইন্‌ সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—ম্যাডিলিনের দৃষ্টি কক্ষপ্রাচীরে সংলগ্ন, ক্রুশস্থিত যিশুখৃষ্টের মূর্ত্তির উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

তখন হইতে ফ্যান্‌টাইনের চক্ষুতে ম্যাডিলিনের আকৃতি ভিন্নরূপ প্রতিভাত হইল। সে দেখিল, ম্যাডিলিনের দেহ জ্যোতির্ম্ময়। ম্যাডিলিন্‌ এই সময়ে ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। ফ্যান্‌টাইন্‌ অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। ম্যাডিলিনের ধ্যানভঙ্গ করিতে তাহার সাহস হইল না। অবশেষে সে মৃদুস্বরে বলিল—আপনি কি করিতেছেন?"

ম্যাডিলিন্‌ সেখানে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তিনি ফ্যান্‌টাইনের জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ফ্যান্‌টাইনের হস্ত ধরিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন—"তুমি কেমন আছ?

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"ভাল আছি। আমার নিদ্রা হইয়াছিল। বোধ হইতেছে, যে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছি। আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই।

ফ্যান্‌টাইন্‌ প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি এখন তাহার উত্তর দিলেন, যেন তিনি এখনই উহা শুনিলেন—"শোক দুঃখ, বিমোচন জন্য, যিনি নিজ প্রাণ বলি দিয়াছেন—যাঁহার মূর্ত্তি ঐ উপরে রহিয়াছে, আমি তাঁহারই আরাধনা করিতেছিলাম।"

আপন মনে বলিলেন—"তোমারই জন্য; তুমি ও পরের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছ।"

ম্যাডিলিন পূর্ব্বরাত্রি, এবং সেই দিন প্রাতঃকাল, ফ্যান্‌টাইন সম্বন্ধে তদন্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখন তিনি সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন। সেই হৃদয়-বিদারক বৃত্তান্তের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন।

"হায়! তুমি তোমার সন্তান জন্য বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছ। সে জন্য অনুযোগ করিও না। স্বর্গবাসিনীগণের ঐশ্বর্য্য, এখন তোমার যৌতুক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য এইরূপেই দেবতায় পরিণত হয়। সাধনার প্রথম অবস্থা যে এইরূপ, ইহাতে মানুষের দোষ নাই। যে নরক হইতে তুমি বাহির হইলে, ইহাই স্বর্গের প্রথম আকৃতি। এই স্থানেই সাধনার প্রারম্ভ প্রয়োজন।" ম্যাডিলিন্‌ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। দুইটি দন্তহীন ফ্যান্‌টাইনের সেই মুখে স্বর্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সেই রাত্রিতেই জেভার্ট একখানি পত্র লিখিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং উহা ডাকঘরে দিয়া আসিলেন। ঐ পত্রের শিরোনামায় প্যারিসের পুলিস বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ছিল। থানার ঘটনা সম্বন্ধে, লোকে কর্ণাকর্ণি করিতেছিল। সুতরাং ডাকঘরের কর্ত্রী ও অপর যাহারা ঐ পত্র রওনা হইবার পূর্ব্বে দেখিল ও জেভার্টের হস্তাক্ষর চিনিল, তাহারা বুঝিল, জেভার্ট কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য উহা লিখিল।

ম্যাডিলিন থেনার্ডিয়ারগণকে শীঘ্রই পত্র লিখিলেন। ফ্যান্‌টাইনের নিকট তাহার ১২০ ফ্রাঙ্ক পাওনা ছিল। তিনি তাহাদিগকে ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইলেন ও লিখিলেন—"ইহা হইতে তোমার প্রাপ্য লও ও বালিকাকে পত্রপাঠ "ম" নগরে লইয়া আইস। তাহার পীড়িতা মাতার নিকট তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন।"

থেনোর্ডিয়ারের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে আপন পত্নীকে বলিল—"আমরা উহাকে যাইতে দিব না। পাখীটা আমাদিগের কামধেনু হইবে। আমি বুঝিয়াছি, কোনও নির্ব্বোধ উহার মার পীরিতে পড়িয়াছে।"

প্রত্যুত্তরে, সে পাঁচশত কয়েক ফ্রাঙ্ক দেনা দেখাইয়া একখানি পত্র ভাল করিয়া লিখিল। এই পত্রে দুইটি খরচে ৩০০ ফ্রাঙ্কের অধিক গিয়াছিল। ইপ্‌নাইন্‌ ও এজেল্‌মা অনেকদিন ধরিয়া পীড়িত ছিল। যে চিকিৎসক তাহাদিগের চিকিৎসা করিয়াছিল, ও যে ঔষধ বিক্রেতার নিকট তাহাদিগের জন্য ঔষধ লওয়া হইয়াছিল, ঐ টাকা যথার্থই তাহাদিগের প্রাপ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কসেটের কোনও অসুখ হয় নাই। নাম সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করিলেই, উহা কসেটের জন্য দেনা বলিয়া দেখাইতে পারা যায়। ঐ পত্রের নিম্নে থেনার্ডিয়ার লিখিল—"এই দেনা মধ্যে ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাইলাম।"

ম্যাডিলিন তৎক্ষণাৎ আরও ৩০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইলেন এবং লিখিলেন—"শীঘ্র কসেটকে আনিবে।"

থেনার্ডিয়ার তাহার পত্নীকে বলিল—"দেখ, আমরা উহাকে ছাড়িব না।"

এদিকে ফ্যান্‌টাইনের অসুখ সারিল না। সে এখনও শুশ্রূষালয়েই রহিল।

শুশ্রূষাকারিণী সন্ন্যাসিনীগণের হস্তে যখন ফ্যান্‌টাইনকে সমর্পণ করা হয়,

তখন তাহারা অনিচ্ছার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। যাঁহারা রিমস্‌নগরে ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত ধর্ম্মশীলা ও অবোধ কুমারীগণের প্রস্তর মূর্ত্তি সকল দেখিয়াছেন—তাঁহাদিগের স্মরণ হইবে, ধর্ম্মশীলাগণ অবোধকুমারীগণের দিকে চাহিয়া, তাঁহাদিগের অধর কিরূপ স্ফীত করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আগত নারীজাতির সম্মানবোধ সম্বন্ধীয় গভীর সংস্কার হইতে ঐ অবজ্ঞাভাব উদ্ভুত হইয়াছে। সন্ন্যাসিনীগণ মধ্যে সে সংস্কার ধর্ম্মশিক্ষায় দ্বিগুণ দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে, ফ্যান্‌টাইন তাহাদিগের সে ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদাই বিনীত ভাবে কথা কহিত ও তাহার মাতৃবাৎসল্য-দর্শনে সন্ন্যাসিনীগণের হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। একদিন জ্বর ভোগ সময়ে ফ্যান্‌টাইন্ বলিতেছিল—"আমি পাপ করিয়াছি। যখন আমার কন্যাকে নিকট পাইব, তখন বুঝিব, ভগবান আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন। যখন আমি পাপ পথে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইত না, যে কসেট আমার নিকট বাস করে। সে যে বিষণ্ণচিত্তে বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিত, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। আমি তাহারই ভরণ-পোষণ জন্য দুষ্কার্য্য করিয়াছি। তাহাতেই ভগবান্ আমার পাপ ক্ষমা করিতেছেন। যখন কসেট আসিবে, তখন সর্ব্বমঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ অনুভব করিব। আমি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিব। সেই নিষ্পাপ শিশুকে দেখিলেও আমার উপকার হইবে। সে কিছুই জানে না। ভগিনীগণ, তোমরা দেখিতেছ সে দেবীসদৃশ। সে বয়সে, তাহার পবিত্রতা, কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

ম্যাডিলিন, প্রত্যহ দুইবার, তাহাকে দেখিতে যাইতেন। প্রতিবারে সে তাহাকে বলিত—"আমি কি কসেটকে শীঘ্র দেখিতে পাইব?"

তিনি বলিতেন—"হয়ত কালই আসিবে। সে, এখনই আসিতে পারে। আমি তাহার আসার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

মাতার বিবর্ণ মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

সে বলিত—"হায় আমি কত সুখী হইব।"

আমরা বলিয়াছি, তাহার অসুখ সারে নাই। বরং যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহার অবস্থা ক্রমশঃ অধিক আশঙ্কাজনক হইতে লাগিল। তাহার স্কন্ধদ্বয় মধ্যস্থিত পৃষ্ঠভাগের অনাবৃত স্থানে সেই এক মুষ্টি বরফ গুঁজিয়া দেওয়ায় সহসা তাহার ঘর্ম্মোদ্গম নিবারিত হইয়াছিল। যে

ব্যাধি অনেকদিন হইতে ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্দাহ করিতেছিল, তাহা ঐ জন্য তীব্রবেগে বাড়িয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ তখন ফুসফুস পরীক্ষা ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় লেইন্নেকের উদ্ভাবিত নবপন্থা অবলম্বন করিতেছিলেন। যিনি ফ্যান্‌টাইনের চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি ফ্যান্‌টাইনের ফুস ফুস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ও তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন।

ম্যাডিলিন চিকিৎসককে বলিলেন—"কি দেখিলেন?"

চিকিৎসক বলিলেন—"ইহার না একটি সন্তান আছে ও তাহাকে সে দেখিতে চাহিতেছে?

"হাঁ।"

"তবে তাহাকে শীঘ্র এখানে আনয়ন করুন।"

ম্যাডিলিন কাঁপিয়া উঠিলেন।

ফ্যান্‌টাইন জিজ্ঞাসা করিল—"চিকিৎসক কি বলিতেছেন?"

ম্যাডিলিন জোর করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—"উনি তোমার কন্যাকে শীঘ্র আনিবার জন্য বলিতেছেন, উহাতে তুমি শীঘ্র সারিয়া উঠিবে।"

ফ্যান্‌টাইন বলিল—"চিকিৎসক ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু থেনোর্ডিয়রগণ আমার কন্যাকে শীঘ্র পাঠাইতেছে না কেন? তবে সে শীঘ্রই আসিতেছে, দেখিতেছি; শীঘ্রই আমার সুখের কাল আসিতেছে।"

এদিকে থেনোর্ডিয়ার কসেটকে পাঠাইল না। না পাঠাইবার, সহস্র অযথা কারণ দেখাইতে লাগিল। শীতকালে কসেট যাইতে পারিবে, তাহার এরূপ অবস্থা নহে। আরও অপরের নিকট কিছু কিছু খুচরা দেনা রহিয়াছে—সে তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতেছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ম্যাডিলিন বলিলেন "আমি কসেটকে আনিতে কাহাকেও পাঠাইব। যদি প্রয়োজন হয়—আমি নিজে যাইব।"

তিনি ফ্যানটাইনের কথামত নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন এবং ফ্যানটাইনকে উহা সহি করাইলেন—

"থেনার্ডিয়ার মহাশয়,

আপনি কসেটকে পত্রবাহকের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আপনার যাহা প্রাপ্য, তাহা সমস্ত এইব্যক্তি দিবেন। আমার সবিনয় নমস্কার জানিবেন।

"ফ্যান্‌টাইন।"

ইতিমধ্যে একটি বিষম ঘটনা ঘটিল। যে প্রস্তর খণ্ড হইতে জীবন গঠন করিতে চাহি, তাহা আমরা যেমন করিয়াই খোদাই করি, তাহাতে অদৃষ্টের কালদাগ পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়া পড়ে।

(২)—জিন কিরূপে চ্যাম্প হয়—

একদিন, প্রাতঃকালে, ম্যাড়িলিন নগরাধ্যক্ষের কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে তখনই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ তাঁহার মণ্টফার্ম্মিল যাওয়া আবশ্যক হইলেও হইতে পারে। এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, পুলিশ ইনস্পেক্টর জেভার্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। জেভার্টের নাম শুনিয়া, ম্যাডিলিনের মন কিছু বিরক্ত না হইয়া পারিল না। থানার সেই ঘটনার পর জেভার্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোনওরূপে কাটাইতেছিল। সেই ঘটনার পর ম্যাডিলিনের আর জেভার্টের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

তিনি বলিলেন "আসিতে দাও।"

জেভার্ট প্রবেশ করিল।

ম্যাডিলিন আগুনের নিকটই বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে কলম ছিল। তিনি একখানি কাগজ উল্টাইতেছিলেন ও তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ঐ কাগজে অপরাধিগণের বিচার লিপিবদ্ধ ছিল ও তিনি উহাতে আপন মন্তব্য লিখিতেছিলেন। জেভার্ট প্রবেশ করিবার পরেও তিনি আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ফ্যানটাইনের কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিতেছিলেন না। ফলে, জেভার্টের প্রতি তাঁহার আচরণে প্রীতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল।

তিনি জেভার্টের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। জেভার্ট প্রবেশ করিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। নগরাধ্যক্ষ তাঁহার দিকে চাহিলেন না। তিনি আপন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে থাকিলেন।

জেভার্ট কক্ষমধ্যে দুই তিনি পা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। সে কোনও কথা কহিল না।

যে সকল পণ্ডিত মানুষের আকৃতি দর্শনে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে

পারেন, তাঁহাদিগের কেহ, যদি শিষ্ট সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত এই অশিষ্টের, এই রোম ও স্পার্টার অধিবাসী, এই সন্ন্যাসী ও সৈনিক, যে গুপ্তচর মিথ্যাচরণ কখনও শিখে নাই ও যে পুলিশ কর্ম্মচারী কখনও দোষ করে নাই, ইহাদিগের অপূর্ব্ব সম্মিলন জেভার্টের আকৃতি দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া থাকিতেন; যদি সে তাহার অন্তরে, বহুদিন ধরিয়া, ম্যাডিলিনের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছে, ফ্যানটাইনকে লইয়া নগরাধ্যক্ষের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, ইহা জানিতেন ও এই সময় জেভার্টের আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে, তিনি আপনা আপনি বলিতেন "ইহার কি হইয়াছে?" যে কেহ এই নির্দ্দোষ, ন্যায়পর, অকপট, কর্ত্তব্যতৎপর, নিয়মানুবর্ত্তী, কঠোরচিত্ত ব্যক্তিকে চিনিত, সে বুঝিতে পারিত, জেভার্টের মন কোনও বিশেষ কারণে এখনই আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। জেভার্টের যাহা মনে হইত, তাহা তাহার আকৃতিতে প্রকাশ পাইত। কোপন স্বভাব ব্যক্তিগণের ন্যায়, অনেক সময়, সহসা তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত। তাহার আকৃতি এখন যেরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দেখাইতেছিল, এরূপ আর কখন হয় নাই। যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে ম্যাডিলিনকে অভিবাদন করিল, তখন তাহার দৃষ্টিতে বিদ্বেষ, ক্রোধ, অবিশ্বাস কিছুই ছিল না। সে নগরাধ্যক্ষের পশ্চাতে কয়েক পা দূরে দাঁড়াইল। তাহার আচরণ শিষ্টতা সঙ্গত না হইলেও, সহৃদয়তা বিষয়ে সে ন্যূন হইলেও, সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল; তাহার আকৃতি কমনীয় না হইলেও সে কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইত না। শিক্ষাকালে সৈনিক যেরূপ সরল হইয়া দাঁড়ায়, সে সেইরূপে দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও কহিল না ও একবারও নড়িল না। তাহার হৃদয়ে অসন্তোষ ছিল না। সে প্রশান্তচিত্তে, বিনীতভাবে, তাহার টুপি হাতে লইয়া ও ভূমির দিকে চাহিয়া, নগরাধ্যক্ষ কখন তাহার দিকে মুখ ফিরাইবেন সেই অবসর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। সৈনিক তাহার উপরিতন কর্ম্মচারীর সম্মুখে এবং অপরাধী বিচারকের সম্মুখে যেভাবে অবস্থান করে, জেভার্টের অবস্থিতি উহার মধ্যবর্ত্তী। লোকে তাহার মনোভাব যেরূপ আরোপ করিবে, সে যে সকল কথা মনে রাখিবে বলিয়া লোকের ধারণা হইবে, তাহা সমস্তই চলিয়া গিয়াছিল। অভেদ্য ও জটিলতাবর্জ্জিত প্রস্তরের ন্যায়, জেভার্টের মুখমণ্ডলে বিষাদপূর্ণ অবসন্নতা ব্যতীত অন্য কোনও ভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল না। তাহার আকৃতিতে, বিনয়, দৃঢ়তা, নৈরাশ্য

প্রকাশ পাইতেছিল। সাহসের সহিত সম্মিলিত সে নৈরাশ্য বর্ণনা করা অসম্ভব।

অবশেষে নগরাধ্যক্ষ কলম রাখিলেন এবং পিছু ফিরিলেন।

"কি! কি হইয়াছে? জেভার্ট তোমার কি প্রয়োজন?"

জেভার্ট ক্ষণকাল নীরব রহিল—যেন কি বলিবে সে তাহা স্থির করিয়া লইল। পরে বিষাদপূর্ণ, গম্ভীর স্বরে অথচ সরলভাবে উত্তর করিল—

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! ঘটনা এই—একটি অপরাধের কার্য্য হইয়াছে।"

"কি সে কার্য্য?"

"একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী বিচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিতান্ত ক্রটী করিয়াছে—আমি কর্ত্তব্যবোধে তাহা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।"

"সে কর্ম্মচারী কে?"

"আমি।"

"তুমি?"

"আমি।"

"কোন্ বিচারকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে? কাহার অনুযোগের কারণ ঘটিয়াছে?"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনার।" ম্যাডিলিন সরল হইয়া আপন আসনে বসিলেন। জেভার্ট দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল, তখন নিম্নদিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল।

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি উপরিতন কর্ম্মচারীকে বলিয়া আমাকে কর্ম্মচ্যুত করুন, আপনাকে এই অনুরোধ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

ম্যাডিলিন বিস্মিত হইয়া কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। জেভার্ট বাধা দিয়া বলিল—"আপনি বলিতে পারেন, আমি কর্ম্মত্যাগ করিলেই পারিতাম; কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট হইবে না। কর্ম্মত্যাগে কোনও অসম্মান নাই। আমি কর্ত্তব্যে ক্রটী করিয়াছি। আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! সেদিন আপনি অন্যায় করিয়া আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্য, ন্যায়ের অনুরোধে, কঠোরতা প্রদর্শন করুন।"

ম্যাডিলিন বলিলেন—"সে যাক্! তুমি কি বাতুলের মত বলিতেছ? তুমি

কি বলিতেছ? তুমি আমার প্রতি কি আচরণ করিয়া অপরাধী হইয়াছ? তুমি আমার কি করিয়াছ? কি বিষয়ে তোমার অপরাধ হইয়াছে? তুমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছ, কর্ম্ম হইতে অবসর করিয়া দিতে বলিতেছ—"

জেভার্ট বলিল—"কর্ম্মচ্যুত করিতে।"

"তাহাই হউক—কর্ম্মচ্যুত করিতে বলিতেছ। বেশ, আমি বুঝিলাম না।"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনাকে বুঝিতে হইবে।"

সে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং বিষণ্ণভাবে, প্রীতিশূন্যহৃদয়ে বলিতে লাগিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই স্ত্রীলোকের ঘটনা লইয়া বিবাদের পর, আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছিলাম।"

"আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছিলে?"

"প্যারিসে পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট।"

জেভার্টের ন্যায়, ম্যাডলিনও সচরাচর হাসিতেন না। তিনি এখন উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"নগরাধ্যক্ষ পুলিসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া?"

"নগরাধ্যক্ষ কয়েদ খালাসী বলিয়া।"

নগরাধ্যক্ষ পাংশুবর্ণ হইয়া গেলেন। জেভার্ট চক্ষু উত্তোলন করে নাই, সে বলিতে লাগিল—"আমার ইহাই মনে হইয়াছিল। বহুদিন হইতে আমার এইরূপ ধারণা ছিল—আকৃতিগত সাদৃশ্য, আপনি ফেভারোলসে যে সকল তদন্ত করিয়াছিলেন, আপনার কোমরের বল, ফচুলেভেন্টের গাড়ীর তলা হইতে উদ্ধার কার্য্য, আপনার বন্দুকে অভ্রান্ত লক্ষ্য, আপনি যে পা একটু টানিয়া চলেন, আর কি কি ঠিক বলা যায় না, তাহা নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে পারে—যাহা হউক, আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি প্রকৃত প্রস্তাবে জিন্‌ভ্যালজিন্‌।"

"কে? কি নাম বলিলে?"

"জিন্‌ভ্যালজিন্‌। সে কারাগারে ছিল। আমি টুলনে প্রহরী সৈন্যের অধ্যক্ষ থাকা কালে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, তাহাকে দেখিতাম। কারামুক্ত হইয়া জিন্‌ভ্যালজিন্‌ এক প্রধান ধর্ম্মযাজকের দ্রব্য অপহরণ করে বলিয়া শুনা

যায়। সে, সাধারণ রাস্তায় একটি বালকের দ্রব্য, বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। আট বৎসর পূর্ব্বে সে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কিরূপে সে অদৃশ্য হইল বলা যায় না। তাহার জন্য অন্বেষণ করা হইয়া থাকিবে। ফলে, আমি ইহা করিয়াছি। ক্রোধ আমাকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আমি পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট আপনার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছি।”

ম্যাডিলিন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পুনরায় কাগজখানি হাতে লইয়াছিলেন। তিনি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্য না দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তুমি কি উত্তর পাইলে?”

“যে আমি পাগল।”

“তারপর?”

“তাহারা ঠিকই বলিয়াছে।”

“তুমি যে ইহা বুঝিয়াছ, তাহা সৌভাগ্যের বিষয়।”

“যখন প্রকৃত জিন্‌ভ্যালজিন্‌ ধরা পড়িয়াছে, তখন ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে।”

ম্যাডিলিনের হস্ত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল। তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া, জেভার্টের দিকে স্থিরভাবে চাহিলেন—বলিলেন—

“আঃ!” যে স্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

জেভার্ট বলিতে লাগিল—

“নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! যেরূপ হইয়াছে বলিতেছি। চ্যাম্পম্যাথিউ নামে একব্যক্তি বাস করিত। সে নিতান্ত হতভাগ্য। কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিত না। কিরূপে তাহার মত লোকে জীবন ধারণ করে, কেহ তাহা জানে না। গত শরৎকালে সে আতা চুরি করিয়াছে বলিয়া ধৃত হয়। সে চুরি করিয়াছে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়াছে। যখন তাহাকে ধরে, তখনও আতাগাছের ডাল তাহার হাতেই ছিল। সেই অকর্ম্মণ্য লোকটিকে ধরিয়া বাঁধা হইল। এ পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, কিন্তু ভগবান্‌ তাহাকে ধরাইয়া দিলেন।

“কারাগারের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, বিচারক তাহাকে অ্যারাসের বড় কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া সুবিধা বোধ করিলেন। অ্যারাসের এই কারাগারে ব্রেভেট নামে একজন দাগী কয়েদী ছিল। কোনও অপরাধ জন্য সে

এই কারাগারে আবদ্ধ ছিল এবং কারাগারে ভালমত থাকায় তাহাকে দ্বারবানের কার্য্য দেওয়া হইয়াছিল। চ্যাম্পম্যাথিউ এই কারাগারে আসিলে, তাহাকে দেখিবামাত্র ব্রেভেট বলিয়া উঠিল—"আঃ! আমি যে ইহাকে চিনি; এও দাগী। আমার দিকে চাহিয়া দেখতো—তুমি 'জিন্‌ভ্যালজিন্?' "জিন্‌ভ্যালজিন্! কে জিন্‌ভ্যালজিন্?" চ্যাম্পম্যাথিউ দেখাইল যে সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। ব্রেভেট বলিল—"তুমি নিরপরাধ বলিয়া ভান করিও না। তুমি জিন্‌ভ্যালজিন্। তুমি টুলনের কারাগারে ছিলে। সে বিশ বৎসর হইবে। আমরা সেখানে একত্রে ছিলাম।" চ্যাম্পম্যাথিউ ইহা অস্বীকার করিল। বুঝিলেন, তখন তদন্ত আরম্ভ হইল। এই তদন্তে আমার পক্ষে ভালই হইয়াছে। অনুসন্ধানে তাহারা বাহির করিল--এই চ্যাম্পম্যাথিউ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গাছীর কাজ করিত। সে অনেক যায়গায় কাজ করিয়াছে। কিন্তু সে ফেভারোল্‌সে অনেক দিন কাজ করিয়াছে। তাহার পর আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহার অনেক দিন পরে, তাহাকে অভার্গনিতে ও পরে প্যারিসে দেখা যায়। প্যারিসে সে গাড়ীর চাকা করিত। শুনা যায়, তাহার একটি মেয়ে ছিল। সে ধোপার কাজ করিত। কিন্তু ইহার এখনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখন, চুরি অপরাধে টুলন কারাগারে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে জিন্‌ভ্যালজিন্ কি করিত? সেও গাছী ছিল। কোথায়? ফেভারোল্‌সে। আর একটি প্রমাণ। এই জিন্‌ভ্যালজিনের মাতৃকুলের নাম ম্যাথিউ। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মগোপন জন্য, সে যে মাতৃকুলের নাম গ্রহণ করিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। তদবধি সে আপন নাম জিন্‌ম্যাথিউ বলিত—ইহাই সম্ভব। তারপর সে অভার্গনিতে গেল। সে প্রদেশে জিন্ শব্দ লোকে চ্যান বলিয়া উচ্চারণ করে। তাহারা তাহাকে চ্যানম্যাথিউ বলিতে লাগিল। ইহাতে তাহার কোনও আপত্তি ছিল না। ক্রমে তাহার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ হইল। আমি যাহা বলিলাম, সব বুঝিলেন? ফেভারোল্‌সে তদন্ত হইল। জিন্‌ভ্যালজিনের পরিবার সেখানে নাই। কোথায় গেল, কেহ তাহা জানে না। এ শ্রেণীর লোকের পরিবারস্থ সকলে অদৃশ্য হইয়া যায়। অন্বেষণে কোনও সংবাদ মিলিল না। যখন তাহারা একস্থানে থাকে না, তখন তাহারা উড়িয়া বেড়ায়। তাহা ছাড়া, ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের জিন্‌কে ফেভারোল্‌সের এখনকার কেহ জানে না। টুলনে তদন্ত হইল। ব্রেভেট ছাড়া আর দুইজন কয়েদী আছে যাহারা জিন্‌ভ্যাল্‌জিনকে দেখিয়াছিল।

ইহাদিগের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহাদিগকে টুলন হইতে আনিয়া, চ্যাম্পম্যাথিউকে দেখান হইল। তাহাদিগেরও চিনিতে কোনও সন্দেহ হইল না। ব্রেভেট যেমন চিনিয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ চিনিল। একই বয়স। তাহারও বয়স ৫৪ বৎসর। একই দৈর্ঘ্য, একই আকৃতি, একই লোক। ফলে চ্যাম্পম্যাথিউই জিন্‌ভ্যালজিন্‌। ঠিক এই সময়ে, আমি প্যারিসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা বলিল, আমি পাগল হইয়াছি। জিন্‌ভ্যালজিন্‌ অ্যারাসে রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধরিয়াছে। আমি যখন ভাবিতেছি, জিন্‌ভ্যালজিন্‌ এখানে রহিয়াছে, তখন এই কথা শুনিয়া আমার কিরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। আমি বিচারককে লিখিলাম। তিনি আমাকে যাইতে বলিলেন। চ্যাম্পম্যাথিউকে আমার নিকট লইয়া আসিল।"

ম্যাডিলিন্‌ বলিলেন—"তারপর।"

জেভার্টের মুখ পূর্ব্বের ন্যায় বিষাদগ্রস্তই রহিল। কোনরূপ প্রলোভনেই সে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবার লোক নহে। সে বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়!—সত্য, সত্যই থাকিবে। বলিতে দুঃখ হয়, কিন্তু সেই লোকই জিন্‌ভ্যালজিন্‌। আমিও তাহাকে চিনিলাম।

ম্যাডিলিন্‌ মৃদুস্বরে বলিলেন—"তুমি ঠিক চিনিয়াছ?"

জেভার্ট হাসিল। সে হাসি দুঃখের। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল বলিয়াই সেরূপ হাসিল। বলিল—"হাঁ, নিশ্চিত।"

সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যমনস্কভাবে, সে টেবেলের উপরিস্থিত পাত্র হইতে কালি শুকাইবার জন্য যে কাঠের গুঁড়া ছিল তাহা আঙ্গুলে করিয়া তুলিতে লাগিল। পরে বলিল—

"এখন প্রকৃত জিন্‌ভ্যালজিন্‌কে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি না, পূর্ব্বে কিরূপে অন্য প্রকার ভাবিয়াছিলাম। নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে, যিনি থানার সকল লোকের সাক্ষাতে তাহাকে অপমানিত করিয়া থানা হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, এখন তাঁহার নিকট গম্ভীরভাবে ঐরূপ অনুনয় বাক্য প্রয়োগ করিবার সময়, স্বভাবতঃ দর্পপূর্ণ জেভার্ট, আপনার অজ্ঞাতসারে মহত্ত্বের ও সরলতার পরিচয় প্রদান করিল।

ম্যাডিলিন তাহার অনুনয় বাক্যের অপর প্রত্যুত্তর না দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সে লোকটি কি বলিতেছে ?"

"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়—তাহার বিশেষ বিপদ। যদি সে জিন্‌ভ্যালজিন্‌ হয়, তাহা হইলে সে দাগী। প্রাচীর পার হইয়া, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, আতা-চুরি বালকের পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে, ইহা লঘু অপরাধ। দাগীর পক্ষে ইহা গুরুতর অপরাধ। প্রাচীর ভাঙ্গিয়া প্রবেশ ও চুরি সবই রহিয়াছে। ইহা, আর সাধারণ বিচারকগণের বিচার্য্য নহে। ইহার বিচার দায়রা আদালতে হইবে। কয়েকদিনের জন্য নহে—যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইবে। তাহা ছাড়া সেই বালকটির টাকা চুরিও আছে। সেই বালকটি উপস্থিত হইবে, আশা করা যায়। এ সম্বন্ধে, অনেক বিতর্কের বিষয় আছে। নাই কি ? জিন্‌ভ্যালজিন্‌ ব্যতীত, আর সকলে তাহাই মনে করিত। কিন্তু জিন্‌ভ্যালজিন্‌ অতি চতুর ; ইহাতেই আমি তাহাকে চিনিয়াছিলাম। আর কেহ হইলে বুঝিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। আর কেহ হইলে, ঐ প্রমাণের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিত, চীৎকার করিত ; অগ্নির উপর জল চড়াইলে শব্দ হইয়াই থাকে। সে বলিত, সে জিনভ্যালজিন নহে। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ধৃত ব্যক্তি যেন কিছু বুঝে না, এইরূপ দেখাইতেছে। সে বলিতেছে, "আমি চ্যাম্পম্যাথিউ। আমি এ কথা ছাড়িতেছি না।" সে দেখাইতেছে, যে সে বিস্মিত হইয়াছে ; সে নির্ব্বোধ। ইহাতে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা। দুষ্ট খুব কৌশলী। যাহা হউক, তাহাতে বিশেষ কোনও লাভ হইবে না। প্রমাণ সকল রহিয়াছে। চারিজন লোক তাহাকে চিনিয়াছে। সেই দুষ্টের নিশ্চয় শাস্তি হইবে। আ্যারাসের দায়রা আদালতে ইহার বিচার হইবে। আমি সাক্ষ্য দিতে যাইব। আমাকে যাইবার আদেশ হইয়াছে।"

ইতিমধ্যে, ম্যাডিলিন আপনার টেবিলের দিকে ফিরিয়াছিলেন ও নথিটি লইয়া স্থিরভাবে পাতা উল্টাইতেছিলেন। কর্ম্মে ব্যস্ত মানুষের ন্যায়, তিনি কখনও পড়িতেছিলেন, কখনও লিখিতেছিলেন। তিনি জেভার্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—,

"আচ্ছা, শুনিলাম। বিস্তারিত বর্ণনা আমার শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদিগের অনেক কাজ রহিয়াছে। আমরা সময় নষ্ট করিতেছি।

যে স্ত্রীলোকটি রাস্তার কোণে বসিয়া শাক বেচে তুমি এখনই তাহার বাড়ী যাও। তাহাকে বলিবে, সে যেন গাড়োয়ানটির নামে নালিশ করে। ঐ গাড়োয়ানটি একটি পশু। সে প্রায় ঐ স্ত্রীলোকটিকে ও ছেলেটিকে গাড়ী চাপা দিয়াছিল। তাহার শাসন প্রয়োজন। তার পর, তুমি চার্দিলের বাড়ী যাইবে। সে বলে, যে তাহার পাশের বাড়ীর নর্দ্দমা হইতে বৃষ্টির জল তাহার বাড়ী আসিয়া পড়িতেছে এবং তাহার বাড়ীর ভিত্তির অপকার করিতেছে। তারপর, যেখানে যেখানে, বে-আইনি কার্য্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার তদন্ত করিয়া দেখিবে ও সে সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবে। কিন্তু আমি তোমাকে অনেক কাজ দিতেছি। তোমাকে না যাইতে হইবে? তুমি না বলিলে, যে তোমাকে ঐ মকদ্দমার জন্য ৮।১০ দিন মধ্যে প্যারিস যাইতে হইবে?"

"তাহার পূর্ব্বেই আমাকে যাইতে হইবে।"

"কবে?"

"বোধ হয়, বলিয়াছি, সেই মকদ্দমার কালদিন আছে এবং আমাকে অদ্য রাত্রিতেই ডাকগাড়ীতে রওনা হইতে হইবে।"

ম্যাডিলিন চমকিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

"ঐ মকদ্দমা কয়দিন চলিবে?"

"বড়জোর একদিন। কল্য সন্ধ্যা নাগাদ রায় প্রকাশিত হইবে। দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমি দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার জন্য থাকিব না। আমার সাক্ষ্য দেওয়া হইলেই আমি ফিরিব।"

"বেশ।"

তিনি তখন ইঙ্গিতে জেভার্টকে বিদায় দিলেন।

জেভার্ট গেল না। বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয় ক্ষমা করিবেন।"

"আর কি?"

"আরও কিছু কথা বাকী আছে, আপনাকে মনে পড়াইয়া দিতেছি।"

"কি?"

"আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে।"

ম্যাডিলিন উঠিলেন।

"জেভার্ট তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সত্যবাদী। আমি সেজন্য তোমাকে সম্মান করি। তুমি আপন দোষ বাড়াইয়া বলিতেছ। তাহা ছাড়া, তুমি আমার প্রতি

অন্যায়াচরণ করিয়াছ, তাহাতে অপরের কোনও সংস্রব নাই। অবমাননা দূরে থাকুক্, তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি আপনপদে অধিষ্ঠিত থাক।"

জেভার্ট ম্যাডিলিনের দিকে চাহিল। তাহার সরল দৃষ্টিতে তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি উন্নতিশিক্ষায় আলোকিত হয় নাই। সত্য বটে, উহা সকল অবস্থাতে একই প্রকার কর্ম্মে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করিত; কিন্তু কোনও প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিত না। সে ধীরভাবে বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনার এই অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি না।"

ম্যাডিলিন বলিলেন—"আমি পুনরায় বলিতেছি, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে অপরের কোনও সংস্রব নাই।"

কিন্তু জেভার্টের মন তখন আপন ভাবেই ব্যাপ্ত ছিল। সে বলিতে লাগিল—"অতিরঞ্জিত করার কথা যাহা বলিলেন, আমি অতিরঞ্জিত করি নাই, আমি এইরূপ মনে করি। আমি অন্যায় করিয়া আপনার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলাম; ইহা কিছুই নহে। আমাদিগের সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। তবে, আমাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারীর প্রতি সন্দেহ করিলে, তাহা অন্যায় কার্য্য হইবে। কিন্তু বিনা প্রমাণে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য, আপনি ভদ্রলোক, আপনি নগরাধ্যক্ষ, আপনি বিচারক, আপনার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করিয়াছি। ইহা গুরুতর অপরাধ—অতিশয় গুরুতর অপরাধ। কর্ত্তৃপক্ষের জন্য নিযুক্ত হইয়া, আমি কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, আপনার অবমাননা করিয়াছি। যদি আমার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী ঐরূপ কার্য্য করিত, আমি তাহাকে কার্য্যের অনুপযুক্ত স্থির করিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতাম, সন্দেহ নাই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার অল্পই বলিবার আছে। আমি জীবনে অপরের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহা অন্যায় করি নাই, ভালই করিয়াছি; কিন্তু আমি যদি নিজের প্রতি সেইরূপ কঠোর ব্যবহার না করি, তাহা হইলে অপরের প্রতি আমার কঠোরতা, অন্যায়ে পরিণত হইবে। যে স্থানে অপরকে ক্ষমা করিতাম না, সে স্থানে আমি কি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি? না। আমি কেবল অপরের শাসন করিব, নিজের শাসন করিব না, তাহা হইলে আমি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া

পরিগণিত হইব। যাহারা আমাকে দুরাচার বলে, তাহাদিগের কথা যথার্থ হইবে। নগরাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করুন, আমি সে ইচ্ছা করি না। আপনি অপরের প্রতি সদয় ব্যবহার করায়, আমার অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল। আমার প্রতি সে সদয় ব্যবহার, আমি চাহি না। ভদ্রলোকের পরিবর্ত্তে বেশ্যার প্রতি, শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি, উন্নত অবস্থার লোকের পরিবর্ত্তে দুরবস্থায় পতিত লোকের প্রতি, যে সদয় ব্যবহার করা হয়, সে অনুচিত। এইরূপ সদয় ব্যবহারে, সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়। হায়, দয়া প্রদর্শন সহজ, ন্যায় আচরণই কঠিন। আমি আপনাকে যাহা মনে করিয়াছিলাম, আপনি যদি তাহাই হইতেন, আমি তাহা হইলে, আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতাম না। তাহা আপনি দেখিতেন। অপরের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি, আমি নিজের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিব। আমি যখন দুর্ব্বৃত্তগণের শাসন করিয়াছি, যখন দুষ্টগণের দমনের জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছি, তখন আমি আপনাকে বলিতাম "যদি তুমি দোষ কর, যদি তোমার দোষ ধরিতে পারি, তবে তুমিও আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পার"। আমি দোষ করিয়াছি। আমি আপন দোষ ধরিয়াছি। আমার অপকারই হউক, আমি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইব, কর্ম্মচ্যুত হইব, বিতাড়িত হইব। ইহা ভালই হইবে। আমার দুই হাত আছে। আমি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! কর্ম্মচারিগণের মঙ্গলের জন্য, আমার শাস্তি প্রয়োজন। আমি ইন্‌স্পেক্টর জেভার্টের কর্ম্মচ্যুতি চাহি।"

এই কথা বলিবার সময়, একদিকে যেমন তাহার অভিমান প্রকাশ পাইল, অন্যদিকে ইহার মধ্যে বিনয় ও নৈরাশ্যও ছিল। তাহার স্বরে বুঝা যাইতেছিল, সে যাহা বলিতেছে, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। এই অদ্ভুত কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির বাক্য যে স্বরে উচ্চারিত হইল, তাহার মহত্ত্ব অবর্ণনীয়।

ম্যাডিলিন বলিলেন—"দেখা যাইবে।"

তিনি তাহার হস্ত ধারণ জন্য আপন হস্ত প্রসারণ করিলেন। জেভার্ট পিছাইয়া গেল এবং উন্মত্তের ন্যায় বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। ইহা হইতে পারে না। নগরাধ্যক্ষ পুলিশের গুপ্তচরের হস্তধারণ করেন না।

সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "গুপ্তচরই বটে, যখন পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছি, তখন আমি গুপ্তচরের অধিক নহি।"

তখন সে গভীর সম্মানের সহিত অভিবাদন করিল এবং দ্বারের দিকে চলিল। দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সে ফিরিল এবং তখনও নিম্নদিকে চাহিয়া বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! যে কয়দিন আমি কর্ম্মচ্যুত না হই, সে কয়দিন আমি কার্য্য করিতে থাকিব।"

সে বাহিরে গেল এবং অস্খলিত ও দৃঢ় পদবিক্ষেপ সহকারে চলিয়া গেল। বাতায়নে তাহার পদশব্দ যতক্ষণ শুনা গেল, ম্যাডিলিন চিন্তিত মনে তাহা শুনিতে থাকিলেন।

সপ্তম স্কন্ধ

চ্যাম্পম্যাথিউ ব্যাপার

(১) ভগিনী সিম্প্লিস্—

পাঠক এক্ষণে যে ঘটনা পাঠ করিবেন, তাহার সমস্ত অংশ "ম" নগরের লোকে জানিত না। যে সামান্য অংশ তাহারা জানিয়াছিল, তাহাই লোকের মনে এমন গভীর স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছিল, যে উহা সবিস্তারে বর্ণনা না করিলে, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইবে। এই বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে পাঠকের ২ ৩টি ঘটনা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে; সত্যের অনুরোধে, আমরা তাহা বর্ণনা হইতে বাদ দিতে পারিব না।

জেভার্টের সহিত সাক্ষাতের পর, বৈকালে, ম্যাডিলিন যথারীতি ফ্যান্টাইন্‌কে দেখিতে গেলেন। ফ্যান্টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সন্ন্যাসিনী সিম্প্লিসকে ডাকিলেন।

যে দুই সন্ন্যাসিনী রোগিগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগের নাম পার্পেটিউ এবং সিম্প্লিস। এইরূপ অন্যান্য সন্ন্যাসিনীগণের ন্যায়, তাহাদিগকেও ভগিনী বলিয়া বলা হইত।

ভগিনী পার্পেটিউর পল্লীগ্রামে বাস ছিল। পল্লীগ্রামের অন্য অধিবাসী হইতে তাহার কোন বিশেষত্ব ছিল না। শিষ্ট সমাজের উপযোগী আচরণ তাহার

অভ্যস্ত ছিল না। অপরে যেরূপ অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়, সে সেইরূপ লোকসেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যেমন কোনও কোনও স্ত্রীলোক পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করে, সে সেইরূপ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। এরূপ লোক বিরল নহে। মঠের অধ্যক্ষগণ,কৃষক শ্রেণীর এইরূপ স্ত্রীলোক, আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করেন। আদিতে ইহারা অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইহাদিগকে তাঁহারা অনায়াসে সন্ন্যাসিনীতে পরিণত করিতে পারেন। এই সকল কৃষক শ্রেণীর লোকদিগকে, উপাসনা সম্বন্ধীয় স্থূলকার্য্যে, নিযুক্ত করা হয়। গোচারণ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে, তাহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাহারা অনায়াসে, প্রথম প্রকার কার্য্য ছাড়িয়া, দ্বিতীয় প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। মঠের সন্ন্যাসিনীগণ, পল্লীগ্রামের লোকগুলির মতই, অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা কৃষককে সন্ন্যাসের কার্য্য শিক্ষা করিতে সহায়তা করে এবং প্রথমেই পশুপালক সন্ন্যাসীর সমকক্ষ হইয়া পড়ে। পরিচ্ছদের সামান্য পরিবর্ত্তনেই একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায়। ভগিনী পার্পেটিউ স্থূলকায় ছিল। তাহার জন্মভূমিতে প্রচলিত কথার ন্যায় তাহার কথার টান ছিল। সে কখনও মৃদুস্বরে কখনও প্রকাশ্যে, অসন্তোষ প্রকাশ করিত।

রোগীর ধর্ম্মান্ধতা বা কপটতা অনুসারে সে ঔষধে চিনি মিশাইত। রোগিগণের সহিত তাহার ব্যবহারে সরলতা বা কোমলতা ছিল না। মুমূর্ষুকে খিট্ খিট্ করিত। যেভাবে সে তাহাদিগকে ভগবানের কথা বলিত, তাহাতে তাহারা ব্যথা পাইত। তাহাদিগের মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের সময়, সে যে ভগবানের নাম করিত, তাহাতেও ক্রোধ মিশ্রিত থাকিত। সে সাহসী ছিল ও আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে তাহার শৈথিল্য ছিল না। তাহার বর্ণে লালের আভা ছিল।

ভগিনী সিম্প্লিস্ পাণ্ডুবর্ণ মোমের ন্যায় শুভ্র ছিল। পার্পেটিউর পার্শ্বে সিম্প্লিস্, যেন আলোর পার্শ্বে মোম। ভিনসেন্ট ডি পল যে সুন্দর ভাষায় লোক—সেবাব্রতধারিণী ভগ্নীগণের নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন সেইরূপ তাহাদিগকে পরতন্ত্র করিয়াছেন "পীড়িতের গৃহই তাহাদিগের মঠ। তাহারা যে গৃহ ভাড়া লইয়া বাস করে, তাহাই মঠ নিবাসিনী সন্ন্যাসিনীর কক্ষ সদৃশ। তাহাদিগের গ্রামের গির্জ্জাই মঠের গির্জ্জার সদৃশ, এবং নগরের রাস্তা ও চিকিৎসালয়ের গৃহই সন্ন্যাসিগণের

জন্য নির্দ্দিষ্ট বিচরণস্থান সদৃশ। নিয়মানুবর্ত্তিতাই তাহাদিগের অন্তঃপুর; ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনে ভীতিই তাহাদিগের লৌহদণ্ডদ্বারা সুরক্ষিত দ্বার এবং লজ্জাশীলতাই তাহাদিগের অবগুণ্ঠন।" ভগিনী সিম্‌প্লিস্‌ নিজ জীবনে এই আদর্শের অনুরূপ হইয়াছিলেন। তিনি কখনই যুবতী ছিলেন না এবং বোধ হয় তিনি কখনও বৃদ্ধাও হইবেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম কত, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিতে, আমাদিগের সাহস হয় না। তিনি ধীরস্বভাবা ধর্ম্মশীলা, শিষ্টাচার সম্পন্না ও নীরস প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কদাপি মিথ্যা কহেন নাই। তিনি এরূপ তম্বঙ্গী ছিলেন যে তাঁহাকে বলহীনা বোধ হইত, কিন্তু তিনি প্রস্তর অপেক্ষা সারবিশিষ্টা ছিলেন। তিনি যে অঙ্গুলিদ্বারা দুঃস্থকে স্পর্শ করিতেন, তাহা পবিত্রতায়ও সৌন্দর্য্যে মনোমুগ্ধকর। তিনি যে কথা কহিতেন, তাহাতে যেন নীরবতা ভঙ্গ হইত না। যতটুকু প্রয়োজন, তিনি তাহার অতিরিক্ত কথা কহিতেন না। তিনি যে স্বরে কথা কহিতেন, তাহা ধনীর বৈঠকখানায় অলঙ্কার স্বরূপ হইত। সে স্বরে পাপীর তাপ দূর করিতে পারিত। মোটা কাপড়ের পরিচ্ছদ মধ্যে তাঁহার কমনীয়তা লোপ পায় নাই এবং সেই পরিচ্ছদের কর্কশ স্পর্শ, স্বর্গ ও ভগবানের স্মৃতি সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রাখিতেছিল। একটি বিষয়ে আমরা পুনরুক্তি করিব। তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই। কোন প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য, কোন অকিঞ্চিৎকর বিষয়েও তিনি যাহা সত্য, বিশুদ্ধ-সত্য, নহে, তাহা বলেন নাই। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইত। অবিচলিত সত্যানুরাগ জন্য, তিনি তাঁহার সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মযাজকগণ এই সম্বন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। আমরা যতই পবিত্র বা অকপট হই না কেন, আমরা, সামান্য বিষয়ে, যাহাতে অপরের অনিষ্ট নাই, এমন স্থলে মিথ্যা কহি। তাঁহার সে দোষ ছিল না। মিথ্যা কখনও সামান্য হইতে পারে? এমন মিথ্যা হইতে পারে, যাহাতে অনিষ্ট হয় না? মিথ্যা সকল অবস্থায় মন্দ। যে প্রকার মিথ্যাই হউক, তাহাই দোষাবহ। মিথ্যা সামান্য হওয়া সম্ভব নহে। মিথ্যা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিথ্যা রাক্ষসের মুখ। সয়তানের অপর নাম অসত্য। ইহাই তিনি ভাবিতেন এবং তাঁহার আচরণও তদনুরূপ ছিল। ফলে তাঁহার সমস্তই সাদা ছিল। উহাতে তাঁহার ওষ্ঠ ও চক্ষুকে দীপ্তিশালী করিয়াছিল। তাঁহার হাসি শুভ্রবর্ণের; তাঁহার দৃষ্টি শুভ্রবর্ণের; তাঁহার বিবেক-রূপ

জানালার সার্শিতে, কোনস্থলে মাকড়সার জাল বা ধূলিকণা লাগিয়াছিল না। সন্ন্যাসিনী হইয়া, তিনি বাছিয়া সিম্‌প্লিস্‌ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিসিলি নিবাসিনী সিম্‌প্লিস্‌ সাইরাকিউসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সাইরাকিউসের পরিবর্ত্তে অন্য এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত। তাঁহার দুই স্তন ছিঁড়িয়া ফেলিল, তথাপি তিনি অন্য স্থানের নাম করিলেন না। এই সত্যানুরাগ জন্য তিনি দেবী বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভগিনী সিম্‌প্লিস্‌ তাঁহাকেই আপনার ইষ্টদেবতা বলিয়া বরণ করিলেন।

সন্ন্যাসিনী হওয়ার পর, সিম্‌প্লিসের দুইটি দোষ ছিল। ক্রমে তিনি সে দোষ সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি সুখাদ্য ভালবাসিতেন। তিনি পত্র পাইতে ভালবাসিতেন। অপকৃষ্টভাবে মুদ্রিত ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা গ্রন্থ ব্যতীত তিনি আর কিছু পড়েন নাই। তিনি ল্যাটিন ভাষা জানিতেন না কিন্তু ঐ পুস্তকখানির অর্থ বুঝিতেন।

এই ধর্ম্মশীলা রমণীর ফ্যান্‌টাইন্‌-প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ফ্যান্‌টাইনের হৃদয়ে নিহিত ধর্ম্মশীলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি অপর সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, আন্তরিক যত্নের সহিত কেবল ফ্যান্‌টাইনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ম্যাডিলিন, সিম্‌প্লিসকে অন্তরালে লইয়া গিয়া, ফ্যান্‌টাইনের তত্ত্বাবধান জন্য নির্ব্বন্ধ সহকারে, অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্বরে এরূপ একটি বিশেষত্ব ছিল, যাহা সিম্‌প্লিস্‌ পরে স্মরণ করিয়াছিলেন।

সিম্‌প্লিসের নিকট হইতে তিনি ফ্যান্‌টাইনের নিকটে গেলেন।

শীতার্ত্ত যেরূপ সূর্য্যরশ্মির প্রতীক্ষা করে, ফ্যান্‌টাইন প্রতিদিন ম্যাডিলিনের আগমন, সেইরূপ আনন্দ সহকারে প্রতীক্ষা করিত। সে সন্ন্যাসিনীগণকে বলিত, যখন নগরাধ্যক্ষ এখানে আসেন তখন আমি জীবনলাভ করি।

ঐদিন তাহার জ্বর প্রবল হইয়াছিল। ম্যাডিলিনকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"আর কসেট?"

ম্যাডিলিন মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—

"শীঘ্র।"

ফ্যান্টাইনের নিকট অবস্থান করার সময় ম্যাডিলিনের কোনও বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে অন্যদিন আধঘণ্টা থাকিতেন, ঐদিন একঘণ্টা রহিলেন। ইহাতে ফ্যান্টাইন পরম আহ্লাদিত হইল। তিনি সকলকেই বারংবার বলিলেন, যে রোগিনীর কোনও বিষয়ে অভাব না হয়। ক্ষণকাল জন্ম তাঁহার আকৃতি বিষাদপূর্ণ ও গম্ভীর হইয়াছিল, ইহা বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু যখন জানা গেল, যে চিকিৎসক তাঁহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিয়াছেন যে ইহার জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে, তখন তাঁহার বিষাদের কারণ বুঝা গেল।

সেখান হইতে তিনি টাউনহলে ফিরিলেন। সেখানকার কর্ম্মচারী দেখিল, ফ্রান্সের যে মানচিত্রে রাস্তাসকল চিত্রিত আছে, উহা ম্যাডিলিন্ মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন। তিনি পেন্‌সিলে করিয়া একটি কাগজে কয়েকটি সংখ্যা লিখিয়া লইলেন।

(২) স্কোফ্লেয়ারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি—

টাউনহল হইতে তিনি নগরপ্রান্তে স্কোফ্লেয়ার নামক একব্যক্তির নিকট গেলেন। সে ঘোড়া ও গাড়ী ভাড়া দিত।

যে পল্লীতে ম্যাডিলিন্ বাস করিতেন, ঐ পল্লীর গির্জ্জা যে রাস্তায় অবস্থিত, ঐ রাস্তা দিয়া অধিক লোক যাতায়াত করিত না। টাউনহল হইতে স্কোফ্লেয়ারের বাড়ী যাইতে হইলে, এই রাস্তাই সোজা হয়। ঐ গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক বুদ্ধিমান, সম্মানার্হ এবং একজন যোগ্যব্যক্তি ছিলেন। ম্যাডিলিন্ যখন ধর্ম্মযাজকের আবাস স্থানের সম্মুখে পৌছিলেন, তখন ঐ রাস্তায় একজন মাত্র লোক যাইতেছিল। সেই লোকটি দেখিল, নগরাধ্যক্ষ ধর্ম্মযাজকের আবাস স্থান ছাড়িয়া কিয়ৎদূর গেলেন ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে ফিরিয়া, পুনরায় ধর্ম্মযাজকের আবাস স্থানের সম্মুখে পৌছিলেন। বাড়ীর দ্বারে শব্দ করিবার জন্য একটি লৌহদণ্ড ছিল। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত উহা তুলিলেন; পরে থামিলেন, যেন কি ভাবিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে ঐ লৌহদণ্ড দিয়া শব্দ না করিয়া, তিনি উহা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিলেন। পরে তিনি যেরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন, সেরূপ ব্যস্ততা পূর্ব্বে লক্ষিত হয় নাই।

ম্যাডিলিন স্কোফ্লেয়ারের সাক্ষাৎ পাইলেন। সে ঘোড়ার সাজ সেলাই করিতেছিল।

ম্যাডিলিন বলিলেন—"স্কোফ্লেয়ার! তোমার ভাল ঘোড়া আছে?"

সে বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সকল ঘোড়াই ভাল। আপনি ভাল ঘোড়া কাহাকে বলেন?"

"যে ঘোড়া একদিনে কুড়িলিগ্ যাইতে পারিবে।"

"কুড়ি লিগ্?"

"হাঁ।"

"ঐ রাস্তা যাইয়া ঘোড়া কতক্ষণ বিশ্রাম পাইবে?"

"যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পরদিনই ফিরিতে হইবে।"

"যে রাস্তায় গিয়াছিল সেই রাস্তায় ফিরিবে?"

"হাঁ।"

"কুড়ি লিগ্ হইবে?"

"ম্যাডিলিন পকেট হইতে যে কাগজখণ্ডে তিনি পেন্সিলে করিয়া কয়েকটি সংখ্যা লিখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া দেখাইলেন। উহাতে লেখা ছিল ৫,৬,৮½।

তিনি বলিলেন—"দেখিতেছ মোট ১৯½। ধর ২০ লিগ্।"

সে বলিল—"নগরাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি যাহা খুঁজিতেছেন, ঠিক তাহাই আমার আছে। সেটি আমার একটি সাদা ঘোড়া। তাহাকে আপনি কখনও কখনও দেখিয়া থাকিতে পারেন। ঐ ঘোড়া অতি তেজস্বী। প্রথমে উহাকে আরোহণ জন্য শিক্ষা দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল; যে চড়ে, তাহাকেই ফেলিয়া দিতে লাগিল। লোকে ভাবিল, ঘোড়াটির দোষ আছে। উহাকে লইয়া কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আমি উহা কিনিলাম এবং গাড়ীতে জুড়িলাম। সে উহাই চায়। গাড়ীতে সে বালিকার মত ধীর; সে বেগে বায়ুর সমান। কিন্তু সে চড়িতে দিবে না। সে সেরূপ ঘোড়া হইতে চাহে না। সকলেরই কোন না কোন বিষয়ে ইচ্ছা থাকে। গাড়ী টানিবে? হাঁ। পিঠে চড়িতে দিবে? না?" বোধ হয় সে ইহাই স্থির করিয়াছিল।

"সে ঐ রাস্তা যাইতে পারিবে?"

"সে আপনার ২০ লিগ্ বরাবর দৌড়াইয়াই যাইবে। উহা যাইতে, তাহার ৮ ঘণ্টাও লাগিবে না। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার সর্ত্ত আছে।"

"বল, কি তোমার সর্ত্ত?"

"প্রথমতঃ, অর্দ্ধেক পথ গিয়া তাহাকে আধঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে। ঐ সময় উহাকে খাইতে দিতে হইবে। খাওয়াইবার সময় কাহাকেও দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে, যে আস্তাবলের লোকে তাহার দানা না চুরি করে। কারণ আমি দেখিয়াছি, ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া আস্তাবলের লোকে মদ খায়, ঘোড়া দানা খাইতে পায় না।"

"কেহ তাহা দেখিবে।"

"দ্বিতীয়তঃ, গাড়ীতে কি আপনি যাইবেন?"

"হাঁ।"

"আপনি গাড়ী চালাইতে পারেন?"

"হাঁ।"

"আপনাকে একা যাইতে হইবে ও দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ী ভারী করিতে পারিবেন না।"

"আচ্ছা।"

"আপনার সঙ্গে যখন কেহ লোক থাকিবে না, তখন আপনাকেই কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিতে হইবে, যেন দানা চুরি না করে।"

"বেশ, তাহাই হইবে।"

"প্রত্যহ ৩০ ফ্রাঙ্ক আমার ভাড়া চাহি, যে দিন বিশ্রাম করিবে, সে দিনেরও দিতে হইবে—এক পয়সা কম বলিলে, হইবে না। ঘোড়ার খাইবার খরচ আপনাকে দিতে হইবে।"

"ম্যাডিলিন্ পকেট হইতে তিনটি মোহর বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন—বলিলেন—"দুই দিনের আগাম ভাড়া লও।"

"চতুর্থতঃ, এত রাস্তা যাইতে হইলে, ভারী গাড়ী চলিবে না। ঘোড়া তাহাতে ক্লান্ত হইবে। আমার একটি ছোট গাড়ী আছে, আপনাকে সেই গাড়ীতে যাইতে হইবে।"

"তাহাই হইবে।"

"সে গাড়ীটি হাল্কা, কিন্তু তাহার আচ্ছাদন নাই।"

"তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

"আপনার মনে আছে যে এখন শীতের মাঝামাঝি ?"

ম্যাডিলিন উত্তর দিলেন না। সে বলিতে লাগিল—

"যে এখন বড় ঠাণ্ডা ?"

ম্যাডিলিন নীরব রহিলেন।

সে বলিতে লাগিল—"যে বৃষ্টি হইতে পারে ?"

ম্যাডিলিন মাথা তুলিলেন—বলিলেন—"আগামী কল্য প্রাতে ৪॥ ঘটিকার সময় ঐ গাড়ী ও ঘোড়া যেন আমার দরজায় পৌঁছে।"

"তা থাকিবে।" চতুর স্কোফ্লেয়ার এমন ভাবে কথা কহিতে পারিত, যে তাহার চাতুরী বাহিরে প্রকাশ পাইত না। সে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা জানিবার তাহার আদৌ কোনও প্রকার ঔৎসুক্য আছে, ইহা বুঝা যাইত না। সে টেবিলের একটি দাগ নখ দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথা যাইবেন, তাহা আমাকে বলেন নাই। একথা এখনই আমার মনে পড়িল। আপনি কোথা যাইবেন ?"

সে কথোপকথনের প্রথম হইতে বরাবর ঐ কথাই ভাবিতেছিল। কেন যে সে ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

ম্যাডিলিন বলিলেন—"তোমার ঘোড়ার সম্মুখের পা বেশ সবল ত ?"

"হাঁ, পাহাড় হইতে নামিবার সময় রাশ টানিয়া ধরিতে হইবে। রাস্তার কি অনেক জায়গায় উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে যাইতে হইবে ?"

"কল্য প্রাতে ঠিক সাড়ে চারটার সময় যেন গাড়ী লইয়া উপস্থিত থাকিও।" একথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরে স্কোফ্লেয়ার বলিয়াছিল, যে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।

দুই তিন মিনিট পর পুনরায় দ্বার খুলিল। নগরাধ্যক্ষ পুনরায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"যে ঘোড়াটি গাড়িখানি বহিয়া লইয়া যাইবে, যে ঘোড়াগাড়ী তুমি ভাড়া দিতেছ, উহার মূল্য কত হইবে তুমি অনুমান কর ?

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে।"

"তাহাই বটে। কত ?"

"আপনি কি উহা কিনিতে চাহেন ?"

"না। তবে তোমার কোনও কারণে অপচয় না হয় সেই জন্য জিজ্ঞাসা

করিতেছি। আমি দাম দিয়া যাইব। আমি উহা ফিরাইয়া দিলে তুমিও উহার মূল্য ফিরাইয়া দিবে। ঘোড়া ও গাড়ীর মূল্য কত হইবে?"

"৫০০ ফ্রাঙ্ক।"

"এই লও।"

ম্যাডিলিন একখানি নোট টেবিলের উপর রাখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

"স্কৌফ্লেয়ারের বড়ই দুঃখ হইল। সে কেন হাজার ফ্রাঙ্ক বলিল না। তাহা ছাড়া, ঐ ঘোড়া ও গাড়ীর মূল্য ১০০ ক্রাউন মাত্র হইবে।

স্কৌফ্লেয়ার তাহার পত্নীকে ডাকিল এবং সমস্ত বলিল। নগরাধ্যক্ষ কোথায় যাইতেছেন, তাহারা অনুমান করিতে লাগিল। পত্নী বলিল—"তিনি প্যারিস্ যাইতেছেন।" স্বামী বলিল—"আমার তাহা বিশ্বাস হয় না।"

যে কাগজে ম্যাডিলিন অঙ্কগুলি লিখিয়াছিলেন, সেটা তিনি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। উহা অগ্ন্যাধারের উপর পড়িয়া রহিয়াছিল। স্কৌফ্লেয়ার উহা তুলিয়া লইল এবং ঐ অঙ্কগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। ৫,৬,৮½ এইগুলি নিশ্চয়ই ডাকগাড়ীর ঘোড়া বদ্লাইবার জায়গা। সে তাহার পত্নীর দিকে ফিরিল।

"আমি ঠিক করিয়াছি।"

"কি?"

এখান হইতে হেসডিন্ পাঁচ লিগ্; সেণ্টপল হেসডিন্ হইতে ছয় লিগ্; সেণ্টপল হইতে অ্যারাস্ ৮॥ লিগ্। তিনি অ্যারাসে যাইতেছেন।"

এদিকে ম্যাডিলিন্ বাড়ী ফিরিলেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি সোজা রাস্তায় আসিলেন না। অনেক ঘুরিয়া আসিলেন, যেন সোজা রাস্তায় আসিলে ধর্ম্মযাজকের গৃহে যাইবার তাঁহার লোভ হইবে ও তিনি উহা পরিহার করিতে চাহেন। তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ তিনি রাত্রের প্রথম ভাগেই শয়ন করিতেন। তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা কারখানার দ্বারপালিকা দেখিল যে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় আলোক নির্ব্বাপিত হইল খাতাঞ্জী বাড়ী আসিলে সে একথা বলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"নগরপাল মহাশয়ের কি অসুখ করিয়াছে? তাঁহার আকৃতি দেখিলে মনে হয়, যেন তাঁহার কিছু হইয়াছে।"

খাতাঞ্জী ম্যাডিলিনের কক্ষের ঠিক নিম্নের কক্ষে থাকিতেন। তিনি পরিচারিকার কথায় কান দিলেন না। তিনি শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সহসা মধ্য রাত্রিতে তিনি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। নিদ্রিত থাকা কালে তাঁহার উপরের ঘরে তিনি কিছু শব্দ শুনিয়াছিলেন। তিনি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ যেন উপরের কক্ষে বেড়াইতেছে, তাহার পদশব্দ বলিয়া বোধ হইল। আরও মনোযোগ সহকারে শুনিলে, ঐ পদশব্দ ম্যাডিলিনের বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। সচরাচর, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, ম্যাডিলিনের কক্ষে কোনও শব্দ হইত না। ক্ষণকাল পরে খাতাঞ্জি একটি শব্দ শুনিলেন। ঐ শব্দ আলমারি খোলার ও বন্ধ করিবার বলিয়া বোধ হইল। তাহার পর, যেন ঘরের আসবাব সরান হইল বলিয়া বোধ হইল। তাহার পর কিছুক্ষণ কোনও শব্দ হইল না। তাহার পর পুনরায় পদশব্দ শুনা গেল। খাতাঞ্জির এক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং চাহিয়া রহিলেন। জানালা দিয়া আলোক সম্মুখস্থিত দেওয়ালে পড়িয়াছিল। খাতাঞ্জি আপন কক্ষের জানালার সাসি দিয়া উগ্র লোহিত-জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন। যেদিক হইতে আলোক রশ্মি আসিতেছিল, তাহা হইতে বুঝিলেন, যে ঐ আলোক ম্যাডিলিনের কক্ষ হইতে আসিতেছে। আলোকরশ্মি স্থিরভাবে ছিল না। তাহাতে উহা বাতির আলোক নহে এবং উহা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার রশ্মি বলিয়া তাঁহার মনে হইল। জানালার ফ্রেমের ছায়া পড়ে নাই, তিনি বুঝিলেন জানালা খোলা রহিয়াছে। এরূপ শীতের সময়, জানালা খোলা থাকায়, তিনি বিস্মিত হইলেন। খাতাঞ্জি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার উপরের ঘরে পূর্ব্বের ন্যায় পদক্ষেপ শুনা গেল, বুঝিলেন, কেহ ধীরে ধীরে সমভাবে বেড়াইতেছেন।

তখনও আলোকরশ্মি সম্মুখের প্রাচীরে প্রতিফলিত হইতেছিল। কিন্তু সে রশ্মি ক্ষীণ ও স্থির। তিনি বুঝিলেন উহা বাতির আলোক; জানালা তখনও খোলা ছিল।

ম্যাডিলিনের কক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পরে বর্ণিত হইল।

---

(৩) মস্তিষ্কমধ্যে প্রবল ঝটিকা—

পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন, যে জিন্‌ভ্যালজিন্‌ই এই ম্যাডিলিন্। আমরা একবার তাঁহার মনোভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। এখন আর একবার, আমাদিগকে তৎপ্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হইবে। আমরা সভয়চিত্তে ঐকার্য্যে অগ্রসর হইব। ইহাতে আমাদিগের মন যে আলোড়িত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ আলোচনা অপেক্ষা সংসারে অধিক ভীতিজনক আর কিছু নাই। মানবের মানসক্ষেত্র, যেরূপ কোথাও সমুজ্জ্বল আলোকে নয়ন মুগ্ধ করে ও কোথাও বা গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, এরূপ আর কোনও স্থল মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয় না। মানবের চিত্ত অপেক্ষা অধিক দুরধিগম্য, অধিক জটিল, অধিক দুর্ব্বোধ্য ও মহত্তর আর কিছুই নাই। সমুদ্রের অপেক্ষা মহত্তর দৃশ্য আর একটি বস্তুর আছে। উহা আকাশ। যাহার দৃশ্য আকাশের অপেক্ষা মহত্তর—উহা মানবচিত্তের গভীরতম অন্তরস্থল।

মানুষের চিত্ত সম্বন্ধে যদি কাব্য রচিত হয়—হউক উহা একজন মাত্র লোকের চিত্ত সম্বন্ধে—হউক সে ব্যক্তি সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট—সে কাব্যে সকল মহাকাব্যের উৎকর্ষ একত্রীকৃত হইবে ও তাহা জগতে শ্রেষ্ঠ ও চরম বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহা বাসনা, প্রলোভন ও অসম্ভব কল্পনার বিশৃঙ্খল সমাবেশে গঠিত হইয়াছে। সে অগ্নিকুণ্ড হইতে স্বপ্নের সৃষ্টি হইতেছে। সে গুহা যে চিন্তার আবাসস্থল, তাহা আমাদিগকে লজ্জিত করে। সে নরককুণ্ড বহু বিতর্কের উৎপত্তি স্থল। তথায় রিপুগণ অহরহ সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে। মানবচিত্ত যখন চিন্তায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার সে অবস্থায়, কোনও সময়ে তুমি তাহার বিবর্ণ মুখ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ কর, এবং সেই চিত্তের দিকে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে, তাহার পশ্চাৎভাগে চাহিয়া দেখ। বাহিরে সেই মানব নীরব বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ভীষণতা হোমার বর্ণিত অসুরগণের সংগ্রাম অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। তথায় বিষধর সর্পগণ, বহুমস্তকধারী রাক্ষস সকল, ছায়াময়ী মূর্ত্তি সকল, দলে দলে যে সংগ্রামে নিযুক্ত রহিয়াছে, উহা মিল্‌টন্ বর্ণিত সংগ্রামেরই অনুরূপ। ড্যান্টে বর্ণিত পরলোকের ন্যায়, তথায় স্তরের পর স্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক মানব তাহার হৃদয়মধ্যে যে অনন্ত বহন করিতেছে তাহা কি গভীর চিন্তার বিষয়! স্বকৃত

কার্য্যদ্বারা ও চঞ্চলমস্তিষ্ক প্রসূতভাব দ্বারা তাহার পরিমাপ চেষ্টা সফলতা লাভ করে না।

একদা এলিশিয়েরি এক দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উহার আকৃতি অশুভসূচক বিবেচনায় উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যে দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না। তথাচ, আসুন, আমরা প্রবেশ করি।

জার্ভেইসের টাকা বলপূর্ব্বক লওয়ার পর জিন্ভ্যালজিনের যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকের তৎসম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তদতিরিক্ত বলিবার অল্পই আছে। আমরা দেখিয়াছি, তখন হইতে তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মাইরেল তাঁহাকে যেরূপ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপই হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পৃথক ব্যক্তি হইয়াছিলেন।

তিনি আপনার প্রকৃত পরিচয় সংগোপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র বাতিদানটি স্মরণচিহ্নস্বরূপ রাখিয়া, অপর রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য সকল, তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তিনি গোপনে অনেক নগর অতিক্রম করিয়া, অবশেষে "ম" নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি যেরূপে কাচনির্ম্মিত আভরণের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তথায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা তাহাও বলিয়াছি। তিনি তথায় যে পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ জন্য ধৃত হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি এত উচ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি "ম" নগরের অধিবাসী হইলেন। অতীত জীবনের দুষ্কার্য্যে তাহার চিত্তে যে বিষাদ আনিয়াছিল, বর্ত্তমানে যে তিনি অতীতের সম্পূর্ণ অননুরূপ হইয়াছিলেন, ইহা অনুভবেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করিতেন। এক্ষণে আর বিপদের আশঙ্কা না থাকায়, বর্ত্তমান আশাপ্রদ হওয়ায়, তিনি শান্তিসুখে জীবন কাটাইতেছিলেন। এক্ষণে দুইটিমাত্র চিন্তা, তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল—কিরূপে আপন নাম গোপন করিতে পারিবেন ও সৎকার্য্যে জীবন পবিত্র করিবেন; কিরূপে মনুষ্যের নিকট হইতে পলাইবেন ও ভগবৎসন্নিধিলাভ করিবেন।

এই দুই চিন্তা তাঁহার মনে এরূপ মিশাইয়া গিয়াছিল, যে তাঁহার চিত্তে

উহার বিভিন্নতা প্রকাশ পাইত না। এই দুই চিন্তাই তাঁহার মন ব্যাপ্ত করিয়াছিল। উভয়ের আদেশই অলঙ্ঘনীয় এবং অতি সামান্য কার্য্যেও উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইত। সচরাচর, তাঁহার আচরণ উভয় ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইত। উভয় ভাবই একপথ নির্দ্দেশ করিত। ফলে, তাঁহার নিজ চিত্ত বিষাদে পূর্ণ থাকিত এবং তিনি অপরের প্রতি সরল ও সদয় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইত। পাঠক জানেন, সেরূপস্থলে "ম" নগরে সকলের নিকট যিনি ম্যাডিলিন নামে পরিচিত, তিনি নিজ বিপদ তুচ্ছ করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তিনি মাইরেলদত্ত বাতিদান রাখিয়াছিলেন, মাইরেলের মৃত্যু সময় শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। জার্ভেইসের মত যে সকল বালক "ম" নগর দিয়া যাইত, তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগের নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেন। ফেভারোলসে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। জেভার্ট ইঙ্গিতে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিলে, তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি ফচিলিভেন্টের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ সকল কার্য্য আত্মগোপন পক্ষে অনুপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যমধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, ও পবিত্রচিত্ত, বোধ হয়, তাঁহাদিগের ন্যায় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে নিজ কুশল চেষ্টাই তাহার সর্ব্বাগ্রে করণীয় নহে।

তথাচ ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে এখন পর্য্যন্ত ঐ কথা ঠিক ঐভাবে তাঁহার মনে উপস্থিত হয় নাই।

যে অসুখী ব্যক্তির যন্ত্রণা আমরা বর্ণনা করিতেছি, তাঁহার মনে যে দুইভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া তাঁহার আচরণ স্থিরীকৃত করিতেছিল, উহাদিগের মধ্যে এরূপ দারুণ বিরোধ আর কখনও ঘটে নাই। জেভার্ট তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কথা কহিবা মাত্র, তিনি উহা বুঝিয়াছিলেন। তখন মনোমধ্যে যাহা উদিত হইয়াছিল, তাহা বিশৃঙ্খল হইলেও উহা মনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়াছিল। যে নাম তিনি স্তরের পর স্তর দ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন, সেইনাম এইরূপ বিস্ময়কর অবস্থায় তাঁহার নিকট উচ্চারিত হইলে, তৎক্ষণেই তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ভাগ্য কিরূপ অমঙ্গলপূর্ণ, তাহা দেখিয়া, তিনি মদিরামত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। বিষম আঘাতে কলেবর কম্পান্বিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে, অন্তরাত্মা ভয়বশতঃ যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, প্রথম

সংবাদে, তাঁহার চিত্তের অবস্থা তদনুরূপ হইয়াছিল। ঝটিকা আগমনে ওক বৃক্ষ যেরূপ নত হয়, শত্রু প্রবলবেগে আক্রমণ জন্য সন্নিহিত হইলে, আক্রান্ত সৈন্য যেরূপ নত হয়, তিনি সেইরূপ নত হইয়াছিলেন। বিদ্যুদ্দীপ্ত বজ্রোদগারী মেঘ, যেন ছায়া বিস্তার করিয়া তাহার মস্তকোপরি আসিয়া পড়িল। জেভার্টের কথা শুনিয়া প্রথমে তাঁহার মনে হইল, যে সত্বর উপস্থিত হইয়া নিজ নাম প্রকাশ করেন ও চ্যাম্প্‌ম্যাথিউকে কারামুক্ত করিয়া আপনি তাহার স্থান গ্রহণ করেন। সুস্থ শরীরে ছুরি বসাইলে, তাহা যেরূপ কষ্টকর, সে কষ্ট যেরূপ মর্ম্মভেদী, উহাও সেই প্রকার। তখনই সে ভাব তিরোহিত হইল। তিনি আপন মনে বলিলেন "দেখা যাক্", দেখা যাক্।" প্রথমে যে মহৎ সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তিনি উহা দমন করিলেন। সে বীরোচিত আত্মবিসর্জ্জনে, তাঁহার সাহস কুলাইল না।

যে বিপদ সম্ভাবনা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা অতি ভীষণ। তাঁহার সম্মুখে, গভীর গহ্বর তাঁহাকে গ্রাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সে গহ্বরের তলদেশে স্বর্গ বিরাজ করিতেছিল। মাইরেলের পবিত্র বাক্য শ্রবণের পর ও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়া, অনুতাপ ও আত্মোৎসর্গে বহুকাল অতিবাহিত করার পর, সেই গহ্বর দিকে অগ্রসর হইতে, মুহূর্ত্তকাল জন্যও যদি তিনি পশ্চাৎপদ না হইতেন, একবারও যদি তাঁহার পদস্খলন না হইত, তাহা হইলে, তাহা অতি সুন্দর হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেরূপ ঘটে নাই। তাঁহার মনে যেরূপ ঘটিতেছিল, আমরা তাহাই বলিতে পারি। প্রথমতঃ সংস্কারজাত আত্মরক্ষাচেষ্টাই তাঁহার মনকে অধিকার করিল। তিনি, অবিলম্বে, আত্মরক্ষার উপায় সকল মনোমধ্যে সংগৃহীত করিলেন। যেভাব তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহা দমন করিলেন। মূর্ত্তিমান বিপদ স্বরূপ জেভার্ট তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, ইহা তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইল। ভীতি প্রযুক্ত, তৎকালে, তিনি, বলপূর্ব্বক, মনকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দিলেন না। তিনি কি করিবেন, সে চিন্তা মন হইতে দূর করিলেন এবং যোদ্ধা যেরূপ অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করে তিনি সেইরূপ ধীরতা অবলম্বন করিলেন।

দিবসের অবশিষ্টভাগ, তাঁহার মনোভাব ঐরূপই রহিল। মনোমধ্যে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, বাহিরে তাহার কোনও চিহ্ন প্রকাশ পাইল

না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিলেন না। তখনও তাঁহার চিত্তে চিন্তার বিশৃঙ্খলতা গেল না। বিভিন্ন চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার বিপদ এরূপ গুরুতর, যে তিনি কোনও কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছিলেন না। আপন অবস্থা সম্বন্ধে, তিনি এইমাত্র বলিতে পারিতেন, যে তিনি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার অধিক তিনি আর কিছু বলিতে পারিতেন না।

তিনি, যথারীতি, ফ্যান্‌টাইনের রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিলেন, কারণ, তাঁহার সদয় হৃদয় যেন তাঁহাকে বলিতেছিল, যে তাঁহার ফ্যান্‌টইন্‌ পার্শ্বে অধিকক্ষণ থাকা প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে, তিনি হয়ত অনুপস্থিত থাকিবেন, এই মনে করিয়াই, তিনি ফ্যানটাইন্‌কে যত্ন করিবার জন্য শুশ্রূষাকারিণীগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অপরিস্ফুটভাবে তাঁহার মনে হইতেছিল,যে হয়ত তাঁহাকে অ্যারাস্‌ যাইতে হইবে। তিনি অ্যারাস গমন সম্বন্ধে আদৌ মনঃস্থির করেন নাই। তবে তাঁহার মনে হইতেছিল, যে যখন সন্দেহের ছায়া ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন কি ঘটে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি উপস্থিত থাকিলে, তাহা অস্বাভাবিক হইবে না। যদি যাইতেই হয়, সেইজন্য তিনি গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করিলেন।

তিনি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষুধা হইয়াছিল, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহার অবস্থা প্রণিধান করিতে গিয়া দেখিলেন, এরূপ আর কখনও ঘটে নাই। তাঁহার সে অবস্থা এরূপ নূতন ও দুর্ব্বোধ্য, যে চিন্তামগ্ন থাকাকালে তিনি আসন হইতে উঠিলেন এবং দ্বার উত্তমরূপে রুদ্ধ করিলেন। যে উদ্বেগ বশতঃ তিনি এরূপ করিলেন, তাহার স্বরূপ নির্ণয় দুরূহ। তাঁহার ভয় হইল, পাছে আর কেহ প্রবেশ করে। তাহাই প্রতিরোধ নিমিত্ত, তিনি দ্বাররুদ্ধ করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। আলোকে তাঁহার অসুবিধা বোধ হইতেছিল।

তাঁহার বোধ হইতেছিল কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

কে দেখিতে পাইবে?

হায়! যাঁহার প্রবেশ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি দ্বাররুদ্ধ করিলেন, তিনি

পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। যাঁহার দৃষ্টি তিনি এড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছিলেন। উহা তাঁহার অন্তঃকরণ। তাঁহার অন্তকরণ, অর্থাৎ ভগবান্।

তথাচ, তিনি প্রথমে, আপনাকে আপনি প্রতারিত করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি নিরাপদে রহিয়াছেন ও সেখানে আর কেহ নাই। দ্বাররুদ্ধ করিয়া, তাঁহার মনে হইল, যে সেখানে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতে পারে না। আলোক নিবাইয়া, তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইতেছে না। তখন তিনি চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার দুই কনুই টেবিলের উপর রাখিয়া, দুই হস্তে মস্তক ধরিলেন এবং অন্ধকারে চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

"আমার বর্ত্তমান অবস্থা কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি না? আমি কি শুনিলাম? আমার সহিত সত্যই জেভার্টের সাক্ষাৎ হইয়াছে ও সে আমাকে ঐরূপ বলিয়াছে? সেই চ্যাম্পম্যাথিউ কে? তাহাকে দেখিতে আমার মত! তাহা কি সম্ভব? কি আশ্চর্য্য! কল্য আমি কিরূপ শান্তিতে ছিলাম, আমি কিছুই সন্দেহ করি নাই। কাল আমি এই সময়ে কি করিতেছিলাম, এই ঘটনাটা কিরূপ? কিরূপে উহা পর্য্যবসিত হইবে? কি করিব?"

এই যাতনাদায়ক চিন্তার মধ্যে তিনি উপস্থিত হইলেন। কোন কথা মনোমধ্যে স্থির রাখার ক্ষমতা আর তাঁহার ছিলনা। তরঙ্গের ন্যায় তাহারা চলিয়া যাইতেছিল। তিনি দুইহাতে তাঁহার মস্তক টিপিয়া ধরিলেন—যেন, তাঁহার ইচ্ছা, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখেন।

তাঁহার মনে এরূপ প্রবলবেগে নানাপ্রকার কথা উদিত হইতেছিল, যে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল ও বিবেচনা শক্তি অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না ও কোন ও পন্থা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিতে পারিতেছিলেন না। ফলতঃ, সেই চিন্তাস্রোতে তিনি যাতনা পাইতেছিলেন মাত্র।

তাঁহার মস্তক গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি জানালার নিকট গিয়া উহা একেবারে খুলিয়া দিলেন। আকাশে নক্ষত্র ছিল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের নিকটে বসিলেন।

এক ঘন্টা এইরূপে কাটিল।

যাহা প্রথম অস্পষ্টভাবে তাঁহার মনে হইতেছিল, ক্রমশঃ তাহাদিগের আকৃতি স্পষ্ট হইতে লাগিল ও মনে তাহারা স্থিরতা লাভ করিল। তিনি তখনও সকল কথা বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ তাঁহার উপলব্ধি হইল। প্রথম, তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ ও অসাধারণ হইলেও ইহার পরিণাম তাঁহার নিজ হস্তেই রহিয়াছে।

এই অনুভূতিতে তাঁহার অবসাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

তিনি যে লোকহিতকর ব্রত কঠোরভাবে পালন করিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিলে, এখন পর্য্যন্ত তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আত্মগোপনই তাহার মূল। যখন তিনি চিন্তাস্রোতে মগ্ন হইতেন, যখন অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, তখন পাছে তিনি কোন ও দিন আপন নাম উচ্চারিত হইতে শ্রবণ করেন, ইহাই তাঁহার বিষম ভীতি উদ্রেক করিত। তাঁহার মনে হইত, যে দিন তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবে, সেইদিনই তাঁহার সকল ফুরাইবে; সেই দিনই তাঁহার নবজীবনের সমাপ্তি হইবে; কে বলিতে পারে, তিনি যে নূতন মন লাভ করিয়াছেন, তাহাও সেই সঙ্গে লুপ্ত হইবে না? যখন এই দুর্ঘটনার সম্ভবনা তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হইত, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। তখন যদি তাঁহাকে নিশ্চিত করিয়া কেহ বলিত, "এমন সময় আসিবে, যখন আপনার নাম আপনার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে; সেই কুৎসিৎ ও ভীষণ জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ নাম, সহসা অন্ধকার মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে; যে দুর্ব্বোধ্যতা মধ্যে, আপনি আপনাকে আবরণ করিয়াছেন, উহা ভেদ করিতে সমর্থ সেই নামের তীব্র জ্যোতিঃ সহসা অত্যন্ত দীপ্তিশালী হইয়া, আপনার আপাদমস্তক আলোকিত করিয়া দিবে; কিন্তু সে নাম আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করিবে না, সে আপনার আবরণকে আরও অধিক দুর্ভেদ্য করিবে ও আবরণ ছিন্ন হইয়াও আপনাকে আরও অধিক দুজ্ঞেয় করিবে; সে ভূকম্পনে, আপনার অট্টালিকা দৃঢ়ীকৃত হইবে; যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে সে অসাধারণ ঘটনায়, আপনার জীবনকে যুগপৎ উজ্জ্বল ও অপরিজ্ঞেয় করিবে এবং আপনার সম্বন্ধে তাহার কোনও অপকারিতা থাকিবে না; জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের প্রেতমূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎকারে, সদাশয়, অতি পবিত্র স্বভাব, ম্যাডিলিন, অধিক সম্মানার্হ হইবেন, অধিক শান্তিতে কাটাইতে পারিবেন, লোকে আপনার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিবে"—এ কথা কেহ বলিলে

তিনি উহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিতেন ও শিরঃকম্পন দ্বারা উহা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যাহা তিনি পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই ঠিক ঘটিয়াছিল। যাহা অসম্ভবের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হইত, প্রকৃতই তাহা ঘটিয়াছিল এবং ঐরূপ অসম্ভব কল্পনা ভগবান্‌ বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন।

তাঁহার মনোভাব আরও পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ আপনার অবস্থা আরও বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন তখনই একটি অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, তিনি পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে একটি গহ্বরের দিকে গড়াইয়া যাইতেছেন। তখন রাত্রিকাল। তিনি সরলভাবে রহিয়াছেন, কাঁপিতেছেন, পশ্চাতের দিকে যাহা ধরিতেছেন, তাহাই সরিয়া পড়িতেছে। তিনি প্রায় গুহার প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়, তিনি অন্ধকার মধ্যে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, অদৃষ্ট, ভ্রমে সেই ব্যক্তিকে "তিনি" বলিয়া মনে করিয়াছে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তিকে গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। সেই গহ্বর-মুখ বন্ধের জন্য ইহাই প্রয়োজন, যে হয় তিনি, নতুবা সেই ব্যক্তি, কেহ সেই গহ্বর মধ্যে পতিত হয়; তিনি অদৃষ্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই হয়।

তাঁহার মনে হইল, তিনি আপন অবস্থা বুঝিয়াছেন। ইহাই তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন। তিনি বুঝিলেন, কারাগারে তাঁহার স্থান খালি রহিয়াছে। তিনি যাহাই করুন, সে স্থান তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি জার্ভেইসের যে টাকা চুরি করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়াছে। কারাগারের সেই খালি স্থান, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবে ও যতক্ষণ তিনি তাহা পূরণ না করিবেন, ততক্ষণ উহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিবে। ইহা অপ্রতিবিধেয় ও সাংঘাতিক। তখন তাঁহার মনে হইল— "এক্ষণে আমার প্রতিনিধি একজন পাওয়া গিয়াছে। চ্যাম্পম্যাথিউএর দুর্ভাগ্য যে সে আমার স্থলাভিষিক্ত হইতেছে। চ্যাম্পম্যাথিউ কারাগারে আমার স্থান পূরণ করিবে। এদিকে আমি ম্যাডিলিন্‌ নামে পরিচিত হইয়া সমাজে অবস্থিতি করিব। প্রস্তর কবরমুখ আচ্ছাদন করিয়া একবার স্থাপিত হইলে আর তাহা সরে না। এই অপযশ—প্রস্তর দ্বারা চ্যাম্পম্যাথিউকে আচ্ছাদন

করিতে আমি যদি না বাধা দিই, তাহা হইলে আমার আর ভয়ের কোনও কারণ থাকিবে না।

এই বিস্ময়কর ও প্রচণ্ড মনোভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল যে তাহা অবর্ণনীয়। কোনও মনুষ্যই, সারা জীবনে ২।৩ বারের অধিক, সেইরূপ অনুভব করে না। উহাতে অন্তরাত্মা আলোড়িত হইয়া উঠে এবং হৃদয়ে যে কিছু কুপ্রবৃত্তি থাকে, যাহা কিছু অদৃষ্টের উপহাস, আহ্লাদ ও নৈরাশ্য মিশ্রণে প্রস্তুত, তৎসমুদয় গুলাইয়া উঠে। উহা অন্তরাত্মার বিকট অট্টহাস্য বলা যাইতে পারে।

তিনি তাড়াতাড়ি আলোক জ্বালিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"বেশ! তবে কি? আমার কিসের ভয়? কিসের জন্য আমি এত ভাবিতেছি? আমি নিরাপদ। সব ফুরাইয়াছে। একটি মাত্র দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। উহা দ্বারা আমার গত জীবন আমাকে আক্রমণ করিতে পারিত। সে দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। জেভার্টই এতদিন আমার উদ্বেগের কারণ ছিল। সে তাহার প্রবল সংস্কার-বশতঃ, আমাকে বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল—প্রকৃতই সে আমাকে চিনিয়াছিল--কি সর্ব্বনাশ! সে সর্ব্বত্র আমার অনুসরণ করিয়াছে। সেই শিকারী কুকুর সর্ব্বদা আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবশেষে ভ্রমে পতিত হইয়াছে—অন্যত্র আমার সন্ধান করিতেছে, আমার পশ্চাদনুসরণ একবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার বাসনা সফল হইয়াছে। সে অতঃপর আমাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে। সে তাহার জিন্‌ভ্যালজিন্‌কে পাইয়াছে। কে জানে? সে এই সহর ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেও হইতে পারে। এই সমস্ত ঘটনায়, আমার কোনও হাত নাই। ঐ ঘটনায়, আমি গণনার মধ্যে আসিতেছি না। তা বটে! কিন্তু ইহাতে দুঃখের কথা কি আছে? লোকে দেখিলে ভাবিবে, আমার কিছু দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি। যাহা হউক, যদি ইহাতে কাহারও অনিষ্ট ঘটে, তাহাতে আমার কোনও অপরাধ নাই। সমুদায় দৈব কর্ত্তৃক হইতেছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করার আমার কি অধিকার? আমি কি চাহি? আমি হস্তক্ষেপ করিব কেন? ইহাতে আমার কোনও সংশ্রব নাই। কি!

দেখিতেছি, আমার সন্তোষ হইতেছে না—কিন্তু আমি আর কি চাহি? এত বৎসর ধরিয়া আমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, রাত্রিকালে আমি যাহা স্বপ্ন দেখিতাম, যাহা আমি ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতাম, এক্ষণে আমি তাহাই প্রাপ্ত হইলাম—আমি নিরুপদ্রব হইলাম। ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কি করিতে পারি? ভগবানের এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে কেন? যেন, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা সমাধা করিতে পারি; যেন আমি কোনও দিন মহৎ উদাহরণ স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারি ও সে উদাহরণ দৃষ্টে লোক সৎকার্য্য সম্পাদনে উৎসাহিত হইতে পারে; যেন অবশেষে ইহা বলা যায়, যে আমি যে প্রায়শ্চিত্ত করিলাম ও ধর্ম্মপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, সে জন্য সামান্য কিছু সুখভোগ করিতে পাইলাম। কিছু পূর্ব্বে সদাশয় ধর্ম্মযাজকের গৃহে প্রবেশ করিতে ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে কেন আমার সাহস হয় নাই, তাহা আমি প্রকৃতই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই তিনিও আমাকে এই কথাই বলিতেন। ইহাই স্থির রহিল। যাহা হউক, আমি হস্তক্ষেপ করিব না। দয়ালু ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক!"

যে গহ্বর তাঁহার জন্য মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছিল, তাহার প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনি হৃদয় মধ্যে অবস্থিত আপনাকে আপনি এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন তিনি উঠিলেন ও কক্ষ মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—বলিলেন "যাক আর ও সকল ভাবিব না; আমি স্থির করিলাম!" কিন্তু ইহাতে তাঁহার আনন্দ হইল না।

ঠিক তাহার বিপরীত হইল।

সমুদ্রকে তীরে আগমন করিতে নিষেধ যেরূপ বিফল, মনোমধ্যে চিন্তার আগমন নিষেধও সেইরূপ বিফল। নাবিকেরা উহাকে জোয়ার বলে। পাপীরা ইহাকে অনুতাপ বলে। ভগবান্ যেরূপে সমুদ্রকে স্ফীত করেন, সেইরূপ মানব অন্তঃকরণকেও আলোড়িত করেন।

তিনি অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিলেও দেখিলেন, কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তাঁহার আপন মনে কথোপকথন চলিতেছে। সেই বিষাদের কথোপকথনে তিনি নিজেই বক্তা ও নিজেই শ্রোতা। যে কথা আদৌ তাঁহার বলিবার ইচ্ছা নহে, সেই কথোপকথনে তিনি তাহাই বলিতেছেন। যে কথা শুনা তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাঁহাই শুনিতেছিলেন। বাক্য ও মনের অগোচরে যে শক্তি,

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আর একজন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিয়াছিলেন—"অগ্রসর হও" সেই শক্তি তাঁহাকে আদেশ করিলেন "চিন্তা কর।" তিনি সেই আদেশ পালন করিলেন।

আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, আমরা একটি কথা বলিব। ঐ কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। ইহাতে আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব।

মানুষ যে আপন মনে কথা কহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন লোক নাই, যে ইহা করে না। এমন কি, এ কথা বলা যাইতে পারে, যে, মানুষ যখন আপন মনে কথা কহে, যখন মন অন্তরাত্মাকে বলে এবং অন্তরাত্মা মনকে বলে, সে বাক্যের অনির্ব্বচনীয়তা যেরূপ প্রোজ্জ্বল, এমন আর কোনও কথার নহে। এই অধ্যায়ে আমরা যে লিখিতেছি "তিনি বলিলেন" "তিনি বলিয়া উঠিলেন" তাহা এই অর্থে বুঝিতে হইবে। মানুষ আপনার নিকট আপন কথা বলে, আপনার সহিত কথোপকথন করে, আপনার নিকট আশ্চর্য্য প্রকাশ করে। সে কথোপকথনে বাহিরে নীরবতা ভগ্ন হয় না। মনোমধ্যে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া যায়, আর সকলে কথা কহে, কেবল মুখ কথা কহে না। অন্তরের ঘটনা বাহিরে দেখা যায় না, বা প্রকাশ পায় না বলিয়া তাহা কম সত্য নহে।

আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তিনি কোথায়। তিনি যে পন্থা অবলম্বন স্থির করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, তিনি মনোমধ্যে এখনই যাহা স্থির করিলেন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। তিনি যে বলিতেছেন "যাহা ঘটুক আমি হস্তক্ষেপ করিব না, দয়ালু ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন" ইহা একেবারে ঘৃণার্হ। অদৃষ্টের ও মানবের এই ভ্রম যদি তিনি কার্য্যে পরিণত হইতে দেন, তিনি তাহার প্রতিরোধ না করেন, নিজে নীরব থাকিয়া উহার সহায়তা করেন, তাহা হইলে নিজে কিছু না করিলেও, অপরাধের সমস্ত কার্য্য তাঁহার করা হইবে, তাঁহার কপটাচার নীচত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার ভীষণ অপরাধ, অধমজনোচিত নীচতা, কাপুরুষতা, দুর্ব্বৃত্ততায় পূর্ণ হইবে।

গত আট বৎসরের মধ্যে, সেই হতভাগ্যের মনে অসৎ চিন্তা এই প্রথম প্রবেশ করিল—দুর্গন্ধবিশিষ্ট সেই অসৎ কার্য্যের তিক্ত আস্বাদ তিনি এই প্রথম প্রাপ্ত হইলেন।

ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত তিনি তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন।

তিনি আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বলিতেছ "আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইল," ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন "আমার জীবনের অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্য আছে—সে উদ্দেশ্য কি? আত্মগোপন? পুলিশের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ? ইহা কি এতই সুন্দর, যে আমি যাহা করিয়াছি, ইহারই জন্য তাহা করিয়াছি? আমার জীবনের কি অন্য উদ্দেশ্য নাই—তাহাই কি মহত্তর নহে? তাহাই কি যথার্থ নহে? দেহের রক্ষা নহে, আত্মার রক্ষা, পুনরায় সৎ ও সদাশয় হওয়া, ন্যায়পর ব্যক্তি হওয়া, ইহাই কি সেই উদ্দেশ্য নহে? আর সকল অপেক্ষা ইহাই—কেবলমাত্র ইহাই, কি আমার প্রার্থনীয় নহে? অতীত জীবনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদই কি মাইরেল আমার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? আমি ত অতীত জীবনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেছি না। হা ঈশ্বর! আমি যে দারুণ নিন্দার কার্য্য সম্পাদন দ্বারা সে জীবনের সহিত সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপন করিতেছি। আমি যে পুনরায় চোর হইতেছি। এবার আমি যে শ্রেণীর চোর হইতেছি, তাহা যে অতিশয় ঘৃণার্হ। আমি যে অপরের অস্তিত্ব, জীবন, শান্তি, সূর্য্যালোকে তাহার স্থান অবধি সমস্ত চুরি করিতেছি। আমি হত্যাকারী হইতেছি। আমি সেই হতভাগ্যকে হত্যা করিতেছি—তাহার নৈতিক জীবন নাশ করিতেছি। সে ব্যক্তি জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। কারাগারে, উন্মুক্ত আকাশতলে, মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিবে—আমার কার্য্যের দ্বারাই ইহা সংঘটিত হইবে। দারুণ ভ্রমবশে যে ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার রক্ষণ জন্য যদি আমি আত্মসমর্পণ করি, যদি আমি আপন নাম গ্রহণ করি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন হইয়া কারাগারে গমন করি, তবেই যথার্থ আমার নব-জীবন লাভ হইবে, তবেই যে নরককুণ্ড হইতে আমি বহির্গত হইয়াছি, চিরকালের জন্য তাহার দ্বার রুদ্ধ হইবে। দৃশ্যতঃ পতিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা হইতে আমি নিষ্কৃতি লাভ করিব। ইহা করিতেই হইবে। যদি আমি ইহা না করি, তবে আমি যাহা করিয়াছি তাহা সমুদয় বৃথা। আমার সমস্ত জীবন বৃথা—আমার প্রায়শ্চিত্ত বিফল। "কি প্রয়োজন" এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বুঝিতেছি, মাইরেল এখানে রহিয়াছেন। তিনি মরিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এখানে আসা আর'ও সম্ভব হইয়াছে। তিনি অনিমেষনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন,

নগরপাল ম্যাডিলিন অশেষ সদ্গুণবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার চক্ষে ঘৃণার্হ হইবে, এবং কারারুদ্ধ জিন্‌ভ্যালজিন্ তাঁহার চক্ষে পবিত্র ও প্রশংসনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। মনুষ্য আচরণ মাত্র দেখিতে পায়—তিনি আমার প্রকৃতস্বরূপ দেখিতে পান। মানুষে আমার কার্য্যাবলী দেখে—তিনি অন্তরাত্মা দেখেন। অ্যারাস যাইতে হইবে। জিন্‌ভ্যালজিন্ বলিয়া ধৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃত জিন্‌ভ্যালজিন্‌কে লোকচক্ষু সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। হায়! এ বলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, এ জয়, মর্ম্মভেদী, কষ্টদায়ক। ইহাই চরম, কিন্তু ইহা করিতে হইবে। হা দুরদৃষ্ট! মনুষ্য চক্ষুতে ঘৃণার্হ বলিয়া পরিগণিত হইলে, তবে আমি ঈশ্বরের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইব।”

তখন তিনি বলিলেন, “ইহাই স্থির করা যাউক, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইবে। ঐ লোককে বাঁচাইতে হইবে।” এই কথা তিনি মুখ হইতে উচ্চারণ করিলেন—তিনি যে কথা কহিতেছিলেন, তাহা অনুভব করিলেন না।

তিনি হিসাব পত্র বাহির করিলেন। তাহা মিলাইলেন ও তাহা ঠিক করিয়া রাখিলেন। যে সকল দরিদ্র ব্যবসাদার তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের দলিল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া তাহা সিল্ করিলেন। যদি সে কক্ষে, সে সময় কেহ থাকিত, তাহা হইলে দেখিত, খামে শিরোনামে লাফিটির নাম ও ঠিকানা লেখা রহিয়াছিল। আলমারি হইতে একখানি ক্ষুদ্র বহি বাহির করিলেন, উহাতে কয়েকখানি নোট ছিল ও সেই বৎসর “নির্ব্বাচন” সময়ে যে ছাড়পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ছিল। গুরুতর চিন্তার ফলস্বরূপ যখন তিনি এই সকল বিভিন্ন কার্য্য করিতেছিলেন, তখন যদি কেহ তাঁহাকে দেখিত, তাহা হইলে তাঁহার মনোমধ্যে কি হইতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। কখন কখনও তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, কখনও বা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেওয়ালের কোনও স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছিলেন, যেন সেই স্থানে এমন কিছু ছিল, যাহা তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অথবা তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল।

লাফিটির পত্র সমাপ্ত করিয়া তিনি উহা ও পকেট বহিখানি পকেটে রাখিলেন। তখন তিনি পুনরায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

যে পথে তাঁহার চিন্তাস্রোত ধাবিত হইতেছিল, উহা সে পথ পরিত্যাগ

করে নাই। তিনি আপন কর্ত্তব্য পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছিলেন। উহা যেন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছিল। সে অক্ষর চক্ষু-সম্মুখে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছিল এবং তিনি যে দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছিলেন উহাও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সেইদিকে প্রকাশ পাইতেছিল।

"যাও! তোমার নাম বল। নিজ দোষ স্বীকার কর।"

নিজ নাম সংগোপন করিব ও সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব এই দুই সংকল্প এতদিন তাহার সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিতেছিল। এক্ষণে উহারাও যেন মূর্ত্তিধারণ করিয়া তাঁহার নয়নপথে ঐরূপ বিচরণ করিতে লাগিল। এখনই প্রথম তাহারা বিভিন্নস্বরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল এবং তাহাদিগের পরস্পর মধ্যে ব্যবধান, তিনি অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে ইহাদিগের একটি স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট; অপরটি মন্দ হইলেও হইতে পারে। প্রথমটি, আত্মোৎসর্গ; দ্বিতীয়টি আত্মরক্ষা। প্রথমটি পরের সুখ অনুসন্ধান করে; দ্বিতীয়টির লক্ষ্য, নিজের প্রতি। একটি আলোক হইতে উদ্ভূত, অপরটি অন্ধকার-প্রসূত।

উহারা পরস্পর বিরোধী। তিনি তাহাদিগের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিলেন। যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই মনশ্চক্ষু সম্মুখে, তাহাদিগের কলেবর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদিগের আয়তন অপরিসীম হইয়া উঠিল। আমরা মনুষ্য-হৃদয়ের অসীমত্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও অন্ধকারময়, সেই অনন্ত হৃদয় মধ্যে, তিনি দেবী ও অসুরের সংগ্রাম অবলোকন করিলেন।' সে দৃশ্য অবলোকনে তাঁহার ভয় হইল। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, সদিচ্ছাই বলবতী হইতেছে। তিনি অনুভব করিলেন, তিনি দ্বিতীয়বার এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন যে এখন তাঁহার ভাগ্য স্থিরীকৃত হইবে; তাঁহার অন্তরাত্মার সারত্ব পরীক্ষিত হইবে। তাঁহার নবজীবনের প্রথম ভাগ, মাইরেল কর্তৃক অনুরঞ্জিত হইয়াছে—দ্বিতীয়বার চ্যাম্পম্যাথিউ কর্তৃক হইবে। ঐ বিপুল ঘটনার পর এই অগ্নিপরীক্ষা।

চিন্তাজ্বর ক্ষণকাল প্রশান্ত থাকার পর, পুনরায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সহস্র চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত ও বিলীন হইল। কিন্তু তাঁহারা তাহার সংকল্প দৃঢ়ীভূত করিতে থাকিল।

একবার তাঁহার মনে হইল, যে তিনি যত চিন্তা করিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে

বিষয় তত গুরুতর নহে। হয়ত চ্যাম্পম্যাথিউ প্রকৃতই চুরি করিয়াছে ও তাঁহার উদ্ধার-সাধন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার কারণ নাই।

একথার আপনিই উত্তর দিলেন—"যদি প্রকৃতই সে ব্যক্তি কয়েকটা ফল চুরি করিয়া থাকে, তবে তাহার একমাস কারাদণ্ড হইতে পারে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সে দণ্ড মধ্যে বিস্তর অন্তর। তাই বা কে জানে? সে কি চুরি করিয়াছে? তাহা কি প্রমাণীকৃত হইয়াছে? জিন্‌ভাল্‌জিন্ নাম তাহাকে ডুবাইয়া দিতেছে, প্রমাণের অপেক্ষা করিতেছে না। সরকারী উকিল কি এইভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন না, যেহেতু সে দাগী, অতএব সে চুরি করিয়াছে?"

আর একবার তাঁহার মনে হইল, যখন তিনি আত্মদোষ স্বীকার করিবেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার বীরোচিত কার্য্য, তাঁহার গত সাত বৎসরের সৎকার্য্য, তিনি দেশের যে উপকার করিয়াছেন, বিচারক এ সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেও করিতে পারেন।

কিন্তু শীঘ্রই সে আশা বিলীন হইল। তাঁহার মনে পড়িল, তিনি কারামুক্তির পর জার্ভেইসের টাকাটি চুরি করায়, তাঁহার যে অপরাধ হইয়াছে, সে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাবাস। ইহা আইনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তখন তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল; তজ্জন্যই মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিল।

তিনি আশায় মুগ্ধ হইলেন না। সান্ত্বনা ও শক্তির জন্য অন্যত্র মনোনিবেশ করিলেন এবং সংসার হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করিতে থাকিলেন। তিনি বলিলেন—"আমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য পালন না করিলে যে পরিমাণ অসুখী হইব, কর্ত্তব্য পালনে, হয়ত, তদপেক্ষা অধিক অসুখী হইব না। যদি আমি হস্তক্ষেপ না করি, যদি আমি "ম" নগরে বসিয়া থাকি, তবে আমার সম্মান, খ্যাতি, সৎকার্য্য সকল, লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি, আমার চরিত্র, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম অধর্ম্মযুক্ত হইবে। সেই বীভৎস দ্রব্যের সহিত সংমিশ্রিত হইলে, ঐ সকল পবিত্র দ্রব্যের স্বাদ কিরূপ হইবে? অন্য পক্ষে যদি আমি নিজ জীবন বলিদান করি, তাহা হইলে কারাগার বন্ধনদণ্ড, লৌহগলবন্ধ, সবুজটুপি, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অকরুণ ঘৃণা স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে।"

অবশেষে তিনি বলিলেন—"ইহাই করিতে হইবে। ইহা আমার অদৃষ্টলিপি;

ইহার পরিবর্ত্তন আমার সাধ্যাতীত। বাহিরে ধার্ম্মিকতা, ভিতরে ঘৃণাজনক পাপ, অথবা বাহিরে দারুণ অপযশ, ভিতরে পবিত্রতা, ইহারই মধ্যে আমাকে একটি গ্রহণ করিতে হইবে।”

এই শোকাবহ চিন্তায় চিত্ত আন্দোলিত হইলেও সাহস তাঁহাকে ত্যাগ করিল না; কিন্তু তাঁহার মন শ্রান্ত হইল। তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও অন্য সামান্য বিষয়ের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

তাঁহার ললাটস্থিত ধমনীতে বেগে রক্ত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তিনি তখনও বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে গির্জ্জায়, পরে টাউন হলের ঘড়িতে বারটা বাজিল। তিনি দুইটি ঘড়িরই বাজিবার শব্দ শুনিলেন। দুইটি শব্দমধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিলেন। একজন কর্ম্মকারের দোকানে বিক্রয় জন্য একটি পুরাতন ঘড়ি ছিল। ঐ ঘড়িটি তাঁহার মনে পড়িল।

তাঁহার শীত করিতে লাগিল। তিনি কিছু আগুন জ্বালিলেন। জানালা বন্ধ করার কথা তাঁহার মনে আসিল না।

ইতিমধ্যে পুনরায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বারটা বাজিবার পূর্ব্বক্ষণেই, তিনি কি ভাবিতেছিলেন, ইহা মনে করিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিতে হইল; অবশেষে তাঁহার মনে পড়িল।

তিনি আপনা আপনি বলিলেন—“হাঁ, আমি নিজ দোষ স্বীকার করিব, ইহাই মনে করিয়াছিলাম।”

তখন সহসা তাঁহার ফ্যান্‌টাইনের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন—“দাঁড়াও! সে অভাগিনীর কি হইবে?” আবার নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল।

তাঁহার চিন্তাস্রোত মধ্যে সহসা ফ্যান্‌টাইন্‌ আবির্ভূত হইলে, তিনি যেন আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। এ আলোক দেখিতে পাইবেন, তিনি তাহা আশা করেন নাই। তাঁহার বোধ হইল, সমস্ত বস্তুরই আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি বলিলেন—“বাঃ! আমি এখন পর্য্যন্ত অপর কাহারও কথা ভাবি নাই। আমি নীরব থাকিব, না নিজ দোষ স্বীকার করিব; আত্মগোপন করিব, না আত্মার রক্ষা করিব; ভিতরে ঘৃণার্হ ও বাহিরে মাননীয় বিচারপতি থাকিব, অথবা অপযশের পসরা মাথায় লইয়া ভক্তির পাত্র হইব—এ সকল চিন্তায় আমি কেবল আপনার কথাই ভাবিয়াছি, অপরের কথা মনে উঠে নাই।

হা ভগবন্‌! এ সকলই স্বার্থচিন্তা। বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থচিন্তা এই মাত্র, কিন্তু ইহা স্বার্থচিন্তা। যদি অপরের কথা ভাবি, তবে কিরূপ হয়? পরার্থ চিন্তার পবিত্রতাই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্‌। আপনাকে সরাইয়া রাখিয়া, আপনার চিন্তা লোপ করিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া গিয়া, দেখা যাক্‌, কি ফল হয়। আমি আত্মদোষ স্বীকার করিলে কি হইবে? আমি ধৃত হইব। চ্যাম্পম্যাথিউ মুক্তিলাভ করিবে। আমি পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইব। বেশ! তার পর? এখানে কি অবস্থা? হায়! এই দেশে এই নগরে কারখানা সকল স্থাপিত হইয়াছে। অনেক প্রকার কাজ চলিতেছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধ, বহু দরিদ্র কাজ করিতেছে। এ সকল আমিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আমি তাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতেছি। যে গৃহেই অগ্ন্যাধারে অগ্নি জ্বলিতেছে, সেইখানেই সেই আগুনের কাঠ ও পাক করিবার মাংস আমি যোগাইতেছি। লোকে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। অর্থের আদান প্রদান চলিতেছে। সকলের উপর সকলের বিশ্বাস রহিয়াছে—ইহা আমারই সৃষ্টি। আমি এ প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না। সমস্ত প্রদেশে আমার জন্যই লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সকলে সঞ্জীবিত হইয়াছে; নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। আমি এই প্রদেশকে সমৃদ্ধিশালী, তেজ বিশিষ্ট করিয়াছি—ইহাতে উন্নতির বীজ বপন করিয়াছি। আমার অভাবে, ইহা প্রাণশূন্য হইবে। আমি মরিয়া গেলে, সমস্তই নষ্ট হইবে। আর এই স্ত্রীলোক—ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও যাহার এত গুণ রহিয়াছে—অজ্ঞাতসারে আমি যাহার সকল কষ্টের মূল—আর সেই বালিকা, যাহার অন্বেষণে আমি যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যাহাকে আনিয়া দিতে আমি তাহার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি—এই স্ত্রীলোকের যে অনিষ্ট করিয়াছি, তাহার স্খলন নিমিত্ত আমি কি ঐ স্ত্রীলোকের নিকট ঋণী নহি? আমি চলিয়া গেলে, কি ঘটিবে? মা মরিবে, শিশু যাহা পারে করিবে। আমি আত্মদোষ প্রকাশ করিলে ইহাই ঘটিবে। যদি আমি আত্মদোষ প্রকাশ না করি, তবে কি হইবে দেখা যাক্‌।"

এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তিনি থামিলেন, যেন মুহূর্ত্তকাল জন্য সন্দেহ তাঁহাকে অধিকার করিল ও তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি ধীরভাবে আপন প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

"বেশ, এ লোকটি কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইবে—তাহাতে কি ? সে চুরি করিয়াছে ত ? তাহার চুরি অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই—একথা আমি বলিলে কি হইবে ? সে চুরি করিয়াছে। আমি এখানে থাকিব ও কাজ করিব। দশ বৎসরে আমি ক্রোর মুদ্রা সঞ্চয় করিব। সে টাকা আমি দেশমধ্যে ছড়াইয়া দিব। আমার নিজের কিছুই নহে। তাহাতে কি ? আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না। সকলের সমৃদ্ধি বাড়িয়া চলিবে। নূতন শিল্পের আবির্ভাব হইবে ও তাহারা জীবনীশক্তি লাভ করিবে। নূতন নূতন কারখানা হইবে। নূতন নূতন দোকান খুলিবে। শত সহস্র পরিবার সুখে কালযাপন করিবে। এ প্রদেশ জনপূর্ণ হইবে। যেখানে পূর্ব্বে একজনের আবাস ছিল এখন সেখানে গ্রাম বসিবে। পূর্ব্বে যেখানে কেহ বাস করিত না, এখন সেখানে লোকের বসতি হইবে। দারিদ্র্য বিলুপ্ত হইবে। দারিদ্র্যের সহিত দুরাচার, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, লোকহত্যাও অন্তর্হিত হইবে। সকল প্রকার পাপ, সকল প্রকার অপরাধ অদৃশ্য হইবে। এই হতভাগিনী মাতা তাহার শিশুকে পালন করিবে। ফলতঃ সমগ্র প্রদেশ ধনশালী হইবে ও সৎপথে চলিবে। হায় ! আমি কি নির্ব্বোধের মত স্থির করিতেছিলাম। আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহা অতি অসঙ্গত। আমি নিজদোষ স্বীকার সম্বন্ধে কি বলিতেছিলাম ? আমার বিশেষ মনোযোগ সহকারে সকল বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। সহসা কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। আমি অতি উন্নতমনা, এবং দয়ালু এইরূপ লোককে দেখাইতে পারিব বলিয়া যদি আমি ঐ কার্য্য করিতে যাই তাহা হইলে তাহা কেবল লোক ভুলান কার্য্য হইবে মাত্র। উহাতে অপরের জন্য না ভাবিয়া কেবল নিজের কথা চিন্তা করা হইবে। সেই চোরের দণ্ড, হয়ত, কিছু অধিক হইতে পারে। কিন্তু, মোটের উপর, হয়ত, সে শাস্তি ন্যায্যই হইবে। কিন্তু সেই অপরিচিত অকর্ম্মণ্য চোরকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সমস্ত প্রদেশটি কি উৎসন্ন যাইবে ! সে অভাগিনী চিকিৎসালয়ে মরিবে ! সেই বালিকা কুকুরের ন্যায় পথে মরিয়া থাকিবে ! হায় ! ইহা অতি ঘৃণার কথা ! মা আর তাহার কন্যাটিকে দেখিতে পাইবে না। কন্যা মাকে জানিবেই না। সেই বৃদ্ধ হতভাগা চোর, বর্ত্তমান অপরাধ জন্য না হইলেও, হয়ত, আর কিছু এমন অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তাহার পক্ষে ন্যায্য হইবে। তাহার জন্য ঐ সকল ঘটিবে। যদি ধর্ম্মভীরুতার ফলে, দোষীর মুক্তি জন্য, নির্দ্দোষ ব্যক্তি

বিপন্ন হয়; যদি, যে অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের আয়ুঃ অল্প কয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে, যে নিজ কুটীরে যেরূপ কষ্টে বাস করে, তদপেক্ষা কারাবাসে অধিক কষ্টভোগ করিবে না, তাহার রক্ষণ জন্য, এ প্রদেশের অধিবাসিগণকে, মাতা, স্ত্রী সন্তান সকলকে বলি দিতে হয়, তবে তাহা উত্তম বটে। সেই হতভাগ্য বালিকা কসেটের এ সংসারে আমি ব্যতীত আর কেহ নাই। এখনই সে সেই থেনার্ডিয়ারগণের ন্যায় দুষ্টলোকের কুটীরে শীতে নীলমূর্ত্তি হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা অতি দুর্ব্বৃত্ত। আমি এই সকল দরিদ্রগণের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছিলাম এবং আমি আপনার দোষ স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম। আমি যে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতে যাইতেছিলাম, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ঐ কার্য্য যতদূর অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাই ধরা যাউক। ধরিলাম, উহা আমার পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইবে এবং কোনও দিন, আমার অন্তরাত্মার নিকট, আমাকে উহার জন্য তিরস্কৃত হইতে হইবে। কিন্তু সে তিরস্কার আমারই বোঝা স্বরূপ হইবে সে দুষ্কার্য্যে আমিই দূষিত হইব। অপরের মঙ্গল জন্য, যদি আমি ইহা বহন করি, তবেই আমার আত্মোৎসর্গ যথার্থ হইবে। তাহাই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।" তিনি উঠিলেন ও পুনরায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। এবারে তাঁহার মনে সন্তোষ জন্মিয়াছিল।

তিমিরাচ্ছন্ন ভূগর্ভ মধ্যেই হীরক পাওয়া যায়। ভাবসমুদ্রের অন্তস্থলেই সত্যের সন্ধান মিলে। তাঁহার মনে হইল, সেই অন্তস্তলে অবরোহণ করিয়া, বহুক্ষণ গভীরতম অন্ধকার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া, তিনি যে তত্ত্ব অধিগত করিয়াছেন, তাহা হীরকেরই মত। উহা তাঁহার হস্তগত রহিয়াছে। উহার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল।

তিনি ভাবিলেন—"হাঁ, ইহাই ঠিক্‌। আমি ঠিক রাস্তা ধরিয়াছি। আমি মীমাংসা করিতে পারিয়াছি। যে সিদ্ধান্তই হউক, একটি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া এ অবস্থার সমাপ্তি করিতে হইবে। আমি স্থির করিলাম। যাহা ঘটে ঘটুক। আর আমি ইতস্ততঃ করিব না। আর আমি পিছাইয়া পড়িব না। এ সিদ্ধান্ত সকলের মঙ্গলকর। আমি নিজের জন্য করিতেছি না। আমি ম্যাডিলিন্‌ এবং ম্যাডিলিন্‌ই থাকিব। যে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌, তাহার দুর্ভাগ্য। আমি আর সে নহি। আমি তাহাকে জানি না। আমি আর কিছু জানি না।

দেখা যাইতেছে, এখন একজনকে লোকে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ বলিতেছে। সে তাহার নিজের পন্থা দেখুক। আমার তাহাতে কোনও সংশ্রব নাই। এই সাংঘাতিক নাম রাত্রিতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা যদি কাহারও মস্তকে আসিয়া পড়ে, তবে তাহারই দুর্ভাগ্য।"

অগ্ন্যাধারের উপর যে ক্ষুদ্র দর্পণ ঝুলান ছিল, তাহাতে তিনি আপন মুখ দর্শন করিলেন এবং বলিলেন—

"একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় আমার আরাম হইয়াছে—এখন আমি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মানুষ।"

তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। তাহার পর দাঁড়াইলেন—বলিলেন—

"যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, যেরূপ করা উচিত, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। এখনও এমন সূত্র রহিয়াছে, যাহাতে আমি জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের সহিত গ্রথিত রহিয়াছি। সে সূত্র ছিন্ন করিতে হইবে। এই গৃহেই এমন দ্রব্য সকল রহিয়াছে, যাহারা আমাকে প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহাদিগের কথা কহিবার শক্তি না থাকিলেও তাহারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আমি স্থির করিলাম, ঐ সকল বিলুপ্ত করিব।"

তিনি আপন পকেটে হাত দিলেন ও মণিব্যাগ বাহির করিলেন। যে কাগজে দেওয়াল মোড়া ছিল, উহাতে অঙ্কিত বিষাদব্যঞ্জক নক্সার মধ্যে, চাবি লাগাইবার স্থান এমনভাবে লুক্কায়িত ছিল, যে তাহা প্রায় দেখা যায় না। চাবি খুলিলে দেওয়াল ও অগ্ন্যাধার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি আধার আবিষ্কৃত হইল। এই লুক্কাইত স্থান হইতে, একটি ছিন্ন নীলবর্ণের জামা, পুরাতন একটি পাজামা, একটি পুরাতন ব্যাগ লোহার দুইমুখ বাঁধান একটি লাঠি বাহির করিল। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে যাঁহারা জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌কে ডি নগরে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এই জীর্ণ ও ছিন্ন পরিচ্ছদের সকল দ্রব্যই অনায়াসে চিনিতে পারিবেন।

তাঁহার আদি অবস্থা সর্ব্বদা স্মরণ থাকিবে বলিয়া তিনি বাতিদান দুইটির ন্যায় এগুলিকেও রাখিয়া দিয়াছিলেন। তবে কারাগার হইতে যে সকল দ্রব্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন সেগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং মাইরেলের নিকট হইতে যে বাতিদান দুইটি পাইয়াছিলেন, তাহা বাহিরে ছিল।

তিনি একবার লুকাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার ভয় হইতেছিল,

যে ঘরে খিল দেওয়া থাকিলেও উহা খুলিতে পারে। তাহারপর সহসা ও ক্ষিপ্রতার সহিত সেই সমুদয় তুলিয়া লইলেন। এত বৎসর ধরিয়া, বিপদগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, ধর্ম্মাচরণের ন্যায়, যে সকল দ্রব্য তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এখন সেগুলির দিকে একবারও চাহিলেন না এবং সেই জীর্ণবস্ত্র, ব্যাগ, লাঠি সমস্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সকল দ্রব্য বাহির করিয়া লইলে, লুক্কায়িত সেই আলমারীতে আর কিছু রহিল না ও উহা গোপন করিবার আর প্রয়োজন ছিল না। তথাচ দ্বিগুণ সাবধানতার সহিত তিনি উহা বন্ধ করিলেন এবং যে স্থানে চাবি লাগাইতে হয় তাহা গোপন জন্য গৃহসজ্জার একটি গুরুভার দ্রব্য ঠেলিয়া উহার সম্মুখে রাখিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই, গৃহমধ্যে তীব্র লোহিতবর্ণের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উহার শিখা কাঁপিতে লাগিল। সে আলোক সম্মুখস্থিত দেওয়াল রঞ্জিত করিল। সমস্তই আগুনে পুড়িতে লাগিল। লাঠিটি ফাটিতে লাগিল এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কাইয়া গৃহমধ্যে পড়িল।

ব্যাগটি ও তন্মধ্যস্থিত সেই ঘৃণাজনক ছিন্নবস্ত্রগুলি পুড়িয়া গেলে, ভস্মরাশি মধ্যে কিছু ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, প্রকাশ পাইল। হেঁট হইয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইত, উহা একটি রৌপ্য মুদ্রা। উহা জার্ভেইসের নিকট অপহৃত মুদ্রা; তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি আগুনের দিকে চাহিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

সহসা দুইটি রূপার বাতিদানের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। অগ্ন্যাধারের উপরে, ঐ বাতিদানে গৃহমধ্যস্থিত অগ্নির রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল ও উহা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল।

তাঁহার মনে হইল—"দাঁড়াও—উহাতে জিনভ্যাল্‌জিনের সমুদয় পরিচয় রহিয়াছে; ঐগুলিকে নষ্ট করিতে হইবে।

তিনি উহা লইলেন।

তখনও এরূপ আগুন ছিল, যে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, উহাদিগের আকৃতি বিনষ্ট হইয়া যাইত ও উহা একটি রৌপ্যদণ্ডে পরিণত হইত ও উহা আর চিনিবার উপায় থাকিত না।

তিনি অগ্নিকুণ্ডের উপর হেঁট হইলেন ও ক্ষণকাল আগুণ পোহাইলেন। যথার্থই তাঁহার আরাম বোধ হইল, বলিলেন—

"অগ্নিতাপ কি আরামদায়ক!"

তিনি একটি বাতিদান দিয়া জ্বলন্ত অগ্নি নাড়িলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়টিই অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল।

সেই মুহূর্ত্তে তিনি যেন শুনিতে পাইলেন—তাঁহার হৃদয় মধ্যে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন—"জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্! জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্!"

তাঁহার মস্তকের কেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি যেন কোনও ভীষণ কথা শুনিতেছিলেন।

সেই স্বর যেন বলিতে লাগিল—"বেশ! উত্তম।" শেষ কর, যাহা মনে করিয়াছ, সম্পূর্ণ করিয়া ফেল। এই বাতিদান দুইটি নষ্ট করিয়া ফেল। স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত কর। মাইরেলকে ভুলিয়া যাও। সমস্ত বিস্মৃত হও। এই চ্যাম্পম্যাথিউর ধ্বংস সাধন কর। কর! সেই বেশ! আহ্লাদে আপনার কর্ম্মের অনুমোদন কর! ইহাই ঠিক কর—এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হও। ইহার আর পরিবর্ত্তন হইবে না, এইরূপই মত কর। এই বৃদ্ধ জানে না, তাহার নিকট লোকে কি চাহে—হয়ত সে কোনও অপরাধই করে নাই। তাহার কোনও দোষ নাই। তাহার দুর্ভাগ্য, লোকে তাহাকে তুমি মনে করিতেছে—তোমার নাম অপরাধের বোঝাস্বরূপ হইয়া, তাহার মাথায় চাপিয়াছে। সে এখনই তুমি বলিয়া অবধারিত হইবে—সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে, লোকসমাজে হেয় হইয়া দারুণ দুঃখে দিন কাটাইবে। তা বেশ! তুমি সৎপথে জীবন যাপন কর—নগরপাল থাক—সম্মানার্হ হও ও লোকে তোমাকে সম্মান করুক। নগর সমৃদ্ধিশালী কর। দরিদ্রকে পালন কর, অনাথ শিশুগণের প্রতিপালন কর। সুখে ও সৎপথে থাক ও যশঃ অর্জ্জন কর। এদিকে যেমন তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিবে, তখন আর এক ব্যক্তি, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, তোমার নাম বহন করিবে। লোকে তাহাকে ঘৃণা করিবে ও তোমার পরিবর্ত্তে কারাগারে সে লৌহশৃঙ্খল বহন করিবে। এ ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছে। হায়! হতভাগ্য!"

তাঁহার কপোলদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কাতর-নয়নে সেই বাতিদান দুইটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মার কথা তখনও ফুরায় নাই। উহা বলিতে লাগিল—

"জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্! তুমি অনেকের কথা শুনিতে পাইবে। তাহারা ঘোর কলরব করিবে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। একজন মাত্র লোকের কথা কেহ শুনিতে পাইবে না। অন্ধকার মধ্যে সে তোমার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিবে। শুন, দুরাত্মন! সেই সকলের আশীর্ব্বচন মিলিত হইয়াও ভগবানের নিকট পৌছিতে পারিবে না। সেই একজনের অভিসম্পাত উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ভগবানের নিকট পৌছিবে।"

এই স্বর প্রথমে অতি ক্ষীণ ছিল ও হৃদয়ের অতি অন্তস্তলের অন্ধকারময় কোনও প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইতেছিল। ক্রমে উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তুলিল। এখন তিনি ঐ কথা আপন কর্ণে শুনিতে পাইতেছিলেন! তাঁহার বোধ হইল, ইহা তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং বাহির হইতে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে। তিনি যেন শেষ কথা স্পষ্টই শুনিলেন। তখন তিনি ভয়চকিত নেত্রে, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং ভয়-বিমূঢ়চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"এখানে কি কেহ রহিয়াছ?" পরে নির্ব্বোধের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন —"আমি কি নির্ব্বোধ—এখানে কেহ থাকিতে পারে না।" সেখানে একজন ছিলেন, তিনি মনুষ্যচক্ষুর অগোচব। জিন্‌ভ্যালজিন্ বাতিদান দুইটি অগ্ন্যাধারের উপরে রাখিলেন। তখন তিনি একভাবে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সে বিচরণ তাঁহার মনঃকষ্ট সূচিত করিতেছিল। এই সময়েই, তাঁহার পদশব্দ নিম্নতলে নিদ্রিত ব্যক্তির মনকে দুঃস্বপ্নে ব্যাকুল করিয়াছিল এবং সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, তাঁহার মন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল এবং মদিরামত্তের ন্যায় হইল। মানব-জীবনে কখনও কখনও এমন গুরুতর অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন সে বিচরণ করিতে থাকে, যেন স্থান পরিবর্ত্তন জন্য যে কিছু তাহার দৃষ্টিপথে উপনীত হয়, তাহাকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা তাহার ইচ্ছা। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার আর কোনও সিদ্ধান্তই স্থির হইল না।

তিনি, ক্রমে ক্রমে, যে দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি তাঁহার ভীতিবিধান করিতেছিল ও তিনি কোনটিই অবলম্বন করিতে পারিতেছিলেন না। দুইটি সিদ্ধান্তই সাংঘাতিক বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইতেছিল। কি দুর্দ্দৈব! চাম্পমাথিউ জিন্‌ভ্যালজিন্ বলিয়া ধৃত হওয়া

দৈবের কি বিধান। দৈবের যে ব্যবস্থা প্রথমে তাঁহাকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

কখনও কখনও ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। হা ভগবন্‌! তিনি কি আপন দোষ স্বীকার করিবেন? ধরা দিবেন? তাঁহাকে যে সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে, আবার যেরূপ জীবন যাপন করিতে হইবে, অসীম নৈরাশ্য-সহকারে তৎসমুদয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান জীবনে তিনি যে সৎপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পবিত্র ও উজ্জ্বল; ইহা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহাকে আর কেহ শ্রদ্ধা করিবে না; আর কেহ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না। তাঁহার স্বাধীনতার লোপ হইবে। আর তিনি মাঠে বেড়াইতে পারিবেন না। বসন্তে পাখিগণের কাকলি আর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না। আর তিনি শিশুগণকে কিছু দিতে পাইবেন না। আর কেহ কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবে না। যে গৃহ তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে ছাড়িতে হইবে। সে কক্ষে আর তিনি থাকিতে পারিবেন না। তখন সমস্তই তাঁহার নিকট মনোমুগ্ধকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি আর ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিতে পাইবেন না। শ্বেত-কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেই টেবিলে তিনি আর লিখিতে পাইবেন না। তাঁহার একমাত্র দাসী সেই বৃদ্ধা আর তাঁহাকে প্রাতঃকালে কফি আনিয়া দিবে না। হা ভগবন্‌! ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে বাস করিতে হইবে। গলদেশে লৌহশৃঙ্খল ধারণ করিতে হইবে। লোহিতবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবে। তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সামান্য শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। হায়! এ সকলের যাতনা সবই তাঁহার সুপরিচিত। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার পর এই বয়সে সে যাতনা! হায়! যদি তিনি এখনও যুবক থাকিতেন! বৃদ্ধ বয়সে, যাহার ইচ্ছা সে তাঁহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিবে, কারারক্ষিগণ তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া সকল খুঁজিবে। জমাদারের নিকট প্রহারিত হইতে হইবে। নগ্নপদে লৌহের পতর দেওয়া জুতা পরিতে হইবে। রাত্রিতে ও প্রাতে পা ছড়াইয়া রাখিতে হইবে ও প্রহরীরা সেই সময় হাতুড়ীর

ঘা দিয়া দেখিয়া যাইবে। কৌতূহলবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে—"ঐ লোকটিই সেই জিন্‌ভ্যালজিন্‌—সেই 'ম' নগরের নগরপাল ছিল।" রাত্রিকালে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, শ্রমক্লিষ্ট শরীরে, চক্ষুর উপর টুপি চাপা দিয়া, মই সিঁড়ি সাহায্যে উপরে উঠিবার সময়, জমাদার কর্ত্তৃক প্রহারিত হইতে হইবে। হায়! কি কষ্ট! দৈব কি বুদ্ধিবিশিষ্টের মত মৎসরসম্পন্ন ও মনুষ্যহৃদয়ের মত দুর্ব্বৃত্ত? তিনি যে পথই অবলম্বন করিবেন, তাহারই পরিণাম হৃদয়বিদারক, এ চিন্তা হইতে তিনি কোনওরূপে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি কি রাক্ষস হইয়া স্বর্গে বাস করিবেন। অথবা নরকে যাইয়া দেবত্বলাভ করিবেন।

কি করিব? হায় ভগবন্‌! কি করিব?

এতকষ্টে যে যন্ত্রণা হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। আবার তাঁহার মনোভাব বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। বিভিন্ন বিষয়ের কথা মনে আসিয়া পড়িতে লাগিল ও মনের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রহিল না। রোমেনভিল্লার নাম ও তিনি পূর্ব্বে যে একটি গান শুনিয়াছিলেন তাহার দুই ছত্র বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, রোমেনভিল্লি প্যারিসের নিকটস্থিত কোনও একটি ক্ষুদ্র উপবন! সেখানে যুবকযুবতীগণ বসন্তকালে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়ায়। তাঁহার মন যেরূপ আন্দোলিত হইতেছিল, তাঁহার শরীরও সেইরূপ কম্পিত হইতেছিল। হাঁটিতে শিখাইবার সময় শিশুকে আপনি হাঁটিতে দিলে সে যেরূপ পদক্ষেপ করে, তিনিও সেইরূপ ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে, তিনি মনের এই ক্লান্তি অপনোদন জন্য এবং মনের উপর পুনরায় আধিপত্য স্থাপন জন্য, চেষ্টা করিতেছিলেন। যে সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া, তিনি ক্লান্তিতে ভূলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তাহার শেষ ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তিনি পুনরায় চেষ্টা করিলেন। তাঁহার আত্মদোষ প্রকাশ করা উচিত? তাঁহার কি নীরব থাকা উচিত? তিনি কোনও কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতেছিলেন না। তিনি চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে, যে সকল যুক্তি তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, তাহাদিগের অস্পষ্ট অবয়ব, প্রথমতঃ চঞ্চল, পরে ধূমের ন্যায় অদৃশ্য হইতেছিল। তিনি এইমাত্র বুঝিলেন, তিনি যে পথই অবলম্বন জন্য মনঃস্থির করুন, তাঁহার কতক অংশের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী—উহার রক্ষণ, তাঁহার সাধ্যাতীত।

দক্ষিণের পথে অগ্রসর হইলে যেরূপ কবর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, বামপথেও সেইরূপ হইবে। তিনি বুঝিলেন, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—সুখে কালযাপন করিলেও সে যন্ত্রণা যেরূপ অনিবার্য্য, ধর্ম্মপথেও সেইরূপ।

হায়! পুনরায় তাঁহার মনে কোনও কথাই স্থির থাকিতেছিল না। প্রথমে তাঁহার চিত্ত যেরূপ দোলায়মান ছিল, এখনও তাহাই রহিল।

এই অসুখী ব্যক্তির মন এইরূপ যন্ত্রণার মধ্যে যুঝিতে লাগিল। ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে, সকল পবিত্রতার আধার, আর একজন অনৈসর্গিক পুরুষ মানুষের সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তের উচ্ছৃঙ্খল বায়ুকর্ত্তৃক বিধূনিত অলিভ বৃক্ষতলে, বিষাদের বিভীষিকাপূর্ণ পানপাত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইলে, তিনিও বহুক্ষণ উহা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, উহা হইতে অন্ধকার ক্ষরিত হইতেছিল ও তারকাখচিত অনন্তের ছায়া উহা পরিপূর্ণ করিয়া উথলিয়া পড়িতেছিল।

(৪) যন্ত্রণা, নিদ্রা মধ্যে যে সকল আকৃতি ধারণ করে—

তখন রাত্রি তিনটা বাজিল। তিনি, প্রায় নিরন্তর, পাঁচঘণ্টা ঐরূপে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন, ও একটি স্বপ্ন দেখিলেন। অধিকাংশ স্বপ্নের ন্যায় এ স্বপ্নের সহিত বাস্তবের বড় সম্বন্ধ ছিল না। কেবল, উভয়ই এরূপ শোচনীয়, যে তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই দুঃস্বপ্নে, তাঁহার মনে এরূপ গভীরভাব অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তিনি পরে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই কাগজখানি তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। সেই কাগজে যেরূপ লিখিত আছে, বোধ হয়, এখানে আমরা ঠিক তাহাই তুলিয়া দিয়াছি।

এ স্বপ্নের স্বরূপ যাহা হউক, ইহা না লিখিলে এ রাত্রির বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সেই মনঃকষ্ট-পীড়িত ব্যক্তির শোকাবহ কার্য্য ইহাতে বিবৃত আছে। সে কাগজখানিতে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে। উহার শিরোভাগে লেখা ছিল—

"সে রাত্রিতে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

"আমি একটি সমতল ক্ষেত্রে রহিয়াছিলাম। উহা একটি বিস্তীর্ণ বিষাদজনক তৃণশূন্য প্রান্তর। তথায় দিবসের আলোকও ছিল না তথাচ রাত্রির ন্যায় অন্ধকারও ছিল না।

"আমি আমার ভ্রাতার সহিত বেড়াইতেছিলাম। বাল্যকালে তাঁহার সহিত একত্রে ছিলাম, কিন্তু তাঁহার কথা, আমি আর কখনও ভাবি নাই। তাঁহাকে এখন আর আমার মনে পড়ে না।

"আমরা কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকজন পথিকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। আমরা আমাদিগের পূর্ব্বের এক প্রতিবেশীর সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলাম। তিনি ঐ বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়া অবধি জানালা খুলিয়া কাজ করিতেন। কথা কহিতে কহিতে আমাদিগের শীত করিতে লাগিল—সেই জানালা খোলা ছিল বলিয়া।"

"সে প্রান্তরে বৃক্ষ ছিল না। আমরা দেখিলাম আমাদিগের নিকট দিয়া একজন লোক যাইতেছে। সে একেবারে উলঙ্গ। তাহার বর্ণ পাংশুর ন্যায়; সে একটি অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল। উহার বর্ণ মৃত্তিকার ন্যায়। তাহার মস্তকে কেশ ছিল না। আমরা তাহার মস্তকের চর্ম্ম ও তন্মধ্যস্থিত শিরা দেখিতে পাইতেছিলাম তাহার হস্তে এক বৃক্ষশাখা ছিল। উহা দ্রাক্ষা শাখার মত নমনশীল ও লৌহের মত গুরুভার। এই অশ্বারোহী চলিয়া গেল—আমাদিগকে কিছু বলিল না।

"আমার ভাই বলিলেন—"এস," নিম্নস্থানে যে রাস্তাটি গিয়াছে, উহা দিয়া যাই।"

"ঐ প্রান্তরে, উভয় দিকে উচ্চ স্থান, মধ্যে নিম্নস্থান দিয়া একটি পথ ছিল। উহাতে কোনও প্রকার তৃণ ছিল না। সকল দ্রব্যের এমন কি, আকাশের বর্ণও মলিন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমি কথা কহিলে, কোনও উত্তর পাইলাম না—দেখিলাম আমার ভাই সেখানে নাই।

"একটি গ্রাম দেখিয়া উহাতে প্রবেশ করিলাম। আমার মনে হইল, উহা নিশ্চয় রোমেনভিল্লি* (রোমেনভিল্লি কেন?)

"প্রথম, যে রাস্তায় প্রবেশ করিলাম, উহা জনশূন্য। আর একটি রাস্তায় যাইলাম। যেখানে দ্বিতীয় রাস্তাটি প্রথমটির সহিত মিলিয়াছে, সেইখানে

দেখিলাম একজন লোকে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে বলিলাম—

"এ কোন দেশ? আমি কোথায়? মানুষটি কোনও উত্তর দিল না। দেখিলাম একটি বাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তথায় প্রবেশ করিলাম।

"প্রথম কক্ষে কেহ ছিল না। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, এই কক্ষের দ্বারের পশ্চাৎভাগে একজন লোক ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কাহার বাড়ী? আমি কোথায়?" লোকটি কিছু বলিল না।

"ঐ গৃহের সংলগ্ন একটি উদ্যান ছিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানেও কেহ ছিল না। দেখিলাম প্রথম বৃক্ষের পশ্চাতে একজন মানুষ সোজা দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কাহার উদ্যান? আমি কোথায়? সে কিছু উত্তর দিল না।"

"আমি গ্রামে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম ইহা একটি নগর। ইহার কোনও রাস্তায় লোক ছিল না। সকল গৃহের দ্বার উন্মুক্ত। পথে, কক্ষমধ্যে বা উদ্যানে কোথাও কোনও জীব বিচরণ করিতেছিল না। কিন্তু দেওয়ালের কোণে, দ্বারের পশ্চাতে, গাছের পশ্চাতে, প্রত্যেক স্থানে এক একজন লোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। একবারে একজন মাত্র লোক দেখা যাইতেছিল। তাহারা আমাকে যাইতে দেখিল।

"নগর ত্যাগ করিয়া আমি প্রান্তরে ভ্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,বহুলোক আমার পশ্চাতে আসিতেছে। দেখিলাম যাহাদিগকে আমি নগরে দেখিয়াছি ইহারা তাহারাই। তাহাদিগের মস্তকের আকৃতি অদ্ভুত প্রকারের। দেখিলে বোধ হয় না, যে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিতেছে কিন্তু তথাচ তাহারা আমার অপেক্ষা দ্রুত চলিতেছিল। তাহাদিগের চলিবার সময় কোনও শব্দ হইতেছিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আমার নিকটে আসিয়া পৌছিল এবং আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগের মুখের বর্ণ মাটির ন্যায়।

"তখন নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথম যাহাকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল—

"তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি কি জান না, তুমি অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছ?"

"আমি উত্তর দিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিলাম—দেখিলাম আমার নিকটে কেহ নাই।"

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলেন—তাঁহার দেহ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছে। উষাকালের শীতল বায়ুতে, উন্মুক্ত জানালার কপাট, শব্দায়মান হইতেছিল। আগুণ নিবিয়া গিয়াছিল। বাতিটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখনও অন্ধকার রহিয়াছিল।

তিনি উঠিয়া জানালার নিকট গেলেন। তখনও আকাশে নক্ষত্র ছিল না। একটি কর্কশ ও তীব্র শব্দ ভূতল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি চক্ষু নামাইলেন।

দেখিলেন, তাঁহার নিম্নে দুইটি লোহিত বর্ণের নক্ষত্র রহিয়াছে। উহা হইতে যে আলোক আসিতেছিল, তাহা কখনও দীর্ঘ কখনও হ্রস্বকার হইতেছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

এখনও তিনি অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছিলেন ও বলিলেন—"দাঁড়াও! আকাশে নক্ষত্র নাই। নক্ষত্র এখন ভূতলে আসিয়াছে।"

কিন্তু এখন ভ্রম তিরোহিত হইল। আর একবার পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জাগিলেন। তিনি চাহিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, যে দুইটিকে তিনি নক্ষত্র মনে করিতেছিলেন উহারা গাড়ীর দুইটি লণ্ঠন। উহার আলোকে তিনি গাড়ীখানির আকৃতি বুঝিতে পারিলেন। উহা একখানি ছোট গাড়ী। ছোট সাদা ঘোড়া উহাতে যোড়া রহিয়াছে। তিনি যে শব্দ শুনিতেছিলেন, তাহা পাকা মেঝের উপর ঐ অশ্বের পদ শব্দ।

তিনি আপনা আপনি বলিলেন—"এ কাহার গাড়ী? এত প্রত্যুষে কে আসিল? সেই সময়ে তাঁহার কক্ষদ্বারে মৃদু শব্দ শুনা গেল।"

তিনি আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিলেন এবং ভীষণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"কে ও?"

কেহ বলিল—

"আমি—নগরপাল মহাশয়।"

তিনি তাঁহার বৃদ্ধা দাসীর স্বর বুঝিতে পারিলেন।

"তুমি! কি হইয়াছে?"

"নগরপাল মহাশয়, এখন ঠিক পাঁচটা বাজিয়াছে।"

"তাহাতে কি ?"

"গাড়ী আসিয়াছে।"

"কোন গাড়ী ?"

"টিলবারি গাড়ী।"

"কোন টিলবারি ?"

"আপনি কি টিলবারি গাড়ী আনিতে বলেন নাই ?"

তিনি বলিলেন—"না।"

"গাড়োয়ান বলিতেছে, সে আপনার জন্য গাড়ী আনিয়াছে।"

"কোন গাড়োয়ান ?"

"স্কোফ্লেয়ারের গাড়োয়ান।"

ঐ নাম শ্রবনে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—যেন তাঁহার মুখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ চলিয়া গেল।

তিনি বলিলেন—"হাঁ, বটে।"

ঐ বৃদ্ধা যদি তাঁহাকে ঐ সময় দেখিত, তাহা হইলে সে ভীত হইত। অনেকক্ষণ নীরবে কাটিল। তিনি জড়ের ন্যায় বাতির আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পলিতার পার্শ্ব হইতে গলিত মোম কিছু হাতে লইয়া অঙ্গুলে করিয়া পাকাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, সে সাহস করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তাহাকে কি বলিব ?"

"বল—আচ্ছা, আমি যাইতেছি।"

(৫) ব্যাঘাত সকল—

নেপোলিয়নের রাজত্ব কালে অ্যারাস্ হইতে 'ম' নগরে যেরূপ ভাবে ডাক আসিত, এখনও ডাকের ব্যবস্থা সেইরূপই ছিল। যে গাড়ীতে ডাক আসিত, তাহা দুই চাকার গাড়ী। গাড়ীর ভিতর যে চর্ম্মে সজ্জিত ছিল, তাহার বর্ণ হরিণের বর্ণের ন্যায়। চাকা দুইটির উপর স্প্রিং দেওয়া থাকিত ও উহাতে দুইজন লোকের বসিবার স্থান ছিল। একটিতে শকটচালক বসিত, অপরটিতে যাত্রী লওয়া হইত। দীর্ঘ অক্ষদণ্ড দ্বারা চাকা দুইটি সুরক্ষিত ছিল। অক্ষদণ্ড

ঐরূপ দীর্ঘ ছিল বলিয়া, অপর গাড়ী সকল ডাক গাড়ী হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইত। জার্ম্মানির পথে, এখনও ঐরূপ গাড়ী দেখা যায়। যে প্রকাণ্ড বাক্সে পত্র প্রভৃতি থাকিত, তাহার আকৃতি চতুষ্কোণ। গাড়ীর ঐ অংশ পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত থাকিত। বাক্সটি কাল রং এ চিত্রিত হইত। গাড়ীর অপর অংশ পীত বর্ণের।

একালে সেরূপ গাড়ীর অনুরূপ আর কিছু নাই। উহার আকৃতি কতকটা বিকৃত ও কুব্জের ন্যায় ছিল। দূরে ও দিক চক্রবালে, কোন ও উচ্চ রাস্তায় উঠিবার সময়, উহাদিগকে এক প্রকার কীটের ন্যায় দেখাইত। এই সকল কীটের আচ্ছাদন-চর্ম্ম স্বল্প হইলেও তাহারা অনেক দ্রব্য টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। এই গাড়ীগুলি অতি দ্রুত বেগে যাইতে পারিত। যে ডাক গাড়ী রাত্রি একটার সময়, প্যারিসের ডাকগাড়ী ছাড়িবার পর, অ্যারাস্‌ হইতে ছাড়িত, তাহা প্রাতঃকালে পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে 'ম' নগরে পৌছিত।

ঐ রাত্রিতে, হেস্‌ডিনের রাস্তায়, 'ম' নগর প্রবেশ কালে, একটি রাস্তার মোড়ে, ডাক গাড়ীর সহিত আর একখানি গাড়ীর ধাক্কা লাগিল। এই দ্বিতীয় গাড়ীখানি ছোট ও একটি সাদা ঘোড়া উহাতে যোড়া ছিল। ঐ গাড়ীখানি হেস্‌ডিন্‌ অভিমুখে যাইতেছিল। উহাতে একজন মাত্র আরোহী ছিল। এই আরোহী পরিচ্ছদে একবারে মোড়া ছিল। ক্ষুদ্র গাড়ীখানির চাকাতে বিষম ধাক্কা লাগিল। ডাক গাড়ীর চালক ঐ লোকটিকে দাঁড়াইতে বলিল। সে তাহা শুনিল না এবং দ্রুত বেগে আপন গন্তব্য স্থান অভিমুখে চলিয়া গেল।

ডাক গাড়ীর চালক বলিল—"লোকটির যাইবার কি ভীষণ তাড়া।"

আমরা যে লোকটিকে এখনই হৃদয় বিদারক মনঃপীড়ায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিতেছিলাম, তিনিই ঐরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার মনঃপীড়ায় আমাদিগের যে দুঃখ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি কোথায় যাইতেছেন? তাহা তিনি বলিতে পারিতেন না। কেন তাড়াতাড়ি যাইতেছেন? তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে, সম্মুখে গাড়ী চালাইতেছিলেন। কোথায়? অবশ্য অ্যারাস্‌ অভিমুখে। তিনি অন্যত্র কোথাও যাইলেও পারিতেন। কখনও কখনও তাঁহার ইহা মনে হইতেছিল। তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তিনি যে অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছিলেন, তাহা সমুদ্রে নিমজ্জনের ন্যায়। অপরিজ্ঞেয় কিছু তাঁহাকে

তাড়িত করিতেছিল—তাঁহাকে সম্মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। সকলেই তাহা বুঝিতে পারে। কে এমন আছে, যে জীবনে অন্ততঃ একবার অজ্ঞানের তিমিরাচ্ছন্ন গুহা মধ্যে প্রবেশ করে নাই?

যাহা হউক, তিনি কি করিবেন, সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির করেন নাই। কোনও কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করেন নাই; কিছুই করেন নাই। তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে যে সকল পন্থা দেখাইতেছিল, তাহার কোনওটি তিনি চরম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্ত যেরূপ দোলায়মান ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

তিনি অ্যারাস যাইতেছেন কেন?

তিনি স্কৌফ্লেয়ারের গাড়ী ভাড়া করিবার সময়, সে কথা মনে করিয়াছিলেন; এখনও তাহাই তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, ফল যাহাই হউক, এমন কোনও হেতু নাই, যেজন্য কোন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, স্বয়ং সমস্ত দেখিবেন না; বরং দেখাই তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। কি ঘটে, তাহা তাঁহাকে জানিতে হইবে। সমস্ত বিষয় মনোযোগ সহকারে না দেখিয়া ও পরীক্ষা না করিয়া, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। দূর হইতে সামান্য বিষয়ও মানুষ গুরুতর করিয়া তুলে। যাহাই হউক, যখন তিনি চ্যাম্পম্যাথিউকে দেখিবেন, তখন তাহার ন্যায় হতভাগ্যের, তাঁহার পরিবর্ত্তে কারাগারে বাস করায়, হয়ত তাঁহার চিত্তে তত অসন্তোষ হইবে না। অবশ্য, জেভার্ট সেখানে থাকিবে এবং ব্রেভেট্‌, ছেনিল্‌ডিউ, কসিপেল্‌ প্রভৃতি যে সকল অপরাধী তাঁহাকে চিনে, তাহারাও সেখানে থাকিবে; কিন্তু তাহারা যে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঃ! তাহারা চিনিবে? তাহা হইতেই পারে না। জেভার্ট, সত্য কি, তাহা হইতে শতযোজন দূরে রহিয়াছে ও তাহাকেই তাহারা জিন্‌ভ্যালজিন্‌ অনুমান করিতেছে। এ অবস্থায় তাহাদিগের কিছুতেই অপরের দিকে লক্ষ্য হইবে না। সুতরাং বিপদের কোন ও আশঙ্কা নাই।

তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা বিপদসঙ্কুল, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে তিনি ইহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। তাঁহার অদৃষ্ট যত মন্দই হউক, ইহা নিয়মিত করিবার উপায়, তাঁহার হাতেই রহিয়াছে। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন। তিনি এই আশা অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সত্য বলিতে হইলে, অ্যারাস যাইতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

অথচ তিনি সেখানে যাইতেছিলেন।

ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘোড়া চালাইতেছিলেন। ঘোড়াটি সমভাবে এমন সুন্দর চলিতেছিল, যে উহাতে ঘণ্টায় আড়াই লিগ যাওয়া যায়।

যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই তাঁহার মন তাঁহাকে ফিরাইতে চাহিতেছিল।

উষাকালে তিনি খোলা প্রান্তরে পড়িয়াছিলেন। 'ম' নগর অনেক দূর পশ্চাতে রহিয়াছিল। দিকচক্রবাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছিল। শীতের উষাকালে যে সকল নিরানন্দ দ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, তিনি সে সকল দেখিতেছিলেন না। সন্ধ্যার ন্যায় প্রাতঃকালেও নানাবিধ ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখা যায়। তিনি সে সকল দেখিতেছিলেন না। তবে বৃক্ষগণের ও পাহাড়ের ছায়ায় যে সকল প্রতিকৃতি হইয়াছিল, তাহা যেন প্রকৃতই তাঁহার বিক্ষুব্ধ মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মনকে বিষাদে পূর্ণ করিতেছিল ও ভাবী অমঙ্গল সূচনা করিয়া দিতেছিল।

কোনও কোনও গৃহ রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। ঐ সকল অতিক্রম করার সময়, তাঁহার মনে হইতেছিল—এই সকল গৃহে এখনও লোক ঘুমাইতেছে। অশ্বের পদশব্দ, অশ্ব সজ্জায় সংলগ্ন ঘণ্টার শব্দ ও চাকার শব্দ মিলিত হইয়া একটি অনতি উচ্চ শব্দ সমভাবে উৎপন্ন হইতেছিল। যখন মন আহ্লাদপূর্ণ থাকে, তখন এ শব্দ শ্রুতিমধুর হয়। মন যখন বিষণ্ণ থাকে, তখন সে শব্দ শোকাবহ হয়।

যখন হেস্‌ডিন্ পৌঁছিলেন, তখন বেশ আলো হইয়াছে। তিনি ঘোড়াকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দিবার জন্য, সরাইর সম্মুখে গাড়ী থামাইলেন। ঘোড়াটিকে কিছু দানা খাওয়ান ও তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

ঘোড়াটির মস্তক ও উদরের ভাগ বড়। স্কন্ধদেশ স্বল্প পরিমাণ। উহার বক্ষঃস্থল ও পশ্চাৎভাগ পরিসর বিশিষ্ট। উহার পাগুলি সরু ও সুন্দর। খুর সারবান। উহা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বলবান ও স্বাস্থ্যবিশিষ্ট। সেই উৎকৃষ্ট ঘোড়া, দুই ঘণ্টায় পাঁচলিগ, আসিয়াছে ও তাহার গাত্রে কিছুমাত্র ঘাম দেখা যায় নাই।

তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন না। যে লোকটি ঘোড়ার জন্য দানা আনিল,

সে সহসা হেঁট হইয়া বামদিকের চাকাখানি মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল—বলিল—

"এই অবস্থায় আপনি কি অনেক দূর যাইবেন?"

তিনি চিন্তাব্যাপৃত মনে উত্তর করিলেন—"কেন?"

আপনি কি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন?

"পাঁচলিগ।"

"বটে।"

"তুমি 'বটে' বলিতেছ কেন?"

লোকটি পুনরায় হেঁট হইল। ক্ষণকাল নীরবে চাকাটি দেখিতে লাগিল। পরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"যদিও এই চাকাটি পাঁচলিগ আসিয়াছে, কিন্তু ইহাতে আর সিকিলিগও যাইবে না।"

তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"ভাই! তুমি কি বলিতেছ?"

"আপনি যে এই গাড়ীতে পাঁচলিগ আসিয়াছেন এবং পথিপার্শ্বে কোনও গর্ত্তে আপনি ও ঘোড়া উভয়েই গড়াগড়ি যান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য—এখানে দেখুন?"

যথার্থই চাকাটির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ডাকগাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া দুইটি পাকি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—নাভিটি বাঁকিয়া গিয়াছে ও চাকাটির সকল অংশ আর দৃঢ়বদ্ধ ছিল না।

তিনি ঐ লোকটিকে বলিলেন—"ভাই এখানে কেহ চাকা সারিতে পারে?"

"তা আছে।"

"তুমি যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দিলে আমার উপকার হয়।"

"তাহার বাড়ী নিকটেই।" সে তাহাকে সেখান হইতে ডাকিল।

যে ব্যক্তি চাকা সারে, সে আপন গৃহের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। সে আসিয়া চাকাটি দেখিল। কোনও অঙ্গ ভগ্ন হইলে চিকিৎসক যেমন মুখভঙ্গী করেন, সেও চাকাটি দেখিয়া সেইরূপ করিল।

"তুমি এখনই ইহা সারিয়া দিতে পারিবে?"

"তা পারিব।"

"আমি কখন রওনা হইতে পারিব?"

"কল্য।"

"কল্য ?"

"ইহা মেরামত করিতে অনেক সময় লাগিবে। আপনার কি বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে ?"

"আমার বড়ই তাড়াতাড়ি; আমাকে বড় জোর একঘণ্টা মধ্যে রওনা হইতে হইবে।"

"অসম্ভব।"

"তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব।"

"অসম্ভব।"

"বেশ, তবে দুই ঘণ্টা।"

"আজ, অসম্ভব। দুইটি নূতন পাকি গড়িতে হইবে। একটি নাভি প্রস্তুত করিতে হইবে। আপনি কল্য প্রাতঃকালের পূর্ব্বে রওনা হইতে পারিবেন না।"

"আমি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি না। ইহা মেরামত না করিয়া যদি তুমি বদলাইয়া দাও, তাহা হইলে কিরূপ হয় ?"

"কেমন করিয়া।"

"তুমি ত চাকা সার ?"

"তা, ঠিক।"

"তুমি আমাকে একখানি চাকা বিক্রয় করিতে পার না ? তাহা হইলে, আমি এখনই রওনা হইতে পারি।"

"একটি পৃথক চাকা ?"

"হাঁ।"

"আমার নিকট এমন চাকা নাই, যাহা আপনার গাড়ীতে লাগিবে। দুইটি চাকা একরূপের হয়; জোড়া ভাঙ্গিয়া একখানি চাকা ইচ্ছামত লাগান যায় না।"

"তবে আমাকে একজোড়া চাকাই বিক্রয় কর।"

"সকল চাকাই সকল অক্ষদণ্ডে লাগে না।"

"তথাচ, চেষ্টা কর।"

"মহাশয়, তাহাতে কোনও ফল হইবে না। আমার এরূপ গাড়ীর উপযুক্ত চাকাই নাই। এখানে লোক সকল দরিদ্র।"

"তোমার কোনও গাড়ী আমাকে ভাড়া দিতে পার ?"

গাড়ী দেখিয়াই ঐ লোকটি বুঝিয়াছিল যে, উহা ভাড়ার গাড়ী। সে ঘাড় নাড়িল।

"লোকের গাড়ী ভাড়া লইয়া আপনি যেরূপ যত্ন করেন, তাহাতে আমার গাড়ী থাকিলেও আমি ভাড়া দিতাম না।"

"তবে আমাকে বিক্রয় কর।"

"আমার নাই।"

"সামান্য গাড়ীও নাই। দেখিতেছ, আমাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন নহে।"

"এ দরিদ্রের দেশ। সত্য বলিতে কি, ঐ চালায় একখানি গাড়ী আছে। উহা একজন ভদ্রলোকের। তিনি উহা আমার নিকট রাখিয়াছেন। তিনি উহা মাসের ৩৬শে তারিখে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ ব্যবহার করেন না। উহা আমি দিতে পারি। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তবে সে ভদ্রলোক, ঐ গাড়ীতে যাইতে না দেখিলেই হয়। কিন্তু উহা দুই ঘোড়ার গাড়ী। উহার জন্য দুইটি ঘোড়া চাহি।"

"আমি দুইটি ডাকের ঘোড়া লইব।"

"আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

"অ্যারাসে।"

"আজই আপনি সেখানে পৌছিতে চাহেন?"

"হাঁ, তাই।"

"দুইটি ঘোড়া লইয়া?"

"কেন? পারিব না?"

"কল্য প্রাতে চারিটার সময় পৌছিলে আপনার হইতে পারে?"

"না।"

"ডাকের ঘোড়া লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে—আপনার ছাড়পত্র আছে?"

"হাঁ।"

"ডাকের ঘোড়া লইয়া গেলেও আপনি অদ্য অ্যারাস পৌছিতে পারিবেন না—এটি প্রধান রাস্তা নহে। চটিতে সকল সময় ঘোড়া থাকে না। চাষের সময় এইমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এখন ঘোড়া সকল মাঠে রহিয়াছে; এখন চাষের কার্য্যের জন্য ঘোড়ার এত প্রয়োজন, যে ডাকের ঘোড়া পর্য্যন্ত লোকে

চাষে লাগাইতেছে। প্রত্যেক চটিতে আপনাকে তিন চারি ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। তারপর, তাহারা ঘোড়া দ্রুতবেগে চালায় না। অনেক পাহাড়েও উঠিতে হইবে।"

"যাক্‌, আমি অশ্বারোহণে যাইব। গাড়ী খোল। নিকটে কাহারও নিকট নিশ্চয় জিন্‌ কিনিতে পাইব।"

"তা পাইবেন—তবে এ ঘোড়া কি ইহার পৃষ্ঠে চাপিতে দিবে ?"

"তা বটে, আমার মনে ছিল না ; ও চড়িতে দিবে না।"

"তবে ?"

"এ গ্রামে আমি ঘোড়া ভাড়া পাইতে পারি ?"

"যে ঘোড়া একবারে আারাস যাইতে পারিবে ?"

"হাঁ।"

"সেরূপ ঘোড়া এ প্রদেশে নাই। আপনি অপরিচিত। আপনাকে ঘোড়া কিনিতে হইবে। কিন্তু আপনি ৫০০ ফ্রাঙ্ক, ১০০০ ফ্রাঙ্ক দিলেও এরূপ ঘোড়া কিনিতেও পাইবেন না, ভাড়াও পাইবেন না।"

"তবে কি করিব ?"

"আমাকে ফরমাইস দিন। আমি উহা মেরামত করি। কল্য আপনি রওনা হইবেন। ইহা অপেক্ষা আর কোনও সদুপায় নাই।"

"কাল গেলে চলিবে না।"

"তবে আর কি করিব ?"

"আারাস যাইবার ডাক গাড়ী মিলিবে না ? ডাক গাড়ী কখন যায় ?"

"রাত্রিতে। যেটি যায় ও যেটি আসে দুইই রাত্রিতে যায়।"

"এই চাকাটি মেরামত করিতে তোমার একদিন লাগিবে ? বল কি ?"

"সমস্ত দিন খুব লাগিবে।"

"যদি দুইজন লোক লাগাও ?"

"যদি দশজন ও লাগাই তাহা হইলেও লাগিবে।"

"যদি পাকিগুলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপ হয় ?"

"পাকিগুলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায় ; কিন্তু নাভিটি তাহা হইবে না—উহার অবস্থা ও অত্যন্ত খারাপ।"

"গ্রামে কেহ নাই যে ঘোড়া ভাড়া দিতে পারে ?"

"না।"

"আর কোন লোক চাকা মেরামত করে?"

সরাইখানার লোক ও চাকা মেরামতকারী উভয়ই একসঙ্গে ঘাড় নাড়িল ও বলিল—"না।"

তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

বোধ হইল, দৈব তাঁহার অ্যারাস যাওয়ার অন্তরায়। দৈব কর্তৃকই তাঁহার গাড়ীর চাকা ভগ্ন হইয়াছে এবং অ্যারাস যাইবার পথে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইতেছে। যখন তাঁহার মনে প্রথম এই ভাব উদয় হয়, তখনই তিনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বতোভাবে ও যতদূর সম্ভব অ্যারাস যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন— সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। শীতকাল বলিয়া ও কষ্ট হইবে বলিয়া বা অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া নিবৃত্ত হন নাই। এমন কিছু করেন নাই, যে জন্য তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতে পারে। তিনি যদি আর অগ্রসর হইতে না পারেন তবে তাহাতে তাঁহার কোনও অপরাধ নাই। তাঁহার আর কিছু করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার কোনও দোষ হইবে না। তিনি স্বেচ্ছায় যাইলেন না, তাহা নহে। দৈব তাঁহাকে যাইতে দিতেছে না।

তিনি পুনরায় স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিতে পারিলেন। জেভার্টের সহিত সাক্ষাতের পর, এই প্রথম তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। যে লৌহময় হস্তে গত বিশ ঘণ্টা তাঁহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছিল, তাহা যেন তখনই সরিয়া গেল।

তাঁহার মনে হইল, এখন ভগবান্ তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেন। তিনি ভাবিলেন—যাহা সম্ভব তাহা করিলাম। এখন, আমি শান্তির সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

যদি চাকা মেরামতকারীর সহিত কথোপকথন সরাইর কোন কক্ষে হইত, তাহা হইলে অপরে তাহা শুনিতে পাইত না, অপরে উপস্থিতও থাকিত না ও এইখানেই ঐ বিষয় পর্য্যবসিত হইত। পাঠক যে ঘটনার বিবরণ এখনই পাঠ করিবেন, উহা আর আমাদিগকে লিখিতে হইত না। কিন্তু এই কথোপকথন রাস্তায় হইতেছিল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা হইলে, সকল সময়ই লোক জমিয়া যায়। অনেক লোকে অপরের কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসে। তিনি যখন চাকা মেরামতকারীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন যাহারা রাস্তা দিয়া

যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। একটি বালক ঐ কথোপকথনের কিয়দংশ শুনিয়া, সেখান হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাকে কেহই লক্ষ্য করে নাই।

পথিক পূর্ব্বকথিত মত চিন্তা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন, ঐ সময় বালকটি ফিরিয়া আসিল। তাহার সহিত একটি বৃদ্ধা ছিল।

বৃদ্ধা বলিল—"মহাশয়, আমার ছেলে বলিতেছে, আপনি একটি গাড়ী ভাড়া লইতে চাহেন?"

যে বৃদ্ধাকে বালক সঙ্গে করিয়া আনিল, সে এই কয়টি সামান্য কথা উচ্চারণ করিলে তাঁহার গাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম দেখা দিল। যে হস্ত তাঁহাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল ও কিছু পূর্ব্বে যাহা শিথিল হইয়াছিল, অন্ধকারের পশ্চাৎ হইতে, উহা যেন তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার জন্য উদ্যত হইল বলিয়া, তাঁহার মনে হইল।

তিনি বলিলেন—

"ভদ্রে, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। আমি একখানি ছোট গাড়ী ভাড়া লইবার জন্য খুঁজিতেছিলাম।"

ঐ কথা বলিয়াই তিনি সত্বর বলিলেন—

"কিন্তু সেরূপ গাড়ী এখানে নাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আছে বৈ কি?"

চাকা মেরামতকারী বলিল—"কোথা?"

বৃদ্ধা বলিল—"আমার বাড়ীতে।"

তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সেই সাংঘাতিক হস্ত আবার তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

সেই বৃদ্ধার গৃহে যাহা ছিল তাহা প্রকৃত পক্ষে একটি ঝুড়ির মত গাড়ী। সরাইর লোক ও চাকা মেরামতকারী দেখিল, যে পথিক তাহাদিগের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায়। তাহারা বলিতে লাগিল—

"ইহা এক অতি জীর্ণ গাড়ী। উহার মধ্যে বসিবার যায়গা চামড়া দিয়া ঝুলান আছে। উহার মধ্যে জল পড়ে। চাকা মরিচা ধরা ও সেঁতায় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। উহা টিলবারি অপেক্ষা অধিক দূর যাইবে না। উহা নিতান্ত কুগঠিত ও উহা বেমেরামতি অবস্থায় রহিয়াছে; আপনি উহা লইলে, বড়ই ভুল করিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তাহাদিগের সকল কথাই সত্য—তবে এই কুগঠিত গাড়ী, বেমেরামতি হউক আর যাহাই হউক, দুই চাকায় চলে এবং উহাতে অ্যারাস যাইতে পারা যায়।

যাহা চাহিল, তাহাই তিনি দিলেন। চাকা মেরামত জন্য টিলবারিখানি রাখিয়া গেলেন—বলিয়া গেলেন যে ফিরিবার সময় তিনি উহা লইবেন। বৃদ্ধার গাড়ীতে ঐ ঘোড়া যুড়িলেন এবং প্রাতঃকাল হইতে যে রাস্তায় যাইতেছিলেন, সেই দিকে যাত্রা করিলেন।

যখন গাড়ী ছাড়িলেন, তখন তাঁহার মনে পড়িল, যে তিনি যথায় যাইতেছেন তথায় যাওয়া হইবে না বুঝিয়া, কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মনে আনন্দ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এরূপ আনন্দ অসঙ্গত। ফিরিয়া যাইতে তাঁহার আনন্দ হয় কেন? তিনি স্বেচ্ছায় যাইতেছেন, কেহ ত তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে না।

তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে সেখানে কিছুই হইবে না, ইহাতে ত সন্দেহ নাই।

হেস্‌ডিন্‌ ত্যাগ করিবার সময়, তিনি শুনিলেন, কেহ বলিতেছে 'দাঁড়ান' 'দাঁড়ান'। তিনি যেরূপ সতেজে গাড়ী থামাইলেন, তাহাতে তাঁহার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ প্রকাশ করিল। এ চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের মূল—"আশা"—হয়ত যাওয়ার কোনও নূতন অন্তরায় উপস্থিত হইবে।

যে বালক বৃদ্ধাকে আনিয়াছিল, সে ঐ কথা বলিতেছিল।

সে বলিল—"মহাশয়, আমিই আপনার গাড়ী আনিয়াছিলাম।"

"তা, কি?"

"আপনি আমাকে কিছু দিলেন না?"

যিনি সকলকেই আপনা হইতে টাকা দিতেন, তাঁহার নিকট এ প্রার্থনা অধিক ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল।

"বটে তুই, তুই আন্‌লি? তুই কিছুই পাবি না।"

তিনি অশ্বকে কষাবাত করিলেন ও দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

হেস্‌ডিনে তাঁহার অনেক সময় নষ্ট হইয়াছিল। ইহা সারিয়া লইতে হইবে। সেই ক্ষুদ্রকায় অশ্বটি বেশ সতেজ ছিল এবং একা দুইটির কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু তখন ফেব্রুয়ারী মাস। বৃষ্টি হইয়াছিল। পথ দুর্গম। এই গাড়ীখানি টিলবারি অপেক্ষা ভারী এবং অনেক জায়গায় উচ্চস্থানে উঠিতে হইতেছিল।

হেস্‌ডিন্‌ হইতে সেণ্ট্‌ পল্‌ যাইতে প্রায় চারি ঘণ্টা লাগিল, চার ঘণ্টায় পাঁচ

লিগ। সেণ্ট্‌পলে প্রথম যে সরাইখানা দেখিলেন, সেইখানেই গাড়ী খুলিয়া দিলেন এবং ঘোড়াকে আস্তাবলে লইয়া গেলেন। ঘোড়া যখন দানা খাইতেছিল তখন তিনি স্কৌফ্লেয়ারের নিকট প্রতিশ্রুতি মত তাহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইল।

সরাইর অধিকারিণী আস্তাবলে আসিল ও বলিল—"আপনি কিছু খাইবেন না?"

"তা, বটে, আমার বেশ ক্ষুধা হইয়াছে।"

তিনি ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে গেলেন। উহার প্রফুল্ল মুখ গোলাপের বর্ণ বিশিষ্ট। সে তাঁহাকে ভোজন গৃহে লইয়া গেল। তথায় টেবেলে সকলের উপর মোমজামা পাতা ছিল।

তিনি বলিলেন—"শীঘ্র খাবার দাও। আমাকে এখনই রওনা হইতে হইবে। আমার তাড়াতাড়ি আছে।"

বৃহদাকার একটি দাসী তাড়াতাড়ি তাঁহার টেবেলের উপর ছুরি, কাঁটা দিয়া গেল। উহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে সুখ বোধ হইতে লাগিল।

তাঁহার মনে হইল—"আমি কিছু খাই নাই, সেজন্য আমার কষ্টবোধ হইতেছিল।" তাঁহাকে খাবার দেওয়া হইল। তিনি রুটিখানি হইতে একগ্রাস লইলেন, তার পর তাহা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিলেন। আর তাহা স্পর্শ করিলেন না।

আর একটি টেবিলে একটি শকট চালক আহার করিতেছিল। তাহাকে বলিলেন—

"ইহাদিগের রুটি এত তিক্ত কেন?"

সেই শকট চালক তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না।

তিনি আস্তাবলে ফিরিয়া গেলেন এবং ঘোড়ার নিকট দাড়াইয়া রহিলেন।

এক ঘণ্টা পরে তিনি সেণ্টপল্ হইতে টিঙ্কস্ অভিমুখে রওনা হইলেন। টিঙ্কস্ অ্যারাস্ হইতে পাঁচ লিগ্। তিনি গমনকালে কি করিতেছিলেন? কি ভাবিতেছিলেন? প্রাতঃকালের ন্যায়, বৃক্ষ, গৃহের ছাদ, শস্যক্ষেত্র সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। তিনি দেখিতেছিলেন, রাস্তার বাঁকে বাঁকে দর্শন-পথস্থিত বস্তু সকল কিরূপ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এদিকে মনঃসংযোগ করিলে কখনও কখনও হৃদয় তাহাতে পূর্ণ হয়—অপর চিন্তার বিরাম হয়।

গমন সময় যে সহস্র দ্রব্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা তখনই আমরা প্রথম ও শেষ দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক বিষাদকর ও গভীরতর ভাবোদ্দীপক আর কি আছে? যেন আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতেছি ও প্রতি মুহূর্ত্তে কালগ্রাসে পতিত হইতেছি। সতত পরিবর্ত্তনশীল দিক্‌চক্রবালের সহিত আমাদিগের মানব সত্তার সাদৃশ্য বোধ হয়। অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, জীবনের সকল সামগ্রী সতত সম্মুখে সরিয়া যাইতেছে; ছায়াময় ও আলোকপূর্ণ স্থান সকল মিশিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল মুহূর্ত্তের পরেই অন্ধকার উপস্থিত হইতেছে। আমরা দেখি; ব্যস্ত হইয়া, অপসরণশীল বস্তু ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করি। জীবন পথে ঘটনা সকলই পথের বাঁক স্বরূপ। সহসা দেখি, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। সে জ্ঞানে মন আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সকল দ্রব্য কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন অন্ধকারে, কোনও দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যে ঘোটক ক্লেশসহকারে জীবন পথে আমাদিগকে বহন করিয়া আনিল, সে দাঁড়াইয়া পড়ে এবং কোনও অবগুণ্ঠনধারী অপরিচিত ব্যক্তি অন্ধকার মধ্যে ঘোটকটিকে গাড়ী হইতে খুলিয়া দেয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বালকেরা পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় দেখিল, পথিক টিঙ্কস্ প্রবেশ করিলেন। অবশ্য তখন দিন ছোট। তিনি টিঙ্কস্ গ্রামে দাঁড়াইলেন না। গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইলেন। ঐ সময় একজন মজুর প্রস্তর দিয়া রাস্তা মেরামত করিতেছিল। সে মাথা তুলিয়া বলিল—

"এই ঘোড়াটি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছে।" প্রকৃত প্রস্তাবে ঘোড়াটি হাঁটিয়া যাইতেছিল।

মজুর বলিল—"আপনি কি অ্যারাস্ যাইতেছেন?"

"হাঁ।"

"যদি এরূপভাবে ঘোড়া চলে, তবে আপনি শীঘ্র পৌঁছিতে পারিবেন না।"

তিনি ঘোড়া থামাইলেন, বলিলেন—"এখান হইতে অ্যারাস্ কতদূর?"

"প্রায় পাকা সাত লিগ্।"

"কেন? বহিতে দেখিয়াছি ৫½ লিগ।"

"দেখিতেছি, আপনি জানেন না যে রাস্তা মেরামত হইতেছে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে, দেখিতে পাইবেন রাস্তা বন্ধ হইয়াছে। আর অগ্রসর হইবার রাস্তা নাই।"

"বটে ?"

"আপনাকে বামদিকের রাস্তা দিয়া নদী পার হইতে হইবে। পরের গ্রামে পৌছিয়া দক্ষিণদিকে অ্যারাসের রাস্তা ধরিতে হইবে।"

"কিন্তু রাত্রি হইয়া পড়িল। আমি রাস্তা ভুল করিব।"

"আপনি এ প্রদেশের নহেন ?"

"না।"

"তাহা ছাড়া, অনেক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দিকে রাস্তা গিয়াছে। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটি পরামর্শ বলিব। আপনার ঘোড়াটি শ্রান্ত হইয়াছে। আপনি টিঙ্কস্ ফিরিয়া যান। সেখানে ভাল সরাই আছে। তথায় অদ্য অবস্থান করুন। কল্য অ্যারাস্ যাইবেন।"

"আমাকে অদ্যই সেখানে যাইতে হইবে।"

"সে পৃথক কথা। তথাচ সেই সরাইএ যান। আর একটি ঘোড়া ভাড়া করুন। ঘোড়ার সহিস আপনাকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া যাইবে।"

তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। গাড়ী ফিরাইলেন। আধ ঘণ্টা পরে পুনরায় সেই স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার গাড়ী আর একটি অশ্বের সাহায্যে দ্রুতবেগে চলিতেছিল। সহিস সেই গাড়ীর বোমের উপর চড়িয়া যাইতেছিল। তথাচ তিনি বুঝিলেন তাঁহার দেরী হইয়াছে।

তখন রাত্রি হইয়াছে।

তাঁহারা যে রাস্তায় পৌছিলেন, তাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। গাড়ী চলার রাস্তায় অনেক নালা হইয়াছিল। গাড়ীখানি একনালা হইতে অপর নালায় হেলিতে হেলিতে চলিতে লাগিল। তিনি সহিসকে বলিলেন—"ঘোড়া জোরে চালাও তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিব।"

একবার ঝাঁকনিতে বোম ভাঙ্গিয়া গেল। সহিস বলিল—"বোম ভাঙ্গিয়া গেল। কেমন করিয়া ঘোড়া জুড়িব, জানি না। রাত্রিতে এ রাস্তা অতি খারাপ। যদি আপনি টিঙ্কস্ ফিরিয়া যাইয়া অদ্য রাত্রিতে সেখানে বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে আমরা কল্য প্রাতে অ্যারাস্ পৌছিতে পারি।"

তিনি বলিলেন—"তোমার নিকট একখানি ছুরি ও কিছু দড়ি আছে ?"

"আছে ?"

তিনি একটি বৃক্ষের শাখা কাটিয়া বোম প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে কুড়ি মিনিট বিলম্ব হইল। কিন্তু পুনরায় গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

প্রান্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন। কৃষ্ণবর্ণ কুজ্ঝটিকা ভূতল স্পর্শ করিয়া তরঙ্গের ন্যায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল এবং ভূতল হইতে ধূমের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। সমুদ্রের দিক হইতে বায়ু সতেজে প্রবাহিত হইতেছিল এবং সকল দিক শব্দায়মান করিতেছিল, যেন কেহ গৃহসজ্জা সকল ইতস্ততঃ সরাইতেছিল। পরিদৃশ্যমান বস্তু সকল যেন ভয়কুব্জ হইয়াছিল। রাত্রির সেই দিগন্তব্যাপী বায়ু প্রবাহে কত দ্রব্য কম্পিত-কলেবর হইতেছিল।

শীতে তাঁহার শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বরাত্রিতে আহার করার পর, তিনি আর কিছু ভোজন করেন নাই। ডিনগরের সন্নিহিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, আর এক রাত্রিকালে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে অস্পষ্টভাবে উদিত হইল। তাহা আট বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা হইলেও তাহা যেন কল্যকার কথা বলিয়া মনে হইল।

দূরে ঘড়ি বাজিল। তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কয়টা বাজিল ?"

"৭টা। আমরা আটটার সময় অ্যারাস্ পৌছিব। আর তিনি লিগ আছে।"

তখন তাঁহার প্রথম মনে হইল—"যেজন্য কষ্ট স্বীকার করিলাম, হয়ত তাহা নিরর্থক হইবে। কখন বিচার আরম্ভ হইবে, তাহা পর্য্যন্ত আমি জানি না। অন্ততঃ, এ বিষয়ে সংবাদ লওয়া উচিত ছিল। যাইয়া কোনও ফল আছে কিনা, তাহা না জানিয়া, এইরূপভাবে আসা নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে"। ইহা যে পূর্ব্বে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি মনে মনে অনেক হিসাব করিতে লাগিলেন। সচরাচর দায়রা আদালতে ৯টার সময় কার্য্য আরম্ভ হয়। এ মোকদ্দমায় অধিকক্ষণ সময় যাওয়া সম্ভব নহে। আতা চুরির প্রমাণ লইতে বেশীক্ষণ লাগিবে না। তখন এই ব্যক্তি ও জিন্‌ভ্যালজিন্ এক কিনা ইহাই বিচার্য্য বিষয় হইবে। ৪।৫ জনের সাক্ষ্য লইতে হইবে। উকিলগণের বক্তৃতা করিবার বিশেষ কিছুই নাই। হয়ত যখন তিনি পৌছিবেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

সহিস অশ্বকে কষাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারা নদী পার হইয়া অনেক দূর আসিয়াছেন।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

(৬) ভগিনী সিম্‌প্লিসের পরীক্ষা—

সেই সময় ফ্যান্‌টাইনের চিত্ত প্রফুল্লতাপূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহার অসুখ বাড়িয়াছিল। কাশী ভয়ানক হইয়াছিল। জ্বরের বেগ দ্বিগুণ হইয়াছিল। সে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। যখন চিকিৎসক প্রাতঃকালে দেখিতে আসিলেন, তখন সে প্রলাপ বকিতেছিল। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ভয় প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন—ম্যাডিলিন আসিলে আমাকে যেন সংবাদ পাঠান হয়।

প্রাতঃকালে সমস্ত সময় তাঁহার চিত্ত বিষাদগ্রস্ত ছিল ও সে কোনও কথা কহে নাই। সে চাদর গুড়াইতেছিল ও মৃদুস্বরে গণনা করিতেছিল। সেই সকল গণনা, দূরত্ব সম্বন্ধে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহার চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল ও সে একদিকে তাকাইয়া রহিয়াছিল। কখনও কখনও তাহার নয়ন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিল এবং কখনও বা নক্ষত্রের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছিল। বোধ হয়, যাহারা এই সংসারের আলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় সন্নিহিত হইলে তাহারা স্বর্গের আলোকে পূর্ণ হয়।

সিম্‌প্লিস্ জিজ্ঞাসা করিলে সে সর্ব্বদাই বলিত—"আমি ভাল আছি, ম্যাডিলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে, যে সময় ফ্যান্‌টাইন্ তাহার লজ্জাশীলতা ও তাহার সহিত প্রফুল্লতা একেবারে বিসর্জ্জন দিল, তখন সে তাহার পূর্ব্ব স্বরূপের ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এখন তাহাকে ফ্যান্‌টাইনের প্রেতমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছিল। নৈতিক অবনতিতে যাহা আরব্ধ হইয়াছিল, শারীরিক পীড়ায় তাহার পরিসমাপ্তি হইল। এই পঞ্চবিংশবর্ষীয়া যুবতীর ললাট কুঞ্চিত, গণ্ডদেশ লোল, নাসিকারন্ধ্র সঙ্কুচিত, দেহ কান্তিবিহীন, গ্রীবাপ্রদেশ অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়াছিল; তাহার দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,

কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছিল; তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্ষীণ ও গাত্র চর্ম্ম মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার মস্তকে সুবর্ণ বর্ণের নূতন যে কেশ জন্মিতেছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পলিত হইয়াছিল। হায়! ব্যাধি অকালে বার্দ্ধক্যে উপনীত করে।

মধ্যাহ্নে চিকিৎসক আসিলেন ও উপযুক্ত উপদেশ দিলেন; নগরপাল চিকিৎসালয়ে আসিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন ও মাথা নাড়িলেন।

ম্যাডিলিন্‌ সচরাচর তিনটার সময় রোগিণীকে দেখিতে আসিতেন। যথাসময়ে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন, দয়ালুতার পরিচায়ক। ম্যাডিলিন্‌ তাহা করিতেন।

আড়াইটার সময় ফ্যান্‌টাইন্‌ অস্থির হইয়া উঠিল। কুড়ি মিনিটে দশবার জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কয়টা বাজিয়াছে?"

তিনটা বাজিল। তৃতীয়বার ঘড়ি বাজিলে, ফ্যান্‌টাইন্‌ শয্যায় উঠিয়া বসিল। সচরাচর সে অপরের সাহায্য ব্যতীত পাশ ফিরিতে পারিত না। সে তাহার হরিদ্রা বর্ণের অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কম্পিত হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে, যেন নৈরাশ্য তাহার দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিল।

কেহ প্রবেশ করিল না। দ্বার খুলিল না।

সে ১৫ মিনিট কাল এইভাবে রহিল। তাহার দৃষ্টি দ্বারে নিবদ্ধ রহিল। তাহার দেহে স্পন্দন রহিল না—যেন তাহার শ্বাস পড়িতেছিল না। শুশ্রূষাকারিণী তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। ঘড়িতে সওয়া তিনটা বাজিল। ফ্যান্‌টাইন্‌ তাহার বালিসের উপর শুইয়া পড়িল।

সে কিছু বলিল না। আবার বিছানার চাদর গুড়াইতে লাগিল।

ক্রমে আধ ঘণ্টা হইয়া গেল। এক ঘণ্টা হইয়া গেল। কেহ আসিল না। ঘড়ি বাজিলেই ফ্যান্‌টাইন্‌ চমকিয়া উঠিতেছিল এবং দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। আবার শুইয়া পড়িতেছিল।

তাহার মনোভাব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোনও নাম বলে নাই। সে অনুযোগ করে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, কিন্তু বিষণ্ণচিত্তে কাশিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন তাহাকে তিমিরে ঘিরিতেছিল। তাহার দেহ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, ওষ্ঠ নীলিমাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কখনও কখনও সে মৃদুহাস্য করিতেছিল।

পাঁচটা বাজিল। শুশ্রূষাকারিণী শুনিল, সে মৃদুস্বরে বলিতেছে—"তাঁহার আজ না আসা অন্যায় হইয়াছে, কারণ আমি কাল চলিয়া যাইব।" সে স্বরে বিরক্তি বা ক্রোধের লেশমাত্র ছিল না।

ম্যাডিলিনের আগমন বিলম্বে সিম্‌প্লিস্‌ নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করিল।

এ দিকে ফ্যান্‌টাইন্‌, শয্যার উপরিভাগে, চন্দ্রাতপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। বোধ হইল, যে সে কোনও কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা সে অস্ফুটস্বরে গাহিতে লাগিল—

সন্ন্যাসিনী শুনিল, ফ্যান্‌টাইন্‌ গাহিতেছে—

"নগরে ভ্রমণ সময়ে সুন্দর দ্রব্য সকল ক্রয় করিব; শস্যক্ষেত্রের কোনও ফুল নীল বর্ণের ও গোলাপ গোলাপি রংএর; আমার প্রণয়ীকে আমি ভালবাসি।" পরে সে বলিল—

"গত সন্ধ্যাকালে কুমারী মেরী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানবস্ত্র সূচিকার্য্যসুশোভিত। তিনি বলিলেন—"যে শিশু তুমি একদিন আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহাকে আমার অঞ্চল মধ্যে লুকাও। সত্বর নগরে যাও। পরিচ্ছদ ক্রয় কর, সূচ ও সুতা ক্রয় কর।" সে গাহিল "নগরে ভ্রমণ সময়ে সুন্দর দ্রব্য সকল ক্রয় করিব" পরে বলিল—

"মাতঃ—আমি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিবার জন্য সুসজ্জিত শয্যা স্থাপন করিয়াছি। ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নক্ষত্রটিকে দিতে চাহিলেও আপনি আমাকে যে সন্তান দিয়াছেন আমি তাহাকেই অধিক প্রার্থনীয় বোধ করিব—মাতঃ—আমি এ সুন্দর কাপড় লইয়া কি করিব?"

"তোমার সন্তান জন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত কর। ঐ কাপড় পরিষ্কার করিয়া জলে ধৌত কর।"

"কোথায়?"

"নদীর জলে। ইহাকে মলিন করিও না নষ্ট করিও না। ইহা হইতে তুমি বডিস্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত কর। আমি উহাতে সূচি দ্বারা ফুল তুলিয়া দিব।"

"মাতঃ। বালিকা ত এখানে নাই, তবে কি করিব?"

"তবে যে কাপড়ে জড়াইয়া আমাকে কবর মধ্যে স্থাপন করিবে; তাহাই কর।"

সে গাহিল—"নগরে ভ্রমণ সময়ে ইত্যাদি।"

এ গান একটি প্রাচীন ছড়া। সে পূর্ব্বে ইহা গাহিয়া কসেটকে ঘুম পাড়াইত। তাহার সন্তানকে ছাড়িয়া আসার পর গত পাঁচ বৎসর, ইহা আর তাহার মনে ছিল না। এই গান গাহিবার সময়, তাহার স্বর এরূপ বিষাদোদ্দীপক হইয়াছিল, উহা শুনিতে এরূপ মধুর লাগিতেছিল, যে ইহাতে সন্ন্যাসিনীকেও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। শুশ্রূষাকারিণী কঠোর ব্রতপরায়ণা হইলেও বুঝিলেন, অশ্রুতে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইতেছে।

ছয়টা বাজিল। ফ্যানটাইন্‌ ইহা শুনিল বলিয়া, বোধ হয় না। এখন কোনও দিকে সে মন দিতেছিল বলিয়া, বোধ হইতেছিল না।

সিম্‌প্লিস্‌ একজন দাসীকে ম্যাডিলিনের দাসীর নিকট পাঠাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্যাডিলিন্‌ কি ফিরিয়াছেন? তিনি কি শীঘ্র চিকিৎসালয়ে আসিবেন না?" দাসী অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল।

ফ্যানটাইন্‌ তখনও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল এবং চিন্তামগ্ন রহিয়াছিল বলিয়া, মনে হইল।

দাসী মৃদুস্বরে সিম্‌প্লিস্‌কে বলিল "নগরপাল অদ্য প্রাতে ছয়টার সময়, একটি ছোট গাড়ীতে সাদা ঘোড়া যুড়িয়া তত শীত সত্বেও রওনা হইয়াছেন। তিনি একাকী গিয়াছেন; এমন কি, শকটচালককে পর্য্যন্ত লয়েন নাই। তিনি কোন রাস্তায় গিয়াছেন, কেহ জানে না; কেহ বলিতেছে, তাঁহাকে অ্যারাসের রাস্তায় যাইতে দেখিয়াছে। কেহ বলিতেছে, তাঁহাকে প্যারিসের রাস্তায় যাইতে দেখিয়াছে। রওনা হইবার সময়, তিনি সচরাচর যেরূপ মধুর প্রকৃতির, সেইরূপই ছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বলিয়া গিয়াছেন, যে অদ্য রাত্রিতে তিনি ফিরিবেন না।"

স্ত্রীলোক দুইটি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা ফ্যানটাইনের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিয়াছিল। সিম্‌প্লিস্‌ জিজ্ঞাসা করিতেছিল। দাসী নানা প্রকার অনুমান করিতেছিল। যে সকল পীড়ায় শরীরের প্রধান যন্ত্র সকল আক্রান্ত হয়, তাহার কোনও কোনটি রোগীকে এরূপ উত্তেজিত করে, যে আসন্নমৃত্যু, নিতান্ত ক্ষীণ ব্যক্তিও সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্বচ্ছন্দে অঙ্গ সঞ্চালন করে। ফ্যানটাইন্‌ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট হস্তদ্বয় বালিশের উপর রাখিয়া মশারির ফাঁক দিয়া তাহার মস্তক বাহির করিয়া শুনিতেছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল—

"তোমরা ম্যাডিলিনের কথা কহিতেছ। এত ধীরে ধীরে কথা কহিতেছ কেন? তিনি কি করিতেছেন? তিনি আসিতেছেন না কেন?

অকস্মাৎ তাহার কর্কশ বাক্য কর্ণগোচর হইলে স্ত্রীলোক দুইটির মনে হইল যে উহা কোনও পুরুষের স্বর। তাহারা ভীত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল।

ফ্যানটাইন্‌ বলিল "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও"। দাসী বলিয়া ফেলিল "ম্যাডিলিনের দাসী আমাকে বলিল—তিনি অদ্য আসিতে পারিবেন না।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"বৎসে! শান্ত হও। শয়ন কর।"

ফ্যানটাইন্‌ যেরূপভাবে বসিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে থাকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল—

"তিনি আসিতে পারিবেন না? কেন পারিবেন না? তোমরা তাহার কারণ জান। তোমরা তাহাই ধীরে ধীরে বলাবলি করিতেছ। আমি তাহা জানিতে চাহি।"

দাসী সন্ন্যাসিনীর কানে কানে বলিল "বলুন, তিনি নগরপালের কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন।"

সিম্‌প্লিসের মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। কারণ, দাসী তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে পরামর্শ দিতেছে।

এদিকে তাঁহার বোধ হইল যে রোগীণীকে, যাহা ঘটিয়াছে ঠিক তাহা বলিলে, তাহার ঘোর নৈরাশ্য উপস্থিত হইবে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহার ফল অতি গুরুতর হইবে। তাঁহার মুখ তখনই প্রকৃতিস্থের ন্যায় হইল। তিনি তাঁহার প্রশান্ত কিন্তু বিষাদব্যঞ্জক দৃষ্টি ফ্যান্‌টাইনের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "নগরপাল চলিয়া গিয়াছেন।"

ফ্যানটাইন্‌ উঠিয়া বসিল। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই বিষাদাচ্ছন্ন মুখ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সে বলিল "তিনি গিয়াছেন—তিনি কসেটকে আনিতে গিয়াছেন।"

তখন সে ঊর্দ্ধদিকে হস্ত উত্তোলন করিল। তৎকালে তাহার রক্তলেশশূণ্য শ্বেতবর্ণ মুখের এরূপ শোভা হইল, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহার ওষ্ঠ নড়িতেছিল। সে মৃদুস্বরে ভগবানের উপাসনা করিতেছিল।

ভগবানের উপাসনা শেষ হইলে, সে বলিল—"ভগিনি আমি পুনরায় শয়ন করিতেছি। তোমরা যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। এখনই আমি

অবাধ্য হইতেছিলাম। চীৎকার করিয়া কথা কহিয়াছি; সে অপরাধ তোমরা মার্জ্জনা কর। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা অন্যায়। তাহা আমি বেশ জানি। আমার বড়ই সুখবোধ হইতেছে। ভগবান্ করুণাময়। ম্যাডিলিন্ মহাশয় বড়ই দয়া করিলেন। দেখুন, তিনি কসেটকে আনিতে মণ্টফ.র্মিল গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসিনীর সাহায্যে সে শয়ন করিল ও তাঁহাকে বালিশ ঠিক করিয়া দিতে দিল। গলদেশে যে রূপার ক্রশ ঝুলিতেছিল, সে তাহা চুম্বন করিল। উহা সিম্প্লিস্ তাহাকে দিয়াছিলেন।

সিম্প্লিস্ বলিলেন "বৎসে! এক্ষণে বিশ্রাম কর। আর কথা কহিও না।"

ফ্যানটাইন্ আপন ঘর্ম্মাক্ত হস্তে সিম্প্লিসের হস্ত ধারণ করিল। ফ্যান্টাইনের ঘাম হইতেছে দেখিয়া, সিম্প্লিসের কষ্ট হইল।

"তিনি আজ প্রাতঃকালে প্যারিস গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে প্যারিস দিয়া যাইতে হইবে না। প্যারিস হইতে আসিলে মণ্টফার্মিল বামদিকে পড়ে। আমি যখন কল্য তাঁহাকে কসেটের কথা বলিয়াছিলাম; তখন তিনি কেমন "শীঘ্র" "শীঘ্র" বলিয়াছিলেন, মনে হয়? দেখ, তিনি আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে চাহেন। তিনি আমার নিকট একখানি পত্রে দস্তখত করাইয়া লইয়াছেন, যেন তিনি কসেটকে থেনার্ডিয়ারগণের নিকট হইতে লইতে পারেন। তাহারা কিছু আপত্তি করিতে পারে না। পারে কি? তাহাদিগের পাওনা শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—তখন শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কসেটকে রাখিতে দিবে না। ভগিনি! আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিও না। আমার বড়ই সুখ হইতেছে। আমি সারিয়া উঠিতেছি। আর আমার পীড়া নাই। আমি পুনরায় কসেটকে দেখিতে পাইব। এমন কি আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে। তাহাকে ছাড়িয়া আসার পর প্রায় পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। ছেলেদের প্রতি কিরূপ মায়া জন্মে, তাহা তুমি কল্পনা করিতেও পারিবে না। এখন সে বেশ সুন্দর হইয়া থাকিবে। দেখিতেই পাইবে। তাহার গোলাপের ন্যায় সুন্দর অঙ্গুলিগুলি কিরূপ মনোহর। তাহার হাত দুইটি অতি সুন্দর হইবে। যখন সে এক বৎসরের, তখন তাহার হাত দেখিলে হাসি পাইত। এতটুকু হাত! এখন সে বড় হইয়াছে। সে এখন ৭ বৎসরের। এখন ত সে বেশ বড় হইয়া থাকিবে। আমি তাহাকে কসেট বলি, কিন্তু তাহার নাম ইউফ্রেসি। দাঁড়াও। অদ্য প্রাতঃকালে আমি চিমনির উপরে ধূমের দিকে

চাহিয়া রহিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, আমি শীঘ্রই কসেটকে দেখিব। অনেক বৎসর ছেলে ছাড়িয়া থাকা কি দুঃখের বিষয়! বুঝা উচিত যে, এ জীবন চিরকাল থাকিবে না। নগরপাল কিরূপ দয়ালু! তিনি কসেটকে আনিতে গিয়াছেন। বড় শীত পড়িয়াছে সত্য—কিন্তু তাঁহার গায়ে বড় জামা আছে—তিনি কাল আসিবেন—আসিবেন না? কাল আনন্দের দিন। ভগিনি! কাল প্রাতে আমাকে যেন ভাল টুপিটি পরিতে মনে করাইয়া দিও। মন্টফার্ম্মিল কিরূপ জায়গা। আমি একবার সেখানে হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। তাহাতে অনেক দেরী হইয়াছিল। ডাকগাড়ী শীঘ্র যায়। কসেটকে লইয়া তিনি কাল আসিবেন। এখান হইতে মন্টফার্ম্মিল কত দূর?"

সিম্‌প্লিস তাহা জানিতেন না। বলিলেন—"আমার বোধ হয়, কাল তিনি আসিবেন।"

"কাল! কাল! কাল আমি কসেটকে দেখিব! ভগিনি! তুমি দেখিতেছ—আমার আর অসুখ নাই। আমি পাগল। যদি কেহ বলে, আমি নৃত্য করিতে পারি।"

যে তাহাকে ১৫ মিনিট পূর্ব্বে দেখিয়াছে, সে তাহার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিত না। এখন তাহার দেহ গোলাপের মত আভাবিশিষ্ট হইয়াছে। সে, স্বাভাবিক স্বরে, উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিল। তাহার সমগ্র মুখ হাস্যময় হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সে কথা কহিতেছিল ও মধুরভাবে হাস্য করিতেছিল। মাতার আনন্দ শিশুর মত সরল।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"বেশ, যখন তোমার সুখবোধ হইতেছে, তবে এখন আর কথা কহিও না।"

ফ্যানটাইন্‌ বালিসের উপর মাথা রাখিল এবং মৃদুস্বরে বলিল—"হাঁ শয়ন কর—ভাল ব্যবহার কর—তুমি তোমার কন্যাকে পাইতেছ। সিম্‌প্লিস্‌ ঠিকই বলিতেছেন। এখানে সকলেই ভাল।"

তখন সে আর নড়িল না—মস্তক সঞ্চালন করিল না। বিকশিত নেত্রে প্রফুল্লমুখে চারিদিকে চাহিতে লাগিল—কিন্তু আর কোনও কথা কহিল না।

সিম্‌প্লিস্‌ তাঁহার মশারি টানিয়া দিলেন—মনে করিলেন যে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবে। ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে চিকিৎসক আসিলেন। কোনও শব্দ না শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, ফ্যানটাইন্‌ ঘুমাইতেছে। তিনি নিঃশব্দপদসঞ্চারে শয্যাপার্শ্বে

উপস্থিত হইলেন, মশারি একটু সরাইয়া আলোকে দেখিলেন, ফ্যানটাইন্‌ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সে বলিল—"একটি ছোট বিছানায় আমার নিকট তাহাকে শুইতে দিবেন, দিবেন না?"

চিকিৎসক ভাবিলেন, সে প্রলাপ বকিতেছে। সে বলিল—"দেখুন, এখানে জায়গা আছে।"

চিকিৎসক সিম্‌প্লিস্‌কে একদিকে ডাকিলেন। সিম্‌প্লিস্‌ তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ম্যাডিলিন্‌ ২।১ দিন জন্য কোথায় গিয়াছেন। আমরা নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া রোগিণীকে সকল কথা বলি নাই। সে মনে করিতেছে, নগরপাল মণ্টফার্ম্মিল গিয়াছেন। এমনও হইতে পারে, সে যাহা বলিতেছে, তাহা যথার্থ। চিকিৎসক ইহার অনুমোদন করিলেন।

তিনি ফ্যানটাইনের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। সে বলিতে লাগিল—"দেখুন, যখন প্রাতঃকালে সে জাগরিত হইবে, আমি তাহাকে সম্ভাষণ করিতে পারিব। রাত্রিকালে যখন আমার নিদ্রা হইবে না, তখন তাহার নিদ্রাশব্দ শুনিতে পাইব। তাহার নিশ্বাসের মৃদুশব্দ হইলে, তাহাতে আমার উপকার হইবে।"

চিকিৎসক বলিলেন—"তোমার হাত দাও।"

সে হাত বাড়াইয়া দিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—"দাঁড়ান, সত্যই আপনি জানিতেন না; আমার পীড়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে; কল্য কসেট আসিবে।"

চিকিৎসক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। যথার্থই তাহার অবস্থা পূর্ব্ব অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। বক্ষঃস্থলের চাপ কমিয়াছিল। নাড়ী সবল হইয়াছিল। সহসা কোথা হইতে জীবনীশক্তির পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল এবং এই জীর্ণ দেহ সজীব হইয়াছিল।

সে বলিতে লাগিল—"চিকিৎসক মহাশয়! নগরপাল মহাশয় আমার শিশু কন্যাকে আনিতে গিয়াছেন, আপনাকে বলিয়াছে?"

চিকিৎসক তাহাকে নীরব থাকিতে বলিলেন—যেন কোনও কষ্টকর চিন্তায় তাহার মন উদ্বেগ না হয়। তিনি তৎকালোপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও জ্বর যদি বাড়ে তাহার জন্যও ঔষধ দিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি

সিম্‌প্লিসকে বলিলেন "ফ্যান্‌টাইন্‌ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। সৌভাগ্যক্রমে, যথার্থই, যদি নগরপাল মহাশয় কন্যাটি লইয়া আসেন—তবে কি হয় বলা যায় না। অনেক সময়, রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। অত্যন্ত আনন্দ হইলে পীড়ার দমন হয়, এরূপ দেখা গিয়াছে। আমি জানি যে ইহার দেহস্থিত যন্ত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে ও সে বিকারও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ই অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। ইহার প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে।"

(৭) পথিক আসিয়াই যাইবার ব্যবস্থা করিলেন—

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়, জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের গাড়ী, অ্যারাস নগর প্রবেশ করিল। তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। সরাইর লোকগণ, তাঁহার পরিচর্য্যা জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি অন্যমনস্কভাবে তাহাদিগের কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। যে অতিরিক্ত ঘোড়া আনিয়াছিলেন, তাহা ফেরত পাঠাইলেন। স্বহস্তে সেই শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্রকায় ঘোড়াটি আস্তাবলে রাখিয়া আসিলেন। পরে একতলায় অবস্থিত বিলিয়ার্ড খেলিবার গৃহে প্রবেশ করিয়া, একটি টেবিলের উপর হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া বসিলেন। তিনি ছয় ঘণ্টায় আসিবেন, ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার পৌঁছিতে ১৪ ঘণ্টা সময় লাগিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার কোনও অপরাধ হয় নাই ; তবে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে দুঃখ হইল না।

সরাইয়ের অধিকারিণী প্রবেশ করিল। "আপনি কি এখানে রাত্রি যাপন করিবেন? আপনাকে কি খাবার দিতে হইবে?"

তিনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তাঁহার শয্যা বা খাদ্যের প্রয়োজন নাই।

"আস্তাবলের লোক বলিতেছে, যে আপনার ঘোড়া বড়ই শ্রান্ত হইয়াছে।"

এখন তিনি কহিলেন—"মধ্যরাত্রির পর ঘোড়াটি যাইতে পারিবে না?"

"না মহাশয়, উহাকে অন্ততঃ দুইদিন বিশ্রাম করিতে হইবে।"

"ডাকগাড়ী এইখান দিয়া যায় না?"

"যায়।"

তিনি উহার সহিত ডাকগাড়ীর কার্য্যালয়ে গেলেন, নিজের ছাড়পত্র দেখাইলেন। সেই রাত্রিতে ডাকগাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারা যায় কি না জিজ্ঞাসা

করিলেন। দৈবক্রমে ডাকগাড়ীতে জায়গা ছিল। তিনি তাহা ভাড়া লইয়া ভাড়ার টাকা দিলেন। কেরাণী বলিল—"মহাশয়, ঠিক রাত্রি ১টার সময় যেন এইস্থানে উপস্থিত হইবেন।" ঐ কার্য্য করিয়া তিনি সরাই হইতে বাহির হইলেন ও নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ নগর তাঁহার পরিচিত ছিল না। রাস্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিলেন—স্থির করিলেন কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। তিনি নদী পার হইয়া এমন স্থানে পৌঁছিলেন, যেখান হইতে অনেক অপ্রশস্ত গলি সকল বাহির হইয়াছে। তথায় তিনি রাস্তা হারাইলেন। একজন নগরবাসী লণ্ঠন লইয়া যাইতেছিল। কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, তিনি ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, তিনি সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, যেন তাঁহার ভয় হইতেছিল, পাছে অপরে তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে পায়। তিনি বলিলেন—

"মহাশয়, আদালত কোন স্থানে?"

সেই নগরবাসী একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন—"আপনি এই নগরের লোক নহেন? আচ্ছা, আমার সহিত আসুন, আমি সেই দিকে যাইতেছি। আমি শাসন কর্ত্তার আবাসস্থলে যাইতেছি। আদালতের ঘর মেরামত হইতেছে এবং উপস্থিত শাসন কর্ত্তার আবাসস্থলেই আদালতের কার্য্য হইতেছে।

"সেইখানেই কি দায়রার বিচার হইতেছে?"

"হাঁ, সেইখানেই। এখন যে স্থানে শাসনকর্ত্তা থাকেন, বিপ্লবের পূর্ব্বে উহা ধর্ম্ম যাজকের প্রাসাদ ছিল। জনৈক প্রধান ধর্ম্মযাজক একটি বড় হল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন এই হলেই দায়রার কার্য্য হইতেছে।"

যাইতে যাইতে ঐ ভদ্রলোক বলিলেন "যদি আপনি কোনও মোকদ্দমার বিচার দেখিতে চাহেন, তবে আপনার দেরী হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ৬টার সময় আদালত বন্ধ হয়।

ময়দানে পৌঁছিয়া তাঁহারা বৃহৎ কিন্তু নিরানন্দময় একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। উহার চারিটি জানালা দিয়া আলোক আসিতেছিল। ঐ দিকে দেখাইয়া সেই নগরবাসী তাঁহাকে বলিলেন—

"প্রকৃতই, আপনি সৌভাগ্যশালী। এখন ও বিচার কার্য্য শেষ হয় নাই

ঐ চারিটি জানালা দেখিতেছেন, উহাই দায়রার আদালতের। আলোক জলিতেছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে, যে উহাদিগের কার্য্য শেষ হয় নাই। বোধ হয়, মোকদ্দমাটিতে অনেক সময় লাগিয়া থাকিবে। সেইজন্য সন্ধ্যার পরও কার্য্য হইতেছে। আপনার কি এই মোকদ্দমায় কোন ও সংস্রব আছে? ইহা কি ফৌজদারী মোকদ্দমা? আপনি কি সাক্ষী?"

তিনি বলিলেন—"আমার কোনও কার্য্য নাই। একজন উকিলের সহিত আমার কিছু প্রয়োজন আছে।"

"সে ভিন্ন কথা। দাঁড়ান, এই দ্বারে প্রহরী থাকে। আপনাকে কেবল বড় সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হইবে।"

সেই নগরবাসীর উপদেশ মত অগ্রসর হইয়া, ক্ষণকাল পরে, তিনি একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বহুলোক ছিল। দলে দলে লোক পরস্পর চুপে চুপে কথা কহিতেছিল। উহার মধ্যে গাউন পরিধান করিয়া অনেক উকিল ছিলেন।

যখন বিচারালয় প্রবেশ স্থলে, কৃষ্ণবর্ণ গাউন পরিধান করিয়া উকিলগণ ও জনসমূহ একত্রিত হন ও পরস্পর মৃদুস্বরে কথা কহিতে থাকেন, সে দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সেই কথোপকথনে প্রায় কখনই দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে অনুকূল কোনও কথা শুনা যায় না। সচরাচর বিচারের পূর্ব্বেই ইহারা দোষী সাব্যস্ত করে। এই সকল জনসঙ্ঘ দেখিলে, ভাবুক ব্যক্তির মনে হইবে, যে ঐ বিষাদকর মধুচক্র সকলে, গুঞ্জনকারী ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া, বহু প্রকার তিমিরময় প্রাসাদ সকল প্রস্তুত করিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ কক্ষে একটি মাত্র আলোক জলিতেছিল। উহাই প্রধান ধর্ম্মযাজকের পুরাতন হল এবং উহাই এক্ষণে বিচারালয় সংক্রান্ত বৃহৎ হলে পরিণত হইয়াছিল। যে বৃহৎ কক্ষে বিচারক বিচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ঐ হল হইতে একটি দ্বার দ্বারা পৃথক করা হইয়াছিল। ঐ দ্বার এক্ষণে রুদ্ধ ছিল।

সে গৃহে আলোক এত অল্প ছিল, যে তিনি প্রথম যে উকিলকে দেখিতে পাইলেন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে তাঁহার ভয় হইল না। তিনি বলিলেন—"মহাশয়, এখন কতদূর কার্য্য হইয়াছে।"

উকিল বলিলেন—"শেষ হইয়া গিয়াছে।"

"শেষ হইয়া গিয়াছে!"

এই কথা এরূপ স্বরে উচ্চারিত হইল, যে উকিল ফিরিয়া চাহিলেন। "আমাকে ক্ষমা করিবেন, বোধ হয় আপনি তাহার কোন ও আত্মীয়?"

"না, আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। রায় প্রকাশ হইয়াছে?"

"নিশ্চয়। আর কি হইবে।"

"কারাবাস?"

"যাবজ্জীবন।"

তিনি এরূপ ক্ষীণস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন, যে উহা প্রায় শুনা যায় না।

"তবে তাহার পূর্ব্ব পরিচয় মিল হইয়াছে।"

"পূর্ব্ব পরিচয় আর কি? সে সকল কোনও কথা হইতে ছিল না। বিষয় অতি সহজ। স্ত্রীলোকটি তাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে। শিশুহত্যা প্রমাণ হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে অভিসন্ধি করিয়া উহা করিয়াছে, ইহা জুরি বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল।"

"তবে এ আসামী স্ত্রীলোক?"

"স্ত্রীলোকই। আর কাহার কথা আপনি বলিতেছেন?"

"কাহারও না। যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে এখন হলে আলো জ্বলিতেছে কেন?"

"আর একটি মোকদ্দমার জন্য। উহা দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে।

"আর কোন মোকদ্দমা?"

"এ মোকদ্দমাও অতি সহজ। অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন বদমায়েস। সে দ্বিতীয়বার অপরাধ করায় ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার শাস্তি হইয়াছিল। পুনরায় সে চুরি করিয়াছে। আমি তার নাম ঠিক জানি না। ডাকাতের নামের মত তার নাম। তার মুখ দেখিলেই, আমার তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে ইচ্ছা হয়।"

"বিচারকক্ষে যাইবার উপায় আছে, মহাশয়?"

"আমার বোধ হয়, নাই। অনেক লোক জমিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বিচার-কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে—কেহ কেহ উঠিয়া গিয়াছে। যখন পুনরায় বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবে, তখন চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।"

"কোনখান দিয়া প্রবেশ করিতে হয়?"

"ঐ বড় দ্বার দিয়া।"

উকিল চলিয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই, বহু প্রকার ভাব, প্রায় যুগপৎ, এমন কি মিশ্রিত হইয়া, তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল। এই নিঃসংসৃষ্ট দর্শকের প্রতি কথা, কখনও বরফ-নির্ম্মিত সুচের ন্যায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে, কখনও বা অগ্নিময় ছুরিকার ন্যায় হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যখন দেখিলেন, যে কিছুই শেষ হয় নাই, তখন তিনি স্বচ্ছন্দভাবে নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, উহা সুখ কি দুঃখ, তাহা তিনি বলিতে পারিতেন না।

লোকগণ দলে দলে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল। তিনি অনেক দলের নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। এই দায়রায় অনেকগুলি মোকদ্দমা ছিল। বিচারপতি, এইদিন দুইটি ছোট ও সহজ মোকদ্দমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথমে, শিশুহত্যার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এখন যাহার মোকদ্দমা হইতেছে, সে পূর্ব্বে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লোকটি আতা চুরি করিয়াছে। কিন্তু তাহা বেশ প্রমাণ হয় নাই। ইহাই প্রমাণ হইয়াছে, যে সে পূর্ব্বে টুলনের কারাগারে আবদ্ধ ছিল। ইহাতেই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যাহা হউক, অপরাধীর যাহা বক্তব্য, তাহা শুনা হইয়াছে। সাক্ষিগণের প্রমাণ লওয়া হইয়াছে। এক্ষণে দুই পক্ষের উকিলের বক্তৃতা শুনা হইবে। ইহা শেষ হইতে রাত্রি দুই প্রহর হইবে। সম্ভবতঃ, লোকটি অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। সরকার পক্ষে উকিল অতি চতুর ব্যক্তি এবং তাঁহার হস্ত হইতে কোনও অপরাধী নিষ্কৃতি পায় নাই। তাঁহার বুদ্ধি বড়ই উজ্জ্বল। তিনি পদ্য লিখিয়া থাকেন। দ্বারে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"মহাশয়! দ্বার কি শীঘ্র খোলা হইবে?"

প্রহরী বলিল—"দ্বার একবারেই খোলা হইবে না।"

"যখন বিচারকার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা হইবে, তখনও খোলা হইবে না? এখন বিচারকার্য্য স্থগিত রহিয়াছে না?"

প্রহরী বলিল—"এখনই বিচারকার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আর দ্বার খোলা হইবে না।"

"কেন?"

"আর জায়গা নাই।"

"আর একজনেরও যায়গা নাই।"

"একজনেরও না। দ্বার বন্ধ হইয়াছে। এখন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রহরী বলিল, "বিচারকের আসনের পশ্চাতে দুইটি কি তিনটি বসিবার স্থান আছে? কিন্তু বিচারক কেবল রাজকর্ম্মচারিগণকে তথায় স্থান দেন।"

এই কথা বলিয়া, প্রহরী পশ্চাৎ ফিরিল।

তিনি মস্তক অবনত করিয়া ফিরিলেন। প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, যেন তিনি প্রতি পদক্ষেপে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বোধ হয়, তিনি আপন মনে পরামর্শ করিতেছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রি হইতে তাঁহার মনে যে দারুণ সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা এখন ও শেষ হয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই বিরোধের নূতন নূতন আকৃতি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছিল। অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার স্থানে পৌছিয়া, তিনি স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হস্ত একত্রিত করিলেন। সহসা, তিনি তাঁহার পকেট বহি বাহির করিলেন। উহা হইতে একটি পেনসিল লইলেন ও একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইলেন। রাস্তার লণ্ঠনের আলোকে, ঐ কাগজে তিনি দ্রুতবেগে এই ছত্রটি লিখিলেন—'ম্যাডিলিন, "ম" নগরের নগরপাল।"

পুনরায় দীর্ঘ পদবিক্ষেপে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন। লোক সমূহ মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া বরাবর প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ঐ কাগজখানি দিয়া, আদেশসূচক স্বরে বলিলেন—"এই কাগজখানি বিচারপতিকে দাও।"

প্রহরী কাগজখানি লইল। উহার লেখার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং আদেশ পালন করিল।

(৮) প্রবেশাধিকার অনুগ্রহ লব্ধ—

তিনি না জানিলে ও "ম" নগরের নগরপাল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৎকর্ম্মজনিত খ্যাতিতে সে প্রদেশ পূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি

আপন জেলা অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিন জেলায় বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি অলঙ্কার গঠন প্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারা, উহার উন্নতি সাধনে, প্রধান নগরের যে উপকার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত ঐ প্রদেশের সকল বিভাগই তাঁহার নিকট কোন ও না কোনও রূপে উপকৃত হইয়াছিল। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি নিজের অর্থ দ্বারা ও তিনি সকলের বিশ্বাস পাত্র ছিলেন বলিয়া, বুলোনের কাপড়ের কল, ফ্রেভেন্টের চটের কল প্রভৃতির সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার নাম লোকে ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিত। তাঁহার ন্যায় নগরপাল পাওয়ায়, অন্যান্য নগর, "ম" নগরকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিত।

সকলের নিকট যে নাম এত গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু ছিল, এই বিচারালয়ের বিচারপতিও সে নাম জানিতেন। মন্ত্রণাগৃহ হইতে বিচার গৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার খুলিয়া, প্রহরী, বিচারপতির আসনের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইল ও অতি সন্তর্পণে ম্যাডিলিনের লিখিত কাগজখানি বিচারপতির হস্তে দিয়া বলিল, "এই ভদ্রলোক বিচার কার্য্য দেখিতে চাহেন"। এই কথা শুনিয়া বিচারপতি তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে একটি কলম লইলেন এবং ঐ কাগজের নিম্নভাগে কিছু লিখিয়া তাহা প্রহরীকে ফিরিয়া দিলেন—বলিলেন "তাঁহাকে আসিতে দাও।"

যে অসুখী ব্যক্তির ইতিহাস আমরা বর্ণনা করিতেছি, তিনি হলের দ্বার সম্মুখে, প্রহরী যাইবার সময়, যে স্থানে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থানে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মন চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছিল। এমন সময় তিনি শুনিলেন, কেহ তাঁহাকে বলিতেছে "মহাশয় কি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আসিবেন ?" যে প্রহরী, ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে সে আভূমি নত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছিল ও সেই ঐ কথা বলিল এবং তাঁহাকে সেই কাগজখানি দিল। তিনি উহা খুলিলেন; তাঁহার নিকটে আলোক ছিল বলিয়া, তিনি উহা পড়িতে পারিলেন।

"দায়রা আদালতের বিচারক, ম্যাডিলিন মহাশয়কে অভিবাদন করিতেছেন।"

তিনি কাগজখানি পিষিয়া ফেলিলেন—যেন ঐ কথাগুলি তাঁহার বিস্বাদ ও তিক্ত বলিয়া বোধ হইল।

তিনি প্রহরীর সহিত যাইলেন।

কয়েক মিনিট পরে তিনি দেখিলেন, তিনি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ কক্ষের দেওয়াল দারুময়। উহার আকৃতি কঠোরতা ব্যঞ্জক।

সবুজবর্ণের কাপড় মোড়া একটি টেবিলের উপর, দুইটি মোমবাতি জ্বলিতেছিল। প্রহরী তাঁহাকে যে কথাগুলি বলিয়া চলিয়া গেল, উহা তখনও তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। "মহাশয়, আপনি যে কক্ষে আসিয়াছেন. উহা মন্ত্রণা কক্ষ। ঐ দ্বারের তাম্র-নির্ম্মিত ধরিবার স্থানটি ঘুরাইলেই, আপনি যে হলে বিচারকার্য্য হইতেছে, তথায় বিচারপতির আসনের পশ্চাতে উপস্থিত হইবেন।" এই কথাগুলি ও তিনি এখনই যে সকল অপ্রশস্ত বাতায়ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আসিলেন তাহা, তাঁহার অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতে লাগিল।

প্রহরী চলিয়া গেল। তাঁহার নিকট আর কেহ রহিল না। তখন চরম সময় উপস্থিত হইল। তিনি আপন মনোভাব সংগৃহীত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বাস্তবিক দুঃখ উপস্থিত হইলে, সে বিষয়ে চিন্তা যখন বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তখনই মস্তিষ্ক মধ্যে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি যে কক্ষে রহিয়াছেন, উহা বিচারকগণের পরামর্শ করিবার গৃহ; তথায় বহু অভিযুক্তের ভাগ্য নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। যথায় বহু হতভাগ্যের হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়াছে—যথায় তখনই বিচারকগণ পরামর্শ করিতে আসিয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে থাকিবেন—যথায় তাঁহার অদৃষ্ট তখনই বিচরণ করিতেছিল, তিনি সেই প্রশান্ত অথচ ভীষণ কক্ষ মূঢ়ের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

তিনি কক্ষ প্রাচীরের দিকে চাহিলেন, আপনার দিকে চাহিলেন। ইহা যে সেই কক্ষ, এবং তিনি যে সেখানে, ইহাতে তাঁহার বিস্ময় হইল।

তিনি ২৪ ঘণ্টা কাল কিছু খান নাই। গাড়ীর ঝাঁকনিতে তাঁহার ক্লান্তি হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল, যে তাঁহার কিছুই হয় নাই।

প্রাচীরে একটি কৃষ্ণবর্ণের ফ্রেম ঝুলিতেছিল। কাচের আবরণ মধ্যে একখানি পত্র ছিল। ঐ পত্র প্যারিসের নগরপালের লেখা। উহা ২য় বর্ষের ৯ই জুন তারিখের। ঐ তারিখ নিশ্চয়ই ভ্রমমূলক। উহাতে যে সকল মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাদিগের নাম ছিল। যদি কেহ ঐ সময় তাঁহাকে দেখিত, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহ, সে ভাবিত, যে ঐ পত্র তাঁহার অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছে; কারণ উহাতে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি উহা ২।৩ বার পড়িলেন। উহা পড়িবার সময় আদৌ

উহার দিকে তাঁহার মন ছিল না ও তিনি যে উহা পড়িতেছেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি ফ্যান্টাইন্ ও কসেটের কথা ভাবিতেছিলেন।

চিন্তামগ্ন অবস্থায়, চক্ষু ফিরাইলে, বিচারগৃহে প্রবেশ দ্বারের পিত্তলের হাতল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে দ্বারের কথা প্রায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার দৃষ্টি প্রশান্ত ছিল। সে দৃষ্টি ঐ পিতলের হাতলে স্থাপিত হইল ও তাহাতেই নিবদ্ধ রহিল। তখন, তাঁহার দৃষ্টিতে ভীতি প্রকাশ পাইল এবং ক্রমে ক্রমে উহা ভয়পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তকের কেশ ঘামিয়া উঠিল ও সে ঘর্ম্মবারি কপোল দেশে গড়াইয়া আসিল।

এক সময় তিনি একপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিলেন। সে অঙ্গভঙ্গী বর্ণনা করা যায় না। উহাতে ইহাই প্রকাশ পায়, যে তিনি পরতন্ত্র নহেন—যেন তিনি অন্তরাত্মার নির্দেশানুবর্ত্তী হইবেন না। যেন সে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তিনি প্রকাশ করিতে চাহেন ও যেন তাহা প্রকাশ করিতেছে—"বটে! কে আমাকে বাধ্য করিবে?" তখন তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত ফিরিলেন; দেখিলেন, যে দ্বার দিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন, সে দ্বার তাঁহার সম্মুখে। তিনি উহার নিকটে গেলেন, দ্বার খুলিলেন এবং বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন আর সে কক্ষে নাই। তিনি এখন বাহিরে, বাতায়নে। ঐ বাতায়ন দীর্ঘ, অপ্রশস্ত। উহার মধ্যে মধ্যে সিঁড়ি ও গরাদ দেওয়া ছিল এবং উহা অনেক দিকে বাঁকিয়া গিয়াছিল। পীড়িতগণের গৃহে রাত্রিকালে যেরূপ বাতি জ্বলে, উহাতে মধ্যে মধ্যে সেরূপ আলোক দেওয়া ছিল। ঐ বাতায়ন দিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন: তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কাণ পাতিয়া রহিলেন। সম্মুখে কোনও শব্দ নাই। পশ্চাতে কোনও শব্দ নাই। তিনি পলাইলেন, যেন কেহ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। বাতায়নে অনেক বাঁক ফিরিয়াও তিনি কাণ পাতিয়া রহিলেন। সে স্থান ও সেইরূপ নীরব, সেইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি হাঁপাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদস্খলন হইল। তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়ালের প্রস্তর শীতল; তাঁহার কপোলদেশে ঘর্ম্মবারি বরফের ন্যায় শীতল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একাকী, সেই অন্ধকারে, শীত-কম্পিত কলেবরে; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কাঁপিবার অন্য কারণ ও ছিল।

তিনি পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সমস্ত দিন তিনি চিন্তা

করিতেছিলেন। তিনি অন্তর মধ্যে একটি মাত্র স্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। উহা বলিতেছিল, "হায়!"

এইরূপে ১৫ মিনিট অতিবাহিত হইল। অবশেষে তিনি মস্তক অবনত করিলেন; যন্ত্রণায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাত ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি ফিরিলেন। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, যেন তাঁহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল; যেন তাঁহার পলায়নকালে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে।

তিনি মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই দ্বার খুলিবার হাতলটি তাঁহার চোখে পড়িল। উহা গোলাকার ও উজ্জল পিত্তল নির্ম্মিত। উহার দীপ্তি, ভীষণ নক্ষত্রের ন্যায় বলিয়া, তাঁহার বোধ হইয়াছিল। মেষশাবক, ব্যাঘ্রের চক্ষুর দিকে, যেরূপভাবে চাহিয়া থাকে, তিনি উহার দিকে সেইরূপভাবে চাহিয়াছিলেন।

উহা হইতে তিনি চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। মাঝে মাঝে, তিনি এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ক্রমে, তিনি দ্বারের নিকট পৌঁছিলেন।

যদি তিনি কাণ পাতিতেন, তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে গোলমালের অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পাইতেন। তিনি কাণ পাতেন নাই ও কিছু শুনিতে পান নাই।

সহসা তিনি দেখিলেন, দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। কিরূপে তথায় পৌঁছিলেন, তাহা তিনি নিজে ও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কম্পমান হস্তে হাতল ধরিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি বিচার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

---

(৯) যে প্রণালীতে দোষ সাব্যস্ত হয়, তাহার কার্য্য সেখানে চলিতেছে—

তিনি এক পা অগ্রসর হইলেন, কলের মত, পশ্চাতে দ্বার বন্ধ করিলেন এবং দাঁড়াইয়া, তিনি যাহা দেখিতেছিলেন, সেই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন।

কক্ষটি বৃহৎ। উহাতে যথেষ্ট আলোক ছিল না। সেখানে কখনও বা গোলমাল হইতেছিল, কখনও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। তথায় ফৌজদারী

মোকদ্দমার সকল প্রকার উপকরণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল। সেইজনসমূহ বিষাদপূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিল।

হলের প্রান্তে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। তথায় বিচারকগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, তাঁহাদিগের বাহিরের বস্তুতে মন ছিল না। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ অতি জীর্ণ, তাঁহারা কখনও নখ দংশন করিতেছিলেন, কখনও চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছিলেন।

হলের অপর প্রান্তে সাধারণ দর্শকগণ, বিভিন্নভাবে অবস্থিত উকিলগণ, কঠোর অথচ সরলচিত্ত সৈনিকগণ রহিয়াছিলেন। সে হলের কাঠের কার্য্য সকল পুরাতন। তাহাতে স্থানে স্থানে দাগ পড়িয়াছিল। উহার ছাদ অপরিষ্কৃত। যে বস্ত্রে টেবিল আচ্ছাদিত ছিল, তাহার বর্ণ সবুজ অপেক্ষা পীত বলিয়াই বোধ হয়। হাতের দাগে দ্বার কাল হইয়া গিয়াছিল। দারু সজ্জিত দেওয়ালের পেরেকে ঝুলান যে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোক অপেক্ষা ধূমই বেশী হইতেছিল। টেবিলের উপর পিতলের বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছিল। সে হল অন্ধকারময়, কুৎসিত ও বিষাদজনক। এ সমুদয় হইতে পৃথক হইয়া, আর একটি বস্তু মনোমধ্যে প্রকাশ পায়। উহা কঠোর ও সম্ভ্রম উদ্দীপক। ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেই, সমাজসৃষ্ট বিপুল দণ্ডবিধি ও ন্যায় নামে অভিহিত ঈশ্বরসৃষ্ট বিপুল বস্তু অনুভূত হয়।

সেই জন সমূহ মধ্যে, কেহ তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। বিচারপতির বামভাগের দেওয়ালে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখে, একখানি বেঞ্চে, একটি লোক বসিয়াছিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন প্রহরী রহিয়াছিল ও অনেকগুলি বাতি জ্বলায় সেইস্থান আলোকিত হইয়াছিল। সকলেই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। ঐ ব্যক্তিই সেই লোক।

তাঁহাকে ঐ লোক অন্বেষণ করিতে হইল না! তিনি তাহাকে দেখিলেন। আপনা হইতে তাঁহার চক্ষু সেইদিকে গেল; যেন তাহারা পূর্ব্ব হইতে জানিত, সে মূর্ত্তি কোথায়।

তাঁহার বোধ হইল, তিনি আপনাকে আপনি দেখিতেছেন, তবে এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তির মুখ ঠিক তাঁহার মত নহে। উনিশ বৎসর ধরিয়া কারাগারে যে ভীষণ ও কুৎসিৎ চিন্তা তিনি পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা আবৃত করিয়া, ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে, যে দিন তিনি "ডি"

নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন, তাঁহার যে পরিচ্ছদ ছিল, তাঁহার চক্ষুতে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসরলতা প্রকাশ পাইতেছিল, তাঁহার চুল যেরূপ খোঁচার মত ছিল ও তাঁহার আকৃতি ও অবস্থানের ভাব যেরূপ ছিল, ইহারও সেইরূপ।

তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি আপন মনে বলিলেন—"হায়, আবার কি আমি ঐরূপ হইব।"

ঐ হতভাগ্যের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছে, বোধ হইল। তাহার আকৃতি ঈদৃশ রূঢ়, এবং বুদ্ধিহীনতা ও ভীতির পরিচায়ক, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

দ্বার খুলিবার শব্দ হইলে, লোকে সরিয়া গিয়া, তাঁহাকে পথ দিল। বিচারপতি ফিরিয়া চাহিলেন এবং যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনিই "ম" নগরের নগরপাল, এই মনে করিয়া, তাঁহার দিকে শিরঃকম্পন করিলেন। উকিল সরকার, সরকারী কার্য্য উপলক্ষে, কয়েকবার "ম" নগরে গিয়াছিলেন, এবং তথায় ম্যাডিলিনকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে চিনিলেন এবং অভিবাদন করিলেন। তিনি এ সকল বুঝিলেন বলিয়া, বোধ হইল না। মত্ততা যেন তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি চাহিয়া রহিয়াছিলেন।

সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন বিচারক, কর্ম্মচারী, প্রহরী, নিষ্ঠুর ও ঔৎসুক্যপূর্ণ জনতা সম্মুখে, তিনি ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবার সেই সাংঘাতিক দৃশ্য তাঁহার চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ঐ তাহারা রহিয়াছে, ঐ তাহারা নড়িতেছে। তাহারা চক্ষু সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগের কথা মনে আনিতে হইতেছে না। তাহারা মরীচিকা মাত্র নহে। যথার্থই তাহারা প্রহরী, যথার্থই তাহারা বিচারক, যথার্থই তাহারা দর্শক; সকলে রক্ত: মাংসে গঠিত, যথার্থ মানুষ। পুনরায় পূর্ব্বদৃশ্য অভিনীত হইতেছে। তাঁহার অতীত জীবনের অমানুষিক দৃশ্য পুনরাবির্ভূত হইয়াছে এবং বাস্তবের ভীষণতা সহকারে তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সজীব হইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্ত মুখ ব্যাদান করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে।

তিনি বিষম ভীত হইলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের গভীরতম প্রদেশে চীৎকার উত্থিত হইল—"কদাপি না।"

অদৃষ্ট ভীষণ ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহারই প্রতিরূপকে তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত

করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সকলেই বলিতেছে—"জিন্‌ভ্যালজিন্।" তাঁহার মন কম্পিত হইতেছিল, তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার ছায়াময়ী প্রতিকৃতি, তাঁহারই সমক্ষে, তাঁহার জীবনের অতি ভীষণ মুহূর্ত্তের অভিনয় করিতেছিল। এরূপ স্বপ্নদর্শনের কথা, পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই।

সবই সেখানে ছিল। সেই বিচার-পদ্ধতি, সেই রাত্রিকাল, সেই বিচারকগণের মুখ, সেই সৈনিকগণ, সেই দর্শকগণ, সমস্তই পূর্ব্বের মত। কেবল বিচারকের মস্তকের উপরিভাগে দেওয়ালে ক্রুসে বিদ্ধ খৃষ্ট মূর্ত্তি ঝুলান ছিল। তাঁহার দণ্ডসময়ে বিচারগৃহে ইহা ছিল না। তাঁহার বিচার সময়, ভগবান্ অনুপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে একখানি চেয়ার ছিল। তিনি উহাতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়। বিচারকগণের সম্মুখস্থিত ডেস্ক উপরি কতকগুলি কাগজের বাক্স ছিল। তিনি বসিয়া পড়িলে, ঐ গুলি থাকায়, লোকের দৃষ্টি হইতে আপন মুখ লুকাইবার সুবিধা হইল। এখন তিনি, অলক্ষিতভাবে, লক্ষ্য করিতে পারিলেন। তাঁহার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান হইল। ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান হইলেন। তাঁহার মন এরূপ শান্ত হইল, যে শ্রবণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল।

ব্যামাটাবইস, জুরির মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি জেভার্টকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। সাক্ষিগণের বসিবার স্থান, কর্ম্মচারীর টেবিলের অন্তরালে পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহে অল্পই আলোক ছিল।

যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিল তাঁহার আপত্তি সম্বন্ধে উক্তি শেষ করিলেন।

সকলের কৌতূহল চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। তিন ঘণ্টা ধরিয়া ঐ মকদ্দমা চলিয়াছে। অভিযুক্ত, মনুষ্যকুল মধ্যে হীন। সে হয়, নিতান্ত নির্ব্বোধ, অথবা নিতান্ত চতুর। তাহার আকৃতির সহিত আর একজনের আকৃতির সাদৃশ্য সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রমাণ লওয়া হইতেছে। জন সাধারণ দেখিল, প্রমাণের ভারে সে ক্রমশঃ নত হইয়া পড়িতেছিল। পাঠক পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন, এই হতভাগা, মাঠের মধ্য দিয়া আতা গাছের ফল সহিত ডাল লইয়া যাইতেছে, এই অবস্থায় ধৃত হয়। জনৈক প্রতিবেশীর বাগান হইতে ঐ ডাল ভাঙ্গা

হইয়াছিল। এই লোকটি কে? সে বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। তাহারা সকলে একই কথা বলিয়াছে। তাহার বিচারকালে প্রথম হইতেই, সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। অভিযোগকারী বলিতেছেন, "এই ব্যক্তি কেবল লুণ্ঠনকারী নহে, সে কেবল ফল চুরি করে নাই, সে ডাকাত। পূর্ব্বে ইহার শাস্তি হইয়াছিল। যে নিয়মে কারামুক্ত হয়, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। সে অতি ভীষণ প্রকৃতির দুষ্ট ও দুর্দ্দান্ত লোক। এই দুর্ব্বৃত্তের নাম জিন্‌ভালজিন্। অনেকদিন হইতে ইহার অন্বেষণ চলিতেছে। সে টুলনের কারাগার হইতে বাহির হইয়া, ছোট জার্ভেইস নামক একটি বালকের নিকট, বলপূর্ব্বক, পথের উপর, টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। এই অপরাধের শাস্তি দণ্ডবিধিতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সে যে জিন্‌ভালজিন্, ইহা প্রমাণীকৃত হইলে, আমরা সেই অপরাধের বিচার পরে প্রার্থনা করিব। সে পুনরায় চুরি করিয়াছে। ইহা দ্বিতীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্য ইহাকে দোষী সাব্যস্ত করুন। পরে তাহার পূর্ব্ব অপরাধের বিচার হইবে।" এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ও সাক্ষিগণ সকলে, একবাক্যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে অপরভাব অপেক্ষা বিস্ময়ের আতিশয্য হইল। সে যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল বা ইঙ্গিত করিতে লাগিল—তাহার অর্থ "না।" অন্য সময় সে ছাদের দিকে তাকাইয়া রহিল—সে কষ্টে কথা কহিতেছিল। উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু সে সম্পূর্ণভাবে, সেই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিতেছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে যাহারা সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত তুলনায়, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। যে সমাজ তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে যেন, সে সমাজের সহিত অপরিচিত। তাহার ভবিষ্যৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। প্রতি মুহূর্ত্তে জিন্‌ভ্যালজিনের সহিত তাহার সাদৃশ্য অধিক প্রমাণীকৃত হইতেছিল। যে দণ্ড, তাহার মস্তকোপরি ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতেছিল, সেই সর্ব্বনাশকর দণ্ড সম্বন্ধে দর্শকবৃন্দ যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি, নিজে সেরূপ হয় নাই। দণ্ড সম্বন্ধে আর একটি সম্ভাবনা ও রহিয়াছিল। যদি এই ব্যক্তি ও জিন্‌ভালজিন্ একই বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় ও ছোট জার্ভেইসের টাকা চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইলেও হইতে পারে। এই লোকটি কে? সে কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে? সে কি নিতান্ত নির্ব্বোধ? অথবা সে অতিধূর্ত্ত। সে কি

সকল কথা বেশ বুঝিয়াছে? অথবা কিছু বুঝে নাই। দর্শকবৃন্দের কেহ একরূপ ভাবিতেছিল, কেহ অন্যরূপ মনে করিতেছিল। জুরিগণমধ্যে ও মতদ্বৈধ ছিল। এই মোকদ্দমার অবস্থা যেরূপ ভয়ানক, সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য। যে নাট্য অভিনীত হইতেছিল, তাহা যেরূপ বিষাদকর, সেইরূপ ইহার সকল কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছিল না।

আসামীর উকীল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা মন্দ হয় নাই। উকীল, প্রথমে আতা চুরি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তব্য বলিলেন। তিনি দেখাইলেন, যে আতা চুরির প্রমাণ যাহা আছে, তাহা দ্বারা, এই অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। তিনি আসামীর উকীল স্বরূপে, আসামীকে চ্যাম্পম্যাথিউ নামেই অভিহিত করিতেছিলেন। চ্যাম্পম্যাথিউ যে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াছে, বা ঐ ডাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই। তাহাকে যখন ধরে, তখন তাহার হাতে ডালটি ছিল। সে বলিতেছে, যে উহা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। সে উহা কুড়াইয়া লইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? যে দস্যু প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উহা ভাঙ্গিয়াছিল, পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, নিশ্চয়ই সে উহা ফেলিয়া পলাইয়াছে। কেহ চুরি করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু চ্যাম্পম্যাথিউ চুরি করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? একটি বিষয় মাত্র, তাহার বিরুদ্ধে রহিয়াছে। পূর্ব্বে সে শাস্তি পাইয়াছিল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে প্রমাণ ভালই হইয়াছে। আসামী ফেভারোল্‌সে বাস করিত। সে গাছীর কাজ করিত। জিনম্যাথিউ হইতে চ্যাম্পম্যাথিউ নাম হওয়া সম্ভব। এ সমস্তই সত্য। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, চারিজন সাক্ষী, কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছে, যে চ্যাম্পম্যাথিউ ও জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ একই ব্যক্তি। এই সকল অবস্থায় ও প্রমাণের বিরুদ্ধে আসামীর অস্বীকার ব্যতীত, তাঁহার আর কিছু দেখাইবার নাই। আসামীর এরূপ অস্বীকার করায় বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাউক, আসামী জিনভ্যাল্‌জিন্। তাহাতে কি প্রমাণ হয়, যে সে আতা চুরি করিয়াছে? এরূপ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সে প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আসামী নিজদোষস্খালন নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা অবশ্য ঠিক হয় নাই এবং তাঁহাকেও এ কথা সরলভাবে স্বীকার করিতে হইতেছে। সে চুরি অস্বীকার করিতেছে; সে যে পূর্ব্বে দণ্ডিত হইয়াছিল,

তাহাও সে অস্বীকার করিতেছে। সে পূর্ব্বে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিলে, ভাল হইত। তাহা হইলে, বিচারকের তাহার প্রতি দয়া হইত। তিনি তাহাকে সেই পরামর্শই দিয়াছিলেন; কিন্তু সে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করে না। সে কোনরূপেই তাহা স্বীকার করিবে না। সে ভাবিতেছে, যে সে কোনও কথা স্বীকার না করিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে। ইহা তাহার ভ্রম। তাহার বুদ্ধির অভাব কি বিবেচনা করা হইবে না? দেখা যাইতেছে লোকটি অতি নির্ব্বোধ। বহুকাল কারাগারে দারুণ কষ্টে কালযাপন করিয়া, কারাগার হইতে মুক্ত হওয়ার পর, কষ্টে বাস করিয়া, সে পশুতে পরিণত হইয়াছে। সে তাহার বক্তব্য যেভাবে বলিতেছে, তাহা অবশ্য ঠিক হয় নাই। তজ্জন্য কি সে অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত হইবে? জার্ভেইসের সম্বন্ধে ঘটনা এক্ষণে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এ মোকদ্দমা সে সম্বন্ধে নহে। পরিশেষে, আসামীর উকিল, বিচারক ও জুরীগণের নিকট এই নিবেদন করিলেন, যে যদি আসামী জিনভ্যাল্‌জিন্‌ বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে, কারামুক্ত ব্যক্তি নিয়ম অতিক্রম করিলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, ইহার সম্বন্ধে সেইরূপ হউক; কারামুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে, তাহার যে ভীষণ শাস্তি হয়, তাহা যেন ইহার প্রতি প্রযুক্ত না হয়।

উকীল সরকার উত্তর দিলেন। সচরাচর উকীল সরকারগণ যেরূপ হইয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ তীক্ষ্ণভাষী ও তাঁহার ভাষা ও অলঙ্কার বহুল।

আসামীর উকীল যেরূপ সরলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার সরলতার সুযোগ পাইয়া, কৌশলে আপনপক্ষ সমর্থন জন্য চেষ্টা করিলেন। আসামীর উকীল যাহা স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল স্বীকারোক্তি দ্বারা আসামীর দোষ প্রমাণ করিতে লাগিলেন। আসামীর উকীল স্বীকার করিতেছেন, যে আসামী ও জিনভ্যালজিন্‌ একই ব্যক্তি। তিনি তাহা মনে রাখিবেন। দেখা যাইতেছে, এই লোকটি জিনভ্যালজিন্‌। এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। আর এ বিষয়ে অন্য কথা বলিবার উপায় নাই। তখন, তিনি, যে কারণে লোকে অপরাধ করে, সেই সকল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কয়েকজন গ্রন্থকারের লেখা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। বলিলেন, চ্যাম্পম্যাথিউ অথবা জিনভ্যালজিনের অপরাধ, সেই সকল

লেখার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে সমালোচনা শেষ করিয়া, জিনভ্যালজিনের কথার অবতারণা করিলেন। এই জিনভ্যালজিন্ কে? তখন, তিনি জিনভ্যালজিনের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বর্ণনায় শ্রোতৃগণ ও জুরি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার বর্ণনা শেষ হইলে, এরূপভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, যে যেন পরদিন সংবাদপত্রে, তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইরূপ ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষমতা নাই, ভিক্ষা ইহার বৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে অপরাধ করিতে অভ্যস্ত। জার্ভেইসের টাকা চুরি করায় বুঝা যাইতেছে, কারাগারে বাস দ্বারা ইহার চরিত্রের কিছুমাত্র সংশোধন হয় নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ একটি লোককে রাস্তার উপর চুরির অব্যবহিত পরেই ধরা হইল। যে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া চুরি করিয়াছে, তাহার কয়েক হাত দূরেই ধরা হইল তখন ও তাহার হাতে সেই চুরির দ্রব্য রহিয়াছে। সে সেই চুরি অস্বীকার করিতেছে—প্রাচীর লঙ্ঘন অস্বীকার করিতেছে—নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছে। অন্য শত শত প্রমাণ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। কিন্তু চারিজন সাক্ষী তাহাকে চিনিয়াছে। ইহার মধ্যে পুলিসের ইনেস্‌পেক্টর একজন। জেভার্ট অতি সত্যবাদী ব্যক্তি। এই জেভার্ট ও তাহার কারাগারের তিনজন সঙ্গী ব্রেভেট, ছেনিলডিউ এবং কচিপেল, ইহারা সকলেই তাহাকে চিনিয়াছে।

সকলে একবাক্যে যে প্রমাণ দিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আসামীর পক্ষে কি আছে? তাহার অস্বীকার। সে বুঝিতে পারিলেও অসৎপথ ত্যাগ করিবে না। জুরি মহাশয়গণ, আপনারা ন্যায় বিচার করিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বক্তৃতার সময় আসামী মুখব্যাদান করিয়া শুনিতেছিল। বিমুগ্ধতার সহিত বিস্ময়ের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইয়াছিল। মানুষ এরূপ বক্তৃতা করিতে পারে দেখিয়া, তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। যখন বক্তৃতার স্রোত এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, যে তীক্ষ্ণ বাক্যের বন্যা, কূল ছাপাইয়া, আসামীকে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল, তখন সে ধীরে ধীরে, তাহার মস্তক দক্ষিণ হইতে বামদিকে ও বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে সঞ্চালন দ্বারা, নীরবে তাহার সবিষাদ আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছিল। সে বক্তৃতার প্রথম হইতে এইরূপ মস্তক সঞ্চালন করিয়া ক্ষান্ত ছিল। যে সকল দর্শক তাহার অতি নিকটে ছিল তাহারা ২।৩ বার

শুনিল, সে মৃদুস্বরে বলিতেছে—"বেলুপকে না জিজ্ঞাসা করায়, এইরূপ ঘটিতেছে।" উকীল সরকার তাহার নির্ব্বোধের ন্যায় এইরূপ অঙ্গভঙ্গী জুরীগণকে দেখাইয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ ভান করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, যে এই ব্যক্তি মূঢ় নহে, সে চতুর, কৌশলী, এবং প্রতারণার দ্বারা নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াসী। সে যে অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহার এইরূপ আচরণ হইতে পরিষ্কাররূপে জানা যাইতেছে। তিনি, জার্ভেইসের ঘটনা সম্বন্ধে পরে বিচার প্রার্থনা করিবেন, এইরূপ জানাইয়া ও আসামীর কঠোর শাস্তি জন্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।

এখন পর্য্যন্ত, যাবজ্জীবন কারাবাস, এই দণ্ড হইতে পারিত।

আসামীর উকিল উঠিলেন। উকিল সরকারের বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। তারপর যথাশক্তি উত্তর দিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তর দুর্ব্বল হইল। তাঁহার পদতলস্থ ভূমি স্পষ্টই সরিয়া যাইতেছিল।

(১০) অস্বীকারের প্রণালী—

তর্কবিতর্ক সমাপ্তির সময় হইল। বিচারকের আদেশে আসামী উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

আসামী দাঁড়াইয়া, তাহার ভীষণ টুপিটি হাত দিয়া পাকাইতে লাগিল। সে কিছু বুঝিতে পারিল বলিয়া, বোধ হইল না।

বিচারক পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন।

এবার আসামী তাহা শুনিল। সে বুঝিল বলিয়া, বোধ হইল। নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সে অঙ্গ সঞ্চালন করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দর্শকবৃন্দ, প্রহরিগণ, উকীলগণ, জুরি ও বিচারকের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে যে বেঞ্চে বসিয়া রহিয়াছিল, তাহার সম্মুখে, কাঠের ফ্রেমের উপর, প্রকাণ্ড মুষ্টি স্থাপন করিল। আবার একবার চাহিয়া দেখিল। উকিল সরকারের দিকে চাহিয়া, সে তখন বলিতে আরম্ভ করিল। আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম প্রভৃতি যেরূপ প্রবল বেগে বাহির হয়, তাহার মুখ হইতে সেইরূপ অসংলগ্নভাবে, প্রবল বেগে, বিশৃঙ্খলভাবে কথা বাহির হইতে লাগিল। একটি কথার উপর, আর একটি

কথা আসিয়া পড়িতে লাগিল, যেন সকল কথাই এক সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে চাহে। সে বলিল—"আমি বলিতে চাহি, আমি প্যারিসে বেলুপের দোকানে চাকা প্রস্তুত করিতাম। এ কার্য্য বড়ই পরিশ্রম সাধ্য। আমাদিগকে খোলা-জায়গায় উঠানে কার্য্য করিতে হয়; যদি মালিক দয়ালু হয় তবে চালাতে কাজ করিতে দেয়। কিন্তু চালা কখনই ঘেরা থাকে না, কারণ তাহাতে জায়গা জোড়া হয়। শীতকালে হাত এরূপ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, যে হাতে হাতে ঘসিয়া হাত গরম করিতে হয়। কিন্তু মালিক তাহা পছন্দ করে না, বলে উহাতে সময় যায়। বরফ পড়িলে, তখন লোহা হাতে লওয়া বড়ই কষ্টকর। যে কাজ করে, সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অল্পদিন এই কাজ করিলে, মানুষ বুড়া হইয়া যায়। ৪০ বৎসরের সময় তাহাতে আর কিছু পদার্থ থাকে না। আমার ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। তারপর মজুরেরা এত ক্ষুদ্রচেতা, যখন যৌবন গত হয়, তখন তাহাকে "বুড়া পশু" "বুড়া পাখী" এই সকল বলে। আমি দিন ৩০ খুব অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না। তাহারা যত কম পারে, তাহাই আমাকে দিত। আমার বয়স অধিক হইয়াছিল, ইহাই তাহাদের সুবিধার বিষয় হইয়াছিল। আমার একটি কন্যা ছিল। সে ধোপানির কার্য্য করিত, নদীতে কাপড় কাচিত ও কিছু উপার্জ্জন করিত। তাহাতেই আমাদিগের দুইজনের চলিত। তাহারও জীবন কষ্টময়। সমস্ত দিন বৃষ্টি ও বরফে কোমর পর্য্যন্ত টবে ডুবাইয়া, তাহাকে কাজ করিতে হইত। শীতল বাতাস, মুখে ছুরিকার ন্যায় আঘাতই করুক, আর জমিয়াই যাও, তোমাকে কাপড় কাচিতে হইবে। অনেক লোকের বেশী কাপড় থাকে না। তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাপড়ের জন্য অপেক্ষা করে। যদি কাপড় না কাচ, তবে তোমার খরিদ্দার চলিয়া যাইবে। চালের কাঠ ভালমত জোড়া নাই। কাজেই, সকল যায়গাতেই জল পড়ে। তোমার জামার ভিতরে বাহিরে ভিজা, তাহাতে শীত শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে আর এক ধোপীখানায় কাজ করিয়াছিল। সেখানে নল দিয়া জল আসে। সেখানে টবে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয় না। নলে করিয়া তোমার সম্মুখে পড়িবে। তারপর ভাল জল দিয়া কাচিবার পাত্র, তোমার পশ্চাদ্দিকে আছে। যে ঘরে কাপড় কাচা হয়, সে ঘর ঘেরা। সুতরাং ঠাণ্ডা লাগে না। কিন্তু সেখানে গরম ধোঁয়া আসে। তাহাতে চক্ষু নষ্ট হয়। সন্ধ্যা ৭টার সময়, সে বাড়ী

ফিরিয়া আসিয়াই শুইয়া পড়িত, এত ক্লান্ত হইয়া পড়িত। তাহার স্বামী তাহাকে প্রহার করিত। সে মরিয়া গেল। আমাদিগের কিছুই সুখ ছিল না। সে বড় ভাল মেয়ে ছিল। সে নৃত্য করিতে যাইত না। বড় ভাল মানুষ ছিল। আমার মনে পড়ে, এক উৎসবের দিন, সে রাত্রি আটটার সময় শুইয়া পড়িল। আমি সত্য বলিতেছি। আপনারা জানিয়া দেখুন। হ্যাঁ! আমি কি নির্ব্বোধ! প্যারিস, সাগরবিশেষ; চ্যাম্পম্যাথিউকে কে চিনিবে? আমি বলিতেছি—বেলুপ চিনে। বেলুপের নিকট যাইয়া শুনুন। ফলে আপনারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করেন, তাহা আমি জানি না।"

লোকটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ঐ কথা গুলি উচ্চৈঃস্বরে, দ্রুতবেগে, কর্কশস্বরে বলিল। উহার মধ্যে অসভ্যের সরলতা ও কিয়ৎপরিমাণে বিরক্তির ভাব ছিল। দর্শক বৃন্দ মধ্যে একজনকে সম্ভাষণ করিবার জন্য, সে একবার থামিয়াছিল। সে যদৃচ্ছাক্রমে যে সকল কথা বলিয়া যাইতেছিল, তাহা হিক্কার মত তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল এবং কাঠুরিয়া কাঠ ফাড়িবার সময় যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করে, সেও ঐ কথা কহিবার সময়, সেইরূপ করিতেছিল। সে চুপ করিলে, দর্শক বৃন্দ হাসিয়া উঠিল। সে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা হাসিতেছে দেখিয়া, সেও হাসিতে লাগিল। তাহারা কেন হাসিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

ইহা অমঙ্গল সূচক।

বিচারপতি দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন, এবং মনোযোগ সহকারে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কথা কহিলেন।

তিনি জুরিগণকে বলিলেন—"যে বেলুপের নিকট আসামী চাকরী করিত, বলিতেছে—সে পূর্ব্বে চাকা প্রস্তুত করিত। তাহার উপস্থিতির জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।" পরে তিনি আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি যাহা বলিতেছি, তুমি মন দিয়া শুন। তোমার এ অবস্থায় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তোমার বিরুদ্ধে অনুমান করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে এবং তোমার কঠিন শাস্তি হইতে পারে। তোমার নিজের মঙ্গলের জন্যই, তোমার নিকট, আমি শেষ জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি দুইটি বিষয়ে তোমার কথা পরিষ্কার করিয়া বল। প্রথম কথা—তুমি

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, আতা গাছের ফল সহিত ডাল ভাঙ্গিয়াছ কিনা? অর্থাৎ তুমি বাগানে প্রবেশ করিয়া চুরি করিয়াছ কিনা? দ্বিতীয়তঃ তোমার কি পূর্ব্বে শাস্তি হইয়াছে এবং তুমিই কি জিন্‌ভ্যালজিন্‌? হাঁ—কি না?”

আসামী যেরূপ বুদ্ধিমানের মত মাথা নাড়িল, তাহাতে বোধ হইল, সে প্রশ্ন বেশ বুঝিয়াছে ও কি উত্তর দিতেছে, তাহা জানে। সে মুখব্যাদান করিল এবং বিচারপতির দিকে ফিরিয়া বলিল—“প্রথমতঃ—” তখন সে তাহার টুপির দিকে, ছাদের দিকে, চাহিয়া রহিল—কোনও কথা কহিল না। উকীল সরকার রুক্ষ ভাষায় বলিলেন—“মন দিয়া শুন। তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার তুমি উত্তর দিলে না। তুমি যে উত্তর দিতে পারিতেছ না, ইহাতেই তোমার দোষ সাব্যস্ত হইতেছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তোমার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ নহে। তুমি জিন্‌ভ্যালজিন্‌। প্রথম জিন্‌ম্যাথিউ নামে তুমি আত্মগোপন করিয়াছিলে। উহাই তাহার মাতার নাম ছিল। তুমি অভার্গণি গিয়াছিলে। তুমি ফেভারোল্‌সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেখানে তুমি গাছীর কাজ করিতে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তুমি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া পাকা আতা চুরি করিয়াছ। জুরী আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।”

আসামী বসিয়াছিল। উকীল সরকার বিরত হইলে, সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল—“তুমি বড় দুষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। কিন্তু প্রথমে আমি কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আমি কিছু চুরি করি নাই। আমার অদৃষ্টে প্রত্যহ খাদ্য জোটে না। আমি আইলি হইতে আসিতেছিলাম। বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সমস্ত স্থান হরিদ্রা বর্ণের হইয়াছিল। পুকুরগুলিও জলে পূর্ণ হইয়া, জল বাহির হইয়া যাইতেছিল। রাস্তার ধারে তৃণ ব্যতীত, বালুকামধ্যে কিছুই জন্মে নাই। দেখিলাম, রাস্তায় আতা সহিত ডাল পড়িয়া রহিয়াছে। আমি উহা কুড়াইয়া লইয়াছিলাম। জানিতাম না, যে ইহাতে আমার বিপদ ঘটিবে; আমি কারাগারে ছিলাম এবং গত তিন মাস আমাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। আর কিছু আমি বলিতে পারি না। লোকে আমার বিরুদ্ধে বলিতেছে। তাহারা বলিতেছে “উত্তর দাও।” প্রহরীটি লোক ভাল। সে আমার হাত ঠেলিতেছে। মৃদুস্বরে বলিতেছে, বল, উত্তর দাও। আমি কি করিয়া বুঝাইয়া বলিব, জানি না। আমি লেখাপড়া

জানি না। আমি দরিদ্র। ইহাতেই আমার প্রতি অবিচার করা হইতেছে; কারণ, তাহারা ইহা দেখিতেছে না। আমি চুরি করি নাই। মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছিল, আমি তুলিয়া লইয়াছি। তুমি বলিতেছ, জিন্‌ভ্যালজিন্, জিনম্যাথিউ। আমি তাহাদিগকে জানি না। তাহারা গ্রামবাসী। আমি বেলুপের নিকট কাজ করিয়াছি। আমার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ। তুমি বড় চতুর; তুমি বলিতেছ, আমি কোথায় জন্মিয়াছি। আমি নিজেই তাহা জানি না। সকলেই বাড়ীতে জন্মে না। তাহা হইলে ত ভাল হইত। আমার বাপ মা, বোধ হয়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আমারও সেই অবস্থা। যখন বালক ছিলাম, তাহারা আমাকে ছোঁড়া বলিত। এখন লোকে বুড়া বলে। ইহাই আমার নাম। এই নাম লইয়া, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি অভার্গনে গিয়াছিলাম। ফেভারোলসে ছিলাম। হায়! কারাবাস না করিলে কি ঐ সকল স্থানে যাওয়া যায় না। আমি বলিতেছি, আমি চুরি করি নাই। আমার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ। আমি বেলুপের নিকট কাজ করিতাম। আমার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। তোমার যাহা মনে আসিতেছে, তাহা বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিতেছ। সকল লোকে, এরূপ ভয়ানক ভাবে, আমার পশ্চাতে লাগিয়াছে কেন?"

উকীল সরকার দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বিচারককে বলিলেন—"বিচারক মহাশয়, আসামী গোল করিয়া বলিলেও বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত সকল কথা অস্বীকার করিতেছে। তাহার ইচ্ছা, সে নির্ব্বোধ বলিয়া নিষ্কৃতি পায়। সে যাহাতে সেরূপে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। আমি প্রার্থনা করিতেছি, আর একবার ব্রেভেট, কসিপেল ও ছেনিলডিউ এবং পুলিস ইনস্পেক্টর জেভার্টকে ডাকা হউক এবং আসামী জিন্‌ভ্যালজিন্ কিনা, তাহা তাহাদিগকে শেষ আর একবার জিজ্ঞাসা করা হউক।"

বিচারক বলিলেন—"আপনাকে আমার স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে, যে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য, পুলিস ইনস্পেক্টর জেভার্টের চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায়, সে সাক্ষ্য দিয়াই এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আপনার ও আসামীপক্ষের উকীল, উভয়ের সম্মতি লইয়া আমি তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিয়াছি।"

উকীল সরকার বলিলেন—"তাহা সত্য; জেভার্ট চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে তাহা জুরিকে পড়িয়া শুনান

আমার কর্ত্তব্য। জেভার্ট একজন মাননীয় ব্যক্তি। সে সম্পূর্ণরূপে সততার সহিত ও ঠিক নিয়মমত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করায়, স্বশ্রেণীর অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। তাহার কার্য্য নিম্নশ্রেণীর হইলেও, উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে যাহা বলিয়াছে তাহা এই—"আসামীর অস্বীকার মিথ্যা, ইহা বলিতে অবস্থাঘটিত কোনও প্রমাণের বা কোনও প্রকার অনুমান করার আমার প্রয়োজন হইতেছে না। আমি তাহাকে বেশ চিনিতে পারিতেছি। ইহার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ নহে। ইহার নাম জিন্‌ভ্যালজিন্‌। ইহার পূর্ব্বে দণ্ড হইয়াছিল। এ অতিশয় দুষ্ট ও ইহাকে ভয় করার বিশেষ কারণ আছে। যখন তাহার কারামুক্তির সময় হইল, তখন তাহাকে বিশেষ অনিচ্ছার সহিত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে চুরি অপরাধে ১৯ বৎসর কারাবাস করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫।৬ বার পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ছোট জার্ভেইসের টাকা চুরি ও বাগান হইতে ফল চুরি ছাড়া, আমার বিশ্বাস, যে সে "ডি" নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহেও চুরি করিয়াছিল। যখন আমি টুলন কারাগারের প্রহরীগণের কর্ত্তা ছিলাম, তখন তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। আমি পুনরায় বলিতেছি, আমি ইহাকে বেশ চিনিতেছি।"

এই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার উক্তি দর্শকবৃন্দের ও জুরির মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইল। উকীল সরকার বলিলেন, যে যখন জেভার্ট উপস্থিত নাই, তখন অপর তিনজন, ব্রেভেট, ছেনিলডিউ ও কসিপেলকে পুনরায় আহ্বান করা হউক ও তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক।

বিচারক আদেশ দিলে, মুহূর্ত্তকাল পরে, সাক্ষিগণের কক্ষ দ্বার মুক্ত হইল। প্রহরী, কয়েদী ব্রেভেটকে লইয়া আসিল। আবশ্যক মত সাহায্য করিতে পারে, সেজন্য একজন সৈনিকপুরুষ প্রহরীর সহিত আসিল। শ্রোতৃবৃন্দ কৌতূহলপূর্ণ হইল। সকলেরই হৃদয় আন্দোলিত হইল—যেন সকলের এক প্রাণ।

কয়েদীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ব্রেভেট উপস্থিত হইল। উহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। তাহার মুখ দেখিলে, তাহাকে কাজের লোক এবং তাহার আকৃতিতে তাহাকে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া বোধ হয়। কখনও কখনও একই ব্যক্তিতে এ উভয়ের সমাবেশ দেখা যায়। পুনরায় অপরাধ করায়, তাহার আবার কারাদণ্ড হইয়াছে। সে কারাগারে দ্বার-রক্ষকের কার্য্য করে। কর্ত্তৃপক্ষ

বলিতেন—"এই লোকটির চেষ্টা আছে, যাহাতে সে কোনও প্রয়োজনে লাগে।" ধর্ম্মযাজকগণ তাহার ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন। পুরাতন রাজবংশ রাজত্ব পাইলে, এইরূপ সুখ্যাতিতে কাজ হইত।

বিচারক বলিলেন "ব্রেভেট, তুমি হীন কার্য্যের জন্য কঠোর শাস্তি পাইয়াছ। তোমার শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিবার অধিকার নাই।" ব্রেভেট চক্ষু নত করিল।

বিচারক বলিলেন, "দণ্ডবিধি যে মনুষ্যকে অবনত করিয়াছে, ভগবানের দয়া হইলে তাহারও আত্মমর্য্যাদা বোধ ও ন্যায়ানুরাগ থাকিতে পারে। এই চরম সময়ে, আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যদি তোমার তাহা থাকে, আমার আশা আছে যে তাহা তোমার আছে, বিশেষ প্রণিধান করিয়া আমার কথার উত্তর দাও। একদিকে তোমার একটি কথায় ইহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। ইহা অতি কঠিন সময়। যদি তোমার ভ্রম হইয়াছে, মনে কর, তবে এখনও তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা প্রত্যাহার করিতে পার। আসামী! দাঁড়াও। ব্রেভেট, আসামীর দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখ, স্মৃতি-চিহ্ন স্মরণ কর। তোমার পরলোকের দিব্য, তুমি তোমার অন্তরাত্মার নাম লইয়া বল, তুমি কি এখনও বলিতে চাহ, যে এই ব্যক্তির নাম জিন্‌ভ্যালজিন্‌ ও এই ব্যক্তি পূর্ব্বে কারাগারে তোমার সহচর ছিল।"

ব্রেভেট আসামীর দিকে চাহিল। পরে বিচারকের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আমিই তাহাকে প্রথম চিনিতে পারি এবং আমি এখনও তাহাই বলিতেছি। ঐ লোক জিন্‌ভ্যালজিন্‌। সে ১৭৯৬ সালে কারারুদ্ধ হয় ও ১৮১৫ সালে মুক্তি পায়। আমি তাহার একবৎসর পরে মুক্তি পাই। এখন বয়স হওয়ায়, সে পশুর মত হইয়া পড়িয়াছে। যখন কারাগারে ছিল, তখন সে বেশ চতুর ছিল, আমি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছি।"

বিচারপতি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং আসামীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলেন।

পরে ছেনিলডিউ আসিল। সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার লোহিত বর্ণের জামা ও হরিদ্রবর্ণের টুপি হইতে, ইহা বুঝা যাইতেছিল। টুলনের কারাগার হইতে তাহাকে আনা হইয়াছিল। সে খর্ব্বাকৃতি। তাহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। সে চঞ্চল, তাহার ললাট কুঞ্চিত—আকৃতি ক্ষীণ ও হরিদ্রাবর্ণের। সে নির্লজ্জ ও উত্তেজিত প্রকৃতির। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল রুগ্নের ন্যায়

দুর্ব্বল কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে অসীম শক্তি বিরাজ করিতেছে। তাহার সহচরেরা তাহাকে নাম দিয়াছিল "নাস্তিক।"

বিচারক ব্রেভেটকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ইহাকেও প্রায় সেই কথাই কহিলেন। যখন তাহার দণ্ড সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া, বিচারপতি বলিলেন, যে তাহার শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিবার অধিকার নাই, ছেনিলডিউ মাথা তুলিয়া দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিল। বিচারক তাহাকে বিশেষ বিবেচনা করিতে বলিলেন এবং যেমন ব্রেভেটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তদ্রূপ ইহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনও ইহাকে 'জিন্‌ভ্যালজিন্‌' বলিতে চাহ?"

"ছেনিলডিউ হাসিয়া উঠিল। "বাঃ।" আমি যেন ইহাকে চিনি নাই। পাঁচ বৎসর আমরা একই শৃঙ্খলে বাঁধা ছিলাম। তবে ভাই! এখনও লুকাইতে চাহ?"

বিচারক বলিলেন—"যাও, আপন স্থানে বস।"

প্রহরী কসিপেলকে আনিল। সে ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাকেও কারাগার হইতে আনা হইয়াছে। ছেনিলডিউর মত তাহারও পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের। লুর্ডস প্রদেশের সেই মেষপালক, ব্যবহারে, পিরিনিস পর্ব্বতের ভল্লুকের মত ছিল। সে পর্ব্বতে মেষদল রক্ষা করিত এবং মেষপালন করিতে করিতে ক্রমে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। আসামী অপেক্ষা সে অসভ্যতায় ন্যূন ছিল না, এবং আসামী অপেক্ষা সে অধিক নির্ব্বোধ ছিল। প্রকৃতি, সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে, বন্যপশুর উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সমাজ, তাহাকে কারাগারে পাঠাইয়া, তাহার গঠন সম্পূর্ণ করিয়াছিল।

বিচারক, গম্ভীরভাবে, করুণা-উদ্দীপক বাক্য প্রয়োগে, তাহার দায়িত্ব-জ্ঞান উন্মীলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। অপর দুইজনের ন্যায়, তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি নিঃসন্দেহে ও সহজে, তোমার সম্মুখস্থিত ব্যক্তিকে, এখনও 'জিন্‌ভ্যালজিন্‌' বলিয়া চিনিতে পারিতেছ, বলিতে চাহ?"

কসিপেল বলিল—"সে জিন্‌ভ্যালজিন্‌, সে বড়ই বলবান বলিয়া, তাহাকে ভার উত্তোলন যন্ত্র বলিয়া বলা হইত।"

এই তিনজন, প্রত্যেকে, আসামী ও জিন্‌ভ্যালজিন্‌ একই ব্যক্তি বলিয়া, সরলভাবে বিশ্বাস করে দেখিয়া, শ্রোতৃবৃন্দ মধ্যে আসামীর পক্ষে অশুভসূচক অস্ফুটধ্বনি উত্থিত হইল। যেমন একজনের পর আর একজন প্রমাণ দিতে

লাগিল, ততই সেই অস্ফুটধ্বনি উচ্চতর হইতে লাগিল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে লাগিল।

তাহাদিগের কথা শুনিয়া আসামীর মুখ বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় হইল। অভিযোগকারীর পক্ষে বলা হইতেছিল, যে আসামী এইরূপ ভাব প্রদর্শন নিষ্কৃতি লাভের প্রধান উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম ব্যক্তির কথা সমাপ্ত হইলে, তাহার নিকটস্থিত প্রহরিগণ শুনিল, সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছে—"বাঃ, বেশ, সুন্দর লোক!" দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সমাপ্ত হইলে, পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিল "বেশ!" তাহার আকৃতিতে যেন সন্তোষ প্রকাশ পাইতেছিল। তৃতীয় ব্যক্তির কথা শেষ হইলে, সে চীৎকার করিয়া বলিল—"অতি উৎকৃষ্ট!"

বিচারক তাহাকে বলিলেন, "আসামী, শুনিলে; তোমার কি বলিবার আছে।"

সে বলিল "আমি বলিতেছি, অতি উৎকৃষ্ট!"

শ্রোতৃবর্গ কলরব করিয়া উঠিল। আসামীর প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ, জুরির মধ্যে সংক্রামিত হইয়া উঠিল। লোকে বুঝিল, আসামীর উদ্ধারের আর কোনও আশা নাই।

প্রহরীদিগকে বিচারক বলিলেন, "গোল থামাও। আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য কথা, সংক্ষেপে বলিতেছি।"

এই সময়, বিচারকের ঠিক পার্শ্বেই, কিছু নড়িয়া উঠিল। সকলে শুনিল, একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ব্রেভেট, ছেনিলডিউ, কসিপেল, এদিকে দেখ!"

সে স্বর এরূপ বিষাদব্যঞ্জক এবং ভীষণ, যে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়, বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। যে স্থান হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল, সকলের চক্ষু সেই দিকে গেল—দেখিল, উচ্চশ্রেণীর দর্শকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি, বিচারকের ঠিক পশ্চাতের আসন হইতে উঠিয়াছেন—যে দ্বার, বিচারকের যে স্থানে আসন ছিল, তাহা হইতে দর্শকগণের স্থান পৃথক করিতেছে, ঐ ব্যক্তি সেই দ্বার খুলিয়াছেন এবং হলের মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিচারক, উকিল সরকার, ব্যামাটাবাইস, প্রভৃতি বিশজন লোক তাঁহাকে চিনিল, এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিল "ম্যাডিলিন্!"

(১১) চ্যাম্পম্যাথিউ ক্রমশঃ অধিক বিস্মিত হইল--

যথার্থই তিনি। কর্ম্মচারীর আলোকে তাঁহার মুখ আলোকিত হইয়াছিল। টুপিটি তাঁহার হাতে ছিল। পরিচ্ছদ, কোনওরূপ, বিপর্য্যস্ত হয় নাই। কোটের সকল বোতাম আঁটা ছিল। তাঁহার বর্ণ পাংশুর ন্যায় হইয়াছিল এবং তাঁহার দেহ সামান্য কাঁপিতেছিল। যখন তিনি অ্যারাস্ পৌছেন, তখন তাঁহার কেশ সমস্ত শুভ্র হয় নাই। এখন তাঁহার কেশ একবারে শুক্ল হইয়া গিয়াছিল।

সকলে মাথা তুলিল। সকলে এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিল, যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ক্ষণকালের জন্য, দর্শকগণের সন্দেহ হইয়াছিল। তাহারা যে স্বর শুনিয়াছিল, তাহা অতিশয় হৃদয় বিদারক। তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তির মূর্ত্তি, এরূপ প্রশান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যে তাহারা প্রথম বুঝিতে পারে নাই। তাহারা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, যে শব্দ তাহারা শুনিল, তাহা কি ঐ লোকটি উচ্চারণ করিয়াছে—সেই প্রশান্ত-মূর্ত্তি ব্যক্তির, সেই ভীষণ স্বর হইতে পারে, তাহাদিগের বিশ্বাস হইতেছিল না।

এ সন্দেহ, ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। বিচারপতি বা উকিল সরকার কোনও কথা কহিতে পারিবার পূর্ব্বেই, প্রহরিগণ ও সৈনিকগণ, অঙ্গ সঞ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই, সকলে যাহাকে তখনও ম্যাডিলিন্ বলিতেছিল, তিনি, যথায় কসিপেল, ব্রেভেট ও ছেনিলডিউ রহিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; বলিলেন—"আমাকে তোমরা চিনিতে পারিতেছ না?"

তিনজনেই নির্ব্বাক্। তাহারা মস্তক নাড়িয়া প্রকাশ করিল, তাহারা তাঁহাকে চিনে না। কসিপেল, ভয়ত্রস্ত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ম্যাডিলিন্, বিচারক ও জুরির দিকে চাহিয়া বিনম্রভাবে বলিলেন—"জুরি মহোদয়গণ, আসামীকে মুক্তি দিতে আদেশ করুন। বিচারক মহাশয়! আমাকে বন্দী করিবার আদেশ দিন। আপনারা যাহার অন্বেষণ করিতেছেন, আসামী সে নহে। আমি সেই ব্যক্তি। আমি জিন্‌ভ্যালজিন্।"

কেহ নিশ্বাস ফেলিল না। প্রথমে বিস্ময়ে, সকলে বিচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে সে স্থান এরূপ নিস্তব্ধ হইল, যেন তথায় জীবিত ব্যক্তি কেহ নাই। মহৎ কোনও কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলে, জনসংঘ মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, বিচারালয়ে উপস্থিত জনসমূহ মধ্যে, সেইরূপ অনুভূতি হইল।

এদিকে, বিচারকের মুখে, বিষাদ ও সহানুভূতির চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তাঁহার ও উকিল সরকার মধ্যে ইঙ্গিতে কথা হইল। প্রধান বিচারপতি, সহকারী বিচারপতিগণের সহিত মৃদুস্বরে আলাপ করিলেন। তখন তিনি জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া, যে স্বরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিলেন, তাহার মর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারিল—

"এখানে কোনও চিকিৎসক উপস্থিত আছেন?"

উকিল সরকার ঐ কথার মর্ম্মানুসারে বলিলেন—"জুরি মহোদয়গণ, যে বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত ঘটনা দর্শকবৃন্দকে বিচলিত করিয়াছে, তাহাতে আপনাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও মনে যে ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। "ম" নগরের নগরপাল ম্যাডিলিনকে আপনারা সকলেই জানেন; অন্ততঃ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াছেন। দর্শকবৃন্দ মধ্যে যদি কেহ চিকিৎসক থাকেন, তবে আমরাও বিচারপতির সহিত একবাক্যে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি ম্যাডিলিনের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হউন ও তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যাউন।"

ম্যাডিলিন্ তাঁহাকে বাক্য সমাপ্তি করিতে দিলেন না। তিনি তাঁহার কথার মধ্যেই, নিম্নলিখিত কথাগুলি গম্ভীর ও সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন। আমরা তাঁহার কথা যথাযথ লিখিলাম। ঐ বিচারকার্য্যের পরেই তাঁহার এই কথাগুলি জনৈক দর্শক কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা উহা শুনিয়াছিলেন, ৪০ বৎসর পরে, এখনও তাঁহাদিগের কর্ণে সে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"উকিল সরকার মহাশয়! আপনি আমার উপকার জন্য বলিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি উন্মাদগ্রস্ত নহি। আপনারা দেখিতে পাইবেন। আপনারা বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছিলেন। এই আসামীকে ছাড়িয়া দিন। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছি। আমিই সেই হতভাগ্য অপরাধী। এখানে আমিই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে দেখিতেছি, এবং আমি সত্যই বলিতেছি। আমি যাহা করিতেছি, তাহা ভগবান্ স্বর্গ হইতে অবলোকন করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট। আমি রহিয়াছি; আপনারা আমাকে ধরিতে পারেন। আমি ধৃত না হই, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি অন্য নাম গ্রহণ করিয়া, আত্মগোপন করিয়াছি। ধনী হইয়াছি, শাসনকর্ত্তা

নিযুক্ত হইয়াছি, সচ্চরিত্র লোকগণ মধ্যে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, তাহা হইবার নহে। আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে পারি না। আমার জীবনের ইতিহাস, আপনাদের নিকট বর্ণনা করিব না। একদিন তাহা আপনারা শুনিবেন। প্রকৃতই, আমি ধর্ম্মযাজকের গৃহে চুরি করিয়াছিলাম; আমি জার্ভেইসের টাকা লইয়াছি, ইহাও প্রকৃত। তাহারা যথার্থই বলিয়াছে, "জিন্‌ভ্যালজিন্ অতি দুর্বৃত্ত।" বোধ হয়, সমস্ত অপরাধই তাহার নহে। মাননীয় বিচারপতিগণ, আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় হীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার ঐশ্বরিক বিধি সম্বন্ধে অনুযোগ করিবার কিছু নাই—সমাজকেও তাহার উপদেশ দিবার কিছু নাই। তবে যে অপযশ হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অপকারিতা আপনারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কারাগারে বাস করিয়া, দণ্ডিত ব্যক্তি দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। এই কথাটি অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন। কারাবাসের পূর্ব্বে, আমি একজন দরিদ্র শ্রমজীবি মাত্র ছিলাম। আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর ছিল না। আমি এক প্রকার নির্ব্বোধই ছিলাম। কারাবাস ফলে আমি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাই। আমি নির্ব্বোধ ছিলাম। আমি দুর্বৃত্ত হইলাম। আমি কাষ্ঠখণ্ড ছিলাম; সে কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল। কঠোর শাসনে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; পরে ক্ষমা ও করুণ ব্যবহার পাওয়ায় আমার রক্ষা সাধিত হইল। কিন্তু আমার কথা আপনারা বুঝিবেন না। এ সকল বলার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। জার্ভেইসের নিকট সাত বৎসর পূর্ব্বে, আমি যে টাকাটি চুরি করিয়াছিলাম, তাহা আমার কক্ষস্থিত অগ্ন্যাধারে ভস্মমধ্যে দেখিতে পাইবেন। আর আমার কিছু বলিবার নাই। আমাকে ধরিবার আদেশ দিন। হা ভগবান্! উকিল সরকার মাথা নাড়িতেছেন—তিনি বলিতেছেন—ম্যাডিলিন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না। ইহা বিষম কথা। যাহা হউক এই লোকটিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। কি! এই লোকগুলি আমাকে চিনিতে পারিতেছে না? জেভার্ট এখানে থাকিলে ভাল হইত। সে চিনিতে পারিত।"

যে স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহা যেরূপ বিষাদ-ব্যঞ্জক, তাহা যেরূপ যুগপৎ করুণা ও ক্লেশ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা ভাষায় পরিস্ফুট করা যায় না।

তিনি ৩ জন কয়েদীর দিকে ফিরিলেন, বলিলেন—"বেশ! আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারিতেছি—ব্রেভেট, আমাকে তোমার মনে পড়ে?"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি বিরত হইলেন, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিলেন, পরে বলিলেন "কারাগারে যে ছিটের কাপড় দ্বারা তোমার পাজামা আটকান থাকিত, তাহা তোমার মনে পড়ে?"

ব্রেভেট চমকিয়া উঠিল এবং সভয় দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ছেনিলডিউ, তুমি আপনাকে "নাস্তিক" বলিয়া পরিচয় দিতে। তোমার দক্ষিণ স্কন্ধের সমস্ত অংশ গভীরভাবে দগ্ধ হইয়াছিল। তুমি উহা জ্বলন্ত কয়লা পূর্ণ পাত্রের উপর স্থাপন করিয়াছিলে—তোমার ইচ্ছা, তোমার স্কন্ধদেশে যে তিনটি অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা লুপ্ত হয়। তথাচ সে অক্ষর লুপ্ত হয় নাই। বল—ইহা কি সত্য?"

ছেনিলডিউ বলিল—"ইহা সত্য।"

তিনি কসিপেলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কসিপেল, তোমার বামবাহুমূলে বারুদ পোড়াইয়া নীল অক্ষরে একটি তারিখ অঙ্কিত রহিয়াছে। ১৮১৫। ১লা মার্চ্চ; যে দিন সম্রাট্‌ কেনিস নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই তারিখ। তোমার জামাটি সরাও।"

কসিপেল জামার হাতা সরাইল। তাহার অনাবৃত বাহুর উপর দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

জনৈক সৈনিক তাহার বাহুর নিকট আলো ধরিল। সেই তারিখ রহিয়াছে।

সেই অসুখী ব্যক্তি, দর্শকবৃন্দ ও বিচারকগণের দিকে ফিরিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে যে হাস্য দেখা গিয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে এখনও দর্শকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে হাস্য, তাঁহার জয় ঘোষণা করিল—তাহা তাঁহার নৈরাশ্যও প্রকাশ করিল।

তিনি বলিলেন—"আপনারা স্পষ্টই দেখিতেছেন—আমিই জিন্‌ভাল্‌জিন্‌।"

তখন সে কক্ষে বিচারক, অভিযোগকারী বা প্রহরী কেহ রহিল না। সকলেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সকলের হৃদয়, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। পরে কি হইতে পারে, তাহা কাহারও মনে রহিল না। উকিল সরকার ভুলিয়া গেলেন—তিনি অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য রহিয়াছেন—বিচারক ভুলিয়া গেলেন তিনি বিচার করিতে আসিয়াছেন—আসামীর উকিল ভুলিয়া গেলেন,

আসামী নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা তাঁহার কার্য্য। কেহ কোনও প্রশ্ন করিলেন না। রাজকর্ম্মচারিগণ হস্তক্ষেপ করিলেন না—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল লোক মুগ্ধ হয়—সাক্ষিগণ দর্শকে পরিণত হয়, ইহাই মহৎ কার্য্যের বিশেষত্ব। বোধ হয়, কেহই আপন অনুভূতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিত না। বোধ হয়, কেহ বুঝে নাই, যে তাহাদিগের সম্মুখে, যে আলোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহা কিরূপ মহৎ। কিন্তু সকলেরই হৃদয়, সে আলোকে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তাহাদিগের চক্ষুর সম্মুখে, জিন্‌ভ্যালজিন্ উপস্থিত, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে, যে কথা বুঝা যাইতেছিল না, তাহা আলোকিত হইয়া উঠিল—তাহা আর বুঝাইতে হইল না। দর্শকবৃন্দ, বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত বস্তুর ন্যায়, মুহূর্ত্তমধ্যে এবং দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র সেই সরল অথচ প্রোজ্জ্বল ইতিহাস বুঝিলেন—বুঝিলেন যে আপনার পরিবর্ত্তে আর একজন ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়, তজ্জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি যে কিয়ৎপরিমাণে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ, এই আত্মোৎসর্গে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এ সকল অবান্তর কথা সেই বিশাল প্রোজ্জ্বল ঘটনামধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

দর্শকগণের এই ভাব, শীঘ্রই অপনোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে ইহার প্রভাব অপ্রতিহত হইয়াছিল।

জিন্‌ভ্যালজিন্ বলিলেন—"আমি আর আপনাদিগকে ব্যস্ত করিব না। আমাকে ধরিলেন না, অতএব আমি চলিয়া যাইতেছি। আমার অনেক কার্য্য রহিয়াছে। আমি কে, উকীল সরকার তাহা অবগত আছেন। আমি কোথায় যাইতেছি, তাহা তিনি জানেন। যখন ইচ্ছা, তিনি আমাকে ধৃত করাইতে পারিবেন।

তিনি দ্বার অভিমুখে চলিলেন। কেহ প্রতিবাদ করিল না। কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হইল না। সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাতে এমন কিছু বস্তু বর্ত্তমান ছিল, যাহাতে জনসমূহ সরিয়া দাঁড়াইয়া, সেরূপ ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দেয়। সেই দর্শকবৃন্দ মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কে দ্বার খুলিয়া দিল, জানা যায় না; তবে ইহা নিশ্চিত, যে যখন তিনি দ্বারের নিকট পৌঁছিলেন, তখন উহা খোলা পাইয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি

ফিরিলেন, এবং উকীল সরকারকে বলিলেন—"আমি আপনার নিদেশানুবর্ত্তী রহিলাম।"

দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আমার জন্য দুঃখিত হইতেছেন—নহে কি? হায় ভগবান্! আমি কি করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা যখন মনে পড়ে, তখন আমার মনে হয়, আমার অবস্থা লোকে প্রার্থনীয় মনে করিবে। তথাচ, ইহা না ঘটিত, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল।

তিনি বাহির হইলেন। যেমন দ্বার খুলিয়াছিল, সেইরূপ কেহ দ্বার বন্ধ করিল। যে ব্যক্তি পরম উৎকৃষ্ট কোনও কার্য্য করেন, দর্শকবৃন্দ মধ্যে, কেহ না কেহ, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হয়।

এক ঘণ্টার মধ্যেই জুরিগণের বিচারে চ্যাম্পম্যাথিউ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। চ্যাম্পম্যাথিউ বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে ভাবিল, সকলেই বুদ্ধিহীন। সে, যে দৃশ্য দেখিল, তাহার কিছুই বুঝিল না।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রতিঘাত—

(১) কোন্ দর্পণে ম্যাডিলিন্ মহাশয় আপন কেশ দর্শন করিয়া চিন্তা করিতেছেন—

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছে। রাত্রিতে ফ্যান্টাইনের নিদ্রা হয় নাই। তাহার মনোমধ্যে উত্তেজনার ভাব রহিয়াছিল। সে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখিল; পরে উষাকালে, সে ঘুমাইয়া পড়িল। সিম্প্লিস্ তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়ায়, সিম্প্লিস্ একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে গেলেন। যে কক্ষে ঔষধ ছিল, তথায় গিয়া সিম্প্লিস্ হেঁট হইয়া, ঔষধের শিশি সকল দেখিতেছিলেন। তখনও পরিষ্কার আলোক না হওয়ায়, তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে, দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তিনি মাথা তুলিলেন এবং ক্ষীণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, ম্যাডিলিন্ তাঁহার সম্মুখে। তিনি তখনই নীরবে প্রবেশ করিয়াছেন।

সিম্প্লিস্ বলিলেন—"নগরপাল মহাশয়! আপনি?"

তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—"সেই অভাগিনী কেমন আছে?"

"এখন তত মন্দ নয়—কিন্তু আমরা চিন্তিত হইয়াছিলাম।"

যেরূপ ঘটিয়াছে, সিম্প্লিস্ সকল কথা বলিলেন। বলিলেন—"ফ্যান্টাইনের অবস্থা পূর্ব্বদিন মন্দ হইয়াছিল; সে এখন কিয়ৎপরিমাণে সারিয়াছে, কারণ সে মনে করিয়াছে, আপনি তাহার কন্যাকে আনিতে মণ্টফার্ম্মিল গিয়াছেন।"

সিম্প্লিসের সাহস হইল না, যে তিনি নগরপালকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কারণ, নগরপালের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন—নগরপাল মণ্টফার্ম্মিল যান নাই।

নগরপাল বলিলেন—"উত্তম, তাহার ভ্রম নিবারণ না করিয়া ভালই করিয়াছ।"

সিম্প্লিস্ বলিল—"তা বটে; কিন্তু এখন সে আপনাকে দেখিবে ও দেখিবে তাহার কন্যা আসে নাই—আমরা তাহাকে কি বলিব?"

তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, বলিলেন "যাহা বলিতে হয়, ভগবানই সে কথা মুখে আনিয়া দিবেন।"

সিম্প্লিস্ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কিন্তু, আমরা ত মিথ্যা বলিতে পারিব না।"

এই সময়, প্রাতঃকালের উজ্জ্বল আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল। সে আলোক ম্যাডিলিনের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। দৈবক্রমে সিম্প্লিস্ মুখ তুলিলে, ম্যাডিলিনের মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আপনার কি হইয়াছে? আপনার কেশ একবারে শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

তিনি বলিলেন "শুভ্র!"

সিম্প্লিসের নিকট দর্পণ ছিল না। চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে কিনা, তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা, দেখিবার জন্য যে ক্ষুদ্র দর্পণ ব্যবহার করিতেন, সিম্প্লিস, একটি ড্রয়ার অন্বেষণ করিয়া, তাহা বাহির করিলেন। ম্যাডিলিন উহা লইয়া আপনার কেশ নিরীক্ষণ করিলেন, বলিলেন—"তাইত!" এই কথা তিনি ঔদাসীন্য সহকারে উচ্চারণ করিলেন, যেন তিনি অন্য কিছু চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার আচরণ, সিম্প্লিসের দৃষ্টিতে এরূপ অনৈসর্গিক বোধ হইল, যে সকল কথা না বুঝিলেও, সিম্প্লিসের মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহাকে দেখিতে যাইতে পারি ?"

সিম্‌প্লিস বলিলেন "আপনি কি তাহার কন্যাটিকে লইয়া আসিবেন না ?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, তাঁহার সাহস হইতেছিল না।

"আনিব বৈ কি! তবে তাহাতে ২।৩ দিন সময় লাগিবে।"

সিম্‌প্লিস সঙ্কোচ সহকারে বলিলেন—"যদি এই ২।৩ দিন, সে আপনাকে না দেখে, তবে আপনি আসিয়াছেন, তাহা সে জানিবে না। তাহা হইলে, তাহাকে প্রবোধ দেওয়া সহজ হইবে। তাহার কন্যা আসিলে, সে মনে করিবে, আপনি তাহার কন্যাকে লইয়া তখনই আসিলেন। তাহা হইলে, আমাদিগকে মিথ্যা কহিতে হইবে না।"

ম্যাডিলিন্‌ যেন ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলেন। পরে মৃদুস্বরে, গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তাহা হইবে না। আমাকে দেখা করিতেই হইবে। হয়ত, আমাকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে।"

তাঁহার এই "হয়ত" শব্দ, তাঁহার বাক্যকে দুর্ব্বোধ্য করিয়াছিল; তাঁহার বাক্যের কোনও বিশেষ অর্থ থাকা ব্যক্ত করিতেছিল। সন্ন্যাসিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন, বলিয়া বোধ হইল না। তিনি চক্ষু অবনত করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে সসম্মানে বলিলেন—"তাহা হইলে, যান; সে ঘুমাইতেছে।"

একটি দ্বার বন্ধ করিবার সময়, শব্দ হইত। ইহাতে পীড়িতার নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে, তিনি এই বিষয়ে কিছু বলিলেন। পরে ফ্যান্‌টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, মশারি সরাইলেন। সে তখন নিদ্রা যাইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসকালে, তাহার বক্ষঃস্থলে যে শব্দ হইতেছিল, সেই সাংঘাতিক শব্দ, ঐ পীড়ার বিশেষ লক্ষণ। শিশুর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া, মাতা যখন নিদ্রিত শিশুর বক্ষঃস্থল হইতে ঐরূপ শব্দ নিঃসৃত হইতে শ্রবণ করেন, তখন তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন বলিয়া, মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অনির্ব্বচনীয় শান্তি, নিদ্রিতা ফ্যান্‌টাইনের সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করিয়াছিল। উহাতে তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায়, সে শান্তিকে ব্যাহত করে নাই। তাহার পাংশু বর্ণ, শুভ্রে পরিণত হইয়াছিল। গণ্ডদেশ লোহিত হইয়াছিল, সুবর্ণ বর্ণের চক্ষুর পাঁতা, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পড়িয়া থাকিলেও কম্পিত হইতেছিল। যখন ফ্যান্‌টাইন্‌ কিশোর বয়স্কা ও পবিত্র চরিত্রা ছিল, সে সময়ের সৌন্দর্য্য মধ্যে, তাহার চক্ষুর পাতার সৌন্দর্য্যই

অবশিষ্ট ছিল। তাহার সমগ্র দেহ স্পন্দিত হইতেছিল—যেন ফ্যান্‌টাইন্‌ পক্ষী, পক্ষ বিস্তার করিতে উদ্যতা; এখনই পক্ষ বিস্তৃত করিয়া উড়িয়া যাইবে। সে পক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু পক্ষবিস্তৃতিজনিত শব্দের ন্যায়, তাহার দেহনিঃসৃত শব্দ হইতে, উহার অনির্ব্বচনীয় বিস্তার অনুভূত হয়। সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিলে কেহ স্বপ্নে ও ভাবিতে পারিত না, যে সে পীড়িতা ও তাহার জীবনের আশা নাই। তাহাকে দেখিলে, মুমূর্ষু বোধ হইত না। বোধ হইত, সে যেন আকাশ পথে উড়িয়া যাইতে উন্মুখ, কোনও বস্তু বিশেষ।

হস্ত যখন পুষ্পচয়নে উদ্যত হয়, তখন শাখা কম্পিত হয়, যেন সে যুগপৎ অগ্রসর হইতে ও অপসৃত হইতে চাহে। যখন মৃত্যুর অনির্ব্বচনীয় অঙ্গুলি, দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হয়, এ দেহ শাখাতেও সেইরূপ কম্পন অনুভূত হয়।

সেই শয্যাপার্শ্বে ম্যাডিলিন্‌ নিস্পন্দভাবে অবস্থিত রহিলেন এবং কখনও সেই পীড়িতা রমণীর দিকে, ও কখনও প্রাচীর সংলগ্ন ক্রুশের উপর যিশু মূর্ত্তির দিকে, চাহিয়া রহিলেন। দুইমাস পূর্ব্বে, যে দিন তিনি প্রথম উহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই দিনও ঐরূপ ভাবেই তথায় তিনি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সে দিন, উভয়ে যে ভাবে ছিলেন আজও সেই ভাবেই রহিয়াছেন—পীড়িতা নিদ্রামগ্না—তিনি আরাধনায় ব্যাপৃত। তবে ইতিমধ্যে, পীড়িতার কেশ ধূসর বর্ণের হইয়াছে; তাঁহার কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, এই মাত্র বিশেষ।

সন্ন্যাসিনী তাঁহার সহিত আসেন নাই। তিনি শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন; মুখের উপর একটি অঙ্গুলি স্থাপিত করিয়াছিলেন, যেন সেই কক্ষে আর কেহ রহিয়াছে, তাহাকে নীরব থাকিতে আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

ফ্যান্‌টাইন্‌ চক্ষু উন্মীলিত করিল এবং স্মিতমুখে প্রশান্তভাবে বলিল—"আর কসেট?"

(২) ফ্যান্‌টাইনের সুখ—

সে বিস্ময় বা আনন্দ জনিত আবেগ, প্রদর্শন করিল না। এখন সে আনন্দ-স্বরূপা হইয়াছে। সে "আর কসেট" এই সহজ প্রশ্ন, গভীর বিশ্বাসের সহিত, নিশ্চয়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মনে সন্দেহ বা অশান্তির

লেশমাত্র ছিল না। প্রত্যুত্তরে বলিবার, তাঁহার একটি কথাও জুটিল না। ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিতে লাগিল—

"আমি জানিতাম, আপনি তথায় গিয়াছেন। আমি ঘুমাইতেছিলাম, কিন্তু আমি আপনাকে বহুক্ষণ দেখিলাম। সমস্ত রাত্রি, আপনি আমার দৃষ্টি পথে রহিয়াছিলেন। আপনি উজ্জ্বল আলোকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছিলেন। আপনার চারিপার্শ্বে বহুবিধ স্বর্গীয় আকৃতি অবস্থিত ছিল।"

তিনি ক্রুশের উপর যিশু মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন।

ফ্যান্‌টাইন্‌ বলিল—"বলুন কসেট কোথায়। আমি জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই, তাহাকে আমার শয্যার উপর দেন নাই কেন।"

প্রত্যুত্তরে, যন্ত্রচালিতের ন্যায়, তিনি কিছু বলিলেন—কি বলিয়াছিলেন, তাহা পরে কখনও তাঁহার মনে পড়ে নাই।

সৌভাগ্যক্রমে, ঐ সময় চিকিৎসক আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ম্যাডিলিন্‌কে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন।

চিকিৎসক বলিলেন "বৎসে! শান্ত হও! তোমার সন্তান আসিয়াছে।"

ফ্যান্‌টাইনের চক্ষু উজ্জ্বল হইল এবং তাহার সমগ্র মুখ আলোকিত হইল। প্রবল আবেগ ও বাৎসল্যে মন আপ্লুত থাকা সময়ে যেরূপ আরাধনা সম্ভব, সে করজোড় করিলে, তাহার আকৃতিতে তাহা প্রকাশ পাইল।"

সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসুন।"

মার কি ভ্রম! সে ভাবিতেছে এখনও তাহার কসেট শিশু রহিয়াছে, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিতে হইবে।

চিকিৎসক বলিলেন "এখন নহে—এখনই আনিব না। তোমার এখনও জ্বর রহিয়াছে। তোমার কন্যাকে দেখিলে, তুমি বিচলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে। আগে তুমি আরোগ্য লাভ কর।"

সে বাধা দিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল—"আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি; বলিতেছি, আমার রোগ নাই। চিকিৎসক কি নির্ব্বোধ! কি ধারণ! আমি আমার কন্যাকে দেখিতে চাহি।"

চিকিৎসক বলিলেন—"দেখিতেছ—তুমি কিরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছ।

যতক্ষণ তোমার এই অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ তোমার কন্যাকে তোমার নিকট আনিতে দিব না। তাহাকে ত দেখিলেই হইবে না। তোমার বাঁচা প্রয়োজন, তবে তাহার উপকার হইবে! যখন তুমি উপদেশ মত কাজ করিতে পারিবে, তখন আমি নিজেই তাহাকে তোমার নিকট আনিব।"

অভাগিনী মাতা, মস্তক অবনত করিল।

"আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এখনই যেরূপ বলিলাম, পূর্ব্বে কদাপি এরূপভাবে কথা কহিতাম না। আমার এত দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, আমি কি বলিতেছি, অনেক সময় তাহা জানি না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আশঙ্কা করিতেছেন, আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিব। আপনি যতদিন বলিবেন, আমি ততদিনই অপেক্ষা করিব। তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি, আমার কন্যাকে দেখিলে আমার অনিষ্ট হইত না। আমি তাহাকে দেখিতেছি। গতকল্য সন্ধ্যার পর হইতে, সে আমার চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই। জানেন? যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসেন, আমি তাহার সহিত অতি শান্তভাবে কথা কহিব—এই পর্য্যন্ত। আমারই জন্য তাহাকে মণ্টফার্মিল হইতে আনা হইয়াছে—তাহাকে যে আমি দেখিতে চাহিব, ইহা ত স্বাভাবিক। আমি রাগ করি নাই। আমি বেশ জানি, আমি এখনই সুখী হইব। সমস্ত রাত্রি আমি শুভ্র বস্ত্র দেখিয়াছি। যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তাহারা আমার দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিতেছিল। চিকিৎসক মহাশয়ের যখন ইচ্ছা হইবে, তখন তাহাকে আমার নিকট আনিবেন। আর আমার জ্বর নাই, আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমার কোনও অসুখ নাই। তবে পীড়া থাকিলে, আমি যেরূপ আচরণ করিতাম, এখনও সেইরূপ করিব। আমি চুপ করিয়া থাকিব। তাহা হইলে এই মহিলাগণ সন্তুষ্ট হইবেন। যখন দেখিবে, আমি বেশ শান্ত রহিয়াছি, তখন তাহারা বলিবে, উহার কন্যাকে উহার নিকট আসিতে দিতে হইবে।"

শয্যা পার্শ্বে, একখানি চেয়ারে ম্যাডিলিন্‌ বসিয়াছিলেন। ফ্যান্‌টাইন্‌ তাঁহার দিকে ফিরিলেন। সে যেন আপনাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা বুঝা যাইতেছিল। রোগজীর্ণ, বলহীন ফ্যান্‌টাইন্‌, শিশুর ন্যায় "ভালমানুষ হইবে," এই কথা বলিয়া সেইরূপ হইবার চেষ্টা করিতেছিল। যেন, তাহাকে ঐরূপ শান্ত

দেখিয়া, কসেটকে তাহার নিকট আনয়ন সম্বন্ধে, আর কোনও আপত্তি না হয়। এইরূপে সে আপন মনকে শান্ত করিয়াছিল। কিন্তু, তথাচ, সে ম্যাডিলিনের নিকট বহুবিধ কথা জানিতে চাহিতেছিল।

"আপনার যাতায়াতে কোনও কষ্ট হয় নাই ত? স্বয়ং যাইয়া তাহাকে আনয়ন করিলেন—ইহাতে কত দয়া প্রকাশ পাইল! সে কেমন আছে, তাহাই বলুন। তাহার আসিতে কষ্ট হয় নাই? হায়! সে আমাকে চিনিতে পারিবে না। বাছা আমাকে এতদিনে নিশ্চয় ভুলিয়া গিয়াছে। শিশুগণের কিছু মনে থাকে না। তাহারা পাখীর মত; আজ তাহারা কিছু দেখিল, কাল আর কিছু দেখিল—তখন আর পূর্ব্বের কথা মনে থাকে না। তাহার বস্ত্রাদি পরিচ্ছন্ন ছিল? থেনার্ডিয়ারগণ তাহাকে ত পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছিল? তাহাকে কিরূপ খাইতে দিত? আমার দুরবস্থার সময়, বারংবার, আপনাআপনি, এই সকল প্রশ্ন তুলিয়া, আমি কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা যদি আপনি জানিতেন! এখন উহা চলিয়া গিয়াছে; আমি এখন সুখী হইয়াছি। তাহাকে দেখিতে আমার কত ইচ্ছা হইতেছে! সে সুন্দর, আপনার মনে হয়? আমার কন্যা কি সুন্দরী নহে? ডাকগাড়ীতে আপনার, বোধ হয়, বেশ শীত করিয়াছিল? ক্ষণকালের জন্যও কি তাহাকে আনা যায় না? এখনই তাহাকে লইয়া গেলেই হইবে। বলুন, আপনি প্রভু; আপনি ইচ্ছা করিলেই হয়।"

তিনি তাহার হস্ত আপনার হস্তে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন—"কসেট সুন্দর ও সে বেশ ভাল আছে। শীঘ্রই তুমি তাহাকে দেখিবে। তুমি শান্ত হও। তুমি উত্তেজিত হইয়া কথা কহিতেছ ও লেপের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া ফেলিতেছ। তাহাতেই তোমার কাশি হইতেছে।"

প্রকৃতপক্ষে, প্রতি কথার পরই, তাহার কাশি আসিতেছিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। সে ভাবিল, আমি যেরূপ প্রবল আবেগ প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে আমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছি, ইহারা আমাকে সেরূপ বিশ্বাস করিবেন না। তখন সে অন্য বিষয়ে কথা কহিতে লাগিল।

"মন্টফার্মিল বেশ যায়গা। নহে কি? গ্রীষ্মকালে লোকে আমোদপ্রমোদের জন্য তথায় যাইয়া থাকে। থেনারর্ডিয়ারগণের কাজ বেশ চলিতেছে? সেই প্রদেশে অনেক লোক যাতায়াত করে না। তাহাদিগের সেই সরাই, পাক করা জিনিষের দোকান বলিলেই হয়।"

ম্যাডিলিন্ তখনও তাহার হস্তধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন এবং উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, এখন তাহা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। চিকিৎসক আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। সিম্‌প্লিস তাঁহাদিগের নিকট রহিলেন।

সকলে নীরব রহিয়াছেন, এমন সময় ফ্যান্‌টাইন্ বলিয়া উঠিল—"আমি তাহার কথা শুনিতেছি, সত্যই আমি তাহার কথা শুনিতেছি।"

সে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া, সকলকে নীরব থাকিতে অনুনয় করিল এবং রুদ্ধশ্বাসে আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া রহিল।

দ্বারবান বা কারখানার অন্য কোনও স্ত্রীলোকের কোন শিশু ক্রীড়া করিতেছিল। সে একটি বালিকা—সে যাইতেছিল, আসিতেছিল, শীত নিবারণের জন্য দৌড়িতেছিল, হাসিতেছিল, উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছিল, শিশুগণ ক্রীড়া করিতে করিতে, কত কি করে! ফ্যান্‌টাইন্ ইহারই গান শুনিয়াছিল। অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। যেন বিষাদময় দৃশ্যের অভিনয় জন্য, অলৌকিক কেহ রঙ্গমঞ্চের এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

ফ্যান্‌টাইন্ বলিল—"এই আমার কসেট, আমি তাহার স্বর চিনিতে পারিতেছি।"

শিশু চলিয়া গেল। তাহার স্বর আর শুনা গেল না। ফ্যান্‌টাইন্ আরও কিয়ৎক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। ম্যাডিলিন্ শুনিলেন, সে মৃদুস্বরে বলিতেছে "চিকিৎসক কি দুষ্ট! আমার কন্যাকে দেখিতে দিল না।" সেই লোকটির আকৃতি দেখিলে, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে আনন্দ রহিয়াছিল, তাহা তখনই প্রকাশ পাইল। সে বালিশের উপর মাথা রাখিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল "আমার কত সুখ হইবে! আমাদিগকে প্রথমে একটি ছোট উদ্যান করিতে হইবে। ম্যাডিলিন্ ইহা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আমার কন্যা, সেই উদ্যানে ক্রীড়া করিবে। সে ইতিমধ্যে অক্ষর চিনিয়া থাকিবে। আমি তাহাকে পড়াইব। সে প্রজাপতি ধরিবার জন্য ঘাসের উপর দৌড়াইবে।

আমি তাহাকে দেখিতে থাকিব। তাহার পর, তাহার প্রথম সংস্কার হইবে। তাহার প্রথম সংস্কার কবে হইবে?"

সে অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল—"এক, দুই, তিন, চারি—সে সাত বৎসরের হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে তাহাকে শ্বেতবর্ণের অবগুণ্ঠন দিব। তাহার ষ্টকিং এ অলঙ্কার জন্য ফাঁক থাকিবে। তাহাকে প্রাপ্ত বয়স্কার মত দেখাইবে। ভগিনি! আমার কন্যার প্রথম সংস্কারের কথা যখন মনে হয়, তখন আমি নির্ব্বোধের মত কত আনন্দের কল্পনা করি, তাহা আপনি জানেন না।" সে হাস্য করিতে লাগিল।

তিনি তাহার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। বায়ুর উচ্ছ্বাসের মর্ম্মর ধ্বনির ন্যায় তিনি তাহার কথা শুনিয়া যাইলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ রহিল। তাঁহার মনে, যে গভীর চিন্তা রহিয়াছিল, তাহা অতলস্পর্শ। সহসা সে থামিল; ইহাতে তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, ফ্যান্‌টাইনের আকৃতি ভীষণ হইয়াছে।

সে আর কথা কহিতেছিল না; আর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল না; সে উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার অঙ্গিচর্ম্মাবশেষ স্কন্ধদেশ সেমিজ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে, তাহার যে মুখ আনন্দপ্রোজ্জ্বল ছিল, এক্ষণে তাহা মৃতের ন্যায় ভীষণ হইয়াছিল। তাহার ভীতিবিস্ফারিত নেত্র কক্ষের অপর প্রান্তস্থিত কোনও ভীষণ দ্রব্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইল।

তিনি বলিলেন—"হায়! হায়! ফ্যান্‌টাইন্ তোমার কি হইয়াছে?"

সে কোনও উত্তর দিল না। সে যাহা দেখিতেছিল, সেদিক হইতে চক্ষু সরাইল না। সে তাঁহার হস্ত হইতে একটি হাত সরাইয়া লইল; অপরটি দ্বারা তাঁহাকে পশ্চাতে দেখিতে ইঙ্গিত করিল।

তিনি ফিরিলেন—দেখিলেন, জেভার্ট রহিয়াছে।

(৩) জেভার্টের পরিতোষ—

এইরূপ ঘটিয়াছিল।

যখন রাত্রি সাড়ে বারটা বাজিল, ঠিক সেই সময় ম্যাডিলিন্ অ্যারাসের

দায়রা আদালত গৃহ হইতে ফিরিলেন। তিনি সরাই এ প্রত্যাগমন করিয়াই, যে ডাকগাড়ীতে আসিবার জন্য ভাড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে রওনা হইলেন। ছয়টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে, তিনি "ম" নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়াই, প্রথমে তিনি ল্যাফিটিকে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহার পরই তিনি চিকিৎসালয়ে ফ্যান্‌টাইন্‌কে দেখিতে আসিয়াছেন।

তিনি বিচারালয় ত্যাগ করার পরেই, উকীল সরকার বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তাঁহার মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফল, আর তখন বর্ত্তমান ছিল না। তিনি "ম" নগরের নগরপালের উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন—বলিলেন, ঐ অদ্ভুত ঘটনায়, তাঁহার বিশ্বাস খর্ব্ব হয় নাই। ঐ অদ্ভুত ঘটনার অর্থ, পরে বুঝা যাইবে। চ্যাম্পম্যাথিউই জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌। এখন তাহার দোষ সাব্যস্ত হউক। উকীল সরকারের এই বক্তৃতা, দর্শকবৃন্দ, বিচারকগণ বা জুরি কাহারও অনুমোদিত হইল না। আসামীর উকীল, সামান্য চেষ্টা দ্বারাই, অপর পক্ষের এই বক্তৃতা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি দেখাইলেন, ম্যাডিলিন্‌ যে কথা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তিনিই যে প্রকৃত জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা, আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে প্রমাণের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জুরীর সম্মুখে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে নির্দ্দোষ। তাহার পর আসামীর উকীল কয়েকটি বিচার বিভ্রাটের উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকল উদাহরণ প্রাচীনকালের ইত্যাদি। ইত্যাদি। বিচারপতি, মন্তব্য প্রকাশকালে, আসামীর উকীলের সহিত ঐক্যমত্য প্রকাশ করিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যে, জুরি, চ্যাম্পম্যাথিউর বিরুদ্ধে অভিযোগ, অগ্রাহ্য করিলেন।

তখনও, উকীল সরকার, জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের শাস্তি জন্য কৃতসঙ্কল্প রহিয়াছিলেন। চ্যাম্পম্যাথিউ মুক্তি পাইলে, তিনি ম্যাডিলিনের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

চ্যাম্পম্যাথিউ মুক্তিলাভ করিবার অব্যবহিত পরেই, উকীল সরকার বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "ম" নগরের নগরপালের ধৃত করণের সম্বন্ধে, ঐ পরামর্শ হইল। এই পদটিতে অনেকগুলি ষষ্ঠীবিভক্তির প্রয়োগ ছিল। উকীল সরকার, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট, যে মন্তব্য পাঠাইয়াছিলেন, উহাতেই ঐ পদটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত

ঘটনায়, তাঁহার মন প্রথম যেরূপ আলোড়িত হইয়াছিল, সে ভাব কাটিয়া গেলে, বিচারপতি, আর অধিক আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। ম্যাডিলিন্ যতই উৎকৃষ্ট লোক হউন, বিচারে যদি তিনি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন, তবে তাঁহাকে অবশ্যই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। সত্য বটে, বিচারপতি দয়ালু-স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির একান্ত অভাব ছিল না। কিন্তু, তিনি প্রাচীন রাজবংশের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। নেপোলিয়নের কেনিসে অবতরণ উল্লেখ করিতে গিয়া, নগরপাল, নেপোলিয়নকে বোনাপার্টি না বলিয়া যে সম্রাট্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহাতে বিচারপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন।

অতএব তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রেরিত হইল। উকীল সরকার জনৈক বার্ত্তাবহকে সেই আদেশ লইয়া দ্রুতবেগে "ম" নগর যাইবার আদেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর জেভার্টের উপর, সেই আদেশ মত কার্য্য করিবার ভার ন্যস্ত হইল।

পাঠক অবগত আছেন, জেভার্টের সাক্ষ্য গৃহীত হইলেই সে "ম" নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। জেভার্ট শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে, এমন সময় বার্ত্তাবহ উপস্থিত হইয়া, নগরপালকে ধৃত করিয়া আনিবার আদেশ পত্র তাঁহাকে দিল। সেই বার্ত্তাবহ নিজেই একজন চতুর পুলিস কর্ম্মচারী। অ্যারাসে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা, সে দুই কথায় জেভার্টকে বুঝাইয়া দিল। নগরপালকে ধৃত করিবার আদেশ এইরূপ লিখিত ছিল—"ইনস্পেক্টর জেভার্ট, "ম" নগরের নগরপাল ম্যাডিলিন্‌কে ধৃত করিবে। অদ্য, দায়রার বিচারকালে, জানা গিয়াছে, যে ম্যাডিলিন্ কারামুক্ত জিনভ্যাল্‌জিন।"

চিকিৎসালয়ের কক্ষ প্রবেশকালে, জেভার্টকে দেখিলে, যে ব্যক্তি জেভার্টকে চিনিত না, সে কি ঘটিয়াছে, জেভার্টের আকৃতি দর্শনে তাহা বুঝিতে পারিত না। সে ভাবিত, তাহার আকৃতিতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ ছিল না। তাহার কার্য্যে উদ্বেগের কোন চিহ্ন ছিল না। তাহার আকৃতি প্রশান্ত ও গম্ভীর। তাহার ধূসর বর্ণের কেশ মস্তকে সুসজ্জিত ছিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময়, তাহার অভ্যস্ত রীতির কোনওরূপ বিপর্য্যয় লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি জেভার্টকে বেশ চিনিত, সে তাহার আকৃতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত। সে দেখিত, যে বোতাম স্কন্ধের নিম্নে

লাগান উচিত ছিল, তাহা বাম কর্ণের নিম্নভাগে লাগান হইয়াছে। সে ব্যক্তি ইহাতেই বুঝিত, যে জেভার্টের চিত্ত যেরূপ বিচলিত হইয়াছে, সেরূপ সচরাচর ঘটে না।

জেভার্টের সকল দিকে সমান লক্ষ্য ছিল। যেমন, আপন কর্ত্তব্য পালনে, জেভার্টের কোনওরূপ সংকোচ লক্ষিত হইত না, তাহার পরিচ্ছদ পরিধানেও কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলতা দেখা যাইত না। দুষ্টগণের প্রতি আচরণে, তাহার যেমন নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যাইত, কোটের বোতাম আঁটিতেও সে সেইরূপ নিয়মানুবর্ত্তী ছিল। তাহার সকল দিকে সমান লক্ষ্য ছিল।

এ হেন জেভার্ট যে অস্থানে বগলস আঁটিয়াছিল, ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইবে, যে তাহার মন এরূপভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, যে সে আলোড়ন ভূমিকম্পজনিত আলোড়ন সদৃশ।

বিনা আড়ম্বরে, সে নিকটবর্ত্তী থানায় গিয়া, একজন জমাদার ও চারিজন সৈনিক লইয়াছিল। সৈন্যগণকে উঠানে রাখিয়া সে দ্বারপালিকাকে ফ্যান্‌টাইনের কক্ষ দেখাইয়া দিতে বলে। অনেক সময়ই, সৈনিকপুরুষেরা নগরপালের নিকট আসিত। সুতরাং দ্বারপালিকার কোনওরূপ সন্দেহ জন্মে নাই।

ফ্যান্‌টাইনের কক্ষদ্বারে পৌছিয়া, জেভার্ট দ্বারমুক্ত করিল। রোগিগণের শুশ্রূষাকারিণী অথবা পুলিসের চর যেরূপ সাবধানে দ্বারমুক্ত করে, সেইরূপ সাবধানতা সহকারে জেভার্ট দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

ঠিক বলিতে গেলে, সে প্রবেশ করে নাই। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। টুপিটি তাহার মস্তকেই ছিল। কোটের সকল বোতাম আঁটা ছিল। তাহার বামহস্ত কোটের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তাহার কনুইর নিকট তাহার প্রকাণ্ড যষ্টির সীসা বাঁধান মাথা দেখা যাইতেছিল। যষ্টির অপর অংশ তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে লুক্কাইত ছিল।

এই অবস্থায়, সে এক মিনিট দাঁড়াইয়াছিল। কেহ তাহার আগমন লক্ষ্য করে নাই। সহসা ফ্যান্‌টাইন্‌ চক্ষু তুলিলে, তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তাহার প্রতি ম্যাডিলিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ম্যাডিলিনের দৃষ্টি জেভার্টের দৃষ্টির উপর নিপতিত হইবামাত্র, জেভার্ট কিছুমাত্র অঙ্গ সঞ্চালন না করিলেও, পূর্ব্বমত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেও

ম্যাডিলিনের দিকে অগ্রসর না হইলেও, তাহার আকৃতি ভীষণ হইল। আনন্দে মনুষ্যের হৃদয়কে যত ভীষণ করিতে পারে, অপর কোনও মনোভাব ততদূর পারে না।

সয়তান, নিরয়গামী ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলে, তাহার যেরূপ আকৃতি হয়, জেভার্টের আকৃতি ও সেইরূপ হইয়াছিল।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ যে অবশেষে ধৃত হইতেছে, তাহাতে তাহার মন এতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, যে তাহার মনের সমস্তভাব মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আলোড়িত হওয়ায়, তলস্থিত বস্তু উপরে উঠিল। সত্য বটে, ম্যাডিলিনের স্বরূপ সম্বন্ধে সে কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল এবং চাম্পম্যাথিউকে তাহার জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ইহা তাহার পক্ষে নিন্দার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সে প্রথমেই ধরিতে পারিয়াছিল যে ম্যাডিলিনই জিনভ্যাল্‌জিন্‌ এবং তাহার সে সংস্কার সে অনেক দিন পোষণ করিয়াছিল। এই গর্ব্বে, তাহার ভ্রমে পতিত হওয়ার অবমান তিরোহিত হইয়াছিল। সে যে ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল, তাহাতেই তাহার চিত্তের প্রসন্নতা পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। উল্লাসের কদাকৃতি, তাহার সঙ্কীর্ণ ললাটকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। চিত্তের সন্তোষ, মুখে যে পরিমাণে বীভৎস চিহ্ন আনয়ন করিতে পারে, তাহা সমস্তই সেখানে বর্ত্তমান ছিল।

জেভার্ট, তখন স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছিল। এস্থলে, জেভার্ট, দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনরূপ দিব্য কার্য্যে নিযুক্ত ন্যায়, আলোক ও সত্যের অবতার। ইহা যে স্পষ্টরূপে সে অনুভব করিতেছিল, তাহা নহে; তবে অস্পষ্টরূপে, সংস্কার স্বরূপে, তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল, যে তাহার যত্ন সফল হইয়াছে ও এস্থানে তাহার উপস্থিতি আবশ্যক। রাজশক্তি ও ন্যায় তাহার দিকে, ইহাও তাহার অনুভূতির মধ্যে ছিল, কিন্তু সে অনুভূতি বহুদূরে অবস্থিত ছিল। সে, মনোমধ্যে জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের বিচার করিয়াছিল। দণ্ডনীতি ও উকীল সরকার এ বিষয়ে যাহা ন্যায্য বিবেচনা করিবে, তাহা সে অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এস্থলে সে সমাজের রক্ষক। তাহারই প্রযত্নে দণ্ডনীতি শাস্তিবজ্র নিক্ষেপ করিবে। সমাজ কদাপি আপন নিয়মের ব্যতিক্রম করে না; সমাজ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সে আজি তাহার সহায়তায় নিযুক্ত। এই প্রোজ্জ্বল কার্য্য সম্পাদন জন্য, সে আজ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। বিজেতাস্বরূপে সে

যে গৌরব অনুভব করিতেছিল, তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিজিগীষা মিশ্রিত ছিল। সগর্ব্বে, প্রোৎফুল্ল হৃদয়ে, সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া, সে কোপন—স্বভাব দেবতার অমানুষিক ও পশুর ন্যায় চরিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছিল। দণ্ডবিধানে উন্নত সমাজ যে তরবারি ব্যবহার করে, উহা যেন সে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছিল। সে যে ভীষণ কার্য্য সমাধান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার ছায়ায় সেই তরবারির উজ্জ্বল রশ্মি অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। অপরাধী, পাপী, সমাজবিদ্রোহী, নরকে পতিত ব্যক্তিকে পদদলিত করিতে গিয়া, সে পরমসুখ বোধ করিতেছিল, তাহার ক্রোধ হইতেছিল। এই অস্বাভাবিক দেবতার আকৃতি, দীপ্তিশালী দেখাইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জেভার্টের প্রকৃতি ভীষণ হইলেও, তাহা নীচ ছিল না। অসৎকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইলে, সতত, সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অকপটতা, বিবেকানুবর্ত্তিতা ও বীভৎস আকার ধারণ করে, তথাচ তাহারা হীন-প্রভ হয় না। সেই বীভৎস আকৃতিতে ও তাহারা দীপ্তিশালী থাকে। তাহাদিগের মহত্ব বিবেকানুবর্ত্তীর কার্য্যে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল সদ্‌গুণের একমাত্র দোষ—উহারা ভ্রম মূলক। দুষ্কর্ম্মস্রোতে ভাসমান, অকপটচিত্ত, নির্দ্দয়, ধর্ম্মান্ধের আনন্দের ঔজ্জ্বল্য, সম্মানার্হ হইলেও শোচনীয়। মূর্খ জয়যুক্ত হইলে, তাহার উল্লাস যেরূপ তাহাকে কৃপার পাত্র করে, জেভার্টের ভীষণ উল্লাসও তাহাকে সেইরূপ কৃপার পাত্র করিতেছে। কিন্তু ইহা ঘুণাক্ষরে ও জেভার্টের মনে উদিত হয় নাই। সদ্‌গুন মধ্যে যাহা কিছু মন্দ বলিয়া কথিত হইতে পারে, তৎসমুদয় তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছিল। সে মুখের ন্যায়, শোকাবহ, ভীষণ আর কিছু হইতে পারে না।

(৪) ক্ষমতা আপন অধিকার মত পুনরায় কার্য্য করিল—

যে দিন নগরপাল ফ্যান্‌টাইন্‌কে জেভার্টের কবল হইতে মুক্ত করেন, তাহার পর ফ্যান্‌টাইন্‌ জেভার্টকে আর দেখে নাই। সেই পীড়িতা রমণীর মস্তিষ্কে কিছুই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল না; তবে জেভার্ট যে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। তাহার ভীষণ

মুখের দিকে সে চাহিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। সে দুই হাতে তাহার মুখ আবরণ করিল এবং যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ম্যাডিলিন্ মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন।" এখন হইতে আমরা জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ নামই ব্যবহার করিব। জিন্‌ভ্যালজিন্ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি অতি ধীরভাবে ও কোমলস্বরে ফ্যান্‌টাইন্‌কে বলিলেন—"ভয় নাই, সে তোমাকে লইতে আসে নাই।"

তখন জেভার্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি কি জন্য আসিয়াছ,জানি।"

জেভার্ট উত্তর করিল—"সত্বর সারিয়া লও।"

যে স্বরে, এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল,তাহার ভীষণতা বর্ণনা করা যায় না। উহা উন্মত্ত ব্যক্তির উচ্চারিত বাক্যের ন্যায়।

সে স্বর অক্ষর বিন্যাস দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। উহা মনুষ্যের উচ্চারিত বাক্য নহে। উহা বন্যপশুর গর্জ্জন স্বরূপ।

সে প্রথা অনুসারে কার্য্য করিল না, তাহার অভিপ্রায় বাক্যে প্রকাশ করিল না, ধৃত করিবার পরওয়ানা দেখাইল না। তাহার চক্ষুতে, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ যেন একজন দুজ্ঞেয়চরিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। উহার উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। সে অন্ধকারে থাকিয়া পাঁচবৎসর জেভার্টের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছে, পাঁচবৎসর জেভার্ট তাহাকে পাতিত করিতে পারে নাই। এখন যে জেভার্ট তাহাকে ধৃত করিতেছে, ইহা দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান, প্রারম্ভ নহে। সে কেবল মাত্র বলিল "সত্বর সারিয়া লও।"

এ কথা বলিবার সময়, সে এক পা ও অগ্রসর হয় নাই। সে জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহা বঁড়শির ন্যায়। হতভাগ্যকে সেই বঁড়শীতে বিদ্ধ করিয়া, আপন কর কবলিত করাই তাহার অভ্যাস ছিল।

দুইমাস পূর্ব্বে, সেই দৃষ্টিতে, ফ্যান্‌টাইনের মর্ম্ম স্থান কৃন্তন করিতেছে বলিয়া, ফ্যান্‌টাইনের বোধ হইয়াছিল।

জেভার্ট এইরূপ বলিলে, ফ্যান্‌টাইন্ চক্ষু উন্মীলন করিল। দেখিল নগরপাল রহিয়াছেন, তবে আর তাহার কি ভয়?

জেভার্ট অগ্রসর হইয়া গৃহের মধ্যস্থলে আসিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল—"দেখ দেখি! আসিতেছিস?"

হতভাগ্য ফ্যান্‌টাইন্‌ চারিদিকে চাহিল। সন্ন্যাসিনী ও নগরপাল ব্যতীত আর কেহ ছিল না। জেভার্ট কাহাকে 'তুই' সম্বোধন করিয়া কথা কহিল? অবশ্য তাহাকে; সে কাঁপিতে লাগিল।

তখন সে যাহা দেখিল, তাহা আর কখনও সে দেখে নাই। বিষমজ্বরে, জ্ঞানহীন অবস্থাতেও, সে, সে দৃশ্যের অনুরূপ কিছু দেখে নাই।

সে দেখিল, পুলিশচর জেভার্ট নগরপালকে ধৃত করিল। সে দেখিল নগরপাল মস্তক অবনত করিল। তাহার বোধ হইল, পৃথিবী লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

জেভার্ট যথার্থই জিন্‌ভ্যালজিনের ঘাড় ধরিয়াছিল।

ফ্যান্‌টাইন্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল—"নগরপাল মহাশয়!"

জেভার্ট উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সে ভীষণ হাস্যে তাহার দন্তমূল বাহির হইয়া পড়িল।

"এখন এখানে কেহ নগরপাল নহে।"

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌, জেভার্টের হস্ত হইতে, আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন না। তিনি বলিলেন—"জেভার্ট—"

জেভার্ট বাধা দিয়া বলিল—"আমাকে ইনস্পেক্টর মহাশয়, বল।"

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ বলিলেন—"মহাশয়! আমি আপনাকে গোপনে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

জেভার্ট বলিল—"গোপনে নহে—প্রকাশ্যেই বল। লোকে আমার সহিত গোপনে কথা কহে না।"

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ মৃদুতরস্বরে বলিলেন—"আপনার নিকট আমার প্রার্থনা আছে।"

"আমি বলিলাম—যাহা বলিতে হয় প্রকাশ্যে বল।"

"আপনি মাত্র শুনিবেন, ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

"তাহাতে কি? আমি তোমার অনুরোধ রাখিব না।"

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ তাহার দিকে ফিরিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে ও অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তিন দিন সময় দিন—এই তিন দিনে আমি যাইয়া এই হতভাগিনীর কন্যাকে আনিয়া দিব। যাহা খরচ লাগিবে আমি দিব, যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনি আমার সহিত যাইতে পারিবেন।"

জেভার্ট চীৎকার করিয়া বলিল—"তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ? যাক, তুমি এত নির্ব্বোধ, আমি ভাবি নাই। তুমি পলায়ন করিতে পারিবে, সেইজন্য তুমি আমাকে তিন দিন সময় দিতে বলিতেছ। তুমি বলিতেছ, ঐ দুষ্টার কন্যাকে আনার জন্য সময় আবশ্যক। বাঃ! বাঃ! বেশ! যথার্থই মজার কথা!"

ফ্যান্‌টাইনের সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল—

সে কাঁদিয়া বলিল—"আমার মেয়ে—আমার মেয়েকে আনিতে যাইবে! তবে আমার মেয়ে এখনও আসে নাই—ভগিনি! বল, কসেট কোথায়! আমার মেয়ে কোথায়—ম্যাডিলিন্‌ মহাশয়! নগরপাল মহাশয়!"

জেভার্ট ভূমিতে পদাঘাত করিল।

"ঐ আর এক পাপিষ্ঠা—মাগি! চুপ করিবি? এ খাসা যায়গা, এখানে চোর বিচারক এবং সম্ভ্রান্ত মহিলার ন্যায়, বেশ্যার পরিচর্য্যা হয়—বেশ! কিন্তু আমরা এ সকল উল্টাইয়া দিয়েছি—যথেষ্ট হইয়াছে, আর না।"

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্যান্‌টাইনের দিকে চাহিল। আবার জিন্‌ভ্যালজিনের ঘাড় ধরিল এবং বলিল—"আমি বলিলাম—ম্যাডিলিন্‌ মহাশয় কেহ নাই, নগরপাল মহাশয় ও কেহ নাই। যে রহিয়াছে এ চোর, বদমাইস, কয়েদ খালাসী ইহার নাম জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌—আমি উহাকে ধরিয়াছি—যে রহিয়াছে, সে এইরূপ।"

ফ্যান্‌টাইন্‌ বিছানার উপর ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার বাহুমূল পর্য্যন্ত শক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে দুই হস্তের উপর ভার দিয়া রহিল—জিন্‌ভ্যালজিনের দিকে চাহিল—জেভার্টের দিকে চাহিল—যেন কথা কহিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিল; তাহার কণ্ঠমধ্য হইতে একটি অস্ফুটধ্বনি বাহির হইল; যন্ত্রণায় সে তাহার বাহু বিস্তৃত করিল; প্রবল কম্পন সহকারে তাহার হস্তমুষ্টি শিথিল হইল। জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায়, সে হাত দিয়া যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর, সহসা সে বালিশের উপর পড়িয়া গেল।

শয্যার শিরোভাগস্থিত কাষ্ঠখণ্ডে তাহার মস্তক আহত হইয়া, তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। মুখ ব্যাদিত রহিল এবং দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষু উন্মীলিত রহিল।

সে মরিয়া গিয়াছে।

জেভার্ট যে হাত দিয়া জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌কে ধরিয়া রাখিয়াছিল একণে

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ সেই হাত ধরিলেন এবং বালকের হাত ছাড়াইবার ন্যায় সেই হাত ছাড়াইলেন। তখন তিনি জেভার্টকে বলিলেন—

"তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিলে।"

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জেভার্ট চীৎকার করিয়া বলিল—"এ সকল শেষ করা যাক্‌। আমি তোমার কথা শুনিতে এখানে আসি নাই। সে সকল সংক্ষিপ্ত করা হউক। প্রহরিগণ নিম্নে রহিয়াছে। তুমি এখনই চলিয়া আইস—নতুবা তোমার হাত বাঁধা হইবে।"

এই কক্ষের একপ্রান্তে লৌহনির্ম্মিত একখানি পুরাতন খাট ছিল। ঐ খাটখানি জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শুশ্রূষাকারিনীগণ রোগিগণের পরিচর্য্যাকালে ঐ খাটখানির উপর মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিত। জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ সেই খাটখানির নিকট গেলেন; চক্ষুর নিমেষে, উহার মস্তকের দিক হইতে একখণ্ড লৌহ ভাঙ্গিয়া লইলেন। সেই জীর্ণ খাট হইতে, তাঁহার ন্যায় বলশালী ব্যক্তি, উহা সহজেই ভাঙ্গিতে পারিলেন। সেই লৌহখণ্ড যষ্টির ন্যায় হাতে ধরিয়া, তিনি জেভার্টের দিকে চাহিলেন। জেভার্ট দ্বারের দিকে অপসৃত হইল। সেই লৌহখণ্ড অস্ত্রস্বরূপে হাতে লইয়া, তিনি ফ্যান্‌টাইনের শয্যার দিকে ধীরে অগ্রসর হইলেন। শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, ফিরিয়া, তিনি অতি মৃদুস্বরে জেভার্টকে বলিলেন—

"আমার পরামর্শ এই, যে তুমি আমাকে এ সময়ে বিরক্ত করিও না।"

জেভার্ট কাঁপিতে লাগিল।

প্রহরিগণকে আহ্বান করার কথা, তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু প্রহরিগণকে ডাকিতে গেলে, সেই অবসরে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ পলায়ন করিতে পারে। অগত্যা সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার লাঠিটি সে হাতে লইল এবং দ্বারে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইল। জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের দিক হইতে, চক্ষু একবার ও সরাইল না।

ফ্যান্‌টাইনের শয্যার শিরোভাগে, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ আপন বাহুমূল স্থাপন করিলেন এবং আপন ললাট আপন হস্তের উপর রাখিয়া, শয্যার উপরি পতিত ফ্যান্‌টাইনের নিস্পন্দদেহের দিকে চাহিয়া, চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি নির্ব্বাক্‌ অবস্থায় এইরূপে দণ্ডায়মান থাকিলেন। বোধ হইল, এ সংসারের অন্য কোনও চিন্তা তাঁহার মনে স্থানপ্রাপ্ত হইতেছিল না। তাঁহার মুখে ও আকৃতিতে একমাত্র কারুণ্য প্রকাশ পাইতেছিল। সে কারুণ্য অবর্ণনীয়। কয়েক মুহূর্ত্ত

ঐরূপে চিন্তায় থাকিয়া, তিনি ফ্যান্‌টাইনের দিকে মুখ নামাইলেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলিলেন।

তিনি তাহাকে কি বলিলেন? সেই অবমানিত ব্যক্তি, সেই মৃতা স্ত্রীলোককে কি বলিতে পারেন? সেই কথাগুলি কি? এ পৃথিবীতে কেহ তাহা শুনে নাই। সেই মৃতা কি তাহা শুনিতে পাইয়াছিল? কোনও কোনও মনোমুগ্ধকর ভ্রান্তি, বোধ হয়, উৎকৃষ্ট সত্য সদৃশ। এই ঘটনার সময়, কেবল সন্ন্যাসিনী সিম্‌প্লিস্ সেখানে ছিলেন। সিম্‌প্লিস্ অনেক সময় বলিতেন যে, যে মুহূর্তে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ ফ্যান্‌টাইনের কর্ণে চুপে চুপে কি বলিলেন, তখনই সিম্‌প্লিস্ স্পষ্টরূপে দেখিলেন, যে ফ্যান্‌টাইনের ম্লান ওষ্ঠাধরে ও পরকালের আশ্চর্য্যকর রহস্যপূর্ণ চক্ষুদ্বয়ে, অনির্ব্বচনীয় মৃদুহাস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ ফ্যান্‌টাইনের মস্তক উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং মাতা শিশু সন্তানের মস্তক যেমন বালিশের উপর স্থাপন করেন, তদ্রূপ যত্নসহকারে তিনি ফ্যান্‌টাইনের মস্তক বালিশের উপর রাখিলেন। পরে সেমিজের ফিতা বাঁধিয়া দিলেন এবং কেশ বিন্যস্ত করিলেন। এই সকল সমাপন করিয়া তিনি ফ্যান্‌টাইনের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেই সময় ফ্যান্‌টাইনের মুখ অপূর্ব্ব-জ্যোতির্ম্ময় হইল।

মৃত্যু অর্থাৎ স্বর্গীয় আলোকে প্রবেশ।

ফ্যান্‌টাইনের হাত শয্যাপার্শ্বে ঝুলিতেছিল। সেই হস্ত সম্মুখে জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ জানুর উপর ভর দিয়া বসিলেন। সযত্নে তাহা তুলিলেন এবং চুম্বন করিলেন।

তখন তিনি উঠিলেন এবং জেভার্টের দিকে ফিরিলেন—বলিলেন—"এখন আমাকে লইয়া, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

(৫) উপযুক্ত কবর—

জেভার্ট, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌কে সেই নগরের কারাগারে আবদ্ধ করিল।

ম্যাডিলিন্ কারারুদ্ধ হইলে, 'ম' নগরে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি জেলের খালাসী, এই একটি কথায়, প্রায় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। আমাদিগের দুঃখ, যে এ কথা আমাদিগকে বলিতে হইল। সেই নগরের উন্নতিকল্পে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহা দুই ঘণ্টা অপেক্ষা অল্পসময়ে

সকলে বিস্মৃত হইল। তিনি একজন কয়েদ খালাসী, ইহাই লোকের মনে রহিল। তবে ইহা বলা কর্ত্তব্য, যে অ্যারাসে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তার তখনও লোকে জানে নাই। নগরের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন শ্রুত হইল।

"তুমি শুন নাই? সে কয়েদ খালাসী।" "কে?" "নগরপাল।" "বাঃ; ম্যাডিলিন মহাশয়?" "হাঁ।" "সত্যই?" "তাঁহার নাম আদৌ ম্যাডিলিন্‌ নহে। তাঁহার নামটা ভয়ানক—বিজিন, বোজিন্‌ বৌজিন্‌" "হাঃ ভগবন্‌!" "সে ধৃত হইয়াছে।" "ধৃত হইয়াছে!" "কারাগারে—না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এই নগরের কারাগারেই রহিয়াছে।" "যে কয়দিন না লইয়া যায়!" "তাহাকে লইয়া যাইবে!" "কোথায় লইয়া যাইবে?" "অনেকদিন পূর্ব্বে সে একটা রাজপথে চুরী করিয়াছিল; তাহার বিচার দায়রার আদালতে হইবে।" "বেশ! আমার ঐরূপ সন্দেহ ছিল; লোকটা বেশী রকম ভাল, বেশী রকম ধার্ম্মিক; তাহার বেশী রকম ধর্ম্মের ভান ছিল। সে উপাধি গ্রহণ করিতে চাহে নাই। যত ছেলে দেখিতে পাইত, তাহাদিগের সকলকে কিছু কিছু দিত। আমার বরাবর মনে ছিল, যে ইতিপূর্ব্বে সে নিশ্চয়ই দুষ্কর্ম্মশীল ছিল।"

বিশেষতঃ, বড়লোকের বৈঠকখানায়, এই ভাবের কথোপকথন অধিক পরিমাণে চলিতেছিল।

স্থানীয় সংবাদপত্রের গ্রাহক, জনৈক বৃদ্ধা নিম্নলিখিতরূপ বলিয়াছিল। সে কথার মর্ম্ম অবধারণ অসম্ভব।

"আমি দুঃখিত নহি। বোনাপার্টির দলের লোক শিক্ষা পাইবে!"

এইরূপে, ম্যাডিলিন্‌ নামক ছায়াময়ী মূর্ত্তি, 'ম' নগর হইতে তিরোহিত হইল। সমগ্র নগর মধ্যে, কেবল ৩ কি ৪ জন লোকে সে মূর্ত্তির স্মৃতি, কৃতজ্ঞতা সহকারে পোষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দ্বারপালিকা উহাদিগের একজন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে, বৃদ্ধা আপন গৃহে বসিয়া রহিয়াছিল। তখনও তাহার ত্রাস যায় নাই এবং তাহার মন চিন্তায় প্রপীড়িত ছিল। কারখানা সমস্ত দিন বন্ধ ছিল। গাড়ীর রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছিল। রাস্তা জনশূন্য হইয়াছিল। সন্ন্যাসিনী পার্পেটু এবং সিম্‌প্লিস্‌ ব্যতীত সে গৃহে আর কেহ ছিল না। সন্ন্যাসিনীদ্বয় ফ্যান্‌টাইনের মৃতদেহের নিকট রহিয়াছিল। যে সময় ম্যাডিলিন্‌ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, সেই সময়, অভ্যাস বশতঃ, দ্বারপালিকা

দেরাজ হইতে ম্যাডিলিনের কক্ষের চাবি এবং যে বাতিদানটি লইয়া তিনি প্রত্যহ আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেন, উহা বাহির করিল। যে গজালটি হইতে তিনি প্রত্যহ চাবি লইতেন, তাহাতে ঐ চাবিটি ঝুলাইয়া রাখিল; যেন সে ভাবিতেছিল, যে ম্যাডিলিন্ আসিবেন। পরে চেয়ারে পুনরায় উপবেশন করিল ও চিন্তামগ্ন হইল। সেই দুঃখিনী বৃদ্ধা যে ঐ সকল কার্য্য করিল, তাহা তাহার কিছুই মনে রহিল না।

দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, সে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিল—"দাঁড়াও! হায় বিশু! আর, আমি তাঁহার চাবি গজালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, তাহার কক্ষের ছোট জানালা খুলিয়া গেল। তাহার মধ্য দিয়া একটি হাত আসিয়া সেই চাবি ও বাতিদান গ্রহণ করিল। যে বাতি জ্বলিতেছিল, তাহা হইতে বাতিদানের বাতি জ্বালিয়া লইল।

দ্বারপালিকা চক্ষু উন্মীলন করিল এবং মুখ ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইল। সে চীৎকার করিতে গিয়া, আপন কণ্ঠ মধ্যেই সে চীৎকার রুদ্ধ করিল।

সে হাত, সে বাহুমূল, সেই জামার আস্তিন, সে চিনিত। ম্যাডিলিন্ আসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, তবে সে কথা কহিতে পারিল। পরে, এই ঘটনা বিবৃত করিবার সময়, সে বলিয়াছিল, যে ঐ সময়, তাহার কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল।

অবশেষে সে বলিল—"হা ভগবন্! নগরপাল মহাশয়, আমি মনে করিতেছিলাম আপনি রহিয়াছেন—"

সে চুপ করিল। বাক্য শেষ করিতে হইলে, বাক্যের শেষ ভাগ প্রথম ভাগের ন্যায় সম্মানসূচক হইত না। তাহার নিকট, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ এখনও নগরপাল মহাশয়।

সে যাহা ভাবিতেছিল, জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ তাহা বাক্যে প্রকাশ করিলেন—বলিলেন—"কারাগারে। আমি সেখানেই ছিলাম। একটি জানালার একটি গরাদ ভাঙ্গিয়া গৃহের ছাদ হইতে নামিয়া পড়িয়াছি, তাহাতেই আসিয়াছি। আমি আমার কক্ষে যাইতেছি; তুমি যাইয়া সিম্‌প্লিস্‌কে ডাকিয়া আন। তিনি নিশ্চয়ই সেই হতভাগিনীর নিকট রহিয়াছেন।"

বৃদ্ধা ব্যস্ততা সহকারে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল। তিনি অতু

কোনও আদেশ দেন নাই। তিনি নিশ্চিত জানিতেন, তিনি আপনি যেরূপ আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন, তদপেক্ষা বৃদ্ধা তাঁহাকে অধিক রক্ষা করিবে।

সদর দরজা না খুলিয়া তিনি কিরূপে উঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই। তাঁহার নিকট একটি চাবি থাকিত; উহা দ্বারা একটি পাশের দরজা খোলা যাইত। ঐ চাবি তিনি সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখিতেন। কিন্তু কারাগারে রুদ্ধ করিবার সময়, তাঁহার বস্ত্রাদি অবশ্যই খুঁজিয়া দেখা হইয়াছিল এবং সেই চাবিও লওয়া হইয়াছিল। তবে কিরূপে তিনি প্রবেশ করিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

তাঁহার কক্ষে যাইবার সিঁড়ি দিয়া তিনি উঠিলেন। উপরে উঠিয়া, তিনি উপরের পৈঠাতে বাতিদানটি রাখিলেন। নিঃশব্দে দ্বারমুক্ত করিলেন। অন্ধকারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘরের জানালা সকল রুদ্ধ করিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আলোক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, পথি হইতে তাঁহার কক্ষের জানালা দেখা যাইত।

তিনি আপনার টেবিলের দিকে, চেয়ারের দিকে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিন দিন, ঐ সকল কেহ ব্যবহার করে নাই। তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে কক্ষমধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা হইয়াছিল, তাহার কোনও চিহ্ন ছিল না। দ্বারপালিকা তাঁহার কক্ষ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। যষ্টির দুই প্রান্তস্থিত লৌহখণ্ড ও রৌপ্য মুদ্রাটি ভস্মরাশি হইতে কুড়াইয়া সুন্দরভাবে টেবিলের উপর স্থাপন করিয়াছিল। রৌপ্য মুদ্রাটি আগুনে কৃষ্ণমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল।

তিনি একখণ্ড কাগজ লইয়া উহাতে লিখিলেন—"এই দুইখণ্ড লৌহ আমার লোহা বাঁধান লাঠির দুইপ্রান্ত ও এই রৌপ্য মুদ্রা আমি বালক জার্ভেইসের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছিলাম। দায়রার আদালতে, আমি ইহাদিগেরই কথা বলিয়াছিলাম।" তিনি এরূপভাবে ঐ কাগজখানি, দুইখণ্ড লৌহ ও রৌপ্য মুদ্রা সাজাইয়া রাখিলেন, যে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রথমেই তাহাতে দৃষ্টি পড়িবে। একটি দেরাজ হইতে, তিনি পুরাতন একটি জামা বাহির করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িলেন। ঐ সকল বস্ত্রখণ্ডে তিনি রূপার বাতিদান দুইটি মুড়িলেন। এই সকল কার্য্য করিবার সময়, তাঁহার কোনওরূপ ব্যস্ততা

বা চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। প্রধান ধর্ম্মযাজক-দত্ত দুইটি বাতিদান কাপড়ে মুড়িবার সময় তিনি একখানি কৃষ্ণবর্ণের পাঁউরুটি ভক্ষণ করিতেছিলেন। ঐ পাঁউরুটি, বোধ হয়, তাঁহাকে কারাগারে দিয়াছিল এবং পলায়ন সময় তিনি উহা লইয়া আসিয়াছিলেন।

পরে, রাজপুরুষেরা ঐ কক্ষ পরীক্ষার সময়, ঐ রুটির গুঁড়া গৃহতলে পতিত থাকা দেখিয়াছিলেন। তাহাতেই ঐ রুটি খাওয়ার কথা জানা যায়।

তখন দ্বারে, আঘাতের শব্দ, দুইবার শুনা গেল।

তিনি বলিলেন—"ভিতরে আইস।"

সিম্‌প্লিস্ আসিলেন।

সিম্‌প্লিসের আকৃতি ম্লান হইয়াছিল। চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তস্থিত বাতিটি কাঁপিতেছিল। আমাদিগের ব্যবহার যতই সভ্যজনোচিত হউক না ও চিত্ত যতই অটল হউক না, অদৃষ্টের দারুণ বিপর্য্যয়, আমাদিগের মনুষ্য-সুলভ প্রকৃতিকে, আমাদিগের নাড়ির ভিতর হইতে, টানিয়া বাহির করে ও বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়, ইহাই উহার বিশেষত্ব। সেইদিনের ঘটনাবলীতে সেই সন্ন্যাসিনীর মন এরূপ বিচলিত হইয়াছিল, যে সেই সন্ন্যাসিনী আবার সাধারণ স্ত্রীলোকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কাঁদিয়াছিলেন এবং তখন কাঁপিতেছিলেন।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ তখনই একখণ্ড কাগজে কয়েকছত্র লেখা শেষ করিলেন। ঐ কাগজখানি সন্ন্যাসিনীর হাতে দিয়া বলিলেন—"ভগিনি, আপনি ইহা ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে দিবেন।"

কাগজখানি ভাঁজ করা ছিল না। সন্ন্যাসিনী কাগজখানির দিকে চাহিলেন।

তিনি বলিলেন—"আপনি ইহা পড়িতে পারেন।"

সন্ন্যাসিনী পড়িলেন—

"আমার অনুরোধ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তৎপ্রতি ধর্ম্মযাজক মহাশয় দৃষ্টি রাখেন। আমার বিচারকালে যাহা খরচ হইবে, তাহা ও যে স্ত্রীলোকটি কল্য মরিয়াছে তাহার সৎকার খরচ উহা হইতে দিবেন। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দরিদ্রগণের হইবে।"

সন্ন্যাসিনী কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কয়েকটি অস্ফুটধ্বনি মাত্র তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। যাহা হউক তিনি বলিতে পারিলেন:—

"নগরপাল মহাশয় কি সেই অভাগিনীকে একবার, শেষবারের মত দেখিতে ইচ্ছা করেন না ?"

তিনি বলিলেন—"না। আমাকে ধরিবার জন্য লোক বাহির হইয়াছে ; ফলে, আমি সেই কক্ষে ধরা পড়িব। তাহা হইলে তাহার শান্তি নষ্ট হইবে।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সিঁড়িতে উচ্চ শব্দ শুনা গেল। লোকে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, তাহার গোলমাল শুনা গেল। বৃদ্ধা দ্বারপালিকা অতি তীক্ষ্ণ ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল—

"মহাশয়, আমি ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, সমস্ত দিন এই গৃহে কোনও মনুষ্য প্রবেশ করে নাই। সন্ধ্যার পরও কেহ আসে নাই এবং আমি এই দ্বার একবারও ত্যাগ করি নাই।"

প্রত্যুত্তরে একজন বলিল—"তথাচ ঐ গৃহে একটি আলোক রহিয়াছে।"

তাঁহারা চিনিলেন, উহা জেভার্টের স্বর ;

কক্ষটি এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যে উহার দ্বার মুক্ত করিলে, দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কোনটি আবৃত হয়। জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্ আলোক নিবাইয়া ফেলিলেন এবং উক্ত কোণটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সিম্‌প্লিস্ টেবিলের নিকট জানুর উপর ভর দিয়া বসিলেন।

দ্বার মুক্ত হইল।

জেভার্ট প্রবেশ করিল।

বারান্দায় অনেক লোকের অনুচ্চ কথোপকথন শব্দ এবং দ্বারপালিকার আপত্তিসূচক কথা শুনা যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী চক্ষু তুলিলেন না। তিনি উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অগ্ন্যাধারের উপর বাতি জ্বলিতেছিল। উহাতে অল্পই আলোক হইতেছিল। জেভার্ট সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, যাহার হস্তে শক্তি ন্যস্ত আছে, তাহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, জেভার্টের প্রকৃতির মূলসূত্র, তাহার জীবনের ভিত্তি, নিশ্বাসের বায়ু। তাহার সে প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়। এ বিষয়ে কোনওরূপ আপত্তি গ্রাহ্য নহে। তাহার এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম ছিল না। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের সম্মান, তাহার নিকট সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নিঃসন্দেহ পরিগণিত ছিল। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তাহার আচরণ নির্দ্দোষ ছিল। সে ধর্ম্মভীরু ছিল ;

তবে সে, উপরি উপরি বুঝিত ও মনে করিত ধর্ম্মযাজকের মন কখনও ভ্রমে পতিত হয় না; সন্ন্যাসিনী কখনও পাপকার্য্য করে না। সন্ন্যাসিনীর মন পৃথিবী হইতে যে প্রাচীর দ্বারা বিযুক্ত, সে প্রাচীরে একটি মাত্র দ্বার আছে; সে দ্বার দিয়া কেবলমাত্র সত্য বাহিরে আইসে।

সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া প্রথমেই জেভার্ট প্রত্যাবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু তাঁহার অন্য কর্ত্তব্যও ছিল এবং তাহাকে উহা বলপূর্ব্বক অন্য দিকে টানিতেছিল। তজ্জন্য, সে তথায় অপেক্ষা করিয়া, অন্ততঃ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তাহার সম্মুখস্থিত সন্ন্যাসিনী সিম্‌প্লিস্‌ জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই। জেভার্ট ইহা জানিত এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সবিশেষ সম্মান করিত।

জেভার্ট বলিল—"ভগিনী, এই কক্ষে কি আপনি একা রহিয়াছেন?"

সে মুহূর্ত্ত অতি ভয়ানক। অভাগিনী দ্বারপালিকা সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম হইল।

সন্ন্যাসিনী চক্ষু তুলিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"হাঁ।"

জেভার্ট বলিল—"আমি যে পুনরায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইহা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনি একজন লোককে সন্ধ্যার পর দেখেন নাই? সে পলাইয়াছে। আমি তাহার অনুসন্ধান করিতেছি; সেই লোকটির নাম জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌—আপনি তাহাকে দেখেন নাই?"

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন—"না।"

সন্ন্যাসিনী মিথ্যা কথা বলিলেন। উপর্য্যুপরি, ইতস্ততঃ না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে, দুইবার মিথ্যা কথা বলিলেন—যেন তিনি আপনি আপনাকে বলি দিলেন।

জেভার্ট বলিল—"আমাকে ক্ষমা করিবেন।" এই কথা বলিয়া সে নমস্কার করিল ও চলিয়া গেল।"

দেবতা-স্বরূপা কুমারি! তুমি অনেক দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে তোমার কুমারী ভগ্নীগণের ও তোমার ভ্রাতৃস্থানীয় দেবতাগণের নিকট গিয়াছ। যেন এই মিথ্যা স্বর্গে তোমার অনুকূলে পরিগণিত হয়।

টেবিলের উপরিস্থিত বাতিটি এখনই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও তাহা

হইতে এখনও ধুম উদ্গত হইতেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর কথায় জেভার্টের এতই বিশ্বাস ছিল, যে জেভার্ট উহা লক্ষ্য করিল না।

এক ঘণ্টা পরে, একব্যক্তি বৃক্ষ ও কুজ্ঝটিকার মধ্য, দিয়া ত্বরিত-গতিতে "ম" নগর হইতে প্যারিস্‌ অভিমুখে চলিয়া যাইতেছিলেন। সেই ব্যক্তি জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌। পথে, তাঁহার সহিত ২।৩টি গাড়োয়ানের সাক্ষাৎ হয়। তাহাদিগের নিকট জানা যায়, যে তিনি একটি দ্রব্য লইয়া যাইতেছিলেন এবং তিনি ঢিলা জামা পরিয়াছিলেন। তিনি কোথায় উহা পাইয়াছিলেন, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কয়েক দিন পূর্ব্বে, কারখানার চিকিৎসালয়ে একজন বৃদ্ধ মজুর মরিয়াছিল, তাহার কেবল ঐরূপ একটি জামা ছিল। বোধ হয়, জিন্‌ভ্যাল্‌জিনের পরিধানে যে জামা ছিল, তাহাই উহা।

ফ্যান্‌টাইন্‌ সম্বন্ধে একটি কথা কহিয়া শেষ করিব।

মাতা বসুমতী আমাদের সকলের জননী। ফ্যান্‌টাইন্‌ সেই মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইলেন।

জিন্‌ভ্যাল্‌জিন্‌ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে ধর্ম্মযাজক যৎকিঞ্চিন্মাত্র ব্যয়ে ফ্যান্‌টাইনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দরিদ্রের। সুতরাং ধর্ম্মযাজক মহাশয় বিবেচনা করিলেন, যে তিনি যাহা করিতেছেন, তাহাই উচিত। বোধ হয়, তাহাই যথার্থ। তাঁহার কার্য্যে কাহার ক্ষতি? একজন বেশ্যার ও একজন কয়েদ খালাসী ব্যক্তির। সেই জন্যই, তিনি ফ্যান্‌টাইনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অতি অল্প ব্যয়ে সমাধা করিলেন। নিঃস্ব ব্যক্তিকে যেরূপ কবর দেওয়া হইয়া থাকে, ফ্যান্‌টাইনেরও সেইরূপভাবে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হইল। যে খরচ হইল, তদপেক্ষা কম খরচে তাহা হইতে পারে না।

যথায় দরিদ্রগণের কবর দেওয়া হইয়া থাকে ও দরিদ্রগণের আপন আপন পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, সেই স্থানে ফ্যান্‌টাইনের কবর হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, ভগবান্‌ পুণ্যাত্মাকে খুঁজিয়া লইতে পারেন। অন্যান্য লোকের অস্থিসমূহ মধ্যে ফ্যান্‌টাইনের কবর হইল। তাহার অস্থি অপরের অস্থির সহিত মিশ্রিত হইল। সাধারণ কবর মধ্যে তাহার দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার কবর তাহার শয্যার অনুরূপ হইল।

—*—